১৩ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

ভাদ্র, ১৩২৫—সেপ্টেম্বর, ১৯১৮।

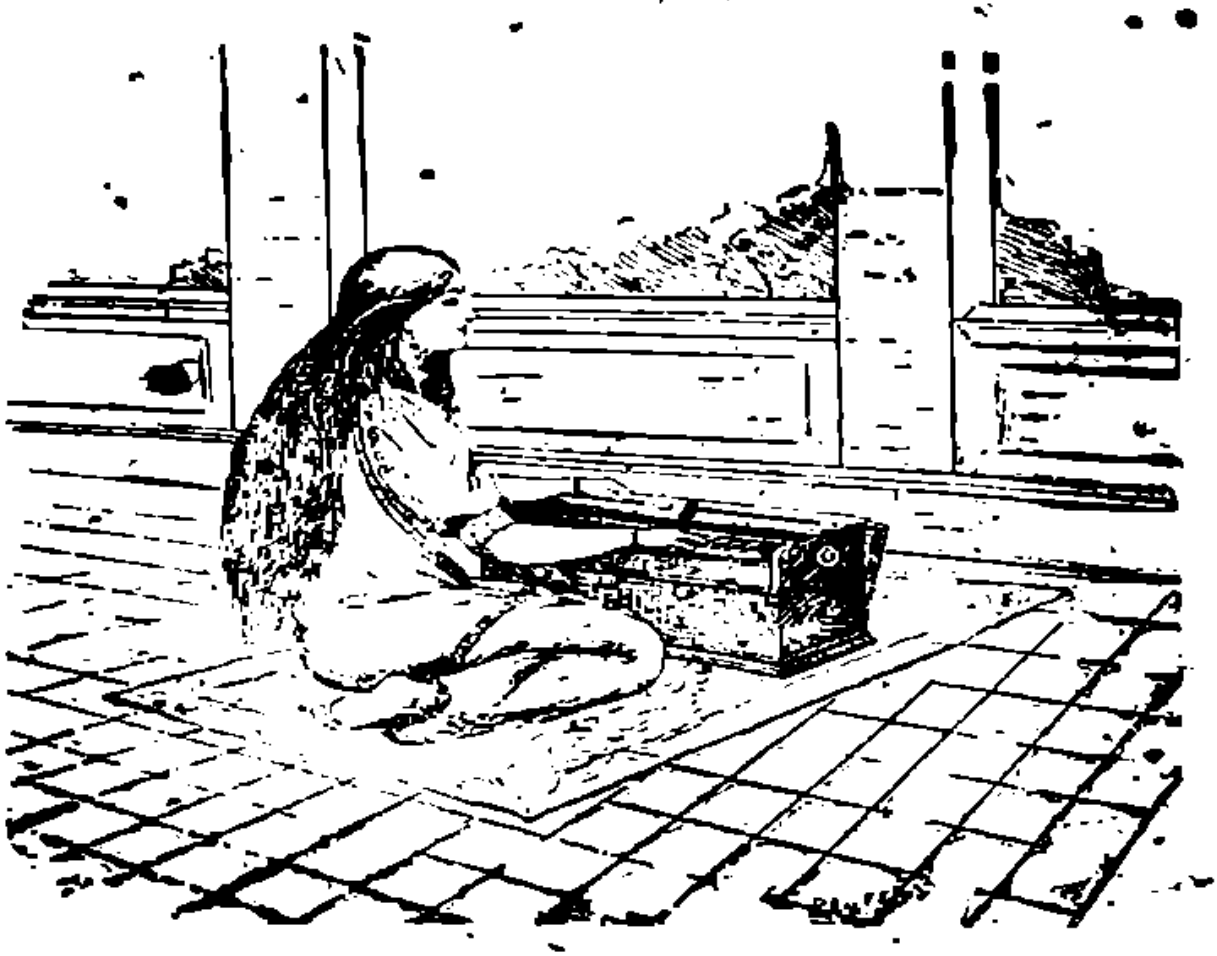
সূচী।

১।	ভবিষ্যদিনের গান	শ্রীযুক্ত নিশিকচন্দ্র বড়াল, বি, এ ... ১৪৫
২।	সুমিত্রা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী ১৪৬
৩।	হিন্দুর তীর্থদর্শন	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ১৫৩
৪।	ভাদ্রোৎসবের গান	স্বচিত্র— শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ স্বর— শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিত্র স্বরলিপি— শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ... ১৫৮
৫।	জ্যোতিলোভে ভীতি নষ্ট	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ ১৫৯
৬।	আতিথেয়তা	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যাবত্ন ১৬০
৭।	সাধু বাক্য	শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী ১৭৩

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷০
প্রতি খণ্ড মূল্য ৵০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।



বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড, মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৪০৲,৫৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোন্ত্রিয় অরগেন—মূল্য ৩৬৲,৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে

মহিলাপ্রিয় গ্রন্থাবলীর সুলভ বিক্রয়ের সুবর্ণ সুযোগ।

সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী বাঙ্গালার বাণাপাণি লেখনী-প্রসূতি-

—ভারতী-সম্পাদিকা—

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী।—

পরিচয়ের প্রয়োজন নাই—নামেই সুপ্রকাশ।

১ম ভাগে—১। দীপনির্ব্বাণ, (সুপ্রকাণ্ড উপন্যাস) ২। ছিন্নমুকুল, (সেই স্বনামধন্য উপন্যাস) ৩। কুমার ভীমসিংহ, ৪। ক্ষত্রিয়ের তরবারী, ৫। সন্ন্যাসিনী, ৬। প্রতিশোধ, ৭। যমুনা, ৮। কেন? ৯। আমার জীবন, ১০। লজ্জাবতী, ১১। নূতন বালা, ১২। চাবি চুরি, ১৩। রক্তলিপাসু, ১৪। ক্ষত্রিয় রমণী,

এই ২৫৲ মূল্যের ১৪ খানি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধরাজি মাত্র ১৲ টাকায় যায়।

২য় ভাগে—১। হুগলীর ইমামবাড়ী, ২। মিবার রাজ, ৩। দেবকৌতুক, ৪। ফুলের মালা, ৫। বসন্ত উৎসব, ৬। পাকচক্র, ৭। প্রবন্ধ রত্নাবলী, ৮। পূজার তত্ত্ব, ৯। কবিতাবলী, ১০। পত্রাবলী, ১১। দার্জ্জিলিং।

এই ১৫৲ মূল্যে ১১ খানি ১৲ টাকা।

৩য় ভাগে—১। স্নেহলতা (১ম), ২। অতৃপ্তি, ৩। জাতীয় সঙ্গীত, ৪। যুগান্ত কাবেনাটো, ৫। নিবেদিতা, ৬। হাসি (নূতন উপন্যাস), ৭। জীবনী

এই ৮৲ টাকা মূল্যের ৭ খানি ১৲ টাকায়।

৪র্থ ভাগে—১। স্নেহলতা (২য়) ২। বিদ্রোহ, ৩। প্রভাত সঙ্গীত, ৪। মধ্যাহ্ন সঙ্গীত, ৫। সন্ধ্যা সঙ্গীত, ৬। নিশীথ সঙ্গীত, ৭। সেকেলে কথা, ৮। সমুদ্রে, ৯। সঙ্গীতশতক

এই ১০৲ মূল্যের প্রেমরত্ন ৸০ দিব।

৫ম ভাগে—১। কাহাকে? ২। মালতী, ৩। জীবন অভিনয়, ৪। পেণেপ্রীতি, ৫। মিউটিনী, ৬। অমরগুচ্ছ, ৭। বিবিধ কথা, ৮। কনে বদল, ৯। কৌতুক নাট্য, ১০। গাথা, ১১। টালিসম্যান, ১২। রাজকন্যা। এই ১২ খানি উপন্যাস, নাটক, কাব্য—মাত্র ১৲ টাকায়। আবার একত্রে পাঁচ ভাগ ৪৸০ স্থলে ৪।০।

মহিলাপ্রিয়—সেই সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা-গ্রন্থ সম্রাজ্ঞী

সীতা—সাবিত্রী—দময়ন্তী—খনা—অহল্যাবাই প্রভৃতি নয়টি ভারতমহিলা-জীবনী—

সুন্দর ছাপা, বড় পুস্তক।

কেবল ১০ আনা মাত্র।

নন্দনকানন সিরিজ্।

সপ্তায় ভাল ভাল নূতন নূতন উপন্যাস!

প্রত্যেকখানি ৵০ দু আনা।

১। কেরানীর অদৃষ্ট (প্রহেলিকাময়)
২। তস্করের দান (কৌশল জাল বার্থ)
৩। জাহাজ লুট (বোম্বেটের কাণ্ড)
৪। ভূতের বাড়ী (বৈজ্ঞানিক ভূতের কাণ্ড)
৫। প্রকৃতি (দৃশ্যলীলায় সৌন্দর্য্যাহার)

প্রত্যেকখানি ।০ চারি আনা।

১। মেক্সিকোর রহস্য (রাজনৈতিক ডাকাতী)
২। নিকোলা (বিজ্ঞানবলে মরা মানুষ বাঁচিবে)
৩। সুমতি (চমৎকার গার্হস্থ্য উপন্যাস)
৪। বিলাতীভূত (গিন্নীর ভূতের উপদ্রব)
৫। ছায়াগোয়েন্দা (ছায়ায় ছায়ায় অনুসরণ)
৬। নরসীরঞ্জন (স্বদেশী গোয়েন্দার বাহাদুরী)
৭। দৈবীঘটন (ভাজ্জব ব্যাপার!)
৮। তস্করবহস্য (চোরে চতুরে লুকোচুরি)

প্রত্যেকখানি ।৵০ ছয় আনা।

১। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, রুসিয়ার রাজাগ্রাস-লালসার চূড়ান্ত প্রতিবিধান। ২। সোনার খনি, সুবর্ণলোলুপ ইংরাজের সমুচিত শিক্ষা। ৩। চোরসুলতান, সুলতানের রমণীনিগ্রহ—রূপবতী যুবতী হরণ—প্রেমিকের অভাবনীয় আত্মত্যাগ। ৪। রহস্য যবনিকা [মার্কিণ উপন্যাস] মার্কিণ যুবতীর প্রেমের দুরূহমন্ত্র! ৫। মেয়ে বোম্বেটে [সমমেরিণ ভয়ঙ্কর] রূপসীরাণীর অদ্ভুত প্রতিহিংসা! বিচিত্র আর্য্যাণ সমমেরিনে, বাণিজ্য-জাহাজ লুণ্ঠন! ৬। চতুর জাপানী [উদ্দীপনাময় উপন্যাস] কোন্ শক্তিবলে জাপান আজ কর্ম্মের লক্ষ্যের ঐক্যের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। ৭। নির্ব্বাসিতা [ফরাসী-বিপ্লবের উপন্যাস] আর্য্যাণীর ষড়যন্ত্র—ফরাসীরাজ্যে রাজতন্ত্র। ৮। সেবিন [আর্য্যাণ উপন্যাস] আর্য্যাণীর স্পর্দ্ধা—ইংলণ্ডের উপকূল আক্রমণ চেষ্টা। ৯। হীরকবিভ্রাট [হিপনটিক্ উপন্যাস] বিলাতীপ্রেমিক মিস্‌মেরিজিয়াম বলে কিরূপে প্রেমিকাকে মুগ্ধ করে।

বসুমতী আফিস—মন্দিরে।—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্ট-লিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা-পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক-পত্রিকায় প্রশংসিত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL:
THE ALL-INDIA
Hindu Socio-Religious Association.

General President H. H. the Maharaja of Durbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members—Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

১। ধ্যান-লোক—৸০; ২। তপোবন—৸০; ৩। অঞ্জলি—।০; ৪। সুনীতি-বিকাশ—৸০

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

১। মাধবী—১৲। ২। শিশির—।০

কলিকাতায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরীতে এবং চট্টগ্রামে ঘাট-ফরাদবেগ—ঠিকানায় জীবেন্দ্রবাবুর নিকটে পাওয়া যায়।

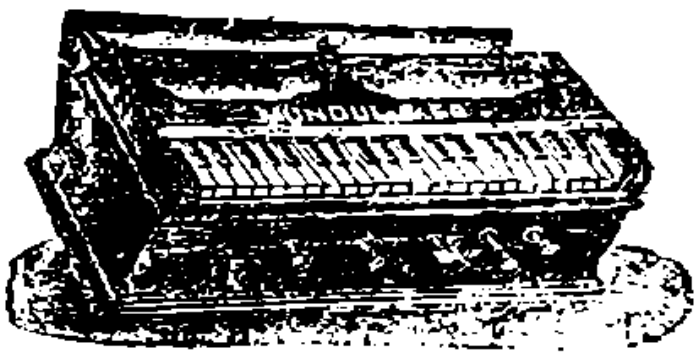
নূতন ধরণের পুস্তক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত

মূল্য—১।০ "জীবন-সংগ্রাম" মূল্য—১।০

ইহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। সংস্কৃত ডিপজিটারীতে (৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

মণ্ডল ফ্লুট।



দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং সৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ১০৲ টাকা। ঐ দুই শেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৩০৲ এবং ৭৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

স্থানীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন, "শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে-আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালার কবিরাজী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
২১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯।১ অপর চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ড্রপকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 661. September, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬১ সংখ্যা। | ভাদ্র, ১৩২৫। সেপ্টেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

জন্মদিনের গান।

(ভৈরবী-একতালা)

অশ্বত্থেরি পাগল আজো জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না!
তার বর্ণ-গীতি-গন্ধ-পরশ
হৃদয়-মাঝে লাগ্‌লো না।
জেগেছে সে ফলফুলে,
সিন্ধু-দোলায় নদীর কূলে,
প্রভাত পাখীর কলকলে,
হৃদয়-তলে জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না!
ডাক্‌লো সে যে আকাশ ভরে
গোপনে মোর নামটি ধরে,
মূর্চ্ছনা তার কেঁপে কেঁপে
বাজ্‌লো দূরে দূরে!
ফুট্‌লো সে ডাক্ তারার মালায়,
অন্ধ ঘরের দহন-জ্বালায়,
হৃদয়-তলে পাগল তবু
আগল খুলে জাগ্‌লো না—
জাগ্‌লো না, জাগ্‌লো না।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২৮)

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। নমিতা সেই যে শুইয়াছে, আর উঠে নাই। বিমল দুই তিনবার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে, নমিতা অঘোরে, অকাতরে ঘুমাইতেছে।

রাত্রিতে আহারাদির পর বিমল আবার নমিতাকে দেখিতে আসিল। সে তখনও ঘুমাইতেছে। নিদ্রায় সকল যন্ত্রণার অবসান ভাবিয়া বিমল তাহাকে উঠাইল না; নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

একটু পরে কে সজোরে সদর দুয়ারের কড়া নাড়িল। বিমল গিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল;—দেখিল, মিস্ স্মিথ্। রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহাতে দুইজন লোক বসিয়া আছে। একজন সুরসুন্দর তেওয়ারী, অপর ব্যক্তি নির্ম্মলবাবু। দুই জনেই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া নির্ব্বাগ্‌ভাবে পাশাপাশি বসিয়া আছেন।

স্মিথ ভিতরে ঢুকিয়া বলিলেন, "নমি কই, নমি?"

বিমল সংক্ষেপে বলিল, "বাড়ী এসে একবার কিট্ হয়েছিল,—অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। এখনো ঘুম ভাঙ্গে নাই।"

স্মিথ বলিলেন, "থাক্। তোমার মার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?"

বিমল বলিল, "হাঁ, আসুন। তিনি ঘুমাতে পারেন্ নি।"

স্মিথকে সঙ্গে করিয়া বিমল মাতার ঘরে আসিল। মাতা অস্থিরভাবে এ-পাশ ও-পাশ করিয়া, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শয্যা-কণ্টকী যাতনা ভোগ করিতেছিলেন; স্মিথকে দেখিয়া কাতর-স্বরে বলিলেন, "স্মিথ, নমির কপালে এই কলঙ্ক ছিল?"

স্মিথ দৃপ্তস্বরে বলিলেন, "না, ও-কথা বোল না। এ নমির কলঙ্ক নয়। আমাদের কলঙ্ক। তুমি কাউকে চেন না, কা'র কথা তোমায় বল্‌ব!—নিজের কথাই বলি।—আমিই এ দেশের জন্য দায়ী! ওদের কুৎসা-সৃষ্টিকারি-শক্তির জয় হোক। ওদের কোন দোষ দেব না আজকে।—কিন্তু দেখ্‌ব আজকে, সেই কাণ্ড-জ্ঞানহীন, মূর্খ জ্যাকসন্‌কে! সে ন্যায়পরায়ণতার দোহাই দিয়ে এত বড় অন্যায় কাজ করেছে কোন্ আইনের বলে?—আমি এখনই গিয়ে কৈফিয়ৎ নিচ্ছি।—সে সভ্য ইংরেজ, না বন্য পশু, আমি এখনই আজ দেখ্‌ব! একই সমাজের সভ্যতা আর ন্যায়পরায়ণতার গৌরব-সংস্কার তার মগজে, আর আমার মগজে, সমানভাবে গাঁথা আছে।—তার ভুল সংশোধনে উদাসীন থাকলে আমাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হবে। আজ তাকে তার চৈতন্যের উদ্বোধন কর্‌ব। আমি জলন্ত প্রমাণ হাতে করে এসেছি।—"

চোরা-পকেট হইতে একখানি পত্র টানিয়া বাহির করিয়া স্মিথ বলিলেন, "ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চিঠি তা'র দেবর নির্ম্মল মিত্রকে লিখে রেখে গেছে।—এ চিঠি আমার হাতে পড়েছে। নমিতা কেন কিসের জন্য দু'দিন তাঁর কাছে গেছ্‌ল, এতে সব খুলে লেখা

আছে।—এতেই ডাক্তারের মিথ্যাবাদিতা ধরা পড়বে। আমি নির্ম্মলকে পাকড়াও করে নিয়ে চলেছি। এখনই ডাক্তার-সাহেবের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াব। ও মিথ্যা বল্‌তে পার্‌বে না। আমি প্রমাণ করাব,—ডাক্তার কি দরের মানুষ!—ডাক্তারের বাড়ীতে যে স্ত্রীলোকটি রাঁধুনীর কাজ করে, তার সঙ্গে যে ওর কি সম্পর্ক, সে ওর বাড়ীতে, ওরই মাইনে খেয়ে যারা ঝি চাকরের কাজ করে, তারা সুস্পষ্টরূপে খুলে বলেছে। শুধু তাই।—কত কেলেঙ্কারীর কথা বল্‌ব! মিসেস দত্ত নার্সের সঙ্গে ওর এত বাধ্যবাধকতা কিসের, ফিমেল ওয়ার্ডের মেথরাণীরা তার চাক্ষুষ সাক্ষী আছে। আমি এতক্ষণ কুঠিতে বসে, সব্-ডিবিশনাল অফিসারকে ডাকিয়ে, সাক্ষ্য রেখে, তাঁর সামনে সব জবানবন্দী টুকে নিয়েছি।—আজ সারাদিনই ওর কাছে আমাকে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ও হত্যাকারীর কাছে ঘুস নিয়ে রিপোর্ট পাল্টে লিখেছে,—ও ডাক্তার-সাহেবের ক্লার্ক সেই শরৎ-পাজীকে ঘুস দিয়ে হাতে রেখে কত ভয়ানক কাজ করেছে, আমি তার সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। আজ জেলের ভুয়ার ওর সামনে খোলা।—ও এত অকীর্ত্তি করে রেখেছে! কিন্তু বলি-হারি ওর অসীম সাহসকে!—শয়তান এখনো অসঙ্কোচে বাঘের মত হিংস্র-ক্রূরতা নিয়ে, এমন নির্ভয়ে হাক্-পাক্ করে বেড়ায়! কিন্তু ও জানে না, স্মিথ-সিংহী ওর পিছুতে লেগেছে; এবার ওর সর্ব্বনাশ করে ছাড়্‌বে!—"

গৃহস্থ সকলে আড়ষ্ট, স্তম্ভিত! স্মিথ-সিংহী-ই বটে! আজ একেবারে ক্ষিপ্তা-সিংহীর মতই তিনি ভীষণ-উগ্রা! আজ তাঁহার অগ্নি-বর্ষী চোখের সাম্‌নে চোখ তুলিয়া চাহে সাধ্য কাহার!—তাঁহার কণ্ঠের বজ্র নিনাদে গৃহের দেয়ালগুলা পর্য্যন্ত যেন থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

থামিয়া, একটু শান্ত হইয়া স্মিথ সংযত স্বরে বলিলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত হও। কোন ভয় নেই।—মাথার ওপর সর্ব্বদর্শী ভগবান্ আছেন; মিথ্যার দম্ভ কখনো টিক্‌তে পারে না, এটা নিশ্চয় জেনো!—যদি নমিকে না চিন্‌তাম তা হলে আজ হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌তাম্। কিন্তু আমি যে তাকে চিনেছি, আমি নিজের হৃদয়কে যত না বিশ্বাস করি, তাকে তার চেয়ে বিশ্বাস করেছি। তার অন্যায় অপমান, আমি কখনো সহ্য কর্‌ব না! ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, খুব সহজেই আমার কার্য্যোদ্ধার হয়েছে।—আজ সমস্ত মিথ্যার অত্যাচার আগুনে ছারখার করে দিব্‌ব! একটু সবুর কর, আগে ডাক্তার-সাহেবকে দেখে আসি,—তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি, তাঁর মগজের চেয়ে আমার মগজ বিশ বছরের বেশী পুরাতন!"

দ্বারের দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া স্মিথ বলিলেন, "আবার বল্‌ছি, তোমরা কিছু ভেবো না।—নমি শুধু তোমার সন্তান নয়, আমাদেরও সন্তান। আমরা নিশ্চয়ই নিজেদের দায়িত্বের সম্মান রাখ্‌ব;—রাখতে আমরা বাধ্য যে! নিজে সারাদিন এই এক পোষাকে ঘুর্‌ছি; পোষাক বদ্‌লাতে সময় পাই নি।—এবার ডাক্তার সাহেবের কাছে চল্লুম, আজ সারারাত তাঁকে খাটাব,—ঘুমাতে দেব না।—তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাও।"

স্মিথ দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেলেন।

(২৯)

ঘড়িতে টং-টং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল। 'খটাবট্ খটাবট্'—করিয়া ডাক্তার-সাহেবের প্রকাণ্ড ওয়েলার-যুক্ত গাড়ীখানা আসিয়া হাঁসপাতালের অদূরে মোড়ের মাথায় দাঁড়াইল। সর্ব্বাঙ্গ ক্লোকে ঢাকা ডাক্তার-সাহেব লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, তারপর নামিলেন, স্মিথ, সুরসুন্দর, আর সমুদ্রপ্রসাদ কম্পাউণ্ডার ও সেই সর্দ্দার কুলী ছট্টুর পুত্র, লাল্। সকলে নিঃশব্দে আসিয়া হাঁসপাতালের ফটকে পৌঁছিলেন। ফটক ভিতর হইতে চাবি-বন্ধ। পার্শ্বেই দ্বারবানের ঘর। ডাক্তার-সাহেব স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া, খুট্‌খুট্ করিয়া ফটক ঠেলিয়া, মোলায়েম সুরে ডাকিলেন—"ভ্যারোয়ান্, ইয়ো ভ্যারোয়ান—।"

মাজা করা সুতার কম্বুকরে ধারের মত, চাঁচা গলায় দ্বারবান্ ভিতর হইতে উত্তর দিল, "কোই হ্যায় রে ?"

ডাক্তার-সাহেব সুচারু উচ্চারণে একটী গালি পাড়িয়া, মৃদুকণ্ঠে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন,—"টোমরা পাপা হ্যায়, জল্‌দি কেয়াড়ি খোল,—জল্‌দি !"

এবার দ্বারবানের চমক ভাঙ্গিল, মাথা খুরিয়া গেল ; চাবি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ফটকের তালা খুলিতে খুলিতে ভয়-জড়িত স্বরে বলিল, "হুজুর, মাপ কিজিয়ে, হাম পহচ্‌নে"—

তাহার মুখের কথা মুখে রহিল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর স্বরে তাহাকে বলিলেন, "চুপ্ রও, হল্লা করো মৎ !"—

দ্বারবান্ ফটক খুলিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার সাহেব পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া, লাল্‌কে কি ইঙ্গিত করিলে, সে চক্ষের নিমেষে এক লম্ফে দ্বারবানের ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিল, সমুদ্র পাগড়ী খুলিয়া সুদৃঢ় বন্ধনে তাহার হাত পা বাঁধিল। ডাক্তার-সাহেব হাতের ফলটি তাহার মুখের সাম্‌নে আন্দোলন করিয়া তীব্র-স্বরে বলিলেন, "ঝট্ বোলো, উ লোক চোরি-কো মাল কাঁহা গাড়া রাখ্‌খা ?"

দ্বারবান্ পাংশুমুখে বলিল, "হুজুর, মায় বাপ,—হাম্‌রা কোই কসুর নেই হ্যায়, হুজুর—!"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, মাল কাঁহা বোলো।—"

দ্বারবান্ বলিল, "ফটক্‌কা ভাহিন্ মে,—ঐ জমীন্ কো নীচু গাড়া হ্যায়।—"

ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "লাল্, ফটকমে চাভি লাগায়কে, ইস্‌কো পাশ ঠাড়া রও,—"

তাঁহারা বাগানের সরু পথ ধরিয়া 'ফিমেল ওয়ার্ডে'র পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, মেল ওয়ার্ডের বারাণ্ডায় উঠিলেন। তারপর নিঃশব্দে সকলে দ্বিতলে উঠিয়া, বারেণ্ডার প্রান্তে শেষ ঘরটির সাম্‌নে আসিয়া পৌঁছি-লেন। ঘরের দ্বার ভেজান ছিল। ভিতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, কয়জন লোক মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এবং মাঝে মাঝে খুব জোরে হাসিও হইতেছে।

ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তার-সাহেব আগে ঢুকিলেন ; পিছনে, স্মিথ। সুরসুন্দর ও সমুদ্র চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা মস্ত টেবিল ঘিরিয়া ডাক্তার মিত্র, ক্লার্ক শরৎবাবু, হিতলালবাবু, আর এক-জন ঘোর কৃষ্ণকায় অপরিচিত প্রৌঢ়

ব্যক্তি সারি সারি চেয়ারে বসিয়া মদ্যপান করিতেছেন। দপ্তরখানা টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া সাপে 'হুইস্কি' ঢালিয়া দিতেছেন, তাঁহার অবস্থাও খুব প্রকৃতিস্থ নহে। হিতলালবাবু চেয়ারের পিঠে ঘাড় হেলাইয়া অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় যা-তা বকিতেছেন। ডাক্তার মিত্র ও শরৎবাবুর অবস্থা ততদূর শোচনীয় নহে। তবে সাদা চোখ কাহারও নাই। কৃষ্ণকান্তি পুরুষটি গম্ভীরভাবে ঝিমাইতেছেন।—তাঁহার সাম্মুখে টেবিলে বিভিন্ন রকমের নিব্-লাগান কতকগুলা কলম, কয়েকটা দোয়াত ও সারি সারি থাকবন্দী বিস্তর লেখা-কাগজ রহিয়াছে।

ডাক্তার-সাহেব ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন "গুড-নাইট, ডাক্তার মিত্র! অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করছি;—কিন্তু এখানে এ-সব হচ্ছে কি?—নার্শ, তুমি এখানে কেন?"

সকলে বজ্রাহত, নিস্তব্ধ। কৃষ্ণকান্তি পুরুষটি ঝিমান বন্ধ করিয়া, গুলিখোরের মত গোল চোখ-দুইটা পাকাইয়া তীব্রদৃষ্টিতে একবার চাহিল, তারপর চট্ করিয়া উঠিয়া, পরম-ভক্তিসহকারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া, ব্যস্ত-সমস্তভাবে তহবিলটা গুটাইয়া বগলে পুরিয়া, সবিনয়ে বলিল, "হাঁ সাহেব, ভুল হয়ে গেছে। আমি পুওর ম্যাম, থার্ড পার্সোন্!—এই ডাক্তারবাবুকে 'কল' দিতে এসেছি; কাল সকালে আমার বাড়ী যেতে হবে। আমি এখনই যাচ্ছি—"

ডাক্তার-সাহেব পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দাঁড়াও ভদ্রলোক, এক পা এগোবে, কি এই বন্দুকের ঘায়ে মাথা ভেঙ্গে দেব। সাবধান!—চালাকি কোর্ না, কাগজগুলা রাখ দেখি।—তেওয়ারী, সমুদ্র সিং—এস, বাঁধো এই 'রাস্কেল' কে!"

সমুদ্র আসিয়া একটানে তাহার হাত হইতে কাগজের তাড়া টানিয়া লইয়া টেবিলের উপরে ফেলিল; বলিল, "স্যর, এই দেখুন্, আবার সব বেনামী দরখাস্ত নানা ধাঁচে তৈরী হচ্ছে!—এ কি! বাঃ! স্ত্রিখের লেখাও আছ হচ্ছে যে! ভাল, ভাল। স্যর, এই লোকটাই সহরের সেই প্রসিদ্ধ জালিয়াৎ—বেণীমাধব ছকুমদ্!—ইনি ঐ হিতলাল-বাবুর বাবার ধামা-ধরা জালিয়াৎ বন্ধু...।"

রোষ-কষায়িত নেত্রে চাহিয়া ডাক্তার-সাহেব বেণীকে বলিলেন,—"আচ্ছা তুমি এখন থাক; কাল সকালে পুলিশ-বাবার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার হবে।"

ক্লোরোফর্মের শিশিটা তুলিয়া একটা চেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডাক্তার-সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিলেন; ক্লার্ক শরৎবাবুর দুই কাণ ধরিয়া উত্তমরূপে নাড়া দিয়া 'ঠাই ঠাই'-শব্দে তাহার দুই গালে দুই বহু-চপেটাঘাত বসাইলেন; ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "তুমি বড় ইঁসিয়ার লোক আছ! কাপ্তেন জ্যাক্সনকে ধাপ্পা দিয়েছিলে, কেমন?"

শরৎবাবুকে ছাড়িয়া ডাক্তার-সাহেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দপ্তরখানার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "নার্শ, তোমার সম্পেণ্ড কর্লুম্। এই মুহূর্ত্তে হাঁসপাতাল-গ্রাউণ্ডের সীমা ছেড়ে দূর হও। তোমার বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে। —জেনে রেখো, যথাস্থানে তাহার বিচার হবে।"

ভদ্রলোক এতক্ষণ নিঃশব্দে একপাশে জড়-সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এইবার বিনা-বাক্যে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার-সাহেব বজ্রনিনাদে বলিলেন, "প্রমথবাবু, তোমার আজ স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে! বৈকালে তোমায় বড়ই কাতর দেখেছিলুম না? বহুৎ আচ্ছা, এখন তোমার অবস্থা-পরিবর্ত্তনে আমি সুখী। কিন্তু হাঁসপাতালে ওয়ার্ডের মধ্যে বন্ধুবান্ধব নিয়ে তোমার যথেচ্ছাচার করবার অধিকার নাই, সে কথা ভুলে গেলে কেন? কাজটা কি ভাল হয়েছে?"

প্রমথবাবু কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব একটু থামিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, আজ সকালে যে নার্শকে সস্পেণ্ড করিয়েছ, বল ত সে নার্শ—সেই বালিকা নার্শ, তোমার বাড়ীতে কিসের জন্য যাওয়া আসা করতেন? এইখানে একবার সত্য বল দেখি, ডাক্তার!...কি হে, বলতে চাও না এখন? আচ্ছা, এই চিঠিখানা পড়ে রাখো দেখি।—এ লেখাটা কা'র চেন কি?"

ডাক্তার মিত্র চিঠির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া বলিলেন, "সার, এ কাল চিঠি!—এ আমার স্ত্রীর লেখা নয়!"—

বিদ্রূপের স্বরে ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "বটে। কিন্তু যে লোক এ চিঠি সনাক্ত করেছে, সে কে জান? সে তোমারই ভাই, নির্ম্মল মিত্র! তিনদিন আগে যার নাকে ঘুসী মেরে রক্তপাত করেছিলে, গলাধাক্কা দিয়ে যার সঙ্গে তোমার মাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেই নির্ম্মল মিত্র;—মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্ত্রীর সঙ্গে এতটুকু সদয় ব্যবহার করবার জন্য যে তোমার পায়ে ধরে মিনতি করিতেছিল,—এ লোকটা সেই,—তোমার পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত একজন! বল ডাক্তার, এ লোকটাও কি আমায় ঠকিয়ে গেছে?"

ডাক্তার মিত্র কোন উত্তর দিলেন না। ডাক্তার-সাহেব সুরসুন্দরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মিত্রকে বলিলেন, "দেখ দেখি চেয়ে, একে চিন্‌তে পার, বোধ হয়? এ না কি ঔষধ-অস্ত্র চুরি করে গেছে? সেই যে বেনামী দরখাস্তে ঔষধ-চুরির কাল্পনিক বর্ণনা সব লিখিয়েছিলে—ডাক্তার!" উগ্র ক্রোধে ডাক্তার-সাহেবের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সজোরে ভূমে পদাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, "আমায় বাঁদর নাচ নাচিয়েছ, ডাক্তার? উঃ! অদ্ভুত তোমার সাহস, আর অপূর্ব্ব বুদ্ধিকৌশল! থাক্, আমি এখনই চৌটলাটের কাছে টেলি-গ্রাম করছি। তারপর যথাস্থানে যা যা করতে হয়, সব ঠিক করে নিচ্ছি—।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার-সাহেব বলিলেন, "সমুদ্র সিং, তোমাকে আর সেই সর্দ্দার কুলীকে আমি নিজের পকেট থেকে পুরস্কার দেব। তোমরা ভাগো আমার কুঠিতে গিয়ে সাহস করে খবর দিয়েছিলে,—নচেৎ এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই জান্‌তে পারতাম্ না।... স্মিথ, আমি আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। বেশী আর কি বলব? —আপনার সেই তিরস্কারের জন্য এখন আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।—"

স্মিথ ডাক্তার-সাহেবের সহিত নিম্নস্বরে দুই-একটা কথা কহিলেন। ডাক্তার-সাহেব স্মিথের দিকে একখানি চেয়ার সরাইয়া দিলেন এবং নিজে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। এক তাড়া কাগজ বাহির

করিয়া তিনি বলিলেন, "ক্লার্ক শরৎবাবু, এস, এই চেয়ার খানায় বস।—এই কাগজগুলা পড়তে হবে। ডাক্তার মিত্র, বস ঐ সাম্‌নের চেয়ারে।—শোন এই কাগজগুলা। এর মধ্যে কোনও অপরাধটা অস্বীকার কর্‌বার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, দেখ!—পড়, শরৎবাবু, প্রথম নম্বর তাড়া,—গৌরাঙ্গদাস চক্রবর্ত্তী, লাল-বাজার করমগঞ্জ।—"

ডাক্তার মিত্র ঘূর্ণিত মস্তকে অবসন্নদেহে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

(৩০)

তরুণ উষার ক্ষীণ আলোক সেইমাত্র পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছে। মাথার শিয়রে জানালার ফাঁক দিয়া যে ক্ষীণ আলোকরেখাটি বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, নমিতা নিদ্রাহীন নয়নে নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়াছিল।

বাহিরে ডাকাডাকি শুনিয়া শঙ্কর উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। গোলমালে বিমল, সুশীল, সমিতা, সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিমল বাহিরে ছুটিয়া গেল। ক্ষণপরে করজোড়া জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। আগে মিস্ স্মিথ, মাঝে ডাক্তার-সাহেব ও পিছনে সুর-সুন্দর তেওয়ারী আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

নমিতা চাহিয়া চাহিয়া সকলকে দেখিল। ক্লান্তি-অলস হাত-দুইখানি তুলিয়া একবার সে কপালে ঠেকাইল; কোন কথা কহিল না; উঠিতেও পারিল না।

ডাক্তারসাহেব তাহার করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সুপ্রভাত!"

ক্ষীণকণ্ঠে নমিতা প্রতিধ্বনি করিল, "সুপ্রভাত—অতি সুপ্রভাত!"

ডাক্তার-সাহেব একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। স্মিথ শয্যাতেই নমিতার পার্শ্বে বসিলেন। সুরসুন্দর শয্যার শিয়রে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার-সাহেব নমিতাকে বলিলেন, "প্রিয়-ভগিনি, তোমার কাছে ক্ষমা-প্রার্থনার জন্য এসেছি। শয়তানের চক্রান্তে প্রতারিত হয়ে, তোমার সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত অবিচার করেছি।—এখন আমি আন্তরিক দুঃখিত। ডাক্তারের চরিত্রের গুপ্ত রহস্য সব প্রকাশিত হয়েছে। সে এখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-বাসের উপযুক্ত অপরাধী। তোমার চরিত্র নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় আমি আন্তরিক আহ্লাদিত হয়েছি, তোমায় প্রীতি-সংবর্দ্ধনা-জ্ঞাপন কর্‌ছি।"...

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; অর্থহীন দৃষ্টিতে সেই আলোক-রেখাটির পানে চাহিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

স্মিথ তাহাকে নাড়া দিয়া ডাকিলেন, "নমিতা, নমিতা!—"

"এ্যাঁ—কেন ম্যাডাম?" বলিয়া নমিতা তাঁহার দিকে চাহিল।

স্মিথ বলিলেন, "ডাক্তার-সাহেব নিজে তোমায় সুসংবাদ জানাতে এসেছেন, তুমি নির্দ্দোষ।—"

"উত্তম—আমায় মাকে সান্ত্বনা দান করুন, ম্যাডাম্—" নমিতা শান্তমুখে পার্শ্ব ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "বিমল, সাম্‌নের ঐ জানলাটা খুলে দে-না ভাই।—আলোটা ভাল করে দেখি।—"

সুরসুন্দর গিয়া জানালা খুলিয়া দিল। উষার রক্তচ্ছটায় পূর্ব্বাকাশ যেন সদ্যঃ-

শোণিত-রঞ্জিত!—নমিতা একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

নীচে রাস্তায় বাইসাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ বাজিয়া উঠিল; টেলিগ্রাফ অফিসের পিওন উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—"নমিটা মিটার!—নমিটা মিটার, শুকঠো টেলিগ্রাম হৈ।"

নমিতা ধীরকণ্ঠে বলিল, "বিমল, দেখ্‌ত ভাই! বুঝি, দাদার টেলিগ্রাম এল!—হাঁ দাদারই খবর, নিশ্চয়!—"

বিমল চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে টেলিগ্রাম-হাতে ছুটিয়া আসিয়া, উত্তেজিত কণ্ঠে আনন্দোজ্জ্বল মুখে পড়িয়া শুনাইল,—"নমিতা,—অতিশয় আনন্দের সহিত জানাইতেছি, যুদ্ধের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই আমাদের পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছি। বোম্বের সুবিখ্যাত.....কোম্পানির কারখানায় ৪০০৲ টাকা মাহিনায় সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে যাইতেছি।—তুমি আজই হাঁপাতালের কাজে ইস্তফা দাও।"

একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় নমিতার ক্ষীণ স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডটা যেন সজোরে দুইখানা হইয়া গেল! রুদ্ধশ্বাসে ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া কষ্টোচ্চারিত স্বরে সে বলিল,"ডাক্তার-মহাশয়, ইস্তফা গ্রহণ করুন্!—"

স্মিথ্ ব্যস্তভাবে নমিতার বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "নমিতা, নমিতা, শুভসংবাদ এসেছে, আজ বড় আনন্দের দিন। শান্ত হও।—"

অশ্রুচ্ছায়াক্রান্ত নয়নে নমিতা জড়িতস্বরে বলিল, "খুব, খুব শান্ত।—পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি।"—শিথিল-শীতল হস্তে স্মিথের হাত-দুইটা টানিয়া কপালের উপর চাপিয়া ধরিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে নমিতা বলিল, "উঃ! আমার মাথা যে গেল! অসহ্য যন্ত্রণা! এই ঠাণ্ডা হাত-দুটি দিয়ে, একটি বার—শুধু একটিবার—খুব জোরে চেপে ধরুন্!—আঃ!"

চক্ষু মুদিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করিয়া নমিতা আবার দৃষ্টি খুলিল; ঘাড় ফিরাইয়া মাথার শিয়রে দণ্ডায়মান সুরসুন্দরের দিকে চাহিয়া মধুর কোমল স্বরে বলিল, "তেওয়ারি, বিদেশী ভাইটি আমার, দাদাটি আমার, প্রণাম ভাই, প্রণাম!—তোমার পৈতাকে নয়, অন্তরের সেই নিষ্ঠাপূত পুণ্যোজ্জ্বল ব্রহ্মণ্য শক্তিকে প্রণাম!—শেষ চোট্‌টা মগজে বড় বিশ্রী লাগ্‌ল ভাই, আর সাম্‌লাতে পার্‌লুম্ না।—কিন্তু তবু বল্‌ছি ভাই, মানুষের দুটো হাতে কত শক্তি থাক্‌তে পারে?—সে দুর্ব্বলের বুকের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে, কঠিন পাহাড় ভেঙ্গে উড়িয়ে দিতে পরে, মাটীর বুকে নির্ম্মম আঁচড়ে গভীর বেদনার খাদ কেটে রেখে যেতে পারে,—এই পর্য্যন্ত! কিন্তু সে সীমাবদ্ধ শক্তির ওপর অসীম শক্তি আছে, অগাধ সান্ত্বনা আছে, অনন্ত অভয় আছে। বিশ্বাস হারিও না ভাই! মন থেকে সব গ্লানি মুছে ফেলো; কোন দ্বিধা রেখো না।—আবার তেমনি বলিষ্ঠ স্রষ্টিই হয়ে, তাঁর কাজ বলে, জীবনের কর্ত্তব্য পালন করে যেও।"

নমিতার নিঃশ্বাস বড় জোরে বহিতে লাগিল; স্বর বন্ধ হইয়া গেল।—ক্ষণেকের জন্য থামিয়া, হাঁপাইয়া নিঃশ্বাস টানিয়া সে বলিল, "অনেক শিক্ষা, অনেক কাজ বাকী রেখে চল্লুম্,—ভাই! আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মজন্মান্তরে আবার তোমাদেরই মত ভাইয়ের

বোন্ হয়ে জন্মগ্রহণ কর্‌তে পারি;—অনেক শিখে অনেক কাজ করে যেতে পারি;—সকলী শিক্ষায়, সকল অত্যাচার অবহেলায় জয় করে করে, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বকে বিশ্বাস করে, ভালবেসে, ভক্তি করে, পূজা করে যেন ধন্য হয়ে যেতে পারি!—বিমল, সমি, সুশীল, কে আছিস রে!"

বিমল ও সমিতা টেলিগ্রাম লইয়া মাতার ঘরে ছুটিয়াছিল। কেবল সুশীল তথায় ছিল।—সে মুখের কাছে মুঁকিয়া বলিল, "দিদি, কি বল্‌ছ?"

শ্রান্তি-অলস দৃষ্টি অবসাদে নত হইয়া আসিতেছিল। শক্তিহীন কম্পিত হাত বাড়াইয়া নমিতা সুশীলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সুশীল কাছে এস ভাই! একটি চুমা দাও!—মাকে কাঁদ্‌তে দিও না। ভাল করে লেখা-পড়াটি শিখো,—আর সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান্ হোয়ো। দাদা এলে বোলো, 'দিদি আসলে নির্দ্দোষ;—বরাবরই নির্দ্দোষ ছিল। যবার কথা সে ভোলে নি। তাঁর স্মৃতিই তা'র সান্ত্বনার সম্বল ছিল, সেই শোকই স্বর্গ ছিল—তাঁরই জন্যে সে শান্তি পেয়ে গেছে!—আঃ!—"

সহসা বিপুল বেগে নমিতার বক্ষঃ স্পন্দিত হইল, চক্ষু-তারকা শান্ত—বিস্ফারিত হইয়া ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিল, হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ হইল, দেহ স্থির—অসাড় হইল। নমিতার প্রাণ চলিয়া গেল!

ডাক্তার-সাহেব হতবুদ্ধির মত এতক্ষণ নিষ্পলক নয়নে নমিতার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন;—এইবার হতাশ-ভাবে, বিস্ময়-স্তম্ভিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! এ্যাপো-প্লেসি!"—

স্মিথ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া মেঝের ধূলার উপরে বসিয়া পড়িলেন। সুরসুন্দর স্থিরদৃষ্টিতে সেই মৃতমুখের শান্ত-কোমল সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

পূর্ব্বগগনে প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি ঝলসিত হইয়া উঠিল। (সমাপ্ত)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিন্ধ্যাচল।

ইহা মির্জাপুর-তহসিলের একটী সহর-মাত্র। এখানকার লোকসংখ্যা ৪৭৮৩ জন। এখানে একটি পোষ্ট অফিস ও পুলিশ থানা আছে। নবরাত্রের মেলা বৎসরে দুইবার—একবার মার্চ্চমাসে এবং দ্বিতীয়বার অক্টোবর মাসে এখানে হইয়া থাকে। এখানে বিন্ধ্যেশ্বরী দেবী আছেন। সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে সমাগত হইয়া দেবীর পূজা করে।

বিন্ধ্যাচলে সতীর একখণ্ড ছিন্ন অংশ পতিত হয় বলিয়া বিন্ধ্যেশ্বরী দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। দুই স্থলে দেবীর দুইটী প্রতিমা দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি সর্ব্বোচ্চ-শিখরে এবং অন্যটী পর্ব্বতের নিম্নস্তরে। শিখর-স্থাপিত দেবীমূর্ত্তি যোগমায়া এবং নিম্নে স্থাপিত মূর্ত্তি ভোগমায়া-নামে খ্যাত।

রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যাইতে যাইতে একটি সুদৃশ্য শিব-মন্দির আমাদের

দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কাশীর মহারাজ। মন্দিরটী প্রস্তরনির্ম্মিত।

ভোগমায়ার মন্দিরের সম্মুখে লৌহ-শলাকা-বেষ্টিত একটী চত্বর। এই চত্বরে যূপকাষ্ঠ ও হোমস্থান। ব্রাহ্মণেরা এখানে বসিয়া হোম ও চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন। এখানে হোমের উপাদান যব। পাণ্ডারাই হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত করে। তীর্থযাত্রীর মধ্যে যাহারা হোম করেন্ না, তাঁহারা তিনটী বা পাঁচটী আহুতি দেন। এই মন্দিরে বলিদান হইয়া থাকে। দুর্গোৎসব-সময়ে এখানে নবরাত্রের উৎসব হয়। ভোগমায়ার মন্দিরের সন্নিকটে নানকশাহীদিগের একটী আড্ডা আছে।

বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে সিংহের উপরে আড়াই হাত উচ্চ একটী দেবী-মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী কৃষ্ণবর্ণ। মন্দিরে ৭টী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। পশ্চিম-দালানে ৩টী ঘণ্টা আছে; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটী নেপালের কোনও ভূতপূর্ব্ব রাজা অর্পণ করিয়াছেন। ঘণ্টা-দানেরও উদ্দেশ্য আছে। ভবিষ্য-পুরাণে লেখা আছে, যদি কেহ মন্দিরে ঘণ্টা, বিতান, ছত্র, চমর প্রভৃতি অর্পণ করে, তবে সে চক্রবর্ত্তী হয়। বোধ হয়, সেই উদ্দেশ্যেই লোকে ঘণ্টাদি দিয়া থাকে। বলি-পীঠের পশ্চিমে ষাদশভুজা দেবী এবং খোপড়েশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। দক্ষিণদিকের এক মন্দিরে মহাকালী এবং উত্তরে ধর্ম্মধ্বজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবতীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একটা উন্মুক্ত মণ্ডপ আছে।

ভগবতীর মন্দিরের কিছু দূরে উত্তর দিকে বিন্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ইহার সম্মুখে হনুমানের প্রতিমা অবস্থিত। পাণ্ডাগণ এইখানে যাত্রীদিগকে মুণ্ডন দিয়া থাকে।

যোগমায়ার গুহাদ্বার অতিক্ষুদ্র। গুঁড়ি মারিয়া না যাইলে, প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের গাত্র-সংলগ্ন একটি ছিদ্র দিয়া দেবী-দর্শন হইয়া থাকে। ভোগমায়ার মন্দিরে পূজার উপকরণ ফুল ও জল; কিন্তু যোগমায়ার মন্দিরে কেবলমাত্র পুষ্প। এখানকার মন্দিরে বর্ণনির্ব্বিশেষে লোকে প্রবেশ করিতে পারে। এখানেও বলিদানের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের মধ্যে প্রস্তর-কোদিত যে কালীমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা কংসরাজের ইষ্টদেবী বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলে, দস্যুরা মথুরা-লুণ্ঠন করিয়া প্রতিমা লইয়া চলিয়া আসে।

যোগমায়ার পর্ব্বতের পার্শ্বে সীতাকুণ্ড, অগস্ত্যকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত। ব্রহ্মকুণ্ড দেখিলে বোধ হয় যে, এখানে পূর্ব্বে একটি জলপ্রপাত ছিল। পর্ব্বতের কাটল দিয়া অবিশ্রান্ত টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। এখানে কেবলমাত্র স্নান করা হয়। ইহার কিয়দ্দূরে সীতাকুণ্ড। ইহার সন্নিকটে সীতার রন্ধনশালা। সীতাকুণ্ডে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা হইতে যতই জল লও না কেন, তাহার পূর্ণতা কমিবে না। সীতাকুণ্ডের সোপানাবলী দিয়া পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে উঠিতে পারা যায়। যোগমায়ার মন্দিরের সন্নিকটে মহাকালের শিবমন্দির অবস্থিত। লিঙ্গটী শ্বেত-প্রস্তরের।

কালীমন্দির:—বিন্ধ্যাচলের দুই মাইল

দূরে কালী-পাহাড়ের নিম্নে "কালী খোহ"-নামে একটি স্থান আছে। এখানে একটী কালী মূর্ত্তি অবস্থিত। কালীপ্রতিমা ক্ষুদ্র; পরন্তু ইহার মুখটী অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা বৃহৎ। কালীর ভক্তগণ দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্য তাঁহার নামে কুক্কুট ছাড়িয়া দেয়। কুক্কুটগুলি মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে। পাহাড়ে চড়িবার জন্য ১০৮টী সিঁড়ি আছে।

অষ্টভুজার মন্দির :—"কালী খোহ"র উত্তর-পশ্চিমে দুই মাইলের মধ্যে একটী বন আছে। সেই বনে অষ্টভুজা-দেবীর মন্দির অবস্থিত। রাস্তায় রামেশ্বর শিব-মন্দির আছে। এখান হইতে উত্তর-গঙ্গার তটে রামগয়া। এখানে পিণ্ডদান করা হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

ভাদ্রোৎসবের গান।

গৌড় মল্লার—চৌতাল।

হৃদয়-মন্দিরে
উদয় শুভক্ষণ, চিরন্তন পুরুষ-রতন
দাঁড়ায়ে সুন্দর শোভন সাজে!
হের বিশ্বরাজে!
নাচে তালে তালে ছন্দে ছন্দে,
উঠে গীত মধুর মন্দ্রে,
কুসুম চিরনন্দিত গন্ধে
বন্দে
পূর্ণ পরমানন্দে
পূর্ণ পরব্রহ্মে, নিখিল মন্ত্র-মুগ্ধ
এ কি সুন্দর সাজে!
রম্য বিশ্ব-বীণা সাথে
সুরে সুরে,
আজি, হৃদয়-পুরে
হৃদয় তন্ত্রী মম কি সুন্দর বাজে—
মহামহোৎসব মাঝে;

জাগ যাঁর লাগি দিবস-রাতি হৃদয়-সিংহাসন পাতি,
মিথ্যা মোহ-বন্ধ টুটি,
শত আনন্দ পড়ে লুটি,
সব সংশয় ঘুচায়ে সব অশ্রু মুছায়ে
চির-মঙ্গল-মাঝে !—
চির সুন্দরে,
শোভন
হৃদি-মন্দিরে,
জ্যোতির্ম্ময় সাজে—
হের রাজাধিরাজ মহারাজ
হৃদিরাজে !

রচয়িতা—শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ। সুর—শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিশ্র।
স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ৪ ॥ ১´ ০ ২
II সা ণধা । -া র্সা । -র্সা র্রা । র্সা -র্সা । -ধা পা । -মপা পা I
হৃ -দ ০ য় ০০ ম ন্দি ০০ ০ রে ০০ উ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I ণধা -া । র্সা -নর্সা । -র্সা -র্সা । ধা পা । -মপা ধা । -র্সা ধা I
ন০ ০ ব ০০ ০ ত ভ ০০ ক ০ ণ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -পা -া । মপা -মা । রা -া । মা -রা । -া সা । -া -া I
০ ০ চি০ ০ র ০ ন্ত ০ ০ ন ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I সা সা । -ধ্া -ণধ্া । সা -া । রা মা । -মজ্ঞা -মা । -রা -া I
পূ র্ণ ০ ০০ ব ০ র ত ০০ ০ ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I সা -া । -া সা । সা -রা । মজ্ঞা মা । -া -রা । রা -পা I
ন ০ ০ দী ড়া ০ য়ে০ ০ ০ ০ হ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I -া ণধা । -া র্সা । র্রা -মা । -র্সা র্সা । -ধা পা । -মপা মা I
নৃদ ০ ঙ শো ০ ভ ০ ন ০০ সা

০ ৪ ১´ ২
I -মজ্ঞা -মা । -রা সা । সা -ধ্া । -ণ্া -ধ্া । সা রা । -া সা I
•• • হে হে • • • র বি • ম

০ ৪ ১´ ২
I রা -মজ্ঞা । -া -া । -মা -রা । -মা -রা । -া সা । -া -া II
রা •• • • • • • হে • •

অন্তরা।

১´ ২ ০ ৩ ৪
II র্সা র্সা । -ধা না । -র্সা র্সা I র্সা র্সা । -া র্সা । -া র্সা |
না হে • তা • লে তা লে • ছ • ন্ধে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা -া । র্সা র্সা । র্সা -ধা I পা -া । পা পা । ধা র্সা |
ছ • ন্দে উ ঠে • গ্গ • ত ম ধু র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| ধা -পা । -া পা । -মা -জ্ঞা I মজ্ঞা মজ্ঞা । মজ্ঞা মা । রা -া |
ম • প্রে • • •কু হু• •ম চি র •

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| সা -ন্সা । সা া । সা রা I -পা মজ্ঞা । মা -রা । পা -া |
ন •• ন্দি • ত গ • নধে ব ন্দে •

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা -জ্ঞা । মা রা । মা রা I সা -া । সা র্সা । -ধা নর্সা |
পূ র্ণ প্র মা ন • লে পূ • র্ণ•

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্সা । -া র্সা । -া র্সা I র্সা র্সা । র্সা র্সা । -র্রা র্রা |
প্র • ত্র • ক্ষে নি খি ল ম • ন্ত্র

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্গর্জ্ঞা -র্গা । র্রা র্সা । -ধা পা I মজ্ঞা -মা । রা -া । সা মজ্ঞা |
মু• • ণ্ড এ • কি হ• • ন্দ • র সা•

১´ ২
| -া -া । -মা -রা । সা -া II
• • • • ক্ষে •

সঞ্চারী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II সধাঃ -'সধা' । -'ণধা' ণর্সাঃ । -া র্সা I র্সা র্সা । র্সা র্সা । -া র্সা |
র• •• •• ম্য• বি ষ য়ঃ ণ্ সা রে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা র্সা । -া র্সধা । -া পা I পা ধর্সা । -া ধা । পা পা |
হ রে ম০ রে আ জি০ ০ হ দ য়

১´ ২ ০ ৩ ৪
| -মা -জ্ঞা । -মা রা । -া সা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্সা -র্রা । -া -া |
০ ০ প্র ০ ব্রে হ দ য় ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্রা -া । র্সা র্সা । র্সা -ধা I না -র্সা । ধা পা । পা -মা |
ত ০ ন্ত্রী ম ম কি সু ন্দ র ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -র্গা -া । -মা রা । -া সা I পা র্সধা । -র্সা র্সা । র্সা -া |
০ ০ ব্র বা ০ জে ম হা০ ০ ম হো ৎ

১´ ০ ২
| জ্ঞ জ্ঞা । -মা রা । -া সা II
স ব ০ মা ঝে

আভোগ।

১´ ২ ০ ৩ ৪
II সা ণধা । -া ধা । -া ধা I -ণধা ণধা । র্সা -া । র্সা -া |
আ গ০ ০ ধা ০ র ০০ লা০ ০ ০ গি ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| র্সা র্সধা । -নধা -া । -র্সা র্সা I র্সা -না । -র্সা -ধা । -ধা পা |
দি ব০ ০০ ০ ০ স রা ০ ০ ০ তি

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা পা । -া ধা । -র্সা র্সা I ধা -পা । -মা পা । পা মা |
ভ দ য় সিং হা ০ ০ স ন ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| -জ্ঞা জ্ঞা । -মা রা । -া সা I -না সা । স্‌ধা -ণ্‌ধা । সা -া |
০ পা ০ তি ০ মি ০ ধ্যা মো০ ০০ হ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| সা -া । সা সা । ধ্‌া প্‌া I প্‌া.সধ্‌া । সা রা । -পা পা |
ব ০ ক্ষ টু ০ টি শ ত০ আ ন ০ ক্ষ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
| মা -জ্ঞা । -মা রা । -সা -া I -রা -া । জ্ঞা -মা । -রা সা |
প ০ ড়ে ০ ০ ০ ০ শ টি

১´　　২　　৩　　৪
| সা সা । -া সা । -া রা I -া মজ্ঞা । -মরা রা । -পা পা |
স০ ব ০ স ং শ য় ম০ ০০ চা ০ যে

১´　　২　　৩　　৪
| পা না । -ধা র্সা । -া ধা I পা -মা । -পা মজ্ঞা । -মা রা |
স ব ০ অ ০ শ্র মু ০ ০ ০ছা ০ যে

১´　　২　　৩　　৪
| মা রা । -া সা । -া রা I রা মজ্ঞা । -মা -রা । সা -া |
চি র ০ ম ০ জ ল মা০ ০ ০ ঝে ০

১´　　২　　৩　　৪
| র্সা র্সা । -ধা না । -র্সা র্সা I র্সা -া । র্সা -া । র্সা র্সা |
চি র হ অ রে ০ শো ০ ভ ন

১´　　২　　৩　　৪
। র্সা র্রা । -া র্মজ্ঞা । -র্সা র্রা I র্সা -র্রা । র্সা -নর্সা । র্সা র্রা ।
হৃ দি ০ ০ম ন্দি রে ০ ভো ০০ তি ষ্ক

১´　　২　　৩　　৪
। র্সা -া । র্সা -ধা । পা পা I ণা -ধা । র্সা -া । র্সা র্সা ।
ব সা ভে হে র ধা মা ধি

১´　　২　　৩　　৪
। র্সা -ধা । পা -া । -া -া I পা ধা । -র্সা মা । -গা গা ।
রা ০ জ ০ ০ ম হা রা ০ জ

১´　　২
। মা রা । -া সা । -া সা II II
হৃ দি ০ রা ০ জে

অভিলোভে ভাঁতি নষ্ট।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কনে দেখা।

রামদাস, হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধী পূর্ব্বমুখে কিয়দ্দূর গিয়া একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া সম্মুখে তাঁহারা একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাটী দেখিলেন। বাটীর কর্ত্তা রামদাস, হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধীকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া একটী ঘরের সম্মুখে যাইতে না যাইতে ৩৪ জন ভদ্রলোক গাত্রোত্থান করিয়া, "আসুন আসুন!—আসতে আজ্ঞে হোক্" বলিয়া সম্বোধন করিলে হরনাথ-

বাবু ও তাঁহার সম্বন্ধী উভয়ে ঘরের মধ্যে গিয়া উপবেশন করিলেন। হরনাথবাবু তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে কন্যার পিতা প্রভৃতির সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটী সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা কন্যাকে ধরিয়া একটী স্ত্রীলোক তথায় আসিল। কন্যাটী সলজ্জা ও বিনতাননা। আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সে তথায় আসিল এবং হরনাথবাবু ও তাঁহার সম্বন্ধীকে করযোড়ে নমস্কার করিল। তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ-সহ তাহা ফেরৎ দিলেন। হরনাথবাবু বলিলেন, "এস মা এস! ব'স মা এখানে ব'স।" কন্যাটী একখানি কেদারায় উপবেশন করিল।

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার নাম কি?"

মেয়েটী বলিল, "স্বর্ণকুমারী।"

হ। বেশ—বেশ। তুমি কি পড়?

কন্যা। বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস, ব্যাকরণ।

হ। ইংরাজী?

কন্যা। Fourth Book, Grammar ও History

হ। হাঁ—হাঁ। বেশ বেশ। আমার ছেলেও এম্-এ, পাশ; বেশ মিল্‌বে। 'যোগ্যং যোগেন যোজয়েৎ।'

উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, "বিধাতার নির্ব্বন্ধ ম'শাই!—ও যার যা তা'র তা হবেই হবে। যেমন হাঁড়ী তেমনি সরা হয়েই থাকে।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক—তা ত বটেই।

কনে দেখা হইয়া যাইলে পর সম্ভাবিত বা কল্পিত বৈবাহিকদিগের মধ্যে নানাবিধ কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন" "এখানে কি আপনার বাসাবাটী?"

বৈবাহিক। আজ্ঞে হাঁ। আমি এখানে খুব কম থাকি। ছেলেরা থাকে, লেখাপড়া করে। আমার দেশে না থাকলে চলে না। বিষয় আশয় দেখ্‌তে হয় কি না!

হরনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাকা-দেখা, বিবাহ কোথা থেকে হবে?"

হরিদাসবাবু। সে আমার দেশের বাটী রানাঘাট থেকেই হবে। সেখানে দশজন দেশস্থ লোক আমোদ আহ্লাদ কর্‌বে, আশা করে ত?

হ। হাঁ, তা বটে, তা বটে।

হরনাথবাবু তামাক খাইতেছিলেন; হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তবে আজ আসি?"

হরিদাসবাবু বলিলেন,—"আপনাদের মতামত?"

হরনাথ। এই ঘটক-মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

সেইদিন অপরাহ্ণে রামদাস আসিয়া হরিদাসবাবুর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া বলিলেন, "মেয়ে পছন্দ হয়েছে, আপনারা কবে ছেলে দেখ্‌তে যাবেন বলুন? ছেলে আর দেখ্‌বেন কি? ও মার্কামারা ছেলে; এম্-এ পাশ। বাপের অবস্থাও মন্দ নয়। বাপ-মা দুই বর্ত্তমান। একেবারে পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদ করিবার দিন স্থির করুন?"

হরিদাস। বেশ; দেবা-থোবার কথাটা কি?

ঘ। নগদ ৮০০০৲ আট হাজার আর গা-সাজান গহনা।

হরিদাসবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "—কি? আ—ট—হা—জা—র! অনেক যে হে! অত দিতে পার্‌বো কেন?"

ঘটক। আপনার অভাব কি ম'শাই? আপনি জমিদার লোক!

হ। জমিদার বটে! আমার কি আর অন্য খরচ-পত্র নেই?

ঘ। তা থাক্‌বে না কেন? আপনি সমুদ্রবৎ। আপনার এক কলসী জল নিলে, আপনি শুকিয়ে যাবেন না।

হরি। আর যদি, দশজনে দশ কল্‌সী নিল, তা হলে কি হবে?

ঘটক। তা হ'লেও আপনি কখনই শুকাবেন্ না। সমুদ্র কখন কি শুকায়? তা'র যতই জলই নিক্ না কেন?

হরিদাস।—(হাসিতে হাসিতে) আবার শুধু আট হাজার নয়, তার উপর গা-সাজান গহনা! কত টাকা পড়ে ম'শাই?

ঘটক। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে তা বটে, আজ্ঞে তা বটে। তবে কিনা, আপনি জমিদার লোক, আপনি মহাশয় লোক।—আপনার কুবেরের ভাণ্ডার, আপনার ভাবনা কিসের?

হরিদাসবাবু। (হাসিতে হাসিতে) কুবেরের ভাণ্ডার ব'লে কি আমি সব ঢেলে দেব? কোন্ দেশী কথা! তুমি একবার ছেলের বাপ্‌কে বল গে, এত টাকা আমি দিতে পার্ব্বো না। কিছু কম-সম না হলে আমি পার্‌ব না। এত মূলোক্ষেত নয় যে, একেবারে সব শেষ করে নিতে হবে! রেখে চেকে খেলে হয় না ভাল? আমি আগামী কল্য বাড়ীতে যাব! তুমি আস্‌ছে রবিবার সমস্ত খবর নিয়ে আমার কাছে আস্‌বে; তবে আমি পাকা দেখ্‌বার দিন ঠিক্ কোর্ব্বো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গরিবের কন্যা।

হরিদাসবাবু বাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার পত্নী মনোরমা তাঁহাকে বলিলেন, "হ্যাখ, তুমি ক'ল্‌কেতায় গেছেলে, মিত্তিরদের বড়বাবুর মেয়ে কমলার জন্যে যদি একটী পাত্র দেখ্‌তে, তা হলে বড় ভাল হ'ত।"

হরিদাস।—কেন? তার কি বিবাহ হয় নি?

মনো।—না; বিবাহ হ'ল কোথায়! তা'র মা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে; ব'ল্‌ছে, "আমার কমলার দিকে আর চাওয়া যায় না।—এ-পর্য্যন্ত একটা সম্বন্ধ জুট্‌লো না যে, মেয়েটাকে পার করি!" আমাকে বলে, "আমি ত, দিদি, আর বাঁচি না; আমার প্রাণ যায়। দশজনে দশ কথা ব'ল্‌ছে—কানাঘুসো ক'রছে! তুমি যদি, দিদি, বড়-ঠাকুরকে বলে এর কোন বিহিত কর্‌তে পার, তা হ'লে আমরা বাঁচি; নয়ত আমাদের জাত যাবে, সমাজ যাবে, আমাদিগকে দেশ থেকে পালাতে হবে! এখন তুমি বোন্ আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। যদি রক্ষা কর, তবে এ যাত্রা নিস্তার, নতুবা আমাদের মৃত্যু হাতে হাতে।"

হরিদাস।—মেয়েটী দেখ্‌তে কেমন?

মনো।—তত ভাল নয়।—সেই ত হয়েছে ছেলের কথা। তার ওপর আবার বাপ্ গরিব;—খরচ কর্‌তে পার্‌বে না!

হরিদাস।—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) ইস্! তবেই ত বড় মুস্কিল!

মনো।—যা হ'ক, ত একটা কিছু করতে হবে? ওরা আমাদের চিরকাল অনুগত।

হরিদাস।—তা ত বুঝলাম। শুনবে ব্যাপার! আমি ডালিমকে নিয়ে ক'লকেতায় মেয়ে দেখালাম। তারা চায় আট হাজার টাকা নগদ, আর গা-সাজানো গহনা।—ব্যাপার কি দেখছ ত! এখন উপায় কি!

হরিদাস স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় কমলার পিতা বাহিরে আসিয়া, "বড়-দাদা, বড়-দাদা" করিয়া ডাকিলেন। মনোরমা বলিলেন, "ঐ বুঝি, ঠাকুরপো এসেছেন, তুমি বাহিরে যাও।"

হরিদাস।—খবর কি হে?

মথুরনাথ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাসের হাত ধরিয়া) দাদা আমাকে রক্ষা কর, নতুবা আমার জাত, ধর্ম, সব যায়!

হরি।—কেন? কি হয়েছে? তুমি কাঁদচো কেন?

মথুর।—আমার মেয়ে যে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠলো দাদা! আর যে রাখতে পারি নে!

হরি।—তা বলে কি ওর বে হবে না?

মথুর।—আমার ত কিছু আশা ভরসা নাই, দাদা! আমি গরীব ছাঁ-পোষা। আমার টাকা কোথায়?

হরি।—যা হ'ক আমি ক'রবো। স্থির হও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাকা দেখা।

হরিদাসবাবু রাণাঘাটের একজন প্রসিদ্ধ প্রভাবশালী জমিদার। সমস্ত প্রজা তাঁর বাধ্য, সমস্ত গ্রামের লোক অনুগত। তিনি রাত্রপুরে কাহাকেও ডাকিলে, সে তাঁহার কথা অবহেলা করিতে সাহস করে না। সকলেই তাঁহার গুণে বাধ্য। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিত। তিনি পরোপকারী; অনুগত জনকে রক্ষা করিতেন। তিনি আপনার মেয়ে ডালিমের বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়া 'কমলা'র বিবাহের কথাই মনে তোলা পাড়া করিতে লাগিলেন।

হরিদাসবাবু একদিন কলিকাতায় তাঁহার কন্যা ডালিমকুমারীর যে পাত্রের সহিত সম্বন্ধ হইতেছিল, সে পাত্রকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। আসিবার সময় পাত্রের পিতা হরনাথবাবুকে রাণাঘাটে আসিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার কথা বলিয়া আসিলেন।

একটী শুভ দিনে ডালিম-কুমারীর পাকা-দেখা হইল। হরিদাসবাবুর রাণাঘাটের বাড়ীতে বরকর্ত্তাদিগকে খুব আদর আপ্যায়ন-পূর্ব্বক নানাবিধ স্বাদু ফল ও মিষ্টান্নে পরিতুষ্ট করা হইল। হরিদাসবাবু হরনাথবাবুর সমস্ত দাবীদাওয়াতে সম্মত হইলেন; আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। স্থির হইল যে বর, পুরোহিত, নাপিত এবং ৫।৭টী ভদ্রলোক ভিন্ন অধিক লোক বরযাত্রী হইয়া আসিবে না; যে-হেতু হরিদাসবাবুর বাটীতে একজন আত্মীয় শক্তটাপন্ন-পীড়ায় শয্যাগত। তাঁহার মুমূর্ষাবস্থা, এখন তখন। বাটীতে অধিক গোলমাল হইলে রোগীর কষ্ট হইবে, রোগ বাড়িবে।

পথে আসিবার সময় হরনাথবাবুর এক-জন সঙ্গী গুণধরবাবু হরিদাসবাবুর খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "যা যা, ওরা হচ্ছে খুব উঁচু দরের। এক

একখানা পাতা ৫।৬ টাকার কম নয়!" আর একজন সঙ্গী সাধুবাবু বলিলেন,—"তা নিশ্চয়ই। হরিদাসিবাবুরা ত কম নন; অনেক দিনের পুরাতন জমিদার-বংশ। এঁদের কলিকাতায় অনেকেই বড় ঘর বলে জানে। এঁদের বাটীতে অনেক ক্রিয়াকলাপ হয়েছে। —খাওয়ানো-দাওয়ানোতে এঁদের সমান এ-অঞ্চলে কেউ নাই। গুণধরবাবু তৎক্ষণাৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সাধুবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাঁ৷ ভাই, যা বলেছ সত্য। একটা কি আবার দেখ্‌লাম, আমি কলিকাতায় কখনও দেখি নি। কলিকাতায় অবাক্ সন্দেস, আবার খাবো, এম্প্রেস গজা প্রভৃতি কত খাবার দেখি, কিন্তু এ খাবার দেখি নি। সাধুবাবু বলিলেন, "ওর নাম রস-সরোবর-মাধুরী।"

গুণধর। তুমি জান্‌লে কি করে?

মধু বলিলেন যে তিনি আর দুই একবার এই জমিদারদিগের বাটীতে আসিয়া ঐরূপ সরোবর-মাধুরী খাইয়া গিয়াছেন্। গুণধরবাবু তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "বটে! বটে! বেশ জিনিষ কিন্তু ভাই! আমি ক্ষীরের ছাঁচ, চিনির পুলি প্রভৃতি কত পাড়াগাঁয়ের খাবার খেয়েছি, কিন্তু এ রকম কখনও খাই নি।"

গুণধরবাবু ঐ রস-সরোবর-মাধুরীর রসে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতায় যাহার তাহার নিকটে তাহার গুণ-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

হরনাথবাবু ৮।১০টী মাত্র লোক লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে রাণাঘাটে আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া দেখেন দেউড়িতে ৪।৫ জন চোবেপুরী দ্বারবান, বিবাহের আসরে ৪।৫জন দ্বারবান ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের অনেকগুলি লোক কন্যা-যাত্রিরূপে উপস্থিত। বর আসিয়া সভায় বসিল। কতকগুলি বালক ও যুবা বরকে ঘিরিয়া বসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বরকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। নিয়মিত স্ত্রী-আচারের পর বর যখন সম্প্রদান-গৃহে নীত হইল, তখন উভয় পক্ষের পুরোহিত উপস্থিত, অপর দুই দশজনও উপস্থিত, খাটবিছানা, পিতল-কাঁসার দান-সামগ্রী প্রভৃতিও সাজান, কিন্তু টাকা-গহনা নাই। বরের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা আর গহনা কোথায়?" উত্তরে একজন কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি বলিলেন যে তাঁহাদিগের লোক কলিকাতায় গিয়াছে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ও স্বর্ণকারের দোকান হইতে গহনা আসিবে। এখনও সে আসিতেছে না কেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। বোধ হয়, ট্রেণ মিস্ করিয়াছে, তাই বসিয়া আছে।

হরনাথ একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও ভাবিত হইলেন। তিনি বিবাহের পক্ষে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "থাক্, একটু বিলম্ব করুন;—এখন সম্প্রদান-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন না।"

অপর একটী বৃদ্ধ গ্রামবাসী কহিলেন, "সে কি ম'শাই! লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়! আর দেরি কর্‌লে ত চল্‌বে না!—হিন্দুর বিবাহ!—লগ্নভ্রষ্ট হওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে!"

হরনাথবাবু বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন।—

তিনি ও তাঁহার দুই একজন অনুচর সহগামী পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলে, কন্যাপক্ষীয় একজন তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "কি ম'শাই, মুখ চাওয়া-চায়ি কর্‌তেছেন কি? বিশ্বাস হতেছে না? বিলম্ব কর্‌তেছেন্ কেন?"

হরনাথবাবু হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, "না—না—না।"

বরকর্ত্তার পশ্চাদ্‌ভাগে একজন গ্রামবাসী আর একজন গ্রামবাসীকে বলিল, "তেমন তেমন করেন্, তা হলে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'।" হরনাথবাবুর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল তাঁহার গা শিহরিয়া উঠিল: তিনি ভাবিলেন, এ বিদেশ, কলিকাতার সহর নয়, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অধিক নাই;—আট-দশজন ভোজপুরী দ্বারবানের সমাবেশ! কতকগুলা গুণ্ডার দল! বড়ই বিপদ্!

পুরোহিতকে ইঙ্গিত করিবামাত্র পুরোহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হরনাথবাবু শশব্যস্ত হইয়া আবার বলিলেন, "সে কি—সে কি—সে কি ম'শাই!—আমার টাকা কোথায়! আমার জিনিস-পত্তর কোথায়? আগে সব দেখি। একটু বিলম্ব করুন্ না।"

কন্যাপক্ষীয় এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "সে কি ম'শাই! আপনি ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম, জাতকুল সমস্ত নষ্ট কর্‌বেন? আপনার একটু বিশ্বাস হইতেছে না যে, যে-লোকটা কল্‌কাতায় টাকা আর গহনা আন্‌তে গিয়েছে, সে নিশ্চয়ই কোন না কোন বিপদে পড়েছে। নয়ত এতক্ষণে কখন্ বাড়ীতে আস্‌ত।"

দু-একজন লোক বাহিরে যাইতেছে ও আসিয়া বলিতেছে, 'কৈ তাহাকে ত দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, পরের ট্রেণে আসিবে।" ইত্যাদি

উভয়পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডায় এবং তর্ক-বিতর্কে সম্প্রদানকার্য্য সম্পাদিত হইয়া গেল। বরকন্যাকে বাটীর ভিতর লইয়া যাওয়া হইল। হরনাথবাবু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাগে ও দুঃখে হরনাথবাবু ভোর না হইতে হইতেই বৈবাহিকের বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা হরমোহনকে তিনি আদেশ করিলেন, "তুমি প্রাতেই ৮০০০৲ হাজার টাকা, সমস্ত গহনা এবং বর-কনে নিয়ে কল্‌কাতায় চলে আস্‌বে; এক পয়সা ছেড়ে আস্‌বে না।"

প্রাতঃকাল হইতে না হইতে,—বিবাহ বাড়ীর সকলের জাগিয়া উঠিতে না উঠিতে হরমোহনবাবু বৈবাহিক-মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে একলা পদচারণা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, কি রকম করিয়া দাদার আদেশানুসারে বর-কন্যা ও অর্থালঙ্কারাদি সমস্ত উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবেন। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কলকাতায় যে লোক গিছিল, সে গহনা-টাকা নিয়ে ফিরেছে?"

লোক। আজ্ঞে, না!

হরমোহন। তবে কি হবে বল দেখি? আমাকে ত একটু পরে বরকনে, টাকা-গহনা সমস্ত নিয়ে বাড়ী যেতে হবে।

লোক। আজ্ঞে হাঁ।

দুই একজন গ্রামবাসী সেই সময় বলা-

বলি করিতে করিতে যাইতেছিল, "রাত্রে বড় বকাবকি হচ্ছিল। বরকর্ত্তা রেগে বল্‌ছিলেন, 'আমিএখনি ছেলে তুলে নিয়ে যাব; যে দোবো না।

১ম গ্রামবাসী।—কেন বল দেখি?

২য় গ্রামবাসী।—কল্‌কাতা থেকে টাকা গহনা এসে পৌছে নি বলে।

১ম গ্রামবাসী। এই অপরাধ! তাতে অত রাগ!

২য় গ্রামবাসী। জানেন্ না ত, হরিদাসবাবু কেমন লোক? কাল একটু বাড়াবাড়ি কর্‌লেই বরকর্ত্তাকে রসমতীর জলে চোক বুজিয়ে ভাস্‌তে হ'ত; আর কল্‌কাতায় ফিরে যেতে হ'ত না!

১ম। নগদ কত দেবার কথা?

২য়—আট হা-জা-র!

১ম—এ ছাড়া গহনা?

২য়—তা বৈ কি।

১ম—উঃ কি সর্ব্বনাশ! হ'লো কি! হরিদাসবাবু যেন জমিদার-লোক; অন্য লোকের দশা কি হবে! ছেলের বাপের উদরটী ত আলার চেয়েও বড় দেখ্‌ছি! কিছুতেই ভরে না!

২য়। সেইজন্যেই ত দেশের এত দুর্দ্দশা! মেয়ের বাপের আর পরিত্রাণ নেই!

কিঞ্চিৎ অধিক বেলা হইলে হরমোহন-বাবু বর-কন্যাকে পাঠাইবার জন্য তাগাদা করিতে লাগিলেন। হরিদাসবাবু আহার করিয়া আসিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। হরমোহনবাবু ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা ভোরের ট্রেণে চলে গিয়েছেন; আমাকে টাকা, গহনা এবং বর-কন্যাকে নিয়ে যাবার ভার দিয়ে গিয়েছেন। আপনারা শীগ্‌গির শীগ্‌গির আমা-দেরকে বিদায় করে দিন্।" বলিতে বলিতে, একখানা গাড়ী ঘর্ঘর-শব্দে বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিদাসবাবু বলিলেন, "ঐ বুঝি গাড়ী এসেছে—আমি যাই। আপ্‌নাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করে নেই গে।"

অনতিবিলম্বে বর-কন্যাকে লইয়া একজন ঝি আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। যে কয়জন স্ত্রীলোক তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বাটীতে চলিয়া গেলেন্। গাড়ী ঘর্ঘর শব্দে আসিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছিল।

(ক্রমশঃ)

পাতিব্রত্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে পাতিব্রত্য-সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহা বলা হইয়াছে। একণে পুরাণাদি হইতে কয়েকটী শ্রেষ্ঠ পতিব্রতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সর্ব্বাগ্রে আদ্যা সতী সতীর কথাই বলি। দক্ষ আপন যজ্ঞে সমস্ত দেবতাকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, সমস্ত কন্যা ও জামাতাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন; করেন নাই কেবল মহাদেব ও সতীকে। নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া সতী মহাদেবের নিকট পিতৃগৃহে যাইবার জন্য

আবদার করিলেন। ভোলানাথও তাঁহার আবদার কাটাইতে পারিলেন না। শেষে সতী অনুচরবর্গের সহিত পিতৃগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু সতীকে আসিতে দেখিয়া দক্ষ অন্য কন্যার মত আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। তাহাতে সতী দুঃখিত হইয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন—"পিতঃ, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার আজ্ঞাকারী, আপনি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করেন নাই কেন? এবং আপনার কন্যাদিগের মধ্যে আমার অপেক্ষা যাঁহারা কনিষ্ঠা তাহাদিগকে পরম আদরে সৎকার করিলেন, আমাকে এইরূপ অবজ্ঞা করিলেন কেন?" সতীর এই বাক্য শুনিয়া দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমার অন্যান্য কন্যাগণ বয়সে তোমা অপেক্ষা ছোট হইলেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও পূজনীয়া, এবং তাহাদের স্বামীরাও অতি সম্মানার্হ। সকল জামাতাই তোমার স্বামী ত্রিলোচন অপেক্ষা গুণবান্। তুমি সেই মূঢ়াত্মা, তমঃপূর্ণ শিবের পত্নী বলিয়া আমি তোমাকে অপমান করিয়াছি!" সতীকুলশিরোমণি সতী জনকের মুখেও পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ও তাঁহার পতি যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রিত না হইলেও, যে জন্মদাতার প্রতি একটা নৈসর্গিক মমতার আকর্ষণে তিনি স্বামীর নিকট আবদার করিয়া পিতৃগৃহে আসিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন নাই, সেই জন্মদাতারই মুখনিঃসৃত পতিনিন্দা তাহার কোমল মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিয়া মমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল।— পতিচিন্তারত সতীর হৃদয়ে পিতৃচিন্তার ক্ষণমাত্র অবসর হইল না। তিনি জনকের প্রতি সম্মানোচিত সম্মান একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া সামান্যজ্ঞানে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"হে দক্ষ, বিনা কারণে আমার সাক্ষাতে মহেশ্বরকে নিন্দা করিয়াছ। মহাদেবের নিন্দাকারী ব্যক্তি সদ্যঃ দণ্ডার্হ। সেইজন্য তোমার অত্যুৎকট পাপের সমুচিত দণ্ড শীঘ্রই সেই দেবের নিকট প্রাপ্ত হইবে। তুমি দেবদেবকে পূজা কর নাই বলিয়া তোমার বংশ চিরকলঙ্কিত হইয়া থাকিবে।" জনকের প্রতি এইরূপ তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিয়াও তাঁহার মন শান্ত হইল না। পতিনিন্দা তাঁহার কোমল মর্ম্মস্থলে যে নিদারুণ শল্য বসাইয়া দিয়াছিল, একমাত্র জীবন উৎসর্গ ব্যতীত সেই আমূলবিদ্ধ শল্যের উদ্ধার করা কোনরূপেই সম্ভবপর হইল না। তাই সতী পিতার সম্মুখে স্বেচ্ছায় জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন।

আর এক সতীকুলশিরোমণি রাজ্যভ্রষ্ট স্বামীকে সত্যভ্রংশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে ক্রীতদাসীরূপে পরিণত করিতেও সঙ্কুচিত হন্ নাই। তিনি হরিশ্চন্দ্র-পত্নী শৈব্যা। এই সাধ্বীরত্না রমণী আবাল্য রাজভোগে লালিতা পালিতা, এবং স্বয়ং অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়াও, দানদ্বারা নষ্টসর্ব্বস্ব রাজ্যনিষ্কাসিত, পথে পথে ভ্রমণকারী পতির নিদারুণ অনুগমন-ক্লেশ কেবল হাস্যমুখে গ্রহণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হন নাই, কিন্তু মহামুনি বিশ্বামিত্রকে এককণা দিবার সময় অতি-ক্রান্তপ্রায় দেখিয়া পতিকে তাহার অভিশাপানল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনুচ্চারিত-হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

"রাজন্ জাতমপত্যং মে সত্যং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তস্মাৎ প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্।"

হে রাজন্, সাধুলোকদিগের পুত্রের জন্যই যখন স্ত্রীর উপযোগিতা, এবং আমারও যখন পুত্র জন্মিয়াছে, তখন আমাকে বিক্রয় করিয়া অরণ্যবনে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করুন।

এবং পরিশেষে কাশীর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রীত হইয়া তাঁহার সংসারে ক্লেশকর-পরিচারিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও স্বামীর সত্যরক্ষার জন্য সহধর্ম্মিণীর মত একটুও যে সাহায্য করিতে পাইলেন, তাহা ভাবিয়া মনে মনে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতীত রাজসুখের কথা একবারও মনোমধ্যে উদিত হইয়া সে পরিতোষ লেশমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

তাহার পর সাধ্বীশিরোমণি সীতার পাতিব্রত্যবিষয় চিন্তা করিলে নারীর প্রতি স্বভাবতঃই হৃদয় এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকে। কিশোরবয়স্কা সীতাকে বনবাসগমনোদ্যত রামচন্দ্র যখন গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন সীতা অভিমানস্বরে বলিয়াছিলেন—"নরোত্তম, তুমি আমাকে অল্পবয়স্কা ভাবিয়া একি বলিতেছ? তুমি যাহা বলিলে, অস্ত্রশাস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রদিগের পক্ষে তাহা অনুচিত। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা ভ্রাতা, পুত্র ও বধূ, ইহারা স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ! নারীরাই কেবল ভর্ত্তার ভাগ পাইয়া থাকে। অতএব আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও বনবাসার্থ আদিষ্টা হইয়াছি, জানিবেন। কি ইহকালে, কি পরকালে নারীদিগের পতিই একমাত্র গতি। আত্মা, মাতা, পিতা, পুত্র কিংবা সখীজন তাহাদের গতি নহে। রঘুনন্দন, যদি তুমি এখনই দুর্গম কাননে যাও, আমি কুশকণ্টক দলিত করিয়া তোমার অগ্রে গমন করিব। নাথ! তুমি আমার সঙ্গে গ্রহণ কর। ভর্ত্তার যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, তাঁহার পদচ্ছায়াই নারীর একমাত্র আশ্রয়। আমি তোমার সহিত শাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে সুখে প্রবেশ করিব। আমি ত্রিলোকের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল পাতিব্রত্যচিন্তায় নিমগ্না হইয়া সংযতচিত্তে তোমার সেবা করিব। তুমি আমায় ক্ষান্ত করিও না আমার জন্য কিছুই ক্লেশ পাইতে হইবে না আমি ফল ও মূল ভোজন করিয়াই থাকিব, এবং তোমার ভোজনের পর ভোজন করিব। তোমার সহিত থাকিয়া নির্ভয়ে শৈল, নদী সরোবর ও পবন সকল দেখিব। রঘুনন্দন! তোমার সহবাসে শত বা সহস্র বৎসরকাল বনে বাস করিতে কুণ্ঠিত হইব না, কিন্তু তোমার বিহনে স্বর্গও আমার বাঞ্ছিত নহে। তুমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। তোমার বিহনে একদণ্ড বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। অতএব আমায় বনে লইয়া চল।"

অনন্তর দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া নির্জ্জন অশোক-বনে রাখিয়াছিল, পতিব্রতা সীতা কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র টলেন নাই। অক্ষুণ্ণ-তেজঃসহকারে তিনি রাবণকে বলিয়াছিলেন—রাবণ! আমি পতিব্রতা; বিশেষতঃ পরের পত্নী। সুতরাং আমি তোমার উপভোগের যোগ্যা নহি। তোমার স্ত্রী মন্দোদরীকে যেমন তোমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ অপরের স্ত্রীকেও তোমার রক্ষা করা উচিত। পরস্ত্রী ভোগের কল্পনা

ছাড়িয়া দিয়া নিজ স্ত্রীতে রত হও। এই লঙ্কা নগরীতে ইহকাল ও পরকালের হিতবক্তা কি কোন ব্যক্তি নাই, যে তোমাকে সদুপদেশ দেন? অথবা থাকিলেও তুমি তাহাদের কাছে যাও না। তোমার যেরূপ আচার-বর্জ্জিত বিপরীত বুদ্ধি দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে তোমার ধ্বংসকাল উপস্থিত। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে ও লঙ্কা পুরী রক্ষার অভিলাষ থাকে, ত এখনও আমায় রামকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর।" তাহার পর রাবণের অনুরোধে শত শত নিশাচরী সীতাকে রাবণের অনুগতা হইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছিল, কত ভীতি-প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু পতিগতপ্রাণা সীতার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই।

অনন্তর রাবণ সবংশে নিহত হইলে সীতা রামের নিকট আনীতা হইলেন, এবং রামও বহুদিন পরিয়া তাঁহার রাক্ষসগৃহে বাসহেতু তাঁহাকে লইতে চাহিলেন না; পরুষবচনে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি বন্ধুগণ তাঁহাকে কত অনুরোধ করিলেন, তিনি কর্ণপাতও করিলেন না। সেই সময় সীতা কাতরভাবে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সৌমিত্রে! আমি এরূপ মিথ্যাপবাদগ্রস্তা হইয়া প্রাণধারণ করিতে পারিব না। তুমি আমার জন্য চিতা প্রস্তুত কর, আমি তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করি।" পরে রামের ইঙ্গিত-ক্রমে চিতা প্রস্তুত হইল। সীতা দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নিকে বলিলেন—"যখন আমার মন কখনও রাম হইতে বিচলিত হয় নাই, তখন লোক-সাক্ষী অগ্নি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি যদি কায়মনোবাক্যে কখনও ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দনকে লঙ্ঘন না করিয়া থাকি ত বিশ্বাবসু আমাকে রক্ষা করিবেন।"

এই বলিয়া সীতা অনলে প্রবেশ করিলেন। অগ্নি তাঁহার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিকৃতরূপা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং সকলের সমক্ষে রামকে বলিতে লাগিলেন,—"রাম! এই তোমার বৈদেহীকে গ্রহণ কর; ইহাতে পাপের লেশ-মাত্র নাই। এই সুলক্ষণা সীতা বাক্য, মন, বুদ্ধি অথবা চক্ষুর্দ্বারা কখনও তোমাকে অতি-ক্রম করেন নাই। রাবণ-কর্ত্তৃক বারংবার অর্চ্চিতা ও প্রলোভিতা হইয়াও একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা এই আমার সীতা ক্ষণমাত্র রাবণের চিন্তা করেন নাই। ইনি নিরন্তর একমনে তোমাকেই ধ্যান করিতেন। আমি আদেশ করিতেছি, পবিত্রস্বভাবা সীতাকে গ্রহণ কর।"

রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু সীতার ভাগ্যবিধাতা তাঁহার ললাটে কখনও পতিসুখ লিখেন নাই। তাই রাজ্যাভিষেকের পর সীতার রক্ষোগৃহবাস-নিবন্ধন লোকাপবাদ শ্রবণ করিয়া জনরঞ্জক রাম আবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পতিকর্ত্তৃক এই-রূপে অচরিতা হইয়াও সতীকুলরত্ন সীতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বামীর প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধচিন্তা পোষণ করেন নাই। নির্জ্জন-কাননে বাল্মীকির আশ্রমে একাকিনী পরি-ত্যক্তা হইয়া সর্ব্বদাই স্বামীর মঙ্গলানুধ্যানে রতা ছিলেন।

তারপর অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে রামচন্দ্র কুশ

ও লবের পরিচয় পাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির নিকট আর একবার সমবেত সকল লোকের সমক্ষে সীতার বিশুদ্ধি-বিষয়ে পরিচয় দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তদনুসারে সভাস্থলে সীতাকেও আনা হইয়াছিল। বিশুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়া সীতা সমবেত সকল লোকের সমক্ষেই নতমুখে বলিতে লাগিলেন—

"যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং ন চ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

"আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও মনে স্থান দিই নাই; সেই হেতু ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। আমি যদি কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও না জানিয়া থাকি, ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে বিবর প্রদান করুন।"

সীতার এই বাক্য শেষ হইবামাত্র ভূগর্ভ হইতে স্বর্ণসিংহাসন উত্থিত হইল, এবং বসুন্ধরা দুই হস্তে সীতাকে সেই সিংহাসনে তুলিয়া একেবারে রসাতলে লইয়া গেলেন। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই রাজদুহিতা ও রাজকুলবধূ হইয়াও যিনি সর্ব্বংসহার মত অদৃষ্টের কঠোর উৎপীড়ন হাস্যমুখে সহ্য করিয়াছিলেন, অথচ লোকাপবাদ শারদজ্যোৎস্নার মত সুনির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপপূর্ব্বক যাঁহাকে পতিসেবন-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া একটা জীবন-ব্যাপী মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল, আজ সেই সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি মূঢ়-জনমণ্ডলীর সমক্ষে অতিশয় অদ্ভুত বিশুদ্ধির পরীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন।

অশ্বপতিদুহিতা সাবিত্রী পিতৃ-কর্ত্তৃক পতিনির্ব্বাচনের জন্য প্রেরিত হইয়া রাজ্যচ্যুত দারিদ্র্যপীড়িত বনবাসী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পরে দেবর্ষি নারদ অশ্বপতিকে, "সত্যবানের সংবৎসর পূর্ণ হইলে মৃত্যু হইবে" এই কথা বলিলে, অশ্বপতি কন্যাকে অন্য পতি নির্ব্বাচনের জন্য অনুরোধ করেন। সাবিত্রী তাহাতে বলেন—"পিতঃ, আমি সত্যবান্‌কে যখন একবার পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনি দীর্ঘায়ুঃই হউন্, অল্পায়ুঃই হউন্, সগুণই হউন্, বা নির্গুণই হউন্, তিনিই আমার পতি। আমি কদাপি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।"

এইরূপে যৌবনের প্রারম্ভে যাঁহার অনন্য-সাধারণ পাতিব্রত্যের পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, সেই সাবিত্রী শেষে সত্যবানের পত্নী হইয়া সহাস্যবদনে কুটীরবাসিনী বন-চারিণীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভক্তি ও শুশ্রূষার দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুরাদি সকলকে বশীভূত করিয়া সকলেরই আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন, এবং আসন্নমৃত্যু পতির জীবনরক্ষার্থ কঠোর ত্রিরাত্রব্রত অব-লম্বনপূর্ব্বক উপবাসক্লিষ্ট শরীরে পতির সহিত দুর্গম অরণ্যে গমন করিয়া পাতিব্রত্য-লব্ধ দিব্যজ্ঞান দ্বারা স্বামীর প্রাণসংহারী দুর্দ্ধর্ষ কালের সম্মোহ-সাধন করিয়া তাহার কবল

হইতে মৃত পতিকে উদ্ধার করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। ইহা পাঠক-পাঠিকাদিগের অবিদিত নাই।

পাতিব্রত্যপ্রভাবে মৃতস্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করার আর একটী বৃত্তান্ত আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখিতে পাই। প্রতিষ্ঠান-নগরে কুশিক-বংশসম্ভূত কোন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ছিলেন। স্বামী কুষ্ঠরোগী হইলেও তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যা তাঁহাকে সবিশেষ সেবা করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ রোগাতুর ও কোপনস্বভাব বলিয়া তাঁহার সেই শুশ্রূষাপরায়ণা স্ত্রীকে নিরন্তর ভর্ৎসনা করিতেন। পত্নী নীরবে তাহা সহ্য করিতেন। ব্রাহ্মণ চলনশক্তি রহিত হইয়াও একদিন পত্নীকে আদেশ করিলেন—"এই রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যে কুলটা বাস করে, আমি তাহাকে দেখিয়া অধীর হইয়াছি। তুমি আমাকে তাহার আলয়ে লইয়া চল। তাহাকে না পাইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

স্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৎকুল-সম্ভূতা পতিব্রতা পত্নী প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া ও স্বামীকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া মৃদুমন্দ গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল; কেবল বিদ্যুতের আলোক দেখিয়া সেই স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী রাজপথে যাইতে লাগিলেন। তখন মাণ্ডব্য-মুনি মিথ্যা চৌর্য্যাপরাধে শূলবদ্ধ হইয়া পথিমধ্যে অন্ধকারে অত্যন্ত যাতনাভোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই পত্নীস্কন্ধ-সমারূঢ় কৌশিক ব্রাহ্মণের অঙ্গস্পর্শে তাঁহার চরণ নড়িয়া গেল। তাহাতে মাণ্ডব্য মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন,—"যে ব্যক্তি আমার পদচালনা করিয়া এরূপ যাতনা প্রদান করিল, সেই পাপাত্মা নরাধম সূর্য্যোদয় হইলেই অসহ্য যন্ত্রণাভোগে অবশ হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিবে।" তখন তদীয় পত্নী মুনিবরের এই নিদারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "যদি আমি অবিচলিত পাতি-ব্রত্যধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি, তবে সূর্য্যো নৈবোদয়মুপৈষ্যতি—সূর্য্য আর কখনও উদিত হইবেন না।" অনন্তর সতীর মাহাত্ম্যে সূর্য্য আর উদিত হইলেন না। সূর্য্যোদয়ের অভাবে সমস্ত দিনই নিশা রহিল। এইরূপ ক্রমাগতই অন্ধকার থাকিয়া গেল। আলোকের অভাবে বৎসরের গণনা বিলুপ্ত হইল, কাল-জ্ঞান অন্তর্হিত হইল, স্নানদানাদি কার্য্য বিলুপ্ত হইল, যজ্ঞের অভাব ঘটিতে লাগিল। যজ্ঞা-ভাবপীড়িত দেবগণের কাতরতা দর্শনে দেব-শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি কহিলেন—"হে অমরগণ! দেখ, তেজের দ্বারা তেজঃ ও তপস্যা-দ্বারা তপস্যার বিনাশ হয়, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, পতিব্রতার মাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না, সূর্য্যোদয়ের অভাবে দেবগণের ও মর্ত্ত্যগণের অত্যন্ত হানি হইতেছে; অতএব তোমরা যদি সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর।" তৎপরে দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া অনসূয়া সেই সতীর আলয়ে গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "কল্যাণি, তুমি ত স্বামীর মুখদর্শনে আনন্দিত হইতেছ, এবং সকল দেবতা অপেক্ষা স্বামীকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর ত? দেখ, পুরুষগণ দেবপূজা,

পিতৃপূজা, অতিথিসৎকার, সত্য, সরলতা তপঃ, দান ও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জন করেন, স্ত্রীগণ একমাত্র-পতি-সেবন দ্বারা তাঁহাদের দুঃখোপার্জ্জিত পুণ্যের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্ত্রীগণের ভর্ত্তৃসেবা ব্যতীত পৃথক্ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ বা উপবাস-ক্রিয়া নাই। একমাত্র স্বামিসেবা-দ্বারাই তাঁহারা অভিলষিত লোকে গমন করিয়া থাকেন। অতএব হে পতিব্রতে! যখন পতিই নারীর একমাত্র গতি, তখন পতিশুশ্রূষায় সর্ব্বদা মনোবিবেশ করিবে।"

অত্রিপত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজরমণী পরম সমাদরে বলিলেন,—"অদ্য আপনার অমৃতপ্রায় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। আমি জানি যে, নারীদিগের পতির তুল্য আর গতি নাই। তিনি প্রসন্ন থাকিলেই ইহলোকে পরলোকে উপকার হয়। পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করে। কারণ, "নার্য্যা ভর্ত্তা হি দেবতা" —ভর্ত্তাই নারীর দেবতাস্বরূপ। অতএব আপনি যখন আমার আলয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন আমাকে বা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।"

তখন অনসূয়া বলিলেন,—"তোমার বাক্যে সূর্য্যোদয় রহিত হওয়ায় জগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব যদি জগৎকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যদেব যাহাতে উদিত হন্ তাহাই কর।" তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন, "হে মহাভাগে! মাণ্ডব্য-মুনি অত্যন্ত ক্রোধে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন যে, সূর্য্যোদয় হইলেই তাঁহার প্রাণনাশ হইবে। সেইজন্যই আমি সূর্য্যোদয় রহিত করিয়াছি।" তখন অনসূয়া কহিলেন—"হে ভদ্রে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব; তিনি পূর্ব্বের মত নব কলেবর ধারণ করিবেন্। অতএব সূর্য্যকে উদিত হইতে দাও।"

ব্রাহ্মণী "তথাস্তু" বলিলে, অরুণবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। অমনি ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগ হইল, এবং তিনি যেমন ভূতলে পতিত হইবেন, অমনি ব্রাহ্মণী তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন অনসূয়া বলিলেন, "ভদ্রে! বিষণ্ণ হইও না। আমি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, অক্ষুণ্ণ পাতিব্রতো রত থাকি ও পতিকে দেবতাগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকি, তবে তোমার স্বামী নিরাময় হইয়া জীবিত হইবেন্।" এই কথা বলিবামাত্রই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত-শরীরে পুনর্জ্জীবিত হইয়া ভার্য্যার সহিত মিলিত হইলেন।

মহাভারতে বনপর্ব্বে দেখিতে পাই, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন মার্কণ্ডেয়ের নিকট পরমোৎকৃষ্ট স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন, "পতিব্রতা স্ত্রী পরম মান্যা! তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাম-নিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, উহা অত্যন্ত দুরূহ। কামিনী কেবল স্বামীর শুশ্রূষা-দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারে। কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ, কি শ্রাদ্ধ, কি উপবাস,—তাহার সকলই বৃথা হয়।" মার্কণ্ডেয় পতিব্রতা নারীর প্রসঙ্গ তুলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিতে

লাগিলেন, "মহারাজ! কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা ঐ ব্রাহ্মণ বৃক্ষমূলে বেদোচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক বলাকা ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাহার গাত্রে পুরীষ-পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্রই সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। মুনিবর কৌশিক বলাকার নিধনহেতু পরম অনুতপ্ত হইলেন। একদা ভিক্ষার জন্য গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক গৃহস্থ-ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা-প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন; আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি।" গৃহিণী এই বলিয়া ভবন-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এরূপ সময়ে তাঁহার স্বামী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়া পাদ্যাদি-দ্বারা অতিবিনীতভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট-ভোজন, তাঁহাকে দেবতার মত জ্ঞান, একমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচারসম্পন্না, শুচি, দক্ষা ও কুটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযত চিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কাল-যাপন করিতেন। পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িত নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'হে বরাঙ্গনে, তুমি কি নিমিত্ত, আমাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া এইরূপভাবে দীর্ঘকাল বসাইয়া রাখিলে? একেবারে বিদায় দিলে না কেন?"

পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া বিনীতস্বরে বলিলেন, "হে বিপ্রবর, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ভর্ত্তাকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি। তিনি ক্ষুধার্ত্ত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, এই জন্য আমি এতাবৎকাল তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম।"

ব্রাহ্মণ তখন বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না; কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বলিয়া বোধ করিয়া থাক? তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগের অবমাননা কর, ইহা অতিগর্হিত।"

পতিব্রতা বলিলেন, "হে তপোধন, ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমি বলাকা নহি যে, ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিবেন! আমি কদাপি দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করি না। আমি ব্রাহ্মণের তেজঃ ও মাহাত্ম্যের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি। হে ব্রাহ্মণ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার মতে নারীগণের পক্ষে পতিশুশ্রূষাই প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদয় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান। আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ করুন। আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।" তৎপরে ঐ পতিব্রতা কেবল

পাতিব্রত্য-দ্বারা লব্ধ দিব্যজ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ নতশিরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সকল পৌরাণিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক যুগেও আমরা দেখিতে পাই, ভীমসিংহপত্নী পদ্মিনী শত শত রাজপুত রমণীর সহিত হাসিমুখে অগ্নিকুণ্ডে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া আলাউদ্দিনের পাপকবল হইতে সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পৃথ্বীরাজমহিষী যোধবাই একাকিনী মহাপ্রতাপান্বিত ভারত-সম্রাটের পাপবুদ্ধির বিষয়ীভূতা হইয়াও স্বকীয় সতীত্বতেজঃ-প্রভাবে তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

এইরূপ কত শত পতিব্রতা নারীর পুণ্যময় দৃষ্টান্ত ভারতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়া আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আজও ভারতক্ষেত্র সতীর উজ্জ্বলপ্রভায় সমুদ্ভাসিত, সতীর মহিমায় গৌরবান্বিত। বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোনও দেশ এত সতী-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী নয়।

থাক, জননীগণ, তোমরা চিরকাল ধরিয়া এই আর্য্যভূমি উজ্জ্বল করিয়া থাক। তোমাদের পুণ্যের আভায় পাপকালিমা মুহূর্ত্তের জন্য ইহাকে কলুষিত করিতে পারিবে না। কাল-প্রভাবে এই দেশ যতই অধঃপতিত ও অবনত হউক্ না কেন, তোমাদের পবিত্র পদরেণু মাথায় লইয়া জগতে চিরকালই ইহা মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সাধে বাদ ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাত্রি, বোধ হয়, ১টা বাজিয়া গিয়াছে! লাবণ্যর অশ্রুকাতর চক্ষে নিদ্রার নাম নাই। দ্বারের নিকট শব্দ শুনিয়া লাবণ্য চকিতে উঠিয়া বসিল। আবার দ্বারে আঘাতের শব্দ হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" উত্তর আসিল—"শীঘ্র দুয়ার খোল।" এত দ্রুতভাবে কথা-কয়টি উচ্চারিত হইল যে, কাহার কণ্ঠস্বর, তাহা লাবণ্য অনুমান করিতে পারিল না। বাড়ীরই কোন দাস-দাসী ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন খবর আসিয়াছে কি?" উত্তর আসিল "হুঁ"। লাবণ্যর মনঃ-প্রাণ একটু সংবাদের আশায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সে জ্ঞানশূন্যার মত দুয়ার খুলিতেই সহাস্যমুখে বিপিন গৃহে প্রবেশ করিল। লাবণ্য বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত দশ-হাত পিছনে সরিয়া গেল। ঈষৎহাস্যে বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি লাবণ্য! ভয় পেয়েছ?"

না। পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তোমায় দেখে দেখে ভয় ভেঙ্গে গেছে। বিশেষতঃ যে নিজেই ভয়ে সারা হচ্চে, তাকে আমার ভয় কর্‌বার কি আছে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিপিন বলিল, "কি রকম?"

"তাও বল্‌তে হবে? আমার স্বামীর ভয়।

তার-চেয়ে তো চোরেরও অধম সেজেছ ;—তার ছায়া দেখলেও কাপ্‌তে থাক্‌।

হাসিয়া বিপিন বলিল, "সে কথাটা একেবারেই মিথ্যে নয়। তাই তো এবার সব পাপ একেবারে চুকিয়ে এসেছি।"

কথা কহিতে আজ বিপিনের মুখে সুরার গন্ধ বাহির হইতেছিল। কথাগুলাও ঈষৎ জড়াইয়া আসিতেছিল। লাবণ্য বিপিনের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ?"

মৃদু মৃদু হাসির সহিত বিপিন বলিল, "লেবু, যেন কিছু জান না ?"

না। কি জান্‌ব বিপিন-দা ? কৈ আমি তো কিছুই জানি নে। কি করেছ, বল দেখি শুনি।

বিপিন নিকটে সোফার উপর বসিয়া বলিল, "সরোজকে ধ'রে নিয়ে গেছে, জান না ?"

কাতর স্বরে লাবণ্য বলিল, "হা, সে-খবর কাল পিসীমার চিঠিতে জান্‌লাম।"

বি। সে-চিঠি কি পিসীমা লিখ্‌তো !—আমিই লেখালাম। আমি জানি, সে চিঠি পেলে তুমি কান্নাকাটি কর্‌বেই।—আর সরোজের সঙ্গে প্রমোদেরও ছোট থেকে বন্ধুত্ব ; সে নিশ্চয়ই টাকাকড়ি নিয়ে তাকে খালাস কর্‌তে যাবে। তা হলেই এক ঢিলে দুই পাখী সাবাড় ! সাবাস্ বিপিনচন্দ্র ! তোমার বুদ্ধি !

বিপিনের কথা শুনিয়া লাবণ্য শিহরিয়া উঠিল ; কি পিশাচ ! মনে সাহস-সঞ্চয় করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। টাকাকড়ি নিয়ে খালাস কর্‌তে গিয়ে কি বিপদ্ হ'তে পারে ?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে বিপিন বলিল, "হুঁ হুঁ, লাবণ্য, আমার বুকে যা দেওয়া, বড় শক্ত কথা ! ঐ সরোজ ছোঁড়া !—যখন বাপ্ মরে গেল, আমরা ওর কত করেছি। সে-সময় আমরা না থাক্‌লে এই গোবরে পদ্মফুল বোন্‌টী নিয়ে কি দুর্গতিই হ'ত, তা কে জানে ! তা সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ কি না, তাই সে সব ভুলে বোনের বিয়ে দিলেন্ এক জমীদারের সঙ্গে। দুস্তোর জমীদার ! তা'র ফল বাছাধন টের পাবে এখন ; জমীদারই বা কোথায় থাকেন্, নিজেই বা কোথায় থাকেন্ ; দেখুন !"

বিপিনের বাক্‌স্রোত আর থামে না দেখিয়া, লাবণ্য বাধা দিয়া বলিল, "থাম, বিপিন-দা, একটা কথা শোন।"

মদমত্ত বিপিন গদ্‌গদ-স্বরে কহিল, "কি, বল্‌বে বল ! লেবু, তোমার কথা শুন্‌ব না ? এত কাণ্ড তবে কিসের জন্য !—"

ঘৃণায় লাবণ্য জ্বলিয়া উঠিল ; কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া বলিল, "দাদা কি করেছিল, সেইটা বল দেখি ! কেন যে দাদাকে ধরে নিয়ে গেল, আমি ত ভেবেই পাচ্ছি নে। দাদার মত লোক ডাকাতি কর্‌লে !"

বি। দূর পাগলি ! সে ডাকাতিও করে নি, খুনের সংস্রবেও থাকে নি ! তবে যা করেছিল, বল্‌লাম তো ;—এই বুকে ছুরী বসিয়েছিল ; সে কি কম কথা লাবণ্য ! আমি তোমার জন্যে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছি, লেবু !—

বিপিনের নেশাটা বেশ জমিয়া আসিতেছিল ; নেশার ঝোঁকে এইবার বিপিন প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

না। তা তুমি কি কর্‌লে ?

অর্দ্ধজড়িত স্বরে বিপিন আবার আরম্ভ করিল—"সে কি কম কাণ্ড করেছি! মা'র গহনাগুলি আর বাবার নগদ টাকাগুলি হাতাতে অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে।—সেইগুলি সব ঘুস্ দিয়ে সরোজকে চালান করেছি।—প্রমোদও যেই ছাড়াতে যাবেন, অমনি জড়িয়ে পড়বেন। হা হা হা! বাছারা কিছু দিন আণ্ডামানের জল খান্; আমি একটু হাঁপ্ ছেড়ে সুখ-ভোগ করি!"

লাবণ্যর বুকের ভিতর তখন, বুঝি, নিদাঘের ঝড় প্রবলবেগে তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছিল, তাই অনেক চেষ্টাতেও কিয়ৎক্ষণ লাবণ্য নিরুদ্ধ কণ্ঠ মুক্ত করিতে পারিল না; প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিন ডাকিল—"লেবু!" অনেক চেষ্টায় কণ্ঠ খুলিয়া লাবণ্য অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে বলিল, "কেন?"

বি। "তুমি কোথায় গেলে?

লা। "এখানেই আছি।—বিপিন-দা, তুমি আমার জন্যে এত করেছ ভেবে, আমার চক্ষে জল আসছে। আমি তোমার এ স্নেহ এতদিন বুঝতে পারি নি।

মত্ততার হাসি হাসিয়া বিপিন বলিল, "লেবু! "এ কি এত বেশী করেছি! তোমার জন্যে যে আমি বুক চিরে রক্ত ঢেলে দিতে পারি! তুমি যে আজ আমার অন্তর বুঝেছ,—এতেই আমার সব সার্থক হয়েছে।" পরে গদ্‌গদ স্বরে সে বলিল, "লাবণ্য! তবে এইবার আমার সঙ্গে চল। এ ছার লোকালয় ছেড়ে, শুধু প্রেমের রাজ্যে গিয়ে বাস করি গে।"

লা। সে আর বলতে বিপিন-দা! তুমি যা ক'রে এসেছ, এখন তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? আমি তোমারি আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। কিন্তু তোমায় একটি কাজ করতে হবে।

বি। কি কাজ? বল, লেবু!

লাবণ্য তৎক্ষণাৎ টেবিলের উপর হইতে দোয়াত, কলম, কাগজ লইয়া বিপিনের হাতের কাছে দিয়া বলিল, "দাদাকে জেলার করাবার জন্যে তুমি কোন্ লোককে কবে কত টাকা বা গহনা দিয়েছিলে, তা লিখে দিতে হবে; আর দাদা সেদিন যথার্থ তোমার ছিল ও অপরাধী কিনা, সেটাও লিখে দিতে হবে।"

মাতাল তৎক্ষণাৎ একটু সন্দিগ্ধপ্রায় হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়, লাবণ্য!"

লা। কেন হয় না?

বি। তা হ'লে আমার সর্ব্বনাশ হয়।

লা। তা হলে আমারও তোমার সঙ্গে যাওয়া হয় না। আমরা তো দেশ ছেড়েই পালাচ্ছি? তোমার সর্ব্বনাশ হবে কি ক'রে? তারপর শুধু তোমার লেখায় কি দাদা খালাস পাবে? তুমি লিখ্‌লেই পুলিসে ঘুষ করবে কি? তবে দেখ, দাদা মায়ের পেটের ভাই, তা'র উদ্ধারের জন্যে এটা কখনো কাজে লাগ্‌তে পারে। আর এক কথা, এ-বাড়ীতে আসাও আমার বড় কম দিন হল না। আমার স্বামীর টাকা-কড়ির সন্ধান অনেক জেনেছি। আমরা এত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব যে, পৃথিবীর যে কোন জায়গায় থেকেও রাজার হালে আমাদের চলে যাবে।"

"সত্যি নাকি?" বলিয়া আনন্দে বিপিন প্রায় লাফাইয়া উঠিল।

লাবণ্য আবার বলিল, "কিন্তু সবই তোমার উপর নির্ভর করছে। শীঘ্র কাগজটায় লিখে দাও।"

লাবণ্যর মুখের প্রতি চাহিয়া বিপিন বলিল, "তা হ'লে লিই লিখে। আমায় আর কে ধরবে? আর এ তো মিথ্যে ক'রে লিখ্‌চি নে। রীতিমত রসীদ নিয়ে রেখেছি। বিপিন-চন্দ্র কাঁচা ছেলে নয়। কি বল, লেবু?"

লা। সে তো সত্যিই!

বি। তা হ'লে আজ রাত্রেই যাবে তো?

কৃত্রিম রোষ-ভরে লাবণ্য উত্তর করিল, "আমায় বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে থাক তুমি, আমি চল্লাম।"

"না না, এই নাও, লিখ্‌ছি" বলিয়া বিপিন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা দিন-তারিখ দিয়া লিখিয়া দিল। লাবণ্য সেখানি সরাইয়া রাখিয়া বলিল, আর একখানি লিখ্‌তে আছে।"

বি। আবার কি?

লা। তাও বিপিন-দা তোমাকেও বল্‌তে হবে? এই বুঝ্‌তে পাচ্চ না? আমার স্বামীর কাছে একটা সংবাদ দিয়ে, না গেলে, যদি তিনি ভেবে চিন্তে আমাদের পেছনে গোয়েন্দা লাগান্? মনে কর, যদি আমরা ধরা পড়ি—

বিপিন হাসিয়া বলিল, "সে আর ফির্‌বে সেবু? তার ফির্‌বার আশা থাক্‌লে আমি কি তোমায় নিতে আস্‌তে সাহস কর্‌তাম? সে ভয় তোমার কিছু নেই।"

লাবণ্য মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—'না' এবং বলিল "না না, সে ভয় কর্‌ছি নে। তুমি তো সবই জান। তাঁর স্ত্রী থাক্ থাক্, গ্রাহ্যই কর্‌বেন্ না। তাঁর উপর বংশের গৌরবে অস্থির। পাছে মানে ঘা পড়ে, সেই ভয়েও কিছু কর্‌বেন না। কিন্তু কি বল্‌ব বিপিন-দা, এতদিন আমায় এই যে তাচ্ছীল্যটা ক'রে আস্‌ছেন, এটা আমার বুকে কি হ'য়ে বিঁধে আছে, তোমায় কি বল্‌ব! আজ যদি তুমি আমার সকল কষ্টই মোচন কল্লে, তবে আমি একবার তাঁকে জানিয়ে যেতে চাই যে, তাঁর আদর-অনাদরে আমারও কিছু যায় আসে না। তিনি ভিন্নও জগতে আমার আদর ক'রে স্থান দেবার লোক আছে।"—কথাগুলি উচ্চারণ করিতে লাবণ্য অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। নেশা-বিহ্বল দুই চক্ষু লাবণ্যের মুখের উপরে তুলিয়া বিপিন বলিল—"আঃ! সেবু, আজ বাইরের সকল আপদ্ দূর করে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাছে আস্‌লাম, তুমিও আজ কতদিন পরে আমার সঙ্গে মন খুলে কথা কইলে! আজ প্রাণ পুরে একটু আমোদ কর্‌ব, তা নয়; তোমার আজই যত ফর্‌মাস্!"

লাবণ্য উত্তর করিল, "আজই যখন সকল আপদ্ দূর কর্‌তেছ, তখন এটুকুও শেষ করে ফেল। আর রোজ রোজ তো এ আপদ্ ভোগ কর্‌তে হ'বে না! লিখবে তো শীঘ্র লিখে ফেল, ক্রমশঃ রাত শেষ হয়ে আস্‌তেছে। আবার যাওয়ার উদ্যোগ কর্‌তে হবে তো?"

যাওয়ার নামে আনন্দে আটখানা হইয়া বিপিন বলিল, "বল, তা হলে কি কি লিখ্‌তে হবে?" লাবণ্য বলিল, "তাও আমাকে বল্‌তে হবে? আমায় তুমি চিরকাল কি রকম ভালবেসেছ; আমায় পাবার জন্যে তুমি এ পর্য্যন্ত যা করেছ, আমার কাছেই বা কত লাঞ্ছনা সয়েছ; আর তা সহ্য করে ও যে যে কাজ ক'রে আজ আমায় পেয়েছ, সব আমার স্বামীর উদ্দেশে এতে লিখে দাও।"

বিপিন যথাসম্ভব সকলই লিখিল; পত্র পড়িয়া লাবণ্যর যেটুকু সন্দেহ ছিল সব মিটিয়া গেল। কাগজ দুইখানি সযত্নে অঞ্চল-প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া লাবণ্য বলিল, "বিপিন-দা, তুমি একটু শোও, আমি ততক্ষণে সব গুছিয়ে নিই।"

বিপিন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বিছানায় শয়ন করিতেই বেহুঁস হইয়া পড়িল। তখন লাবণ্য চারি দিকের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সে দ্বারেও চাবি বন্ধ করিয়া দিল। প্রমোদের সুরক্ষিত শয়ন-গৃহের ভিতর বিপিন বন্দী হইয়া পড়িয়া রহিল।

ভ্রমসংশোধন।

আষাঢ়-সংখ্যায় "কুলবধূ"-প্রবন্ধের শেষ-পংক্তির পূর্ব্বপংক্তিস্থ—'স্বার্থ'-শব্দস্থলে 'স্বাস্থ্য' হইবে। (পৃঃ ৮৬)

শ্রাবণ-সংখ্যায় "পাতিব্রত্য"-প্রবন্ধে প্রথম পারাগ্রাফে 'আমি হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব' স্থলে 'আমি তোমার হৃদয় লইয়া কার্য্য করিব' হইবে। (পৃঃ ১২৮)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

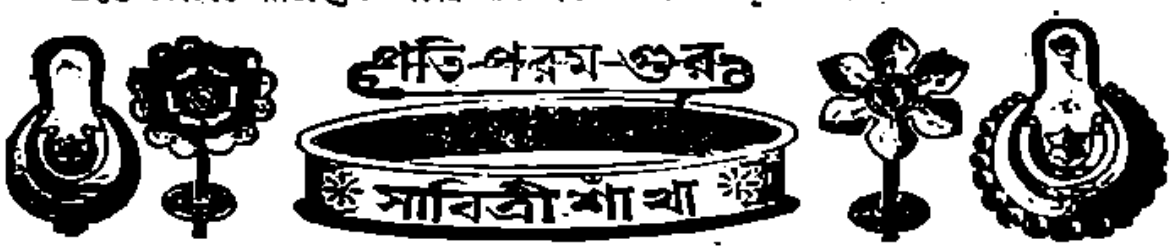
কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

বিবাহে ও প্রীতি-উপহারে

বিনা পাসের গহনা হইলে দাতা ও গ্রহীতার উভয়েরই অতুল আনন্দ হয় না কি? বিনা পাসে আমরাই প্রথম অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি।—আমাদের দেখাদেখি অনেকে এই পথে আসিলেন বটে, কিন্তু কথায় ও কাজে কেহই ঠিক রাখিতে পারিলেন না। সম্প্রতি আমরা যাবতীয় গহনা বিনা পাসে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি।—এখন হইতে আর পাস মরা আলো বাদ যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার আমাদের ফেরৎ দিয়া নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইলে কেবল পুরাতন অলঙ্কার পাঠাইয়া দিলেই চলিবে; আমরা কেবল মজুরী চার্জ্জ করিব। অর্থাৎ কেবল মজুরীর টাকা ঠিক সঙ্গে করিলেই নানাবিধ নূতন নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার প্রস্তুত করাইতে পারিবেন। স্বর্ণের হ্রাস এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।



সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্রেম সাইজ, হাই পালিশ, রূপার উপর পাত
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী। ডবল থাকা কানের টাপ।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ। চুনী-পান্না পাথর সেট করা।
মূল্য ১৬৲ হইতে। মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী। সেফ্‌টী পিন।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। "মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা
মূল্য ৬৷৹ টাকা মাত্র। রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৫৲ হইতে।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্, ৪০ নং পরাণহাটা—চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭৪।

✓ কাশী ধামের বিবিধ দ্রব্যাদি ভিঃ পিঃ তে পাঠাই, বেনারসী শাড়ী লোল ও বেরঙ্গে নানা রঙ্গের ৩০৲ হইতে ১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। নানা রঙ্গের সিল্কের চাদর ৮৲ হইতে ১৫০৲ পর্য্যন্ত ইকে বহুত আছে। কিঞ্চিৎ অগ্রিম-সহ অর্ডার পাঠান, পত্র লিখিলে তালিকা পাঠাই।

কাশী সাপ্লাইং করপোরেসন,
১৭ নং—দশাশ্বমেধ, বেনারস।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আব্দু"

নব কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০

বাঙ্গালী ও মর্ম্মবাণী বলেন :—

"....সেখ আব্দু কথ্যবলে লোকেদারগিরি করিতেছে বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,—তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু "ভদ্রলোকেরই" অনুকরণযোগ্য....."

পরিচারিকা (কোচবিহার) :—

"'প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত-বাহু, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টসুন্দর নগ্ন স্নিগ্ধ নির্ম্মলনবুক কোমল-কোমল-কেশদাম-শোভিত মূর্ত্তির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবলে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ... আব্দু-চরিত্রের সুনিপুণ হস্ত যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোমত চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার-পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, শ্রদ্ধার। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসম প্রেম চিত্রণে অন্তে যে স্থলে নিশ্চিত, আব্দুচরিত্রের সেই চিত্রেই কৃতিত্ব! 'ক' দেখিয়াই রুক্ষকেশে 'দশা' ধরে, যাহারা, তাহাদের সমস্যা অন্য,—কিন্তু যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সন্ধানে থাকিয়া দেখিবার ধৈর্য্য রাখেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিয়াছেন, আব্দুতে—রচয়িত্রী অসামাজিকতা উচ্ছৃঙ্খলতার কুত্রাপি প্রশ্রয় দেন নাই। গতানুগতিক বিধি ভঙ্গ করেন নাই—তাহার দৌর্ব্বল্যকেও অক্ষুণ্ণভাবে পালন করেন নাই—অবিধির অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংস্কারবদ্ধের সঙ্কীর্ণতা, শিক্ষাদম্ভ, অল্প শক্তিতের ধাক্কিকতায় তিনি নির্ম্মমভাবে অকম্পিত হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচার করিয়াছেন মাত্র—তাহাতে সাময়িক যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হইয়াছে অনেককেই—কিন্তু পরিণামে শান্ত তুষ্ট হইবেন সকলেই। ... তাঁহার চিত্রিত সজীব চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোর্ডিংএ শিক্ষাপ্রাপ্তা, বড়লোকের 'বল্‌গাছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবল-সতিকার—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমতা-শীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুত আব্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জ্যোৎস্নার প্রতি স্নেহ ব্যবহার—দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম রাজত্বের অনিন্দ্য চিত্র—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোমলা দৃঢ়া জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিক-ভাবে 'আব্দুতে' চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—মক্কায়—কি শান্তি—প্রেমিক কিরূপে কোন "মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা 'আব্দুকে' গৃহে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন্—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন, পণ্ডিত জানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে।

পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—

MASTER KAMAL KUMAR NANDI,
C/o Dr. N. M. Ghosh, Dhokra Solid, Burdwan, এবং
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়—আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন ? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পুরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

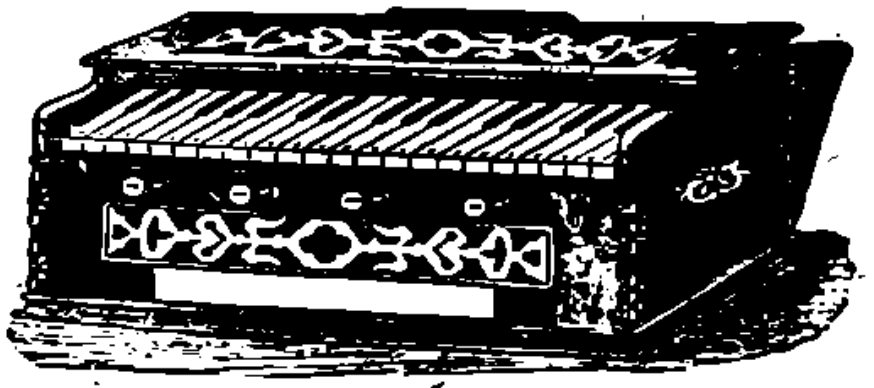
ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা, ষষ্ঠীতলা রোড, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।



অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উচু দরের যন্ত্র পাইবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—৷৷৵০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস)—২৲

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

"বামাবোধিনী"র দ্রষ্টব্য বিষয়।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০, পক্ষান্তের বার্ষিক-মূল্য ৩৲ প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল, বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।৵০ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিংবা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ ছাপা রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। নতুবা পত্রিকা না পাইলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ বামাবোধিনীর কোন বিশেষ এজেণ্ট নাই। অতএব পুনরায় নাম বিজ্ঞাপন না করিলে অথবা ক্ষমতাপত্র প্রদর্শন না করিলে, কেহ এজেণ্টের নিকট মূল্যাদি দিলে আমরা দায়ী হইব না।

৭। মফঃস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নামে, ৩৯ নং আন্টনি বাগান লেন, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮। বামাবোধিনীর অন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। পুস্তিকা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখার বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোনও প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে, ফেরত দেওয়া হয় না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৩৯ নং আন্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা ভাদ্র, ১৩২৫।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ঐতিহাসিক, উপাসনা, মানসী, মর্ম্মবাণী, নব্যভারত, ব্রহ্মবিদ্যা, যমুনা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক
মুরশিদাবাদের কবি সৌরীন্দ্রনাথের রচিত কবিতাবহি
"বনফুলাঞ্জলি"
মূল্য ডাকমাশুল সহ—আট আনা।
অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—মনোমুগ্ধা ।০, উর্ম্মিলা ।০, নির্ম্মলা ৷০।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু, ৩০২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

Re N C 134.

৫৬ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আশ্বিন, ১৩২৫—অক্টোবর, ১৯১৮।

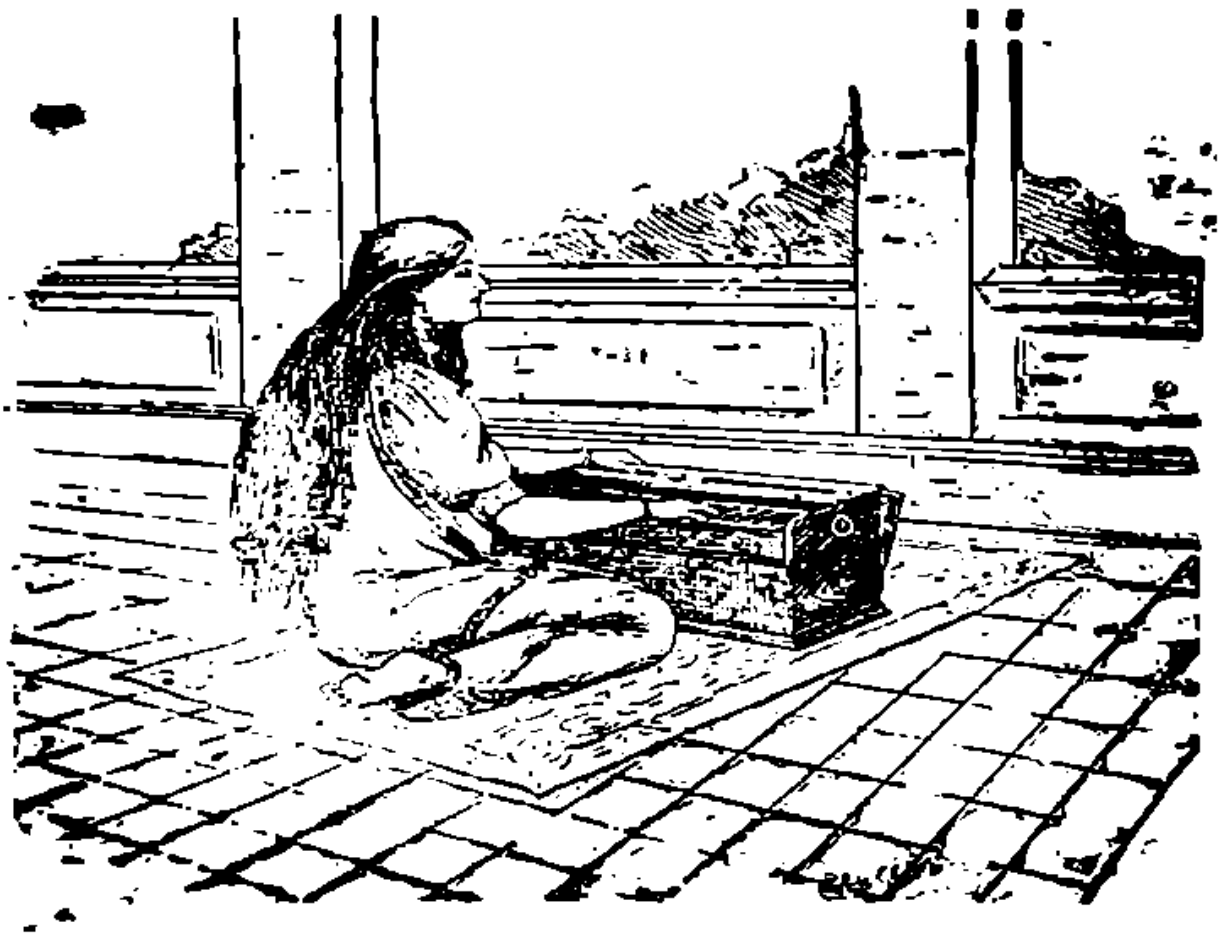
সূচী।

১।	গান	শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র [illegible] ... ১৭১
২।	সাধের যান	শ্রীমতী নলীবালা দেবী ... ১৭৮
৩।	বেতসরে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৮৩
৪।	হিন্দুর তীর্থবিচার	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ১৮৪
৫।	গান	বরদেশ ১৯১
৬।	জন্মভূমির কর্ত্তব্য	শ্রীমতী প্রভাতনলিনী বসুগুপ্তা ... ১৯৯
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ	... ১৯৫
৮।	বিজয়া (গান ও স্বরলিপি)	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ১৯৫
৯।	বিধাতার ভুল (গল্প)	শ্রীমতী লতিকা দেবী ... ১৯৭
১০।	[illegible]	... শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ ... ২০৫
১১।	মুদ্রা সকল কিরূপে জর্ম্মণদিগকে সাহায্য করে	২০৮

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০,
[illegible] মূল্য ৵০ ([illegible])

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।



বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৪০৲,৪৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোন্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্‌রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে

মহিলাপ্রিয় গ্রন্থাবলীর সুলভ বিক্রয়ের সুবর্ণ সুযোগ।

সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী বাঙ্গালার বীণাপাণি-লেখনী।

—ভারতী-সম্পাদিকা—

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী।—

পরিচয়ের প্রয়োজন নাই—নামেই সুপ্রকাশ।

১ম ভাগে—১। দীপনির্ব্বাণ, (সুপ্রকাশ উপন্যাস) ২। ছিন্নমুকুল, (সেই স্বনামধন্য উপন্যাস) ৩। স্নেহলতা, ৪। ক্ষত্রিয়ের তরবারী, ৫। সন্ন্যাসিনী, ৬। প্রতিশোধ, ৭। যমুনা, ৮। কেন? ৯। আমার জীবন, ১০। লজ্জাবতী, ১১। নূতন বালা, ১২। চাবি চুরি, ১৩। মুকুলিপাসু, ১৪। ক্ষত্রিয় রমণী,

এই ২৫৲ মূল্যের ১৪ খানি উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধরাজি মাত্র ১৲ টাকায় বায়।

২য় ভাগে—১। হুগলীর ইমামবাড়ী, ২। মিবার রাজ, ৩। দেবকৌতুক, ৪। ফুলের মালা, ৫। বসন্ত উৎসব, ৬। পাকচক্র, ৭। প্রবন্ধ রত্নাবলী, ৮। পূজার তত্ত্ব, ৯। কবিতাবলী, ১০। পত্রাবলী, ১১। মাঙ্গিলিং।

এই ১৫৲ মূল্যে ১১ খানি ১৲ টাকা।

৩য় ভাগে—১। স্নেহলতা (১ম), ২। অতৃপ্তি, ৩। জাতীয় সঙ্গীত, ৪। মুগাঙ্ক কাব্যনাট্য, ৫। নিবেদিতা, ৬। চারি (নূতন উপন্যাস), ৭। জীবনী

এই ৮৲ টাকা মূল্যের ৭ খানি ১৲ টাকায়।

৪র্থ ভাগে—১। স্নেহলতা (২য়) ২। বিদ্রোহ, ৩। প্রভাত সঙ্গীত, ৪। মধ্যাহ্ন সঙ্গীত, ৫। সন্ধ্যা সঙ্গীত, ৬। নিশীথ সঙ্গীত, ৭। সেকেলে কথা, ৮। সমুদ্রে, ৯। সঙ্গীতশতক

এই ১০৲ মূল্যের প্রেমরত্ন ৸০ দিব।

৫ম ভাগে—১। কাহাকে? ২। মালতী, ৩। জীবন অভিনয়, ৪। পেণেপ্রীতি, ৫। মিউটিনী, ৬। অমরগুচ্ছ, ৭। বিবিধ কথা, ৮। কনে বদল, ৯। কৌতুক নাট্য, ১০। গাথা, ১১। টালিসম্যান, ১২। রাজকন্যা। এই ১২ খানি উপন্যাস, নাটক, কাব্য—মাত্র ১৲ টাকায়। আবার একত্রে পাঁচ ভাগ ৪৸০ স্থলে ৪৷৷০।

মহিলাপ্রিয়—সেই সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা-গ্রন্থ

সচিত্র সংস্করণ

সীতা—সাবিত্রী—দময়ন্তী—খনা—অহল্যাবাই প্রভৃতি নয়টি ভারতমহিলা-জীবনী—

সুন্দর ছাপা, বড় পুস্তক।

কেবল ৸০ আনা মাত্র।

নন্দনকানন সিরিজ্

সপ্তাহে তিন দিন নূতন নূতন উপন্যাস!

প্রত্যেকখানি ৵০ দু আনা।

১। কেরানীর অদৃষ্ট (প্রহেলিকাময়)
২। তস্করের দান (কৌশল জাল ব্যর্থ)
৩। জাহাজ লুট (বোম্বেটের কাণ্ড)
৪। ভূতের বাড়ী (বৈজ্ঞানিক ভূতের কাণ্ড)
৫। প্রকৃতি (দৃশ্যলীলায় সৌন্দর্য্যহার)

প্রত্যেকখানি ।০ চারি আনা।

১। মেক্সিকোর দস্যু (রাজনৈতিক ডাকাতী)
২। মিকোলা (বিজ্ঞানবলে মরা মানুষ বাঁচিবে)
৩। সুমতি (চমৎকার গার্হস্থ্য উপন্যাস)
৪। বিলাতীভূত (শিক্ষায় ভূতের উপদ্রব)
৫। ছায়াগোয়েন্দা (ছায়ায় ছায়ায় অনুসরণ)
৬। সরসীরঞ্জন (স্বদেশী গোয়েন্দার বাহাদুরী)
৭। গৈরীখুন (ভাজ্জব ব্যাপার!)
৮। তস্করহস্য (চোরে চোরে লুকোচুরি)

প্রত্যেকখানি ।৵০ ছয় আনা।

১। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, রুসিয়ার রাজ্যগ্রাস-লালসার চূড়ান্ত প্রতিবিধান। ২। সোনার খনি, সুবর্ণলোলুপ ইংরাজের সমুচিত শিক্ষা। ৩। চোরসুলতান, সুলতানের রমণীনিগ্রহ—রূপবতী যুবতী হরণ—প্রেমিকের অত্যদ্ভুত আত্মত্যাগ। ৪। রহস্য যবনিকা [মার্কিণ উপন্যাস] মার্কিণ যুবতীর প্রেমের কুহকযন্ত্র! ৫। মেয়ে বোম্বেটে [সমমেরিণ রহস্য] রূপসীরাণীর অদ্ভুত প্রতিহিংসা! বিচিত্র মার্কাণ সমমেরিনে বাণিজ্য-জাহাজ লুণ্ঠন! ৬। চতুর জাপানী [ঔপন্যাসময় উপন্যাস] কোন্ শক্তিবলে জাপান আজ কর্ম্মের লক্ষ্যের ঐক্যের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। ৭। নির্ব্বাসিতা [ফরাসী-বিপ্লবের উপন্যাস] জার্ম্মাণীর ষড়যন্ত্র—ফরাসীরাজ্য রাজতন্ত্র। ৮। সেবিন [জার্ম্মাণ উপন্যাস] জার্ম্মাণীর স্পর্দ্ধা—ইংলণ্ডের উপকূল আক্রমণ চেষ্টা। ৯। হীরকবিভ্রাট [হিপনটিক্ উপন্যাস] বিলাতীপ্রেমিক মিস্‌মেরিজিয়াম বলে কিরূপে প্রেমিকাকে মুগ্ধ করে।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির।—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্ট-লিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা-পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, বামাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক-পত্রিকায় প্রশংসিত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

THE ALL-INDIA

Hindu Socio-Religious Association.

General President H. H. the Maharaja of Durbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members—Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English).—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

১। ধ্যান-লোক—৸০ ২। তপোবন—৸০; ৩। অঞ্জলি—।০। ৪। সুনীতি-বিকাশ—।০

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

১। মাধবী—১৲। ২। শিশির—।০

কলিকাতায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরীতে এবং চট্টগ্রামে ঘাট-ফরাদবেগ—ঠিকানায় জীবেন্দ্রবাবুর নিকটে পাওয়া যায়।

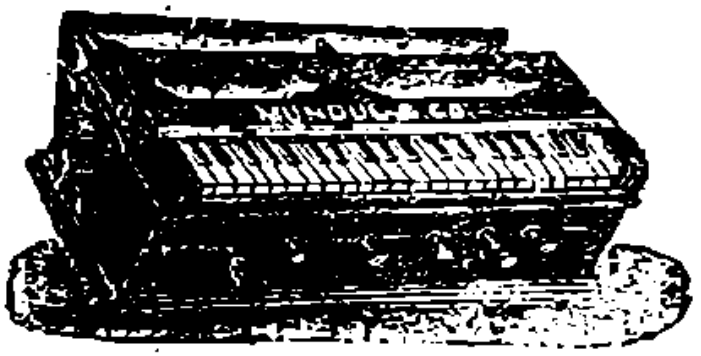
নূতন ধরণের পুস্তক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত

মূল্য—১।০ "ভাগ্যচক্র-সংগ্রাম" মূল্য—১।০

ইহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। সংস্কৃত ডিপজিটারীতে (৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

মণ্ডল ফ্লুট।



দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুন্দর কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই পেট রীড, ৪ ষ্টপ ৮০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্নশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

মহীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অন্নশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন, "শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহোদয় বলেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
৩১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ বসাকোক, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ঔষধকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 662. October, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬২ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩২৫। অক্টোবর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান।

(রাগিণী—মিশ্র ছায়ানট্)

কোন্ প্রাণেতে থাকি বল,
তুমি যদি নাহি আস!
মোর প্রভাত নিশি কাটে কিসে,
তুমি যদি নাহি আস!
অন্ধ বাসনা চৌদিকে মোর
গাহিছে কেবলি বন্ধন-ডোর,
আমি কেমন করে থাকি হেথায়
তুমি যদি নাহি আস!
ফুটে গো ফুল কানন-তলে,
হাসে তারা গগন-কোলে,
আমি কেমন্ করে থাকি ভুলে'
তুমি যদি নাহি আস!
তুমি যদি রহ পিছে,
আমার বেদন-কাঁদন নয়কো মিছে।—
বিফল হবে সকল আমার
তুমি যদি নাহি আস।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সাধে বাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১২

লাবণ্য যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, তখন উষার শীতল বাতাস ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, নিম্নের দুই একজন দাস-দাসী উঠিয়া দুয়ার খুলিতেছে, তাহার শব্দ আসিতেছে। সমস্ত রাত্রির বিষম উত্তেজনার পর ভোরের হাওয়া গায়ে লাগায় লাবণ্য অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। একটু আঁচল পাতিয়া শুইবার ইচ্ছায় লাবণ্য সম্মুখের খোলা ছাদে গিয়া দাঁড়াইতেই, গরুর গাড়ীর শব্দ তাহার কানে গেল। বিস্মিতা লাবণ্য উঁকি দিয়া দেখিল, প্রমোদ গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছে।

সে-দিন প্রমোদ অত তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে রওনা হইল বটে, কিন্তু যথাসময়ে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারিল না। অর্দ্ধপথে এঞ্জিনের কল একেবারে খারাপ হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর ট্রেণ নাই। সমস্ত দিন অপেক্ষা করিলে তবে গাড়ী পাওয়া যাইবে। কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অর্দ্ধপথে বাধা পড়ায়, প্রমোদের আজ সে-দিন যাইবার ইচ্ছা রহিল না। সে মনে মনে ভাবিল, 'আজ বাড়ী ফিরিয়া যাত্রা বদ্‌লাইয়া আসাই ভাল। এরূপ বাধা-পড়া যাত্রায় কলিকাতায় গেলে কার্য্যসিদ্ধির কতদূর কি হইবে তাহা সন্দেহস্থল।'

যেখানে 'ট্রেন' দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রায় দেড় ক্রোশ দুই ক্রোশ দূরে গ্রাম। সেখানে গিয়া প্রমোদের একটা আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে বেলা ২½ প্রহর হইয়া গেল। সেখানে স্নান-পূজা সারিয়া স্বপাকে দুইটি ভাত ফুটাইয়া খাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। তারপর একখানি গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া প্রমোদ গৃহাভিমুখে রওনা হইল। সমস্ত রাত্রি পথে কাটাইয়া ভোরে প্রমোদ বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

লাবণ্যর ইচ্ছা হইতে লাগিল, এখনি ছুটিয়া গিয়া সে প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎকার করে ও একবার কাতর স্বরে তাহার দাদার বিষয় প্রশ্ন করে। আর এই ঘরের ভিতর যে কাল-সাপ ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার বোঝা প্রমোদের পায়ে অর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করে। কিন্তু অনেক কষ্টে লাবণ্য অশান্ত চিত্তকে সংযত করিল। প্রমোদের নিত্য কার্য্য শেষ হইলে, লাবণ্য আজ তাঁহাকে অন্দরে ডাকিয়া পাঠাইল।

আজ কতদিন—কতদিন পরে প্রমোদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল! বিবাহের পূর্ব্বে কত সাধ করিয়া প্রমোদ এই অন্তঃপুর সুসজ্জিত করিয়াছিল, তারপর আর চক্ষু চাহিয়া এদিকে একবার দেখেও নাই। এই অন্তঃপুরের প্রসঙ্গও তাহার বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়াছে। আজ প্রথম পা বাড়াইবার সময় তাহার অন্তর একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তারপর সে ধীরভাবে গিয়া লাবণ্যর বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রমোদের পদশব্দে লাবণ্যর অন্তর আজ কি পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল! স্বামিগৃহে

আসা অবধি সে শ্মশানেই বাস করিয়া আসিতেছে। এতদিনে এই শ্মশানে আজ মহাদেবের পাদ-স্পর্শ হইল। আজ-তরে ভীষণ শ্মশান সুন্দর কৈলাসে পরিণত হইল। লাবণ্য ভক্তি-ভরে প্রমোদের পায়ে প্রণাম করিল। প্রমোদ অন্যদিকে মুখ রাখিয়া উদাসভাবে বলিল, "ও-সবে কিছু প্রয়োজন নাই। ভিতরে আসতে বল্‌বার কারণ কি জান্‌তে এসেছি।'

লাবণ্য দীপ্তিভরা চক্ষু-দুইটি স্বামীর পায়ের দিকে স্থির রাখিয়া বলিল, "এতদিন কি-কারণে তুমি আমায় পায়ে ঠেলেছিলে, তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি; তাই অজানিত আশঙ্কায় তোমায় কখন কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তেও সাহস পাই নি। ভগবান্ আজ সকল সংশয় ছিন্ন করেছেন। আমি তোমার অবিশ্বাসিনী দাসী নই; এই চিঠি দু'খানি প'ড়ে দেখ। তারপর যদি দয়া হয়—।" লাবণ্যর মুখের কথা আর শেষ হইল না। তাহার চক্ষুদুল ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

যে-পত্রে প্রমোদ-লাবণ্যের সুখের কাননে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যাহার জ্বালায় শত সুখের মাঝখানেও দুইজনে মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল, প্রমোদ বহুবার সে পত্র পাঠ করিয়াছিল। তাহার হস্তাক্ষর প্রমোদের চক্ষুতে অতিপরিচিত হইয়া অঙ্কিত ছিল। সবিস্ময়ে প্রমোদ দেখিল, এ দুইখানি পত্র ও সেই পত্রের একই হস্তাক্ষর। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রমোদ পত্র পড়িতে লাগিল। লাবণ্য একদৃষ্টে চাহিয়া স্বামীর মুখভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পত্র পড়া শেষ হইলে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রমোদ লাবণ্যর প্রতি চাহিল। কি কথা তাহার মুখে আসিতেছিল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই লাবণ্য বলিল, "এই হতভাগা পশুকে আজ তোমার শয়ন-গৃহে বন্ধ ক'রে রেখেছি; আজ তুমি এসেছো, তোমার হাতে তা'কে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমি জানি শুধু এই পত্রের কোনই মূল্য নেই, তাই ধোবীকে মুক্তি দিই নি।—"

তারপর প্রমোদের পায়ের তলে পড়িয়া লাবণ্য বলিল, "তোমার গৃহে এসে অবধি আজ পর্য্যন্ত কি কষ্টে কাটিয়েছি, ঈশ্বর দেখেছেন। কতদিন মর্‌তে গিয়েছি, কিন্তু সংশয়ের বোঝা নিয়ে মর্‌তে পারি নি। আজ নিজে তুমি সব বুঝে নিয়ে আমায় মুক্তি দাও। আমিও তোমায় সকল দায় মুক্ত ক'রে জীবনের বোঝা নামিয়ে দিই।"

আজ—সেই বিবাহের দিনের পরে এই আজ আবার প্রমোদ লাবণ্যর হাত ধরিল। কিন্তু একি! সেই নবনীত-কোমল সুগোল বাহুবল্লরী! এ যে শীর্ণ অস্থিসারমাত্র; স্পর্শে কেবল হস্তে পীড়া প্রদান করে! যদি যথার্থই লাবণ্য নিরপরাধা হয়, তাহা হইলে প্রমোদ কি অপরাধই না করিয়াছে! লাবণ্যকে তুলিয়া উঠাইয়া প্রমোদ বলিল, "এখন অন্য কোন কথার সময় নেই; ঘরের চাবী দাও, আমি বিপিনকে দেখ্‌তে যাবো।" লাবণ্য তৎক্ষণাৎ চাবি দিল। তখনও প্রমোদের মন মেঘাচ্ছন্ন। সে ভাবিতেছিল, হায়! কুলটার ছলের অভাব কি?

আর লাবণ্য সেইখানে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনী অনেক কান্না কাঁদিয়াছে, কিন্তু আজকার কান্না—এ কত তৃপ্তির! আজ স্বামী তাহার গৃহে আসিয়াছেন, লাবণ্য তাঁহার পায়ের তলায়

পড়িয়া কাঁদিতে পাইয়াছে, স্বামি-স্পর্শে সুখ অনুভব করিয়াছে! তার চক্ষের জলের এ কি সার্থকতা —!!

১৩

প্রমোদ যখন গৃহে প্রবেশ করিল, বিপিন তখন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দারুণ অনুশোচনার দগ্ধ হইতেছিল। এই গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য অনবরত সে নানা চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোন দিকেই পথ পায় নাই। প্রমোদের কর্ম্মচারীদের সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু কোন গতিকে স্বয়ং প্রমোদ আসিয়া পড়িলে তাহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা যেন আর তাহার জানিতে বাকি ছিল না। যখন সম্মুখে সেই প্রমোদকেই সে দেখিতে পাইল, তখন তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া সে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইতে দিল না; যেমন ছিল তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল।

প্রমোদ গৃহে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে বিপিনের কাছে বসিয়া, তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া ডাকিল, "ভাই বিপিন!" এরূপ আহ্বানে বিপিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রমোদের মুখের দিকে চাহিল। প্রমোদ আবার বলিল, "তোমায় যে বড় ম্লান দেখাচ্ছে ভাই! ভাল আছ তো?"

বিপিন এবার হাসিয়া বলিল, "পশু-বলি দাও, অত ছলনার আবশ্যক নেই। আমি তোমার দয়ার ভিখারী নই।"

প্রমোদ তেমনই ধীরভাবে বলিল, "বিপিন, আমি তোমার শত্রুতা কর্ত্তে আসিনি, ভাই! জগতে সকলেই ভ্রমে পড়ে আছে। কে কা'কে দণ্ড দেবে? তুমি যদি একটা ভুল করে থাক, যে আমি নিত্য শত ভুল কর্‌ছি, সে তোমার একটা ভুলের মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌বে না? কিন্তু ভাই, একটা ভয়ানক ভুল করেছ। আমাদের নির্দ্দোষী হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সরোজকে কেন দণ্ড দিয়েছ?"

বিপিন এবার মাথা হেঁট করিয়া রহিল। প্রমোদ আবার বলিতে লাগিল, "সত্য-মিথ্যা আমি কিছুই জানি না ভাই। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, এ চিঠি তুমিই লিখেছ?" পত্রের প্রতি চাহিয়া বিপিন চমকিয়া উঠিল; পরে একটু সাম্‌লাইয়া বলিল, "কে বল্লে ও-চিঠি আমি লিখেছি?" প্রমোদ প্রশান্ত হাসির সহিত বলিল, "বিপিন, এখনও তুমি ভাব্‌ছ, আমি তোমার শত্রু। তোমার শত্রুতা কর্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লে, অনেকক্ষণ তোমায় গ্রেপ্তার করাতে পার্‌তাম। কিন্তু এই দেখ, এ চিঠি আমি এখনি ছিঁড়ে ফেল্‌ছি। কেবল তুমি প্রতিজ্ঞা কর সরোজকে বাঁচাবে।"

বি। প্রমোদ, আমি কি ক'রে বিশ্বাস কর্‌ব যে, তুমি আমার শত্রু নও, বন্ধু! একি কখন সম্ভব হয়!

প্র। কেন হবে না, ভাই? জগতে পরম আত্মীয় স্বামী হ'য়ে, বিনা প্রমাণে অতিসামান্য কারণে যদি নিজের স্ত্রীকে যন্ত্রণায় দগ্ধ ক'রে নিজের জীবন তিক্ত কর্‌তে পারি, তবে একজন অবোধ শত্রুকে বুকে টেনে তা'র ভুল শুধ্‌রে ভাল বাস্‌তে পারি নে?"

অনুতপ্ত বিপিন উত্তর করিল, "প্রমোদ! শুধু সরোজকেই বিপদে ফেলি নি। তোমার গৃহে আরও কত উপদ্রব করেছি। তোমাকে বিপদে ফেল্‌তেও বিবিধমত চেষ্টা করেছিলাম।

জানি না, তুমি কি ক'রে তা থেকে মুক্ত হ'য়ে এসেছ। এমন ঘোর শত্রুকেও তুমি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে?"

প্র। বিপিন! তুমি যদি সব ভুলে গিয়ে আমার বক্ষে আশ্রয় নাও, আমিও সব ভুলে তোমায় সেখানে স্থান দেবো। আজ শুধু এই ভিক্ষা কর্‌তেই তোমার কাছে এসেছি।

বি। প্রমোদ! আমি কি সত্যিই তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি, না স্বপ্ন দেখ্‌চি? যা'দের এত নির্য্যাতন করে এলাম, তারা সব ভুলে আমায় আলিঙ্গন কর্‌তে এসেছে?"

প্রমোদ বিপিনকে নিজের আরও নিকটে আনিয়া বলিল, "ভাই, সকল মানুষই প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির উত্তেজনার হ্রাস হ'লেই মানুষের স্বরূপ প্রকাশ পায়। তোমার তা'তে লজ্জার কিছু নাই। এখন আমার কথা শোন, ভাই! তুমি যে টাকা উৎকোচ দিয়ে সরোজকে গ্রেপ্তার করিয়েছ, আমার তবিল থেকে তার দ্বিগুণ দিয়ে সরোজকে মুক্ত কর।"

তখন বিপিনের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। সে বলিল, "প্রমোদ! তুমি দেবতা। সরোজ যা'তে মুক্তি পায় তা'র চেষ্টা কর্‌ব; কিন্তু তাকে আর এ-মুখ দেখাব না।"

প্রমোদ বিপিনের চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "ছোট থেকে সরোজকে তো জান ভাই! আমি, কি তুমি, শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও তার হৃদয়ে আমাদের জন্যে কখনও ক্ষমার অভাব হবে না। এখন উঠে এসে ভাই! স্নানাহার ক'রে নিয়ে, আজ বিশ্রাম কর। কাল ভোরের ট্রেণে আমরা কলিকাতা যাব।"

বিপিনকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া প্রমোদ ডাকিল, "লাবণ্য! তোমার বিপিন-দাদাকে প্রণাম ক'রে যাও।" কম্পিত দেহে কম্পিত পদে লাবণ্য আসিয়া বিপিনকে প্রণাম করিতে গেলে, বিপিন বাধা দিয়া বলিল, "না না, এ অধম অপবিত্রকে প্রণাম করিস্ না, লাবণ্য! আমি করজোড়ে মাপ চাচ্চি, আমায় মার্জ্জনা কর্। আমি এবার থেকে তোর প্রকৃত দাদা হব।"

লাবণ্য প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি তো তোমায় দাদার সঙ্গে ভিন্ন ক'রে কখন ভাবি নি। তুমিও আজ দাদার মত আশীর্ব্বাদ কর, যেন কখন ধর্ম্মপথচ্যুত না হই।"

সেদিন সন্ধ্যারতির সময় লাবণ্য গিয়া ঠাকুরের পায়ের তলায় পড়িল। লাবণ্যর চক্ষে সে-দিন অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিতেছে। সে আর কুলায় না,—কুলায় না! সে ঠাকুরকে নিবেদন করিতে করিতে লাগিল, ঠাকুর! সত্যই কি এ মরা প্রাণ আবার আশার মুকুলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে? এই শুষ্ক মরু হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী-স্রোত আবার কি প্রবাহিত হইবে? হায়! এ স্বপ্ন না দুরাশা!!"

১৪

যথাসময়ে প্রমোদ ও বিপিন কলিকাতায় চলিয়া গেল। অর্থবলে কিনা হয়! সরোজকে নিরপরাধ প্রমাণ করাইতে বেশী বিলম্ব হইল না। তিন জনে সানন্দ মনে প্রমোদের গৃহে ফিরিয়া আসিল; লাবণ্য সরোজের পায়ের তলে আছড়াইয়া পড়িয়া বুক-ফাটা কান্না কাঁদিতে লাগিল। যেন এতদিনের যত সঞ্চিত বেদনা আজ সব, বুঝি, বুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে! ভগ্নীকে সান্ত্বনা করিতে করিতে সজল চক্ষে সরোজ বলিল,

"লাবণ্য! একি! এমন চেহারা হ'য়ে গেছে! কোন অসুখ করেছে কি তোর?" লাবণ্য বলিল, "না দাদা, কোন অসুখই তো নেই।" সেই শীর্ণ লতিকার পানে চাহিয়া ছল্ ছল্-চক্ষে প্রমোদ বাহিরে চলিয়া গেল।

রাত্রিতে লাবণ্য সকল কাজ শেষ করিয়া তখন নিত্যকার মত মহাভারত লইয়া পড়িতেছিল। বিবাহ হইয়া, স্বামিগৃহে আসিয়া অবধি সে সংসারের কাজ লইয়াই দিন কাটাইয়াছে। কিন্তু সে শুধুই দিন কাটান মাত্র। একদিনও স্বামীর একটু সামান্য কাজ-টিও করিবার অধিকারটুকুও সে পায় নাই! আজ তাহার অদৃষ্টের সেই গুরু পাষাণ-ভার দেবতা অপসরণ করিয়াছেন, আজ সাধ মিটাইয়া সে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে পাইয়াছে, তাহার দাদা আজ বিপন্মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, এই সকল ভাবিয়া লাবণ্যর দুঃখাতুর অন্তর আজ অমল আনন্দে পরিপূর্ণ। সুখোচ্ছ্বাসপূর্ণ ভক্তিমণ্ডিত অন্তরে লাবণ্য আজ পতিব্রতার আখ্যান পাঠ করিতেছিল, সে আর কোন কামনার আশা মনে স্থান দিতেছে না।—আজ যে পতিসেবার অধিকার-টুকু সে পাইয়াছে; শুধু সেইটুকু যেন বজায় থাকে। সে সুখের কাছে লাবণ্যর সব তুচ্ছ।

ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রমোদ অনেকক্ষণ লাবণ্যর পাঠ শুনিতে লাগিল, পরে অতি সন্তর্পণে আসিয়া লাবণ্যর পার্শ্বে উপ-বেশন করিল। স্বামীকে দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল, "ওখানে বস না। আমি আসন পেতে দিই।" প্রমোদ লাবণ্যর হাতে ধরিয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই। তুমি এখানে বোস। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" জীবনের মধ্যে এই প্রথম লাবণ্য স্বামীর পার্শ্বে বসিল।

"লাবণ্য, আজ দীর্ঘকাল যে নিষ্ঠুর বেদনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছিলাম, তুমি আমায় তা থেকে মুক্ত করেছ। আমিও তোমার অন্তরের বেদনা দূর করিতে এসেছি। লাবণ্য, আমি সত্যই নিষ্ঠুর, হৃদয়-হীন নই; তবু যে কেন এমন হয়েছিলাম তার'ই কৈফিয়ৎ দিতে এসেছি।" এই বলিয়া প্রমোদ পকেট হইতে একখানি রুমালে-বাঁধা পত্র বাহির করিয়া লাবণ্যের হাতে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া লাবণ্য দেখিল, তাহারই ফুলশয্যার রুমাল। কি আশ্চর্য্য! এ রুমালের কথা তো একদিনও লাবণ্যর মনে হয় নাই! পরে পত্র বাহির করিয়া পড়িতে পড়িতে লাবণ্য ক্ষোভে রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল। তখন প্রমোদ নিজ হাতের মধ্যে লাবণ্যর হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, "লাবণ্য, যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণের আনন্দে আমি আত্মহারা হ'য়ে উঠেছিলাম, যে-দিন আমি পলকে প্রলয় জ্ঞান করে অধৈর্য্য হ'য়ে সময় কাটাচ্ছি, সেদিন যখন বহু কষ্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে তোমার কাছে আস্‌ব ব'লে উঠেছি, তখনি এই কাল চিঠি আমার হাতে এসে পড়্‌ল। লাবণ্য! কি কুক্ষণে জানি নে, তোমার নামের চিঠি দেখে, তার উপর খামে এখানকারই ছাপ দেখে, আমার পড়্‌বার নিতান্ত কৌতূহল হ'ল। যেমন পড়্‌লাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। তোমায় আমি কি সাধে কি আশায় বক্ষে ধরতে ছুটেছিলাম, সে কথা কি

করে জানাব! আমার তৃষিত প্রাণ আকুল হয়ে সুধার হ্রদে ডুবতে গিয়েছিল। কিন্তু হায় ভাগ্য! আমার সে অমৃত-হ্রদ নিমিষে দারুণ বিষে কালী হ'য়ে গেল। তোমায় দেখেই যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম, একখানি পত্রেতেই তেমনি সন্দেহ দৃঢ় হ'য়ে গেল। আমি কেবল নিজেরই হৃদয় পরীক্ষা করেছিলাম, কিন্তু রূপবতী বয়ঃস্থা অভিভাবকহীনা রমণী নবীন যৌবনে অপরেতে আসক্তা কি-না, একবারও তো অনুসন্ধান করি নি! সুতরাং, যখন সেরূপ একটা প্রমাণ-বিশেষ তোমারই হস্তচ্যুত অবস্থায় আমার চক্ষে পড়্‌ল, তখন আমার অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখ্‌লাম না। তার-পর দিনে দিনে আমার কাছে একটি ছুটি ক'রে আরও এমন প্রমাণ আস্‌তে লাগ্‌ল, যা'তে আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হ'ল। কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পার্‌তেছি, সে বিশ্বাস কতখানি ভুল!" প্রমোদ ক্ষণেক চুপ করিলেন। লাবণ্যও কোন কথা কহিতে পারিল না। পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যর চক্ষেও কেবলই জল আসিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ-পরে প্রমোদ আবার বলিতে লাগিল, "লাবণ্য! যে-দিন গিয়েছে, যে কষ্ট পেয়েছি, তা' মনে করায় আর কোন ফল নাই। এখন দু'জনেই বুঝেছি, কি কষ্টে দু'জনের দিন গিয়াছে। আমি তোমায় বিবাহ করে কত অনুতাপেই দগ্ধ হয়েছি! কিন্তু আজ আমি তার দ্বিগুণ আত্ম-প্রসাদে গৌরব অনুভব কর্‌ছি, লাবণ্য! আমি যে-হার গলায় পরেছি, তা শুধুই স্বর্ণকান্তিতে উজ্জ্বল নয়; হীরক-প্রভায় দ্বিগুণ সমুজ্জ্বল। আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার অধিকারটুকু চাইতে পারি কি?"

বিহ্বলা লাবণ্য বহুচেষ্টা করিয়াও মুখে কথা আনিতে পারিল না। কেবলই তাহার উদ্বেল বক্ষ গুরুস্পন্দিত হইয়া বাধা জমাইতে লাগিল দুই হাতে প্রমোদের পা-দু'টি ধরিয়া লাবণ্য তাহার উপর নিজের মুখ রক্ষা করিল। তখন ধীরে ধীরে দুই একটি করিয়া অশ্রুবিন্দু নামিয়া প্রমোদের চরণ সিক্ত করিল। প্রমোদ সাদরে লাবণ্যকে চরণ হইতে উঠাইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিলেন ও সস্নেহে বলিলেন, "লাবণ্য! বিবাহ হ'য়ে অবধি কেবলি তো কাঁদ্‌বার দিনই গিয়েছে! দু'জনে এই দীর্ঘদিন অনেক কান্না কেঁদে কাটিয়েছি।—এতদিনের এই ঘোর ঝড়া কেটে গিয়ে যখন আবার সুখের চাঁদ দেখা দিয়েছে, তখন আজ সকল দুঃখ-বিসর্জ্জন দিয়ে, আমার হৃদয়ের রাণী, এস; আজ তোমায় বক্ষে ধরে আমার বহুদিনের সাধ পূর্ণ করি।" এই বলিয়া ধীরে ধীরে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া প্রমোদ লাবণ্যকে বক্ষে আকর্ষণ করিলেন। মুগ্ধা সুখবিহ্বলা লাবণ্য তাহার চিরস্বর্গ প্রাপ্ত হইল। চঞ্চলা স্রোতস্বিনী, এতদিন পরে সাগরে মিশিল। (সমাপ্ত)

শ্রীননীবালা দেবী।

দেওঘরে।

যে সুন্দর দেওঘর, কি অতুল সৌন্দর্য্যের বর
ধাতা তোরে দিল পুরস্কার ;
সম্পদ নেহারি তোর অন্তহারা পুলকে গলিয়া
চলি' প্রাণ পড়ে বারেবার !
মাথার উপরে তোর কি যে মহারহস্যের মত
আকাশ দুলিছে নিশিদিন ;
কি যেন গোপন কথা বলিবারে চাহি' শালতরু
গুমরি' মরিছে কথাহীন !
লয়ে ওই পুণ্যস্মৃতি দূরে ওই ত্রিকূট পাহাড়
মিলিয়াছে আকাশের গায় ;
কি সৌন্দর্য্য প্রাণারাম, জীবনের প্রিয়সঙ্গী মম,
আজ তুমি কোথায়—কোথায় !
শ্বেত-সৌধ-সারিগুলি বুকে লয়ে উদাস প্রান্তর
চেয়ে আছে দিগন্তের পানে !
দিগন্ত প্রান্তরে চায়, কি যেন মিলন আকুলতা
জাগে দু'টী হৃদি-মাঝখানে।
নিবিড় নীরদরাশি প্রান্তরের শেষ রেখা হ'তে
তরুপুঞ্জ করি' অন্ধকার,
উঠে যবে ধীরে ধীরে, একটী মহান্ কাব্য-সম
হিয়াপটে চিত্র ফোটে তার !
মেঘের সৌন্দর্য্য হেরি' প্রাণের সে আকুল উল্লাস,
কত শত অতীতের বাণী ;
কত ভাষাহীন স্মৃতি মরমে জাগিয়া উঠে ধীরে,
প্রকৃতির তুই রম্যরাণী।
মনে হয়, হেন জন যদি কেহ থাকিত গো কাছে,
প্রাণ দিয়া ভালবাসি যায় ;
দেখাতাম তারে তোর এ সৌন্দর্য্য অয়ি পুণ্যভূমি,
বসি' আজি মেঘের ছায়ায়।
হে তীর্থ শান্তির দেশ, লয়ে এ উদাস প্রাণ মোর
আসি' ওই প্রান্তরের তলে ;
দিগন্ত ঢাকা ও' কালো নিবিড় মেঘের মাঝে হিয়া
মিশে যায় মহাকুতূহলে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসী (কাশী)।

বারাণসী তীর্থের রাজা। বেদোচিত তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠানে অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার আছে, কিন্তু সুলভোপায়ীভূত বারাণসী-ক্ষেত্রে মোক্ষপদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোন জাতির বিচার নাই, স্ত্রী-পুরুষ বিচার নাই, কোন বর্ণের নিয়ম নাই, কোন মন্ত্রের বা কোন কর্ম্মের বিধি নাই, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিকের কোন বিচার নাই, পণ্ডিত বা মূর্খ—এ বিবেচনাও নাই। যেই হউক্ না কেন, কাশীতে দেহ-ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করে। এজন্য সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে—"যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ" ;—যে-সকল অধমের কোন স্থানে গতি নাই, সেই সকল আচারভ্রষ্ট অধম ব্যক্তির একা কাশীই পরমা গতি। এইজন্য বারাণসী সকল তীর্থের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বারাণসীতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৪৫৪টী মন্দির আছে। তন্মধ্যে কোতোয়ালীতে ২৬১, কাল-ভৈরবে ২১৬, আদমপুরায় ৪৮, জাইতপুরায় ৩০, চেতগঞ্জে ৫৩, তেলুপুরায় ১৫৪, এবং দশাশ্বমেধে ৬৯২টী। বারাণসীতে ৫৩টি স্থানে গণেশের, ৬৪টী স্থানে যোগিনীর, ৯টী স্থানে দুর্গার, ৮টী স্থানে ভৈরবের, ১১টী স্থানে শিবের, ১টী স্থানে বিষ্ণুর এবং ১২টি স্থানে সূর্য্যের পূজা হইয়া থাকে। মোট কথা, এখানে হিন্দুরা নানা দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন্। ব্রহ্ম অগম্য; তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব জানিয়া উপাসনার সম্ভাবনা নাই। এ কারণ, আত্মা সর্ব্বজীবের রুচি-বৈচিত্র্য-হেতু এক এক রূপ ধারণ করিয়া সকলের উপাস্য হইয়াছেন। ফলে, যে যে-রূপের উপাসনা করুক্ না কেন, তদ্দ্বারা এক পরমাত্মারই উপাসনা হইয়া থাকে; যেহেতু, তিনিই সর্ব্বরূপ- ও সর্ব্বনাম-বিশিষ্ট। সকল উপাসকের নাম-বিশেষণ-দ্বারা এক আত্মাকেই ভজনা করেন্। কেহই ইষ্ট-দেবতাকে অনাত্মা বলিয়া উপাসনা করেন্ না। নিরাধারে আত্মার নির্দ্দেশ করা যায় না, তাই ভগবানের রূপ-কল্পনার প্রথা হিন্দু-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়।

বারাণসী-ধামে যে-সকল দেবতার পূজা হয়, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বরেরই মান অধিক। তিনিই বারাণসীর রাজা। কেবল যে সহরের মধ্যেই ইহার প্রভুত্ব, তাহা নহে; পঞ্চক্রোশী-স্থানের মধ্যেও ইহার হুকুমত আছে। হুকুম জারি করিতে হইলে, ইনি ভৈরবনাথকে স্বীয় আজ্ঞা জ্ঞাত করান। ভৈরবনাথ সেই আজ্ঞা স্বীয় প্রতিনিধিদ্বারা কার্য্যে পরিণত করান্। ভৈরবনাথ সহরের কোতোয়াল। সুতরাং তিনি নগরের ঘটনাবলী বিশ্বেশ্বরের নিকট জ্ঞাপন করেন। কোতোয়ালেরও প্রতিনিধি আছেন। তাঁহারা পঞ্চক্রোশীর দেবতা বলিয়া পরিগণিত। উক্ত প্রতিনিধিগণ সহরের চৌকিদার। ভূতাদিগণের অপসর্পণই চৌকি-দারদিগের কার্য্য। গ্রীষ্ম-সমাগমে বিশ্বেশ্বরের উপর ধারা দেওয়া হয়। একটি ছিদ্র হাঁড়ি উপরে টাঙ্গাইয়া তাহাতে জল দিলে, তাহাকে ধারা দেওয়া বলে। ছিদ্র দিয়া বিন্দু বিন্দু জল বিগ্রহের উপর পতিত হয়। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলে বিশ্বেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। পূজার উপকরণ চিনি, আতপ চাউল, ঘৃত, লস্যা, পুষ্প, জল ইত্যাদি। পুষ্পের মধ্যে পদ্মপুষ্প-দ্বারা পূজাই বিশেশ্বরের পরিচায়ক।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিবার প্রধান দ্বারের উপর গণেশের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বেশ্বরের পূজা দিবার পূর্ব্বে গণেশের উপর জলের ছিটা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। গণেশের এত মানের কারণ কি তাহা জানা উচিত। তাঁহার গজমুণ্ডই বা কি প্রকারে হইল? এবং দেবতাদিগের মধ্যে গণেশের স্থানই বা কিরূপ? হিন্দুরা গণেশকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া মান্য করেন্। ইনি বিষ্ণুর অবতার। চতুর্ব্বর্ণ বিষ্ণুরূপের মধ্যে গণেশ রক্তবিষ্ণু। ইনি চতুর্ভুজ—, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী। বনমালা ইহার গলদেশ শোভিত করিতেছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ,—এই চারিটী হস্ত। যে-হস্তে শঙ্খ তাহাই ধর্ম্ম, যে-হস্তে চক্র তাহাই অভিলাষ, যে-হস্তে গদা তাহাই অর্থ, যে হস্তে পদ্ম তাহাই মোক্ষ। অথবা আত্মা, জীব, মন এবং অহঙ্কার-এই চতুর্বর্গপুচ্ছ। পদ্মহস্ত

আত্মা, চক্রহস্ত মন, শঙ্খহস্ত জীব এবং গদা-হস্ত অহঙ্কার। বনমালা সংগ্রথিত ভূতসমূহের পরিচায়ক; সুতরাং, ইনি বিরাড়্রূপী। শুভাশুভ সমস্ত বিষয়ের অধিদেব গণেশ; সুতরাং, ইনি বিঘ্নবিনাশন ও বিঘ্নরাজ। মূষিক-বাহন, এজন্য বিঘ্নরাজ নাম; সর্পভূষণহেতু তিনি বিঘ্ন-বিনাশন নামে পরিচিত। লোকের বিঘ্ন করা উন্দুরের স্বভাব, এবং তাহাকে সংহার করা ভুজঙ্গের। স্বভাব এ-কারণ বিঘ্নের। উৎপত্তি ও নাশ উভয় কার্য্যই এক গণেশেই বর্ত্তমান। আত্মার শুভাশুভ ভাব আছে, গণেশেও শুভাশুভ দর্শন হইয়া থাকে। এজন্য গণেশ বিঘ্নরাজ ও বিঘ্নবিনাশন।

গণেশের গজমুণ্ডের একটী আখ্যায়িকা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি-পুরাণ কহেন যে, কালে গৌরী পুণ্যকব্রত করেন্। তৎকালে পরমাত্মা সর্ব্বগত নারায়ণ বরপ্রদ হইয়া কহিয়াছিলেন, "হে জগদম্বিকে! তোমার ব্রতানুষ্ঠানে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া কহিতেছি, আমি অবশ্য তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিব।" অনন্তর কিয়ৎকালাবসানে হরপার্ব্বতী মহাবৈথুন-ধর্ম্মে সংলগ্ন হওয়াতে ভগবান্ নারায়ণ অতিথি-ব্রাহ্মণরূপে শিবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া আতিথ্য-ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন। তদবসরে হরতেজ শয্যাতলে পতিত হয়। দেবদেবী ব্রাহ্মণকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া পূজার্থ সামগ্রীর আহরণে গমন করিলেন। তৎকালে নারায়ণ কপট বিপ্ররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপূর্ব্ব চতুর্ভুজ-বালকরূপে হরগৌরীর সেই শয্যাতলে উত্তানশায়ী হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর হরপার্ব্বতী স্বগৃহে আগমন করিয়া অতিথির অদর্শনে বিষণ্ণমনা হইয়া বিস্তর আক্ষেপ করেন্। পরে, গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া শয্যাতলে উত্তানশায়ী অপূর্ব্ব বালক দেখিয়া পরম-হর্ষান্বিত চিত্তে পার্ব্বতী শয্যা হইতে ঐ বালককে উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া বাহিরে আসিয়া মহাদেবকে কহিলেন, "হে প্রভো! সেই ছদ্মবেশধারী অতিথি ব্রাহ্মণ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই সন্তান রাখিয়া তিরোধান করিয়া থাকিবেন্। সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণের অপরা মূর্ত্তি শঙ্কর সর্ব্বকারণজ্ঞ। কারণ জানিয়া তিনি কহিলেন, "পার্ব্বতি! এ শিশু সামান্য নহে; পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। যত্নপূর্ব্বক ইহার পালন কর। অনন্তর পার্ব্বতী-নাথ পুত্রোৎসব-করণ-মানসে সমস্ত দেবদেবী-গণকে কৈলাসবাসে আহ্বান করিলেন। সমস্ত দেববৃন্দ শিবপুত্র-দর্শন-জন্য শিবভবনে আগত হইয়া সম্মান-পুরঃসর যৌতুক-প্রদানে পার্ব্বতীকে পরিতুষ্টা করিয়া স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ স্বরূপ পূর্ণতার বিভাগ-করণে অসম্মত হইয়া শনিগ্রহকে প্রেরণ করেন। শনি পার্ব্বতীপুত্র-দর্শনার্থ সমাগত হইলেন, কিন্তু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন না। তাহাতে পার্ব্বতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া শনিকে কহিলেন, "অরে শনৈশ্চর! তুমি কি আমার পুত্র দর্শনে অসম্মত? তোমার কি ঈর্ষাভাবোদয় হইয়াছে?" মুদ্রিতচক্ষু শনি অধোবদনে উত্তর করিলেন, "হে মাতঃ জগদম্বিকে! আমি তোমার পুত্র-দর্শনে আসিয়াছি, ঈর্ষা বা অসূয়াভাবের প্রকাশক নহি। আমি বিধি-বিড়ম্বিত, আমার দৃষ্টি সর্ব্বানিষ্টকারিণী। কি জানি, তোমার পুত্রের যদি অনিষ্ট হয়, এজন্য

আমি উন্মীলিত নয়নে তোমার পুত্রের মুখদর্শনে শঙ্কা করিতেছি। শনিবাক্য-শ্রবণে পার্ব্বতী কহিলেন, "অয়ে বৎস! তোমার শঙ্কা নাই। তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া পুত্রমুখ দর্শন কর।" শনি উত্তর করিলেন, "না, মা, আমি এরূপ সাহস করিতে পারি না।" গৌরী কহিলেন, "তুমি আমার আজ্ঞা লইয়া পুত্রমুখ দর্শন কর।" তখন দেবীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বামচক্ষু কোণে গণেশের মুখ দর্শন করিবামাত্র গণেশের স্কন্ধ হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে ঐ ছিন্নমস্তক নারায়ণ-শরীরে লীন হইয়া গেল। তাহাতেই গণেশের সম্পূর্ণতার খণ্ডন হইয়া অংশমাত্র রহিল। শনিও তৎস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পার্ব্বতী মৃত কবন্ধপুত্র ক্রোড়ে করিয়া রোরুদ্যমানা হইলে, মহাদেব নারায়ণকে স্মরণ করেন। স্মৃতিমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু আগত হইয়া অধ্যাত্মযোগোপদেশ-দ্বারা পার্ব্বতীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক হিমালয়শৃঙ্গে শয়ান শ্বেতহস্তীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনয়ন করতঃ গণেশ-স্কন্ধে যোজনা করিয়া জীবন্যাস করিলেন; এবং কহিলেন, "হে দেবি! তোমার এই পুত্র সর্ব্বদেবমান্য, সর্ব্বাগ্রপূজ্য হইলেন। ইঁহার অগ্রে অর্চ্চনা না করিলে, কোন দেবতার পূজা সিদ্ধ হইবে না।"

আমরা গণেশের গজমুণ্ডের কারণ বলিলাম, কিন্তু তাঁহার ত্রিলোচন কিরূপে হইল তাহা বলিতে হইবে। একদা দুর্ব্বাসা নামে কোন কোপন ঋষি বৈকুণ্ঠধামে বিষ্ণু-দর্শনার্থ গমন করেন্। তথায় উপস্থিত হইয়া নারায়ণকে প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া ভগবদ্দত্ত নির্ম্মাল্য একটি পারিজাতপুষ্প লইয়া প্রত্যাগমন করেন। পথিমধ্যে স্বচিত্তে বিচার করিতে লাগিলেন যে, সুরেন্দ্রপূজিত-পাদারবিন্দ ভগবানের এই নির্ম্মাল্য পারিজাত-পুষ্প দিয়া কাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারা যায়! বিশেষতঃ ভগবন্নির্ম্মাল্যের অধিকারীই বা কে? মনুষ্য-লোকে ইহার অধিকারী নাই; যে-হেতু, এই নির্ম্মাল্য-গ্রহণে জীব সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব ও স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং, এ নির্ম্মাল্য অখিল-দেবাদিদেব আখণ্ডলকেই প্রদান করা উচিত। এই বিচার করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষি সুরলোকে অমরাবতী নগরীতে দেবেন্দ্রভবনে উপগত হইয়া, সুরপতিকে দেখিতে না পাইয়া শচীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মাতঃ! সুররাজ কোথায় আছেন? আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি।" জাতসম্ভ্রমা ইন্দ্রাণী দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণে মনে বিবেচনা করিলেন যে, দেবরাজ যেমন আজি আমাকে বঞ্চনা করিয়া রম্ভারসে আসক্ত হইয়া নন্দনবনে বিহারে গমন করিয়াছেন, তেমনই আজি এই কোপন ঋষির দ্বারা তাঁহার বিশেষ শাসন করিব। ইহা আলোচনা করিয়া সম্মুখস্থিত দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন, "হে প্রভো! অদ্য দেবরাজ সুরলোক-পরিত্যাগপূর্ব্বক নন্দনকাননে অবস্থিতি করিতেছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি নন্দনোদ্যানে গিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন্। শচীবাক্যে সানন্দচিত্ত অব্যাহত-গতি ঋষিবর অভিধানমাত্র নন্দনারামে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবরাজ পুরন্দর, ঐরাবতের বামপার্শ্বে বিদ্যাধরীকে লইয়া অনবোন্মত্ত-চিত্ত হইয়া বনে বনে ক্রীড়া করতঃ পর্য্যটন করিতেছেন, দেখিয়া দুর্ব্বাসা

সানন্দচিত্তে ইন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রসাদ পারিজাত-পুষ্প তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গজোপরি স্থিত ইন্দ্র দুর্ব্বাশাকে প্রণাম করিয়া ঐ বিষ্ণুনির্ম্মাল্য পারিজাতপুষ্প গ্রহণ করতঃ মাধ্বীক-রসপানোন্মত্ততা-প্রযুক্ত ভ্রান্তিবশে উহা স্ব মস্তকোপরি ধারণ না করিয়া গজ-মস্তকোপরি সংস্থাপন করিলেন। তখন বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য-প্রাপ্ত ঐরাবত সাক্ষাৎ শিবতুল্য হইয়া রম্ভার সহিত ইন্দ্রকে দূরে নিঃক্ষেপ করতঃ কৈলাসোপবনে প্রবিষ্ট হইল। এক্ষণে দুর্ব্বাসা নির্ম্মাল্য-হেলনাপরাধে সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, "ওরে দুর্ব্বৃত্ত! তোমার শান্তি নাই। তুমি মদ্যত্রয়ে আসক্ত। যে-ব্যক্তি এক মদ্যপান করে, তাহার শ্রী থাকে না। তুমি মদ্যত্রয়গ্রাহী হইয়াছ! গৌড়ী, পৌষ্টী, মাধ্বী এতদ্ভিন্ন পেয় সুরা আর বারবধূ-সম্ভোগ-মদ্য, তদ্ভিন্ন ঐশ্বর্য্যরূপ মদ্য,—তোমাতে এই তিন মদ্যই বিদ্যমান আছে। সুতরাং তুমি দেব-ব্রাহ্মণাদির প্রতি অবহেলা না করিবে কেন? যেমন ঐশ্বর্য্যাদি-মদ্যে মত্ত হইয়া শ্রীপতির নির্ম্মাল্যের প্রতি অবহেলা করিলে, তেমনি তুমি অচিরকালের মধ্যেই ভ্রষ্টশ্রীক হইবে।" ইন্দ্রের প্রতি এই বাগ্‌বজ্র-বিসর্জ্জন করিয়া দুর্ব্বাসা আপন আশ্রমে গমন করিলেন। ইন্দ্রও অতিভীতিপ্রযুক্ত বিষণ্ণচেতা হইয়া অমরাবতীতে সমাগত হইয়া কিয়ৎকালাবসানে অসুরদিগের উদ্যমে নিরুদ্যম হইয়া সুরলোক-পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। সেই হস্তিবর ঐরাবত বিষ্ণুনির্ম্মাল্য-গ্রহণ-ফলে শিবত্ব পায়। তচ্চিহ্নসূচক তৎক্ষণাৎ তাহার ললাটে অপর এক চক্ষু হইয়াছিল। সেই হস্তিমুণ্ড ছেদন করতঃ নারায়ণ সেই মুণ্ড হইতে বিলোচন এক মুণ্ডোৎপাদন করিয়া ঐরাবত-স্কন্ধে যোজনা করিয়া দেন। তাহাতেই তাহার রুদ্রত্ব-মোচন হইয়া ঐ গণেশ মস্তকেই রুদ্রত্ব বর্ত্তে। হরিহরাজ একত্র মিলন-জন্য গণাধিপের শ্রেষ্ঠত্ব; সুতরাং, সকলের অগ্রে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

যাহা হউক্, গণেশের উপর জলের ছিটা দিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের সীমানায় অনেক দেবতাই অবস্থিত। লোকে ইচ্ছামত কোন একটী বা প্রত্যেকটীর পূজা করিতে পারে। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেই হইবে। বিশ্বেশ্বরের সমক্ষে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দোহলামান ঘণ্টাকে বাজাইতে হয়।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। উপরে ছাদ আছে। মন্দিরের চূড়া দূর হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক কোণ খিলান করা। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, মন্দিরটী তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম চূড়াটী মহাদেবের, দ্বিতীয়টী গিল্‌টি করা এবং তৃতীয়টী বিশ্বেশ্বরের। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের চূড়াটীও গিল্‌টি করা। প্রথমে তাম্রের আচ্ছাদন, তাহার উপর সোনার গিল্‌টি। সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে চূড়াটী ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। লাহোরের রাজা রণজিৎসিংহ স্বীয় ব্যয়ে গিল্‌টি করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের উপর চূড়াটীতে একটী ক্ষুদ্র ধ্বজা ও ত্রিশূল আছে। মন্দিরটী পঞ্চাশ ফিট উচ্চ। মন্দিরে নয়টী ঘণ্টা টাঙ্গান আছে। তন্মধ্যে যেটী অতিসুন্দর সেটী নেপালের রাজা দান করিয়াছেন।

মন্দিরের বহির্ভাগে উত্তর দিকে একটী

চত্বরের উপর অনেকগুলি দেবদেবী আছেন্। বোধ হয়, এ-গুলি ঔরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের পুরাতন ভগ্নমন্দির হইতে লওয়া হইয়াছে। মস্‌জিদের পশ্চিমদিকস্থ দেওয়ালের দিকে বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এই ভগ্ন মন্দিরটী দেখিলে বোধ হয়, তাহা বর্ত্তমান মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। মসজিদটী দেখিতে তত ভাল নহে। ইহাতে কারিগরি কিছুই নাই। বিশ্বেশ্বরের ভগ্ন মন্দির লইয়া হিন্দু-মুসলমানে অনেকবার হাঙ্গামা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মুসলমান-গণ ভগ্ন মন্দিরের দিক্ হইতে দরজা ফুটাইয়া মসজিদে প্রবেশ করিতে চাহে, কিন্তু হিন্দুরা বলে যে, হিন্দুর স্থান দিয়া মুসলমান যাইতে পারিবে না। ইংরাজ-সরকারও মুসলমানদিগকে সেস্থান দিয়া মস্‌জিদে যাইতে দেন্ না।

বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও মস্‌জিদের মধ্যস্থলে একটী বিখ্যাত কূপ আছে। ইহা জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানকূপ নামে খ্যাত। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, মহাদেব এখানে বাস করেন্। প্রবাদ এইরূপ, কাশীতে একবার দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হয়। একজন ঋষি শিবের ত্রিশূল লইয়া মাটিতে আঘাত করিবামাত্র তলদেশ হইতে জল উঠিয়া একটী কূপে পরিণত হইল। মহাদেব ঘটনাটি জানিতে পারিয়া তথায় চিরতরে বাস করিতে প্রতিশ্রুত হন। অন্য প্রবাদ এই যে, যখন ঔরঙ্গজেব পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভগ্ন করেন তখন একজন পূজারি বিগ্রহটিকে মুসলমানদিগের স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার মানসে তাহাকে কূপে ফেলিয়া দেন্। লোকে কূপস্থিত মহাদেবের পূজার জন্য এখানে ফুলজল নিক্ষেপ করে। নিক্ষিপ্ত ফুলতণ্ডুলাদি পচিয়া কূপ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। পরন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসের নিকট কোন বস্তুই পূতিগন্ধময় নহে। কূপটির চতুষ্পার্শে চল্লিশটি থাম আছে। থামগুলি ছাদ-বিশিষ্ট। ইহা ১৮২৮ খৃঃ গোয়ালিয়রের রাজা শ্রীমৎ দৌলত রাও সিন্ধিয়া বাহাদুরের বিধবা পত্নী শ্রীমতী বাইজ বাই-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই স্থানটির পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ ষাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ষাঁড়টি সাত ফিট উচ্চ। এখান হইতে কয়েক পদ দূরেই মহাদেবের মন্দির। ষাঁড়টি নেপালের রাজা এবং মন্দিরটি হায়দ্রাবাদের রাণী দান করিয়াছেন। ইহার দক্ষিণ দিকে লৌহ-রেলিং-দ্বারা পরিবেষ্টিত একটী স্থান দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে দুইটি দেবতার স্থান আছে। ইহাদিগের মধ্যে একটি শ্বেত-প্রস্তরের ও অন্যটি সাধারণ প্রস্তরের। উপরে একটি ঘণ্টা দোদুল্যমান।

এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আদি-বিশ্বেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরটি মস্‌জিদ হইতে প্রায় ষেড়শত গজ দূরে অবস্থিত। আদি-বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে কাশী-করওয়াত-নামে একটি বিখ্যাত কূপ আছে। ইহার নীচে যাইবার জন্য একটি রাস্তাও ছিল। লোকে এই রাস্তা দিয়া কূপের নিম্নদেশে অবতরণ করিত। একজন সন্ন্যাসী এখানে আত্ম-বলিদান দেয় বলিয়া ইংরাজ-সরকার রাস্তাটী বন্ধ করিয়া দেন। পাণ্ডারা কিন্তু সরকারকে এই বলিয়া আবেদন করে যে, রাস্তাটি বন্ধ করায় তাহাদিগের আমদানি কমিয়া গিয়াছে। সেইজন্য প্রতি-সোমবারে

রাস্তাটি উন্মুক্ত রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। তদবধি তাহা সপ্তাহে একদিন খোলা থাকে।

অনতিদূরে শনৈশ্চর দেবতার মন্দির অবস্থিত। ইহাঁর মস্তকটী রূপার। মস্তকের নিম্নদেশে পরিচ্ছদ পরান আছে। বস্তুতঃ বিগ্রহটীর ধড় নাই। পরিচ্ছদ সে-তথ্য গুপ্ত রাখিয়াছে। শনির দশা ঘটিলে লোকে সাড়ে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কষ্ট পায়। শাস্ত্রে বলে শনৈশ্চর গ্রহমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা। ইনি পরমধার্ম্মিক ও তত্ত্বজ্ঞানী। ইনি নিরন্তর মুদ্রিত নয়নে হৃৎপদ্ম-মধ্যে ভগবানের রূপ দর্শন করেন। একদা ভগবচ্চরণারবিন্দে মনঃসংযোগপূর্ব্বক সমাধি অবস্থায় আছেন, এমন সময় নিশাযোগে তদীয় ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁহার নিকটে সমাগত হন্। শনৈশ্চর কিন্তু ভগবৎপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য থাকাতে স্বভার্য্যার প্রতি অপাঙ্গপাতও করিলেন না। তখন তৎপত্নী আপনাকে অবজ্ঞাত মনে করিয়া ক্রোধভরে পতির প্রতি এই অভিসম্পাত দেন্, যে, "তুমি যেমন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে না, তেমন অদ্যাবধি তোমার দৃষ্টি এরূপ কুৎসিৎ হইবে যে, যখন যাহার প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিবে সে অবিলম্বে বিনষ্ট হইবে, এবং যেমন উত্থিত হইয়া আমাকে গ্রহণ করিলে না, তেমনই তুমি খঞ্জ হইবে এবং যেমন রূপগর্ব্বে আমাকে অশ্রদ্ধা করিলে, তেমন তুমি অঞ্জনের ন্যায় কুৎসিতবর্ণ-বিশিষ্ট হইবে। সেইজন্যই বোধ হয়, শনৈশ্চরের মূর্ত্তি এরূপ বিকৃতভাবে করা হইয়াছে।

এখান হইতে সামান্য দূরেই অন্নপূর্ণার মন্দির। ইনি বেনারসের প্রসিদ্ধ দেবী। ইনিই বারাণসীস্থ ও নিখিল জগতের জীবগণকে আহার যোগাইয়া থাকেন। প্রবাদ এইরূপ যে, সকলকে অন্ন যোগান কঠিন বোধে তিনি গঙ্গাকে একদা স্মরণ করেন। গঙ্গা আসিলে দুইজনে পরামর্শ করিয়া এই স্থির করেন যে, অন্নপূর্ণা এক অঞ্জলি শস্য দিলে, গঙ্গা এক ঘটি জল দিবেন। অন্নপূর্ণাও আশ্বস্ত হইলেন। বারাণসী-ধামের প্রথা এই যে, সমর্থ লোকেরা এক অঞ্জলি শস্য রাত্রিতে ভিজাইয়া প্রত্যূষে তাহা গরীবকে দিয়া থাকে। এইরূপে অনেক গরীব আহার পাইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের দ্বারে অনেক গরীবকে উপবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থকামী ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে একমুষ্টি চাউল দেয়। মন্দিরের পূজারিগণও গরীব ব্যক্তিদিগের জন্য তীর্থ-যাত্রীর নিকট হইতে তণ্ডুল আহরণ করে। মন্দিরের এক কোণে একটি প্রস্তরের বাক্স আছে। লোকে তাহাতেই তণ্ডুল, দুগ্ধ, ও জল দেয়। তাহাই গরীবকে দেওয়া হইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার মন্দিরটী ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে পুণার রাজার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের চত্বরের এক কোণে সূর্য্যদেবের স্থান নিরূপিত আছে। ইহার রথে সপ্ত অশ্ব সংযোজিত। ইহা হইতেই সপ্তরশ্মি সমুদ্ভূত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। চত্বরের অন্য কোণে গৌরী-শঙ্করের স্থান আছে। এখানেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রস্তরের বাক্স দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় কোণে হনুমানের সুবৃহৎ মূর্ত্তি ও চতুর্থ কোণে গণেশের মূর্ত্তি অবস্থিত।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের অনতিদূরে সাক্ষি বিনায়কের মন্দির। পঞ্চক্রোশী ভ্রমণ করিয়া যাত্রিগণকে এখানে আসিতেই হইবে, নতুবা

তাহাদিগের তীর্থের ফল হইবে না। অন্নপূর্ণা ও সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে গণেশের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইঁহার হস্ত, শুঁড়, পদ ও কান রৌপ্য-বিনির্ম্মিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্ত কুমারী দেবী।

গান।

[১]

সঘন-সুধা তুমি সুন্দর হে!
অন্ধ জীবনে জ্যোতিঃ-কন্দর হে!
অকূল অতল নীরে ভাসায়ে তরণী,
তুফানে কোথায় টানে কিছুই না জানি!
　　আঁধার কুয়াসা-ঘনে
　　দৃষ্টি যে নাহি চলে,
কবে পাব তব শুভ বন্দর হে!
আমি যে দীনের দীন, নাহি সম্বল,
তুমি দীনসখা, এই ভরসা কেবল
　　তোমার কিরণাভাসে
　　আঁধারেও চাঁদ হাসে,
এস উছলিয়া হৃদি-অন্দর হে!

[২]

ওগো সব আছে মম আয়োজন,
শুধু দিব্য দীপক প্রয়োজন।
　　দীপাধার মম কোমল চিত্ত,
　　রাগ-দীপখোরী অমূল বিত্ত,
　　সাধন-তৈলে সাজাই নিত্য,
　　　　বার্থ ব্যাকুল উদ্দীপন!
এস এস হে দীপক-রঞ্জনে,
মম অন্ধ-তমস-ভঞ্জনে।
　　সুন্দর তব দীপ শিখা বিনা
　　অন্দর মাঝে অন্ধ অলিমা,
　　সুপ্ত পরাণে লুপ্ত গরিমা,
　　　　গুপ্ত সকল সন্দীপন!

দয়বেশ।

বঙ্গরমণীর কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা-দেশে জন্মিয়াছি, তাই আমরা বাঙ্গালী। দয়াময়ী মা এ দেশের উপর তাঁহার সুকোমল হস্তখানি বিস্তার করিয়া, আমাদের সুখ ও সুবিধার জন্য, অপর্য্যাপ্ত নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত শ্যামল, বিটপিশ্রেণী এবং এ দেশের ভূমিকে অতিশয় উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছেন। এই সুফলা সুফলা বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করা কি কম সৌভাগ্যের কথা! মায়ের অপর্য্যাপ্ত করুণা মস্তকে বহন করিয়া আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। এখানে অধিকাংশ মহিলা আমার মাতৃস্থানীয়া। তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারি, এমন শক্তি ও সাধ্য আমার নাই। কিন্তু গত বৎসর আমরা কয়েকটি মেয়ে এই সমিতিতে সভাশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছি। আজ আমার সেই ভগিনীদিগকে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। যদিও আমার সে সামর্থ্য অতিশয় অল্প, তবুও আজ সাহস করিয়া এ লেখনী ধারণ করিলাম। আপনারা কন্যা ও ভগিনী-জ্ঞানে আমার ত্রুটী-সকল মার্জ্জনা করিবেন।

* কাকিনা মহিলা-সমিতির উৎসবে পঠিত।

যে-দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে দেশের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি করা যায়, আমাদের সে-দিকে দৃষ্টি রাখা কি কর্ত্তব্য নয়? "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"—এই মহাবাক্য ভুলিলে চলিবে না। আমরা নিজেদের অতিশয় দুর্ব্বল মনে করি ও মনে ভাবি, আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের দ্বারা কি হইবে? কিন্তু একবার ভাবুন দেখি, যে ভারতভূমির কন্যা আমরা, এমন সময় ছিল যে-সময়ে এই দেশের মেয়েরা বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে ও সহিষ্ণুতায় পুরুষদিগের সমকক্ষই ছিলেন। যে দেশের রমণীগণ নিজ-হস্তে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধবেশে সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইতেন এবং পরাজয় বুঝিতে পারিলেই নিজ-সতীত্ব-রক্ষার্থে হাসিতে হাসিতে অহরহ্রতে ব্রতী হইতেন, সেই দেশের কন্যা হইয়া আজ আমরা আমাদের এত হীন মনে করি কেন? এদেশের প্রাতঃস্মরণীয় মহিলাগণের পুণ্য-কাহিনী বক্ষে ধরিয়া ইতিহাস আজও অমর হইয়া রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, চিরদিন এমনই থাকিবে। কত শত শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা এ ভারত-ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কত শত বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহারা এ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু আজও ভারতে ঘরে ঘরে তাঁহাদের পুণ্যকাহিনী ঘোষিত হইতেছে, আজও সকলে তাঁহাদের নামে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতেছে।

আমাদের সম্মুখে অসীম বাধাবিঘ্নময় কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এখনই ত আমাদের শিক্ষার সময়। এই শিক্ষার উপর ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা নির্ভর করে। ছোট বেলায় মনের মধ্যে যে ভাব প্রবেশ করে, পরিণত সময়ে তাহাই কার্য্যক্ষেত্রে অধিকতর কার্য্যকরী হয়। আমাদের কর্ত্তব্যের সীমা নাই। তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় আজ আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব।

বিদ্যাশিক্ষা, গৃহকর্ম্ম, সেবা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও পরোপকার, এই গুলিই নারীজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু। বিদ্যাশিক্ষা যে শুধু অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাহা নহে, বিদ্যাশিক্ষাই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রধান সহায়। জ্ঞানের উন্মেষণা ব্যতিরেকে জীবন গঠিত হওয়া অসম্ভব। অতএব নারীমাত্রেরই শত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বিদ্যাশিক্ষার অতিশয় প্রয়োজন।

শুধু লেখা পড়া শিখিলেই হইবে না। গৃহকর্ম্মও আমাদের বিশেষ দরকারী। বাঙ্গালীর গৃহশ্রী মেয়েরা। তাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর পরিবারের সুখস্বাস্থ্য নির্ভর করে। এখন কেহ কেহ সহরে থাকিয়া রান্না-বান্না প্রভৃতি গৃহকর্ম্মগুলিকে হীন-চক্ষে দেখেন, সত্য, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও অনেক, অনেক কেন, প্রত্যেক বাড়ীতে, বাড়ীর মেয়েরাই সাংসারিক কার্য্য-সকল নিজ-হস্তে করিয়া থাকেন্। আমার বিশ্বাস, আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য আমি যেরূপ পরিষ্কৃত ভাবে ও সুচারুরূপে সকল কার্য্য করিতে পারিব, দাস-দাসীরা কখনই সেরূপভাবে করিতে পারিবে না। সেবা নারীর অবশ্যকরণীয় কার্য্য। নিজহস্তে রান্না করিয়া আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতে পারিলে, বেশ একটা তৃপ্তি হয় এবং ইহাতে সেবাও হইয়া থাকে। অন্যলোকের-দ্বারা ইহা সম্পন্ন

হওয়া অসম্ভব। যাহার শক্তি আছে, তিনি ৫ জন ঝি-চাকর, রাধুনী রাখুন, কিন্তু গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব তাহাদের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? তাহাতে সকল কাজ সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে না। কারণ, আমি আমার সংসারের কাজ করিব, সকলের সুখ, সুবিধা ও স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়া এবং অন্তরের টানে। কিন্তু তাহারা করিবে, তাহাদের বাসস্থের দিকে চাহিয়া। কাজেই, গৃহকর্ত্রীর সকল কার্য্যই দেখিতে হইবে।

বিলাসিতাই অধঃপতনের মূল। যাহার আয় ২৫৲ টাকা, তিনি যদি ১০৲ টাকা দিয়া একখানা কাপড় পরেন, তাহা কি তাঁহার উচিত হইবে? নিজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করাকে মিতব্যয়িতা বলে। আমার আয় কম, অথচ বড়মানুষী দেখাইবার জন্য, অন্যের কাছ হইতে টাকা ধার করিয়া সংসার চালাইতেছি! তাহার পরিণাম কি, একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি! সকলের অবস্থা সমান নয়। আমার যেমন অবস্থা, আমি সেই ভাবেই থাকিব, তাহাতে লজ্জা করিবার কি আছে? যে পরিবারে বিলাসিতা বর্ত্তমান, সে পরিবারের পরিণাম কখনই ভাল হইতে পারে না। গৃহকর্ত্রী যিনি, তাঁহার এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

শিশুদের শিক্ষাটা মহিলাগণের হাতে থাকা দরকার। তাহাতে শিক্ষার অনেক উন্নতি হইয়া থাকে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নানা উপদেশপূর্ণ গল্প বলিয়া, তাহাদিগকে খেলায় ও আমোদে রাখিয়া, অথচ সুন্দররূপে শিক্ষা দিতে মহিলাগণই ভাল পারেন্। আপনারা অনেকেই, হয় ত, বহুদিন যাবৎ এখানে আছেন এবং বোধ হয়, আমাদের স্কুলের কথা সকলেই জানেন। ৩ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে আমরা ১৮টি মেয়ে ছিলাম। শ্রীল শ্রীযুক্তা রাণীমাতার কৃপায় যিনি আমাদের এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসেন, তাঁহার শিক্ষাগুণে আজ স্কুলে ৬০টি মেয়ে। এর কারণ কি? তিনি মেয়েদের এত ভাল বাসেন্ এবং এমন সুন্দর ভাবে শিক্ষা দেন যে, স্কুলের ছোট বড় প্রত্যেকটী মেয়ে তাঁকে নিজের মায়ের মত ভক্তি করে ও ভালবাসে।

সাংসারিক কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে ধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে, কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। নদ-নদী যেমন পর্ব্বতাদি হইতে বহির্গত হইয়া নানা জন পদের পদ ধৌত করিয়া একই সাগরে যাইয়া মিলিত হয়, ধর্ম্মও ঠিক সেইরূপ। যে যে-ভাবেই ডাকুক্ না কেন, সেই একমাত্র ভগবানকেই ডাকা হয় এবং সকল প্রার্থনাই সেই একই পরম মঙ্গলময় পিতার চরণে পৌঁছে। তাই কোন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন, "একই ঠাঁই, চলেছি ভাই, ভিন্ন পথে যদি।" তবে প্রাণ খুলে ভগবান্‌কে ডাকা চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাল্যকালে যে ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করে পরিণত সময়ে তাহারই বিকাশ হইয়া থাকে। যদি পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা ও সদালোচনা হয়, তবে সে পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ধর্ম্মভাব আপনি ফুটিয়া উঠে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎজীবন শান্তি-ও যশঃপূর্ণ হয়।

সকল কার্য্যেই একটা আদর্শের আবশ্যক।

আমরা অনেক সময় বিদেশীয় রমণীগণকেই আদর্শ-স্থানে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যে-দেশে বিদুষী, খনা, গার্গী, লীলাবতী, বীরত্বে দুর্গাবতী, কর্ণদেবী, সতীত্ব-রক্ষার্থে ভীমসিংহ-বনিতা পদ্মিনী, ভগবদ্‌ভক্তিতে মীরাবাই, পাতিব্রতে সীতাদেবী, ন্যায়-পরায়ণতায় কৌরব-জননী গান্ধারী, পরোপ-কারে কুন্তীদেবী প্রভৃতি কতশত পুণ্যবতী সতী সাধ্বীর ইতিহাস আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেই দেশেরই ত কন্যা আমরা। আমাদের স্বদেশে আদর্শের অভাব কি?

দয়াময়ি জগজ্জননি! আজ আমরা তোমারই আশীর্ব্বাদে এখানে সমবেত হইয়াছি। হে উৎসবের দেবতা! তোমারই অপার করুণায়, আজ এ উৎসব-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, দয়াময়ি মা! তুমি আমাদের যে কার্য্য করিবার জন্য এ জগতে পাঠাইয়াছ, তোমার প্রতি চিরদিন ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিয়া আমরা যেন সুচারুরূপে সে-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীপ্রভাতনলিনী দাসগুপ্তা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বস্ত্রসমস্যা ও বস্ত্রের আইন।—ভারতের কলে প্রস্তুত কার্পাস-বস্ত্রাদির মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বস্ত্রের আয়তন হ্রাস করিয়া এবং সূক্ষ্ম-সূত্রের পরিবর্ত্তে মোটা সূত্র ব্যবহার ও তিনটানা বুননের পরিবর্ত্তে পালো-বুননের আদেশ দিয়া ঐ সকল বস্ত্রের অল্প মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এদেশের বস্ত্র-কলের সত্বাধিকারিগণ লাভ কমিয়া যাইবে, এই ভয়ে নূতন আইনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। বোম্বাই নগরে সম্প্রতি বিলাতী ও জাপানী, সকল প্রকার বস্ত্রের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। এখানেও যাহাতে এইরূপ মূল্য-হ্রাস হয়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

খাদ্য-দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা।—এতদিন বস্ত্রের মূল্য অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইলেও খাদ্য-দ্রব্য মহার্ঘ হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি এ সুবিধাও অন্তর্হিত হইয়াছে। চাউল, ময়দা, তৈল প্রভৃতি সকল প্রকার দ্রব্যেরই মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করা এক মহাসংগ্রামের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সঙ্কট অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইলে, ভারতবাসীর প্রাণ কয় দিন বাঁচিবে, ইহা চিন্তার বিষয়।

বঙ্গেশ্বর লর্ড রোনাল্ডসে ও বঙ্গের স্বাস্থ্য।—সম্প্রতি লর্ড রোনাল্ডসে মহোদয় জানাইয়া-ছেন যে, "হুকওয়ারম্"-নামক কীট বঙ্গদেশের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছে। শতকরা ৭১ জন লোক "হুকওয়ারম-কীটদ্বারা আক্রান্ত হইয়া শক্তিহীন হইয়াছে। এই ব্যাধি হইতে তিনি বাঙ্গালী জাতিকে মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাহারা খালি পায়ে থাকে, তাহা-

দিগেরই না কি এই রোগ অধিক হয়। থাইমল এই ব্যাধির প্রধান ঔষধ। বঙ্গেশ্বর আমাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

সম্রাটের আনন্দ।—বিগত দুই তিন মাসে সেনাবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য অধিকসংখ্যক ভারতবাসী অগ্রসর হইয়াছে, দেখিয়া সম্রাট্ মহোদয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বড়লাট-বাহাদুরকে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন। সম্রাটের সন্তোষে সকলেই সুখী।

যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন।—জেনারেল ষ্ট্রেঞ্জ এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও হাবড়ায় যুদ্ধের উপযুক্ত যাহার যত ঘোড়া আছে, তাহা তাঁহাকে জানাইতে হইবে। যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন।—লোকে যাহাতে সুলভে চাউল, গম প্রভৃতি পাইতে পারে, বোম্বাই মিউনিসিপালিটি তাহার জন্য নূতন নূতন দোকান স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। এখানেও এইরূপ ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভারতে শাসন-সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান।—ভারত-শাসন-সংস্কারের সম্বন্ধে নির্ব্বাচন-প্রথা ও নির্ব্বাচকদিগের নিয়মাবলী-বিষয়ে বিবেচনার জন্য যে কমিটি হইবে, তাহাতে লর্ড সাউথবরো চেয়ারম্যান হইবেন, স্থির হইয়াছে। আগামী শীতকালে কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা।—এ বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ভারতীয় ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন;—সি, ভি, দেশমুখ; এস, কে, সিংহ; কে, সি, চন্দর; এস, জি, সেনোদাইয়র; এবং এস, লালা। ইহারা প্রথম হইতে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আর, এন, ব্যানার্জ্জি ও ভি, এন, বৈদ্য গুণানুসারে পরবর্ত্তি-স্থান দখল করিয়াছেন।

বিজয়া।

ভূপকল্যাণ (ভূপালী)—একতালা।

শারদ আননে, বঙ্গভবনে, শারদ ষষ্ঠী সান্ধ্য বাসরে,
বাজিয়া উঠিল বোধন-বাজনা, যে-দিন তোমার আহ্বান তরে!
এস মা, দুর্গে, দুর্গতি-নাশিনী, উঠিল ধ্বনি হৃদয় ভেদিয়া,
ভাসিল বঙ্গ পুলক-লহরে, তোমার অভয় চরণ লভিয়া।
দুঃখ, তাপ, জ্বালা, হৃদয় হইতে মুছাতে করুণ করে,
এসেছিলে তুমি, আশিস্ কুসুম ঢালিতে সন্তান-শিরে।
বর্ষ-পরে যদি এলে মা, জননি অধম সন্তান-ভবনে,
স্বল্প দিন-এর, অন্তে পুনঃ আজ, চলিলে কেন গো সঘনে!

এলে যদি মা গো, হেরিতে সন্তানে একটী বরষ পরে,
যাবে কেন তাতে, সন্তান-বেদন না ঘুচালে কৃপা করে।
যাবে যদি তুমি, একান্ত জননি, আনন্দ-মঙ্গল-দাত্রি !
ব্যথিত এ ভক্তে রেখো কৃপাদৃষ্টি, কৃপাময়ি জগদ্ধাত্রি !
দিয়ে যাও তব সন্তানে শিখায়ে, মধুর মঙ্গল মন্ত্র,
যেন তারা সবে, প্রাণে প্রাণে মিলি, গায় প্রীতি-প্রেম-ছন্দ !
শান্তি সুখাবেশে, বরষে বরষে, একান্ত ভকতি ভরে,
সন্তান তোমার, পূজিতে তোমায় আহ্বানি আনিতে পারে।

কথা—"ব্রহ্মবাদী" হইতে উদ্ধৃত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

	২´		৩		০		১		
II	গা	রা	রা ।	সা	ধ্া	সা ।	রা	গা	রা ।	গা	গা	গা I
(১)	শা	র	দ	আ	ন	নে	ব	ঙ্	গ	ভ	ব	নে
(৫)	দু	:	খ	তা	০	প	আ	০	লা	হৃ	দ	য়
(৯)	এ	লে	০	যা	দি	০	মা	গো	০	[illegible]	রি	তে
(১৩)	দি	য়ে	যা	ও	ত	ব	স	ন্তা	নে	শি	খা	য়ে

	২´		৩		০		১		
I.	সা	রা	পা ।	পা	ধা	র্সা ।	র্সা	র্রা	র্রা ।	র্সা	-া	র্সা I
(১)	শা	র	দ	ষ	ষ্	ঠী	সা	ন্তা	বা	স	০	রে
(৫)	দু	ই	তে	মু	ছা	তে	ক	ক	ণ	ক	০	রে
(৯)	স	ন্তা	নে	এ	ক	টি	ব	র	ষ	প		রে
(১৩)	ম	ধু	র	০	ম	ঙ্	গ	ল	০	ম		ন্ত্র

	২´		৩		০		১		
I	পা	গা	পা ।	ধা	র্সা	র্সা ।	র্রা	র্গা	র্রা ।	র্রা	র্সা	র্সা I
(২)	বা	ছি	য়া	উ	ঠি	ল	বো	ধ	ন	বা	জ	না
(৬)	এ	লে	ছি	লে	তু	মি	আ	শি	স্	কু	সু	ম
(১০)	যা	বে	কে	ন	ন্তা	তে	স	ন্তা	ন	বে	দ	ন
(১৪)	যে	ন	তা	রা	স	বে	প্রা	ণে	প্রা	ণে	মি	লি

	২´		৩		০		১		
I	পা	ধা	পা ।	র্সা	র্সা	র্সা ।	গা	পা	গা ।	রা	-া	সা I
(২)	যে	দি	ন	তো	মা	র	আ	হ্বা	ন	ত	০	রে
(৬)	ডা	লি	তে	স	ন্	তা	০	০	ন	শি	০	রে
(১০)	না	০	মু	চা	০	লে		কৃ	পা	ক	০	রে
(১৪)	গা		য়	প্রী	০	তি		প্রে	ম	ছ	০	ন্দ

২´　　৩　　০　　১
I (পা গা গা । পা ধা পা । র্সা র্সা র্রা । র্সা র্সা র্সা I
(৩) এ স মা　　ছ র্ গে　　ছ র্গ তি　　না শি নি
(৭) ব র্ষ প　　রে য দি　　এ লে মা　　জ ন নি
(১১) যা বে য　　দি তু মি　　এ কা ন্ত　　জ ন নি
(১৫) পা ন্তি হ্　　ধা বে শে　　ব র বে　　ব র বে

২´　　৩　　০　　১
I র্সা র্রা র্গা । র্গা র্গা র্পা । র্গা র্রা র্গা । র্রা -া র্সা I
(৩) উ ঠি ল　　ধ্ব নি ঙ্ক　　ন য় তে　　দি • য়া
(৭) অ ধ ম　　• স ন্　　স্তা ন ভ　　ব • নে
(১১) আ ন ন্　　দ • ম　　ভ্ গ ল　　দা • ত্রী
(১৫) এ কা ন্　　ত • ন্ত　　ক তি •　　ভ • রে

২´　　৩　　০　　১
I র্গা র্গা র্গা । র্পা র্পা র্পা । র্রা র্গা র্রা । র্সা র্সা র্সা I
(৪) ন্তা • সি　　ল ব ঙ্গ　　পু ল ক　　ল হ রে
(৮) স্ব প্ন দি　　ন্ এ র　　অ ন্তে পু　　নঃ আ জ
(১২) ব্য থি ত　　এ ভ ক্তে　　রে খো ক্ত　　পা দ্ টি
(১৬) স ন্তা ন　　তো মা র　　পূ জি তে　　তো মা য়

২´　　৩　　০　　১
I পা ধা পা । পধা র্সা র্সা । পা ধা পা । গা রা সা) II
(৪) তো মা র　　•অ ভ য়　　চ র ণ　　ল ভি য়া
(৮) চ লি লে　　•কে ন •　　গো • •　　স ঘ নে
(১২) কৃ পা ক　　•রী • •　　অ গ ন্　　ধা • ত্রী
(১৬) আ হ্ বা　　•নি • •　　আ নি তে　　পা • রে

বিধাতার ভুল।

(গল্প)

ক্রমাগত তিনদিন ষ্টেসনে হাঁটাহাঁটি করার পর অতিকষ্টে একখানি 'সেকেণ্ডক্লাস' কামরা রিজার্ভ পাইলাম। ইচ্ছা তীর্থযাত্রা। কিন্তু সঙ্গের সাথী মজ্জাগত বিলাসিতা। রিজার্ভ কামরা ছাড়া যাতায়াত অভ্যাসও নাই; ইচ্ছাও নাই। বিশেষতঃ এ সময় ;—এ সময় সে ক্ষমতাও নাই। সরকার যখন আসিয়া শেষ নোটিশ দিল ; কহিল, "বাবু, আমাদারা হোল না। আপনি নিজে যদি পারেন, চেষ্টা করে দেখুন্; আমার কথা কোনই গ্রাহ্য

করে না।" এবং মনের কষ্টে সে যখন সমস্ত রেলকর্ম্মচারীকে শ্বশুরবাড়ীর অতিপ্রিয় মধুর সম্বোধনে অভিহিত করিল, তখন অগত্যা মনিব-মহাশয়কে সশরীরে স্বয়ং টম্‌টম্ হাঁকাইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে হইল। তারপর তুচ্ছতর টিকিট বিক্রয়ের ঘর হইতে শ্রেষ্ঠতম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিস পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে করিতে শঙ্কিতনেত্রে যাত্রিদলের দিকে চাহিয়া—শুধু চাহিয়াই, যেন প্রাণটা ওষ্ঠাগত বলিয়া মনে হইল। এর নাম কি ভিড়?

পাঞ্জাব মেলের সেই দুর্লভ কাম্‌রাটীতে অধিষ্ঠিত হইয়া, মনে হইল, এখন আমরা সকল দুর্ভাবনার বাহিরে আসিয়াছি। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিস্ময়-দৃষ্টিতে তখন সেই জন-সঙ্ঘের দিকে চাহিতে লাগিলাম। কি কৃপার পাত্র বেচারারা! এতটুকু জায়গার জন্য মারামারি কাটাকাটি পড়িয়া গিয়াছে; কোথাও বা সকরুণ প্রার্থনা! সে প্রার্থনা শুনিয়া মনে হয়, দ্বার খুলিয়া তাহাদের আমার অধিকৃত এই স্বল্পায়তন রাজ্যটীতে লইয়া আসি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া যায়, এই ক্ষুদ্র কাম্‌রাটী আমাদের তিনজনের কাছে প্রচুর-আরামপ্রদ হইলেও এতগুলি লোকের অসুবিধা দূর করিতে একেবারেই সমর্থ হইবে না। আর সেই আরামও আমার কাছেই সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কত দুষ্প্রাপ্য ছিল! প্রাণের ভিতরটাতে দুঃখের সঙ্গেও বেশ একটা আনন্দ আসিতেছিল, আর সে আনন্দটী যে আদিম বর্ব্বরতার চিহ্ন স্বার্থপরতারই আনন্দ, তাহাও আমার নিজের কাছে অজ্ঞাত ছিল না!

মেল ছাড়িল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর আর একটু, তারপর আরও একটু গতিবৃদ্ধি করিয়া, শেষে পূরাদমেই ট্রেন চলিতে লাগিল। আমি যাত্রার সুখটুকু চরম উপভোগ করিবার জন্য গরম 'র‍্যাগ্'খানা পায়ের উপর টানিয়া বেঞ্চিতে লম্বা হইলাম। অনিলের হাতের সিগার তখনও 'মনোদুঃখে ভস্মাবশেষে' পরিণত হয় নাই। সে আমাকে শাসাইয়া বলিল, "মজা করে শুয়ে থাক্‌লেই হবে না। তোর বউ যা খাবার দিয়েছিল, তার হাঁড়িটা তো ষ্টেশনে ফেলে এসেছি, দেখ্‌তে পাচ্ছি! বর্দ্ধমানে কিছু খাবার কিনে না নিলে, ট্রেণের মধ্যে একাদশী। আমি বলিলাম, "হাঁড়িটাও আসে নি, খাবারটাও না? তোর কাছেই সেটা বিশেষ করে জিম্মা করে দিয়েছিলুম না?" অনিল রাগিয়া উঠিল। আমি হাসিয়া, চোখ বুজিলাম।

রাত্রি নিস্তব্ধী কানন, প্রান্তর শঙ্কিত করিয়া ট্রেণ ছুটিতেছিল। ক্রমে সে শব্দও কানে সহিয়া আসিল। শুধু ঘুম-পাড়ানো দোলার মত একটা অতিধীর দোল লাগিতেছিল। আমি বড় আরামেই পড়িয়া রহিলাম।

সহসা আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সাথের দোল কখন্ থামিয়া গিয়াছে! গাড়ী একটা জন-কোলাহল-মুখরিত ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের এত কষ্টের ফল—'রিজার্ভ'-কামরাটুকুও বিনা বিচারে অধিকার করিবার নিমিত্ত একদল কাবুলী ঘরের সম্মুখে সার দিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অর্দ্ধমুক্ত দ্বারের পাদানে পা দিয়া প্রকাণ্ড বোচ্‌কা ও মস্ত পাগ্‌ড়ী-সমেত এক কাবুলী দাঁড়াইয়া

রহিয়াছে। আমিও বিদ্যুদ্বেগে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বন্ধুবর অনিলচন্দ্র ঝুলানো বেঞ্চে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মিহিদানার রূপ তিনি, বোধ হয়, স্বপ্নেই দেখিতেছেন! নীচের বেঞ্চে সুধীর নিতান্ত সুধীরের মতই শয়ান! শালের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার বামচরণ-খানি ট্রেনের তক্তায় লুটাইতেছে। আমার হাসি আসিল। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবার বিশেষ সময় ছিল না। 'সফ্‌রা-জেটে'র মত কাবুলীদের অধিকার নাকচ্ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইল। আমার বাক্যাবলীতে বিশেষ কোনও ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। আমার অবস্থা প্রায় 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'। এমন সময় একটা কুলী খুব জোরে হাঁকিয়া গেল—"আসেন্ সোল—আসেন্ সোল।"

এটা তবে আসেনসোল। সময়ও তা হ'লে যথেষ্ট আছে। আমি 'গার্ডে'র উদ্দেশে নামিয়া পড়িলাম। বঙ্গদেশের একজন প্রখ্যাতনামা জমিদারের অনুনয়-বিনয়, আদেশ-তিরস্কারে যে কাবুলীর দল এক পা নড়ে নাই, সোলা-হাট্-শোভিত শুভ্রমুখের একটীমাত্র তীব্র-দৃষ্টিতে তাহারা মুহূর্তমধ্যে কে কোথায় সরিয়া পড়িল, বুঝিতে পারিলাম না।

ফিরিতে ফিরিতে আপনার মনেই বলিলাম যে, "তাই তো বর্দ্ধমান ফেলে এসেছি! মিহিদানা কেনা হোল না!" এই সময় একজন বলিল; "দুঃখ কর্‌ছেন কেন ম'শায়! এখানে বর্দ্ধমানের চেয়ে ভাল মিহিদানা পাওয়া যায়। এই খাবার-ওয়ালা।" এ অযাচিত অনুগ্রহ-বর্ষকটীকে দেখিবার জন্য আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারিটী চক্ষুই বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "শ্রীপতি! তুমি কোথা থেকে? যাচ্ছ কোথা? সঙ্গে কে? ইত্যাদি।" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া, সেই প্রশ্নধারার উপর প্রশ্নধারা বর্ষণ করিয়া বলিলাম, "তুমিও যে আশ্চর্য্য করে দিলে! মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌লে নাকি হে?—আমি যাচ্ছি এলাহাবাদ কুম্ভমেলা। তুমি কোথায় যাচ্ছ?" দেবেন বলিল, "বেনারস্! কন্‌ফারেন্সে ডেলিগেট হয়েছি।—দেবেনকে সে বাকি কথা সম্পূর্ণ করিবার অবকাশ না দিয়াই আমি তাহার হস্ত টানিয়া বগলে পুরিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া, চিৎকার করিয়া অনিলকে ডাকিলাম; বলিলাম, "বর্দ্ধমান ছাড়ে যে, শীগ্‌গির মিহিদানা কিনে নাও?" বেচারা অনিল, ও সুধীর আমার উচ্চকণ্ঠরবের দায়ে অগত্যা ধড়মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহাদের সদ্যোনিদ্রোত্থিত বিস্ময়-বিহ্বল ভাব দেখিয়া আমি আর বাক্যব্যয় বৃথা বিবেচনা করিয়া দুইটা টাকা ফেলিয়া দিলাম। মিহিদানার চাঙাড়ী গাড়ীতে উঠিল। ট্রেণও আবার গন্তব্যপথে চলিল।

সুধীর শালটা টানিয়া লইয়া, দেবেনকে নমস্কার করিল ও সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "দেবেন্-দা কোথা থেকে?" দেবেন তাহার সুপুষ্ট কোমল গৌর মুখখানি একটু নাড়িয়া দিয়া আমাকে বলিল, "এ নাবালকটাকে আবার কোথা থেকে যোগাড় করেচ? এ-ও কি কুম্ভমেলার সঙ্গী না কি?"

বুদ্ধিমান্ অনিলচন্দ্রের প্রেমটা তাঁহার জুতা-জোড়ার উপরই বেশী ছিল। চুরি যাই-

বার ভয়ে তিনি সচ্ছপাকই নিদ্রা গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার পদনিয়ে দণ্ডায়মান তিনটী ভদ্রলোকের উপর দিয়া সবুট অবরোহণটা কিরূপ হইবে, স্থির করিতেই, তাহার কিছু সময় কাটিয়া গেল। শেষে সাগরলঙ্ঘনকারীর ন্যায় উল্লম্ফনই তাঁহার বীরত্বের পরিচয় দিল। দেবেন হাসিয়া বলিল, "ব্রেভো অনিল।"

খানিকটা হাস্যোপহাস ও গোলমালের পর, আমাদের প্ল্যান্ ঘুরিয়া গেল। কুম্ভমেলার স্থান বেনারস্ কন্‌ফারেন্সই অধিকার করিল। সব স্থির হইলে, দেবেন্ বলিল, "আচ্ছা আমি তো সঙ্গেই রইলুম্; তা হোলে এখনকার মত এস, সব ঘুমোনো যাক্।"

অনিল এবার সবচেয়ে জোরে মাথা নাড়িল ও বলিল, "এখনো ঘুম? তোমাকে পেয়ে আবার ঘুম আসে?"

দেবেন সুধীরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তুই ঘুমোবি নে? সুধীর সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "কল্‌কাতা থেকে আরম্ভ করে আসেন্‌সোল পর্য্যন্ত হয়েছে: আরো ঘুম হয়, দেবেন-দা?"

আমি অবশেষে। একমাত্র আমারই মূল্যবান্ অভিমত অবশিষ্ট দেখিয়া দেবেনকে তৃতীয় বার কষ্ট স্বীকার না করাইয়া, বলিয়া উঠিলাম, "আমি সকলের আগেই ঘুমিয়েছি; আর আমাদেরি দল পুরু; সুতরাং, তুমিও অদ্য নিদ্রাকে আমল দিতে পাচ্ছ না।"

অনিল আবার আমাকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "রাস্তায় ঘাটে বেরোতে হ'লে যে একজোড়া তাস সঙ্গে করে বেরোতে হয়, সে জ্ঞান যে তোমার কবে হবে, তা বুঝ্‌তে পারি না! এদিকে হার ম্যাজেষ্টির এত সুখ্যাতি হয়, বই বুঝি এমনিই গোছাস!"

দেবেন বলিল, "সে বেচারার ওপর আর রেলের মাঝে এত আক্রোশ করে কি হবে? দোষটা যে তাঁর, তা তো সকলেই বুঝ্‌তে পারুচি।"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "বৌ-দি যে খাবারের হাঁড়ি দিয়েছিলেন, অনিল-দা সেটাকে রাস্তায় ফেলে এসেছেন্; আর তবু বৌদিরই যত দোষ!"

অনিলের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলাম। হাসি থামাইয়া আমি দেবেনকে বলিলাম, "আজকের রাতটা কাটানোর ভার তুমিই নাও। খুব ভাল দেখে একটা গল্প আমাদের বল। তোমার তো ভাঁড়ার অফুরন্ত।"

দেবেন হাসিয়া বলিল, "অফুরন্ত হ'তে পারে; তা বলে ভালর গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি না।"

সুধীর দেবেনের বাঁ দিকটা ঘেঁসিয়া বলিল, "হাঁ দেবেন্-দা, বল্‌তে হবে। অনেক দিন তোমার গল্প শুনি নি।"

মাঝের বেঞ্চ মাঝেই রাখিয়া অনিল একেবারে ওধারের বেঞ্চে গিয়া বসিয়াছিল; শিষ্টতা-বহির্ভূত হইলেও তাহার পাদুকাসহ চরণ-দুইখানি মধ্যের বেঞ্চ অধিকার করিয়াছিল। আমি দেবেনকে আবার অনুরোধ করিলাম। দেবেন পিছনের কাঁচখানা খুলিয়া ফেলিল। শীতের কন্‌কনে বাতাস খানিকটা আসিয়া আমাদের মুখে চোখে ঝাপ্‌টা মারিল। রাত্রি অনুজ্জ্বল; তারাও নাই, জ্যোৎস্নাও নাই; যেন ছায়ামাখা; পাতলা মেঘের

চাদর-ঢাকা। গাছগুলা পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবেন বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমাদের দেশে একটী খ্রীষ্টান উকীল ছিলেন। দেশের সকল সৎকার্য্যে, সংস্কারের সকল চেষ্টার মূলে সকলের আগে তাঁহাকেই দেখা যাইত। যদিও নিজে তিনি খৃষ্টান ছিলেন, তবু অপর-ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর তাঁহার কখনো কোন বিদ্বেষ দেখা যায় নাই। বরং যেখানে যে কেহ কোনও বিপদে পড়িত, যাহার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা হইত, তিনি বুক দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতেন, প্রাণ দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন্।

"সুবালা তাঁ'রই মেয়ে। পিতার উপযুক্ত কন্যা। শুধু গুণবতী নয়; অসামান্যা সুন্দরী। পিতা অতিযত্নে কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মেয়েটীকে তিনি বড় বেশী ভাল বাসিতেন। সুবালার দুইটী ভাই আছে। তাহারা বড় তেমন কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সুবালা সে-রকম ছিল না। লেখাপড়ায় তাহার আসক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। এণ্ট্রান্স হইতেই সে বৃত্তি পাইতে আরম্ভ করে।

"ছোট বেলায় সে আমার সঙ্গে পড়িত। আমরা একক্লাসেই পড়িতাম। একসঙ্গে পড়া না করিলে, আমার পড়া ভাল হইত না। সুবালার মা-ও আমাকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ী যাইতাম; পড়িতাম, খেলিতাম; বাগানে আমগাছে বাঁধা দোলায় বসিয়া দুইজনে দুলিতাম। এখনো সে দিনগুলি ছবির মত মনে পড়ে।

"নদীর ধারেই সুবালাদের বাড়ী ছিল। সুবালার পিতার একখানি জালি-বোট ঘাটে বাঁধা থাকিত। কতদিন সন্ধ্যার সময়, কখন বা জ্যোৎস্না-রাত্রিতে আমরা সেই জালিবোটে করিয়া বেড়াইতাম্। ছোট নদীটির কালো বুক কাঁপিয়া উঠিত। স্রোতের সঙ্গে গুর্‌গুর্ করিয়া 'বোট্' ছুটিত। সুবালা আমার তরি-চালনের প্রশংসা করিত। আর আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নামাখা শুভ্র-মুখ-বিনির্গত প্রশংসা-বাক্যে গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতাম। সুন্দর মুখের চেয়ে, তখন প্রশংসা-বাক্যেরই কদর বেশী ছিল।

"সুবালা আমার চেয়ে বেশী ছোট ছিল না। দু'বছর কি তিন বছর আমাদের বয়সের ব্যবধান ছিল। দুইজনে সমবয়সীর মতই মিশিতাম্। আমি তো তখন বালক বলিলেই হয়; বড় জোর ১৬।১৭ আমার বয়স। আর সুবালা বোধ হয় ১৪ বছরের। কিশোর-লাবণ্য তাহার সুষমা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছিল; কিন্তু সে-দিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা আমার একেবারেই হয় নাই। পিতামাতার শিক্ষার গুণে চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কিশোরীও দশবছরের বালিকার ন্যায় সরলা ছিল। পাঠে আমরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম, সেজন্য কলহও সময়ে সময়ে বড় অল্প হইত না। আবার বন্ধুত্বও তেমনই ছিল। কত রকমারি গল্প দুজনের মধ্যে হইত। বড় হইয়া চন্দ্রলোকের একটা পথ আবিষ্কার, আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কল্পনা ছিল। তা ছাড়া পুকুরে কেন পদ্ম ফোটে ও নদীতে কেন ফোটে না? এই তত্ত্বের গবেষণাতেও অনেক সময় কাটিয়া

যাইত। সময় সময় সযত্নে পদ্ম-কোরক তুলিয়া, বেশী করিয়া মাটির চাপ্‌ড়া নালে বাঁধিয়া, নদীতে রাখিয়া আসিতাম। বিশ্বাস ছিল, এবার আমাদের স্থাপিত পদ্ম নিশ্চয়ই নদীতে ফুটিয়া উঠিবে। পরদিন কিন্তু চারিটি উৎসুক নেত্র বিষাদে ম্লান হইয়া পড়িত। নিরাশা-মলিন সুবালার চোখের কাল পাতা জলে ভিজিয়া উঠিত। আমি অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, নিজের দুঃখ ভুলিয়া, তাহাকে ভুলাইবার জন্য, দিদিমার নিকট শ্রুত একটা অসম্ভব রকম রাজার গল্প নিজের মনে জোড়াতাড়া দিয়া বলিতে আরম্ভ করিতাম। শুনিতে শুনিতে সে আপনার নিষ্ফল দুঃখ কখন্ ভুলিয়া যাইত! অধর-প্রান্তে তাহার অজ্ঞাতসারেই মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিত। আর সেই সময় আমি সহসা বলিয়া উঠিতাম, "কই, কোথায় তোমার চোখের জল?" সুবালা তখন স্পষ্ট হাসিয়া উঠিত।

"একদিন দুইজনে বোট হইতে নামিয়া বাড়ী ফিরিতেছি; উদ্যানে দেখিলাম, আঠার-উনিশ বছরের একটী যুবক নতনেত্রে নম্রভাবে সুবালার পিতার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুবালার পিতা হাসিয়া বলিতেছেন, "আমি সে-ভার নোব, তোমার কোন চিন্তা নেই, বিনয়! বিলেতে আমি তোমাকে যেমন করেই হোক্ পাঠাব। আজ থেকে তুমি আমার সন্তানস্বামীয় হ'লে। তোমার বই-টই নিয়ে এসে, আজ থেকে আমার এখানে থাক; বি, এ-টা দেবার জন্যে প্রস্তুত হও। পরের বাসায় থেকে আর কাজ নেই।" সুবালার পিতার কত্তুল হৃদয়ের কথা আমাদের দেশে কাহারই অজ্ঞাত ছিল না। আমরা পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলাম।

তারপর জানো তো, আমি সিটিকলেজে ভর্ত্তি হই। দুই বৎসর দেশে যাই নাই; দুই বৎসর সুবালাকেও দেখি নাই। দুই বৎসর পরে যখন যাইলাম, তখন আমার প্রকৃতিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স-বৃত্তি এম্-এ পাশের উত্তাপে মনের ভিতরটাও বেশ উত্তপ্ত ছিল। কলিকাতার উচ্চ সভ্যতা তখন আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছে, লক্ষ্যও বড় উচ্চ।

"সেই গর্ব্বস্ফীত হৃদয় লইয়া সুবালাদের বাড়ী যাইলাম। সুবালার পিতামাতা আমাকে সস্নেহে কাছে বসাইলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কিন্তু সুবালাকে দেখিলাম না; মনে করিলাম, হয় তো তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেও কেমন ইচ্ছা হইল না। উঠিয়া আসিবার সময় বারান্দা হইতে দেখিলাম, সুবালা বোট হইতে নামিতেছে। উজ্জ্বল যৌবনোৎসাহ তাহার যৌবন-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ মুখ হইতে যেন লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে, বোধ হইল। এই দুই বৎসরে সুবালার এ-রকম পরিবর্ত্তন হইয়াছে! আমি বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া রহিলাম।

"সুবালা কি বলিল, বুঝিলাম না; কিন্তু নিজের যেন চমক ভাঙ্গিয়া আত্মস্থ হইলাম। দেখিলাম, সেই আশ্রয় প্রার্থী যুবক বিনয় নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আছে। সুবালা তাহাকেই কি বলিতেছে। আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

"কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। বলিতে ভুলিয়াছি, সুবালাও আমার সহিত এফ-এ পাশ করিয়াছিল।

"আমার ছাত্রজীবনের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর ভিতর চোখে পড়িবার বা মনে রাখিবার মত একটাও ঘটনা ঘটে নাই। সুবালার কথাও ভুলিতেই চেষ্টা করিতাম। জানি না, কেন মাঝে মাঝে সেই শান্ত মুখ, খর্ব্ব কলকায় বিনয়ের উপর মনে মনে একটা আক্রোশ উপস্থিত হইত।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাদেবীর করুণা-কটাক্ষ লাভ করা বড় সহজে হয় না। মানব-জীবনের অনেকখানি সার্থকতা তাঁহার চরণতলে দান করিয়া, তবে তাঁহার চিহ্নিত একটা মানুষ (?) হওয়া যায়। আমিও একটা চিহ্নলাভের জন্য ব্যস্ত ছিলাম। অন্য সকলই সেই সাধনায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

"কলিকাতায় আসিবার মাস কত পরে, ক'মাস ঠিক মনে নাই, একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে, বিলাত-প্রত্যাগত জাহাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তখনই জাহাজ ছাড়িবে, কোলাহলে ষ্টেশন ও ষ্টীমার মুখরিত। আমি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে সেই কোলাহল-পূর্ণ জাহাজখানা দেখিতেছিলাম। এমন সময় একখানা গাড়ী অভিদ্রুতবেগে ষ্টেশনে আসিয়া লাগিল। গাড়ী হইতে নামিলেন, সুবালার পিতা মিষ্টার দত্ত ও কন্যা সুবালা। আমি সম্মুখেই ছিলাম। তাঁহারা বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করেন্ নাই, কিংবা চিনিতে পারেন্ নাই। উভয়ে দ্রুতপদে জাহাজে উঠিলেন। আমি কারণ না বুঝিয়া চাহিয়া রহিলাম। অল্প পরেই তাঁহারা নামিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টীমারও দূরে সরিতে লাগিল। এবার আমি সুবালার মুখ পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। তাহার চোখে জল। আমি এবার চেষ্টা করিয়া একটা পাটের স্তূপের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলাম্। দেখিলাম, জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া, সেই বিনয়। কলকাতার উপর সাহেবী পরিচ্ছদ। হাতে একখানি সাদা রুমাল। তখন কারণ বুঝিলাম। বিনয়কে বিদায় দিতেই সুবালা ও মিষ্টার দত্ত আসিয়াছিলেন। আরও বুঝিলাম ভাবী বিরহের আশঙ্কাতেই সুবালার চোখে জল।

"যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, সুবালা একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জাহাজ অদৃশ্য হইলে সেও গাড়ীতে উঠিল। অঙ্গহীন দেবতাটীর প্রভাবের কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে আমিও মেসে ফিরিলাম। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলাম, বিনয় সিভিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া আসুক্, সুবালা তাহার সহিত মিলনে সুখী হউক্। আশীর্ব্বাদটা, বোধ হয়, মনের সঙ্গে করি নাই।"

দেবেনের কথায় বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" দেবেন আমার মুখের দিকে চাহিল; চাহিয়া হাসিল। এই অবসরে রুদ্ধশ্বাস মুক্ত করিয়া আমি একবার অনিলের দিকে চাহিলাম। গাড়ীর সার্সিতে ঠকাঠক্ মাথা ঠুকিতেছে, তবু তাহা বসিয়া বসিয়াই নিদ্রা আরম্ভ করিয়াছেন্। দেবেনের কোলে মাথা রাখিয়া সুধীরও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জাগরিত শুধু আমরা দুইটী প্রাণী। রজনীর নিস্তব্ধতা আরো যেন বেশী বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। দেবেন আবার বলিল, "কেন?—আশীর্ব্বাদটা নিষ্ফল হইতে দেখিয়া। তবে সর্ব্বাংশে নিষ্ফল হয় নাই। বিনয় সিবিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে

ফিরিয়াছিল বটে কিন্তু সুবালাদের গৃহে নয়। আমার প্রাইভেট্ টিউশনির ছাত্র ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র অরুণের তরীর বিবাহে আমি আহূত হইয়াছিলাম। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, পাত্রটী সেই বিনয়। অরুণ ছেলেটী বড় সুন্দর; কিন্তু তাহার ভগিনী মিস্ উষাঙ্গিনীকে দেখিলে কাহারও মনে যে প্রেমোদয় হয়, একথা এক-গলা গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া বলিলেও আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু উষাঙ্গিনীর পিতা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সুবালা হইল সামান্য উকীলের কন্যা! যদিও সুবালার পিতার নিজের অর্থে ও তাঁহার চেষ্টা-সংগৃহীত অর্থ-দ্বারাই বিনয় আজ সিবিলিয়ান্, কিন্তু বলিতে পারি না, কারণ আমি সিবিলিয়ান নই, কৃতজ্ঞতা বা সত্যরক্ষা কথাটা বোধ হয় সকলের উপযুক্ত কাজ নয়। তাই বিনয় আজ ম্যাজিষ্ট্রেটের জামাতা। আর মুগ্ধা সরলা পিতৃহীনা সুবালা অসহনীয় হৃদয়ক্ষত বহিয়া আজও অবিবাহিতা।"

আ। মিস্ দত্তকে আর কখনো দেখেছিলে, দেবেন?

দেবেন বলিল, "দেখেছিলাম। আর একবার তাহাকে দেখিয়াছি। তুমি জান, আমি —বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। গত বৎসর প্রাইজের সময় নূতন ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ মিত্র সভাপতি হইয়াছিলেন। আমি প্রাইজের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখি নাই। সেইদিন প্রথম দেখিলাম। তাঁহার পত্নী পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। আর ঐ ডিবিসনের স্কুল ইন্স্পেক্ট্রেস্ মিস্ দত্তও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। দেখিলাম যে বানরের গলে মুক্তার মালা পড়িতে পায় নাই। মিঃ মিত্র ওরফে বিনয়ের সহিত তাহার পত্নীটী যথার্থই শোভমানা হইয়াছেন। আরো দেখিয়াছিলাম, হৃদয়ানলতাপিতা, অগ্নিশুষ্কা, পবিত্রা সন্ন্যাসিনী সুবালার সেই অনুপম রূপরাশি। তপস্যায় যেন রূপের আলোক শত গুণ বাড়িয়াছে। ভাবিলাম, ইহার মধ্যে একমাত্র দুঃখ এই যে, এক নরাধমের জন্য তাহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ হইয়াছে। কিন্তু সে নরাধম এ রত্নের আদর বুঝিল না। রত্ন অনাদরে ধূলায় লুটাইল। বিবরণী-পাঠের সময় সুবালার সেই স্পষ্ট কম্পিত স্বর, লজ্জারুণ মুখ আমি ক্ষুব্ধহৃদয়ে দেখিলাম; মনে মনে বলিলাম।' "ভগবন্, একি তোমার বিচার! যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন, প্রভু?"

আমি বলিলাম, "দেবেন, সত্য বল, তুমি মিস্ দত্তকে ভালবাস? তাঁরি জন্যে তুমি আজ ও অবিবাহিত?"

দেবেন সদর্পে কহিল, "কারোই জন্য নয়, শ্রীপতি!—চিরকালের জন্য, মরণের জন্য!"

দেবেন চস্মাটা খুলিয়া আবার পরিষ্কার করিয়া লইল। বাহিরে কুলিরা চিৎকার করিয়া উঠিল, "মোকামা" "মোকামা"।

শ্রীলতিকা দেবী।

দয়া।

পরদুঃখ-নিবারণেচ্ছার নাম দয়া। দয়া ঈশ্বরসৃষ্ট গুণ। কেবল নরদেহ ধারণ করিলেই লোকে মনুষ্যপদ বাচ্য হয় না, তাহার অন্তর্মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ থাকা চাই, যাহাতে সে সেই সকল গুণে মনুষ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। এতন্মধ্যে দয়া একটি প্রধানতম গুণ। শিক্ষা, দীক্ষা ইত্যাদি হয়তঃ সকল সময় সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু ঈশ্বরপ্রদত্ত এমন কতকগুলি আভ্যন্তরিক গুণ আছে, যাহারা, চেষ্টা করিলেই অথবা স্বভাবতঃই, নিজ নিজপ্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। দয়া তাহাদের অন্যতম।

পরদুঃখ-নিবারণ যে কেবল অর্থ-দ্বারাই সাধিত হয়, তাহা নহে। শারীরিক সামর্থ্য দ্বারাও তাহা সংসাধিত হয়। অনেক লোক অর্থ-দ্বারা সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করিলে শরীর-দ্বারা অনেকেই অনেকের বহুল-পরিমাণে উপকার করিতে পারে।

বাল্যকাল হইতেই মনুষ্যের সকল গুণ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইবার চেষ্টা করে। বাল্যকালই মনুষ্যের ভবিষ্যজ্জীবন গঠনের একমাত্র ভিত্তিস্থল। এই সময় যে, যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সে সেই প্রকারের লোক হইয়া থাকে। সুতরাং, এই সময় হইতে বালকবালিকাগণকে মাতাপিতার নানা সদ্‌বিষয়ে শিক্ষাদান করা এবং নিজেদেরও সদ্‌ভাবাপন্ন হওয়া উচিত। অনেকে স্বীয় সন্তানসন্ততিদিগকে সদয় ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির দান-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাহারা তাহাতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করে, এবং ইহা হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে।

বিধাতা আমাদিগকে কেবল স্ব স্ব সংসারকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচালনের জন্যই সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা মহতী। তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও মনুষ্যোপযোগী যাবতীয় গুণাদি দিয়াছেন এবং এমন কতকগুলি মহৎ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার নির্ব্বাহের ভার মনুষ্যমাত্রের উপরই অর্পিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমরা তাঁহার সেই নিয়ম পালন করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করি না; কেবল আত্মপরিজন লইয়াই ব্যস্ত থাকি। ইহাতে আমরা নিশ্চয়ই পাপভাগী হই এবং নানা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃথা তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়া পাপের ভার আরও বর্দ্ধিত করি।

যদি ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে প্রত্যেকের ঈশ্বরের নিয়ম পালন করা উচিত। ঈশ্বর প্রীতির সকলকার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে দয়ালু হওয়া কর্ত্তব্য। নিষ্ঠুর মনুষ্য সকলের ঘৃণার্হ ও সমাজে নগণ্য বলিয়া পরিচিত। দয়ালু মনুষ্য তাঁহার সদয় ব্যবহারের জন্য চিরকাল সুফল প্রাপ্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে জনগণ সকলেই শোক প্রকাশ করে; এবং দেহান্তে সে পরম পিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে স্থান প্রাপ্ত হয়।

এই দয়ার জন্য বিদ্যাসাগর, 'দয়ার সাগর' বলিয়া আজও কীর্ত্তিত হইতেছেন, আজও তাঁহার সদয় ব্যবহার লোকমুখে কথিত হইতেছে, আজও তিনি যেন জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন! দেহান্তে যে তিনি নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাণী স্বর্ণময়ী এই সদয় ব্যবহারের জন্যই আজও জগতে বিরাজমানা আছেন, আজও তাঁহার সুযশ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে। এই স্থলে তাঁহার সদয়-ব্যবহার-সম্বন্ধে কিছু বলা কর্ত্তব্য। মহারাণী স্বর্ণময়ী একজন আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন। তাঁহার নিজের সন্তানাদি ছিল না। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি-বিষয়ে শিক্ষিতা ছিলেন না। তথাপি তিনি দরিদ্রে দান, বিধবার অশ্রু-মোচন, ক্ষুধার্ত্তের অন্নসংস্থান, বস্ত্রহীনে বস্ত্রদান,

আশ্রয়হীনে আশ্রয়দান, নির্ধন ছাত্র ও ইচ্ছমনা গ্রন্থকারদিগকে সাহায্যদান এবং পীড়িত ব্যক্তির সুখ-শান্তি-বিধান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি সমগ্র মানবদিগকে আপনার পরিবার মধ্যে গণ্য করিতেন। তাঁহার দানশীলতা, মহানুভবতা ও বিচক্ষণতা তাঁহার প্রণত হৃদয়ের পরিচায়ক ছিল। তিনি তুলা অথবা নিম্নপদস্থ সকল মহিলাগণকে সহানুভূতি ও যথাসম্ভব তাহাদিগের অভাব দূরীকরণে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্যাদিগুণে গঠিত ছিল। এই সকল কারণেই তিনি আদর্শরমণী বলিয়া পরিচিতা।

দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহারাণী চিরৌরবা রমণী হইয়াও এই সদয় ব্যবহারের গুণে এইরূপে অসাধারণ প্রভুত্বের সহিত রাজ্যশাসন করিয়া প্রচুর যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন প্রধান সেনাপতি তাঁহার নিকটএকজন সৈনিকের প্রাণদণ্ডের আদেশপত্রে স্বাক্ষর করাইবার জন্য আনয়ন করেন। মহারাণী তদ্দর্শনে সৈনিকপুরুষকে বলিলেন, "পলায়নের অপরাধ প্রাণদণ্ড!" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই?" সেনাপতি উত্তর করিলেন, "এই দুই সৈনিক তিনবার পলায়ন করিয়াছে; সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমার বলিবার আর কিছুই নাই।"

মহারাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, এই সৈনিকের কোনও সদ্‌গুণ আছে কি না?" তখন সেনাপতি উত্তর করিলেন, "অনেকে বলে, তাহার চরিত্র মন্দ নহে।" মহারাণী এই কথা শুনিয়া দণ্ডাজ্ঞাপত্রে "ক্ষমা করা গেল।" এই কয়টি কথা লিখিয়া দিলেন।

অন্য একদিন মহারাণী ভ্রমণে বহির্গত হইলে ফ্রান্সিস্ নামক এক দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে, কিন্তু তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। সেই ব্যক্তি তাঁহার দেহরক্ষিগণ-কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ ধৃত হয় এবং বিচারার্থ প্রেরিত হয়। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু মহারাণী সেই দুর্ব্বৃত্ত যুবকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন। তখন বিচারক তাহাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দয়াই মানুষকে দেবতা করে।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

বঙ্গের প্রেস-সেন্সার শ্রীযুক্ত জে, এন্, রায় মহাশয়ের অনুরোধে প্রকাশিত।

যুদ্ধসম্বন্ধে কিরূপে ভদ্রমহিলাদিগকে সাহায্য করে।

অদ্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তে এই প্রশ্ন জাগরূক থাকা উচিত যে, 'যুদ্ধ-জয়ে আমি কিরূপে সাহায্য করিতে পারি।' সহস্র সহস্র ভারতীয় সৈন্য তাহাদিগের বৃটিশ বন্ধুদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ফ্রান্স, মেসপটেমিয়া, ইজিপ্ট পালেষ্টাইন ও অন্যান্য প্রদেশে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে এবং ভারতীয় বন্দর ও ভারতের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত শ্রমজীবিগণ-কর্ত্তৃক প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন না; কিন্তু এরূপ ব্যক্তি কেহই নাই, যিনি কোনও না কোন প্রকারে যুদ্ধক্ষেত্রাবতীর্ণ আমাদিগের সৈন্যকলাপ-প্রতিপালনার্থ সাহায্য করিতে না পারেন্। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে সংগৃহীত মানবের দ্বারা গঠিত সৈন্য-সকল ভারতবর্ষকে এরূপ এক শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে যে, সে-

শত্রু জয়ী হইলে এতদ্দেশীয় মানবগণকে উৎপীড়িত ও তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে। সুতরাং, যে-সকল সৈন্য তাহাদিগের জন্য সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করা প্রত্যেক প্রকৃত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। ইহা আশ্চর্য্যজনক হইলেও অতিশয় সত্য যে, অধুনা ভারতবর্ষে এরূপ লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহারা যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগের সৈন্যগণের চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন এবং বলিতে কি, শত্রুর সহায়তা করিতেছে! তাহারা যে কি ক্ষতি করিতেছে, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা বুঝে না যে, তাহাদিগের কার্য্য, জয়লাভ এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠা কিরূপ কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে যে কেবল সৈন্যগণই তাহাদের কার্য্য করিবে, তাহা নহে। যে-সকল সৈন্যদল যুদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে বন্দুক, কামান, বারুদ, খাদ্য এবং অন্যান্য বহুতর দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। যে-সকল লোক গৃহে অবস্থান করিবেন, তাহাদিগের দ্বারাই এই সকল সামগ্রী উৎপন্ন করিতে হইবে; এবং জাহাজ দ্বারা বহু দূরদেশে সাগরের পরপারে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদিগের নিকট তাহা প্রেরণ করিতে হইবে। যাহারা এই সকল আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুতের এবং যোদ্ধৃগণের নিকট পোত-দ্বারা প্রেরণ করা কঠিনতর করিয়া তুলিতেছে, তাহারা অর্থাৎ এবং তাহাদিগের মিত্রদিগকে সাহায্য করিতেছে; যেন বাস্তবিকই, তাহারা তাহাদের শত্রুর জন্যই কার্য্য করিতেছে!

ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কেহই নাই, যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের যুধ্যমান সৈনিকদিগের অনিষ্ট করিবে বা তাহারা যে-সকল ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহা আরও বর্দ্ধিত করিবে। ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাও সত্য যে বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় যে সকল ব্যক্তি ভূগর্ভে মুদ্রা প্রোথিত করিয়া বা মৃত্তিকা-মধ্যে তাহা আবদ্ধ রাখিয়া এবং অলঙ্কারার্থ দ্রবীভূত করিয়া মুদ্রা-সঙ্কট করে, তাহারা সমগ্র মানব-জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেশসমূহের এবং নিজেদের দেশেরও অত্যন্ত ক্ষতি করিতেছে। এমন কি, সেই সকল বিবেচনাশূন্য ব্যক্তিগণও, যাহারা রৌপ্যালঙ্কারাদি ক্রয় করে, এই দ্রব্য-ক্রয়ের প্রথাতে উৎসাহ-দান করে। যেহেতু এই সকল অলঙ্কার প্রস্তুতের রৌপ্য বর্ত্তমান সময়ে অন্য কোন উপায়ে লভনীয় নহে। সম্ভবতঃ এই লোকগণ জানে না যে, ভারতবর্ষে মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে, এতদ্দেশের কার্য্য-পরিচালনার্থ আবশ্যক নূতন মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্টকে সুদূর বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রয় করিতে হইবে এবং বিস্তৃত সাগরের উপর দিয়া সুদীর্ঘ পথ বহন করিয়া তাহা আনিতে হইবে। ভারতবাসিগণ অবিবেচকের ন্যায় যে মুদ্রা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৫০ কোটী মুদ্রা প্রস্তুতের উপযোগি-রৌপ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই রৌপ্যের অধিকাংশ ভারতে আগমন করিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ অচিরাৎ প্রেরিত হইবে।

এই প্রভূত পরিমাণ রৌপ্যের উপস্থাপন ও ক্রয় নানাপ্রকারে ক্ষতিকারক। প্রথমতঃ এই ক্রয়ের অর্থ এই যে—সামান্য ধাতুর পরিবর্ত্তে ভারত তাহার বিভব বিদেশে প্রেরণ করিতেছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট যদি এই রৌপ্য-ক্রয়ের অর্থ ঋণদান করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারত বার্ষিক পাঁচ কোটীর অধিক টাকা সুদ পাইতে পারিত। এই আয় বৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর-হ্রাস করা বা উচ্চতর শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য অধিকতর ব্যয় করা সম্ভবপর হইত।

শত্রুদিগের নিকট এবিষয়ে আমরা শিক্ষা-লাভ করিতে পারি। জর্ম্মণী যে এই সুদীর্ঘ-কাল যুদ্ধপরিচালনায় সমর্থ হইয়াছে, তাহার

প্রধান কারণ তাহার একমাত্র মূল মন্ত্র "কিছুই নষ্ট করিওনা।" ভারতে রৌপ্য-সঞ্চয়ে যুদ্ধের একটী প্রধান সামগ্রীর দারুণ অপচয়। সুবর্ণ-সঞ্চয়ের বিষয়েও ঠিক এই একই কথা। সোনা-রূপাদি সামগ্রী শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার পরিবর্ত্তে ভূগর্ভে প্রোথিত রাখা যেরূপ নিন্দনীয়, ইহাও তদ্রূপ। ইংলণ্ডের প্রধান সচিব আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, রৌপ্য-গুলিকাই যুদ্ধজয় করিবে; কিন্তু তথাপি এই ভারতবর্ষে আমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করিয়া রৌপ্য- ও সুবর্ণ-গুলিকা লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি; যাহাতে যুদ্ধজয়ে তাহাদের দ্বারা সাহায্য না হয়।

ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত ধাতুর বাহুল্যহেতু ভারতবর্ষ ভিন্ন সমুদায় দেশেই নোটের প্রচলন বর্দ্ধিত ও লোকপ্রিয় হইয়াছে। জাপানে এই প্রথা বিশেষরূপে চলিয়াছে বাস্তবিক, সেখানে অতিক্ষুদ্র নোট-সকল এখন চলিতেছে। কেবল ভারতবর্ষেই একমাত্র নোটের পরিবর্ত্তে লোকে বহুল পরিমাণে ধাতুমুদ্রা ব্যবহার করিতেছে। ইহার ফলে, অন্য দেশের লোক এই উপায়ে প্রভূত লাভ করিতেছে এবং ভারতের ব্যয়ে তাহারা অধিকতর ধনবান্ হইতেছে।

এই ধনসঞ্চয়ের কুফল ব্যতীত আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমেরিকার খনি-সমূহ হইতে রৌপ্য সংগ্রহের জন্য মানুষের পরিশ্রম আবশ্যক। এইরূপে নিযুক্ত না থাকিলে এই সকল লোক যুদ্ধে নিযুক্ত হইতে পারিত। আমেরিকার এই রৌপ্য ট্রেণে করিয়া বন্দরে আনিতে হয় এবং তথা হইতে জাহাজে করিয়া ইহা এদেশে আসে। যুদ্ধ-সামগ্রীর বহন-কার্য্যে এরূপভাবে ট্রেণ প্রভৃতি নিযুক্ত রাখাতে আমেরিকার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। জাহাজের অভাবেও ভারতের নিত্য-প্রয়োজনীয় লবণ, তূলা, বস্ত্র প্রভৃতির আগমনে ইহাদের মূল্যও বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহারা এইরূপে অর্থসঞ্চয় করিতেছে, তাহারা নিজেদের মিত্রদের ক্ষতি করিতেছে।

ভারতবাসীদিগের মুদ্রা সঞ্চিত রাখিবার কোনও কারণ নাই। কারণ, গবর্ণমেণ্ট ন্যায়-পরায়ণ ও শক্তিশালী যে টাকার সম্প্রতি প্রয়োজন নাই, তাহা নিরাপদে নিয়োজিত করিবার অনেক সুবিধা আছে। ইহাতে সুদ পাওয়া যায় এবং ধনাধিকারীর ধনবৃদ্ধি হয়। বিদেশের সমৃদ্ধ রাজ্যসমূহ ধনসঞ্চয় না করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ নানাভাবে নিয়োগ-দ্বারা বর্দ্ধিত করে। এইরূপে তাহারা স্বয়ং ও তাহাদিগের দেশবাসী উপকৃত হয়। ভারতেও সম্পূর্ণ নিরাপদে ও উপযুক্ত লাভে অর্থনিয়োগ করিবার অনেক সুবিধা আছে। উদ্বৃত্ত অর্থের শীঘ্র প্রয়োজন থাকিলে, লোকে তাহা ডাকঘরে Savings Bankএ জমা দিতে বা উহার দ্বারা ডাকঘরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে পারে। যদি উহার শীঘ্র আবশ্যকতার সম্ভাবনা না থাকে, তবে war bond ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহাতে ধনস্বামীর প্রত্যক্ষ লাভ হইবে এবং দেশেরও উপকার হইবে। কারণ, গবর্ণমেণ্টকে ঋণরূপে প্রদত্ত অর্থ, সৈন্যদিগের জন্য গম, চাউল, তূলা, পাট প্রভৃতি ক্রয়ের নিমিত্ত ভারতেই ব্যয়িত হইবে। ইহাতে সমগ্র দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বিবেচনার অভাবে সংসারে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মুদ্রাসঞ্চয় এই সত্যের একটি দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, এ বিষয়ে একবার বুঝিতে পারিলে প্রত্যেক দেশহিতৈষী ভারতবাসীই কেবল যে স্বয়ং সঞ্চয় হইতে বিরত হইবে, তাহা নহে; পরন্তু যাহাতে দেশের পরম শত্রুগণের উপকার ও সাহায্য হইতেছে, অপরকেও সেই অভ্যাস হইতে নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

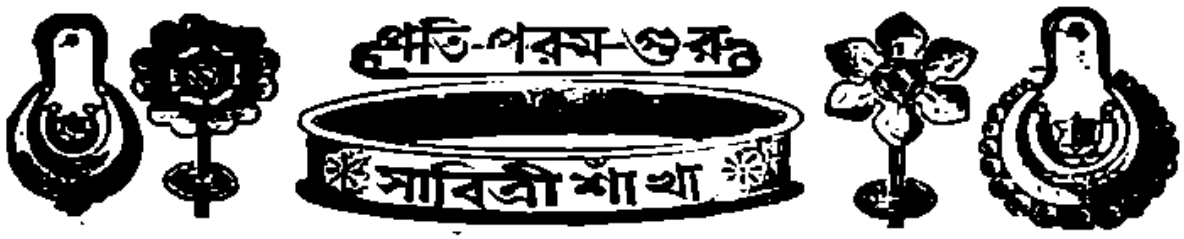
কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

নারী জগতের সার সৃষ্টি

প্রকৃতির করুণাবশে রমণী সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের আধার। বঙ্কিম ভ্রূযুগ আয়ত, বিস্ফারিত নেত্রযুগ—সুন্দর দশন-পংক্তি—উজ্জ্বল জ্যোতিঃ—জলদজাল-সদৃশ নিবিড়-কৃষ্ণ কেশ, এ সমস্তই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। কিন্তু এই প্রকৃতি-দত্ত করুণার উপর মানুষেরও একটু কারুকার্য্য চলিতে পারে। সুকোমল হস্তে "সেই নদীর মাঝে" দু'গাছি স্বর্ণবলয় আমাদের "ইন্দিরা-কঙ্কন" কি রূপজ্যোতি-আরোও বৃদ্ধি করে না? পূজার বাজারে আপনি হয়ত অনেক প্রকার প্রেমোপঢৌকন আপনার জীবনসঙ্গিনীকে দিবেন;—কিন্তু একটী সামান্য অনুরোধ, আমাদের আবিষ্কৃত যে কোন একটি অলঙ্কার লইতে বিস্মৃত হইবেন না। বিনা-পানের গহনার আমরাই প্রথম পথ-প্রদর্শক। আমাদের অলঙ্কারাদি ক্রয় করিলে আপনার টাকা খানী বাদে আপনার অলঙ্কারে সঞ্চিত হইবে। পূজার উপহারের জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছি। পূজার ক্যাটালগ লইয়া সমস্ত অবগত হউন।



সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্লেন সাইজ, হাই পালিশ, রূপার উপর পাত-
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ।
মূল্য ১৩৲ হইতে।

ডবল থাকা কানের টাপ।

চুনী-পান্না পাথর সেট করা।
মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। "মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা
মূল্য ৬৷০ টাকা মাত্র। রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ২৫৲ হইতে।

সেফ্‌টী পিন।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস। টেলিফোন নং ১১৪।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু"

নব কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০

মন্ত্রী ও মর্ম্মবাণী বলেন্ :—

".....সেখ আন্দু কর্ম্মবশে শোফেয়ারগিরি করিতেছে বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,—তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু "ভদ্রলোকের"ই অনুকরণযোগ্য.....।"

পরিচারিকা (কোচবিহার) :—

"'প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত-বাহু, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টসুন্দর নম্র স্নিগ্ধ নির্ম্মলনয়ন রেশম-কোমল-কেশদাম-শোভিত যুবপতির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ... আন্দু-রচয়িত্রীর সুনিপুণ হস্ত যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোমদ চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, শ্রদ্ধার। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসম প্রেম চিত্রণে অঙ্গে যে স্থলে নিশ্চিত, আন্দুরচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব। 'ক' দেখিয়াই কৃষ্ণপ্রেমে 'দশা' ধরে, যাহারা, তাহাদের সমস্যা অন্য,—কিন্তু যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সজ্ঞানে থাকিয়া দেখিবার ধৈর্য্য রাখেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিয়াছেন, আন্দুতে—রচয়িত্রী অসামাজিকতা উচ্ছৃঙ্খলতার কুত্রাপি প্রশ্রয় দেন নাই। গতানুগতিক বিধি ভঙ্গ করেন নাই—তাহার দৌর্ব্বল্যকেও অন্তর্দ্বেহবশে পালন করেন নাই—অবিধির অশুভ, সংস্কারবন্ধের সঙ্কীর্ণতা, শিক্ষাসঙ্কট, অল্পশিক্ষিতের দাম্ভিকতায় তিনি নির্ম্মমভাবে অকম্পিত হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচার করিয়াছেন মাত্র—তাহাতে সাময়িক যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হইয়াছে অনেককেই—কিন্তু পরিণামে শান্ত তুষ্ট হইবেন সকলেই। ... তাঁহার চিত্রিত সজীব চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোর্ডিং'এ শিক্ষাপ্রাপ্তা, বড়লোকের বল্‌গাছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবল-লতিকার—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমতা-শীল পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুত আন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জ্যোৎস্নার প্রতি উচ্চ ব্যবহার—দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম রাজত্বের অনিন্দ্য চিত্র—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোমলা দৃঢ়া জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিক-ভাবে 'আন্দুতে' চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—মক্কাতে—কি শান্তি—প্রেমিক বিরূপে কোন "মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা "আন্দুকে" গৃহে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া বুঝুন্—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ভিন্ন বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ন, পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে।

পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—

MASTER KAMAL KUMAR NANDI.

C/o Dr. N. M. Ghosh, Dhokra Solid, Burdwan, এবং

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়— আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন ? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, ব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পূরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

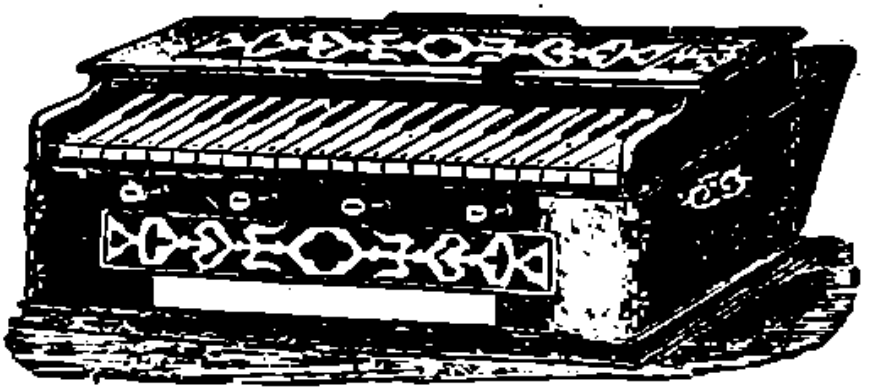
ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা মেইন রোড কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।



অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন। প্রায় অর্দ্ধেক দামে উচ্চ দরের যন্ত্র লাভ করিবেন। রীড, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড মূল্য ১৫ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; **নির্ম্মাল্য**—(গল্প-গ্রন্থ)—৷৷৵০ ; **কেতকী**—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; **সিল্ক বাঁধাই**—১৲ ; **স্পর্শমণি**—(উপন্যাস)—২৲

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৸৵০, অগ্রিম মাণ্ডাদি ১৸৵০, নমুনার মাণ্ডাদি মূল্য ৵ ছয়টীর ন্যূনে মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগিবেক। নমুনা পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য ডাকটিকেটের সহিত পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে গিয়া বা সুরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে [illegible] রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে তিনি যেন [illegible] কেহ [illegible] আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। যাহার কোন বিষয় জানিতে থাকিবে, তিনি যেন অগ্রসরপূর্ব্বক [illegible] তাহা লিখিয়া। নমুনা টিকিট না পাঠাইবার প্রস্তাবনা।

৫। গ্রাহকদিগের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অগ্রসরপূর্ব্বক জানাইবেন। নমুনা পাইয়া যদি না পাইবেন, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। অগ্রিম ব্যতীত বামাবোধিনীর কোন বিষয় প্রেরিত হয় না। অতএব মূল্যের [illegible] পূর্ব্বে পাঠাইবেন, অথবা কলিকাতার [illegible] পাঠাইবেন, কেহ প্রেরণের [illegible] বিষয় [illegible]। কিন্তু অগ্রিম দায়ী হইব না।

৭। [illegible] যদি অসীম, ডেপুটেশন [illegible] উপায়ে পাঠাইবেন। বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, টাকা অন্য নামে না পাঠাইয়া বামাবোধিনীর নামে [illegible] বামাবোধিনী [illegible] কলিকাতা,—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮। বামাবোধিনীর [illegible] বামাগণের [illegible] কার্য্যালয়ের নামে ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার [illegible] হইবে। [illegible] ব্যতীত অন্য [illegible] দেখা যাইবে না। [illegible] প্রয়োজনীয় না হইলে, [illegible] দেখা হয় না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৩৯ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। } [illegible]
মুদ্রণ কার্য্য, ১৩০৩।

[illegible] মুরশিদাবাদের [illegible] কবি [illegible] কবিতা [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

Regd. No. C 134.

১৬ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

কার্ত্তিক ১৩২৫—নবেম্বর, ১৯১৮।

সূচী।

১।	[illegible]	শ্রীযুক্ত [illegible]	৪০১
২।	[illegible]	শ্রীমতী [illegible]	৪১০
৩।	[illegible]	শ্রীমতী [illegible]	৪১৭
৪।	[illegible]	শ্রীমতী [illegible]	৪২৩
৫।	[illegible]	শ্রীযুক্ত	৪২৬
৬।	[illegible]	[illegible]	৪২৯
৭।	[illegible]	শ্রীমতী [illegible]	৪৩৭
৮।	[illegible]	শ্রীযুক্ত [illegible]	৪৩৪
৯।	[illegible]	শ্রীমতী [illegible]	৪৩৮
১০।	[illegible]	শ্রীযুক্ত [illegible]	৪৪০

[illegible] মূল্য ১৷৷০ [illegible] মূল্য ১৷০

[illegible] মূল্য ৷০ (ডাকমাশুল) [illegible]

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।



বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড্ মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড্ মূল্য ৩০৲,৪০৲,৪৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোন্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরে

মহিলাপ্রিয় গ্রন্থাবলীর সুলভ বিক্রয়ের সুবর্ণ সুযোগ।

সাহিত্য-সম্রাট্

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

১ম খণ্ডে—১। কপালকুণ্ডলা, ২। রাধা-রাণী, ৩। দেবীচৌধুরাণী। একত্রে মূল্য ১৲ এক টাকা।

২য় খণ্ডে—৪। দুর্গেশনন্দিনী, ৫। যুগলা-ঙ্গুরীয়, ৬। চন্দ্রশেখর একত্রে মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩য় খণ্ডে—৭। আনন্দমঠ, ৮। রজনী, ৯। কৃষ্ণকান্তের উইল। একত্রে ১৲ এক টাকা।

সাহিত্য-গ্রন্থাবলী।

১। কমলাকান্ত, ২। বিবিধ প্রবন্ধ, (১ম) ৩। বিজ্ঞান-রহস্য, ৪। সাম্য, ৫। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৬। মুচিরাম গুড়, ৭। বিবিধ প্রবন্ধ (২য়) ৮। বিবিধ দুইভাগে এই ৮ খানি ২৷৷০ টাকা।

সঞ্জীবচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১। মাধবীলতা, ২। কণ্ঠলতা, ৩। জাল-প্রতাপচাঁদ, ৪। রামেশ্বরের অদৃষ্ট, ৫। পালামৌ, ৬। দামিনী, ৭। বঙ্কিমবাবুর লিখিত জীবনী। এই ৯৲ টাকা মূল্যের ৭খানি রত্ন-রাজি ১৲ টাকা।

জগতের অদ্বিতীয় মহাবীর

নেপোলিয়ান

৪০ খানি সুবৃহৎ যুদ্ধচিত্র মূল্য ২৲, বাঁধাই ২৷৷০

সচিত্র রাজস্থান

রাজস্থানের নামেই মাহাত্ম্য-প্রকাশ! এমন সুমধুর ইতিহাস—নাটকের জন্মভূমি—হিন্দুর বীরত্বের উদ্দীপনা—আর্য্যকীর্ত্তির জলন্ত আলেখ্য আর কোন গ্রন্থে আছে? উপন্যাস হইতেও মধুর অথচ ইতিহাসের সমুজ্জ্বল আদর্শের দীপ্তসূর্য্য। মূল্য ১৷৷০ বাঁধাই ২৲ টাকা।

মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ

শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা

যদি শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব কোথায় জানিতে চাহেন, তবে সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা পাঠ করুন। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

বিশ্বমোহন মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

১। রঘুবংশ, ২। মেঘদূত, ৩। কুমার-সম্ভব, ৪। শকুন্তলা, ৫। মালবিকাগ্নিমিত্র, ৬। বিক্রমোর্ব্বশী, ৭। শ্রুতবোধ, ৮। শৃঙ্গার-তিলক, ৯। পুষ্পবাণবিলাস, ১০। নলোদয়, ১১। ঋতুসংহার, ১২। দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, ১৩। সংক্ষিপ্তজীবনী। এই ১৩ খানি সাহিত্য-কৌস্তভরত্ন।

কেবল কাগজের ওজন দরে—২৲ দুই টাকায়।

জাতীয় কবিবর

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১। চিন্তাতরঙ্গিণী, ২। বীরবাহু কাব্য, ৩। বৃত্রসংহার, (১ম) ৪। বৃত্রসংহার (২য়) ৫। আশাকানন, ৬। ছায়াময়ী, ৭। চিত্ত-বিকাশ, ৮। দশমহাবিদ্যা, ৯। ভারতকবিতা, ১০। রহস্যকবিতা, ১১। অপূর্ব্বকবিতা ১২। বিবিধকবিতা এই ১৭৲ মূল্যের রত্নহার ১৷৷০ পাইবেন।

—বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর ও প্রিয়শিষ্য—

পূর্ণচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

১। শৈশব-সহচরী, ২। মধুমতী
৩। কৃষ্ণমতী, ৪। বিধাতার বিড়ম্বনা,
৫। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ ৬। ইনি কে?

এই অপূর্ব্ব নব গ্রন্থাবলী কেবল ১৲ টাকা।

সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ

সচিত্র সপ্তকাণ্ড, বড় অক্ষর, উত্তম কাগজ, ভাল বাঁধাই; মূল্য ১৷৷০ টাকা—রাজসংস্করণ ২৷৷০ টাকা

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

মহাভারত

প্রকাণ্ড আকারে—৩০ খানি চিত্রযুক্ত বড় বড় অক্ষরে, রাজাধিরাজ সংস্করণ, তিন ভলমে মরক্কো বাঁধাই ১২৲ টাকা, ডাঃ মাঃ ২৲ টাকা।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির।—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্ট-লিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য আট আনা।

২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য আট আনা।

৩। শতদল। ভগবৎ-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রকাশিত, সকল সংবাদপত্রে প্রশংসিত। মূল্য আট আনা।

৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্র-গল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অলোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অশ্রু—কবিতা-পুস্তক।

ভারতী, প্রবাসী, আমাবোধিনী, জন্মভূমি, হিতবাদী, বসুমতী, নব্যভারত প্রভৃতি সকল মাসিক-পত্রিকায় প্রশংসিত। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, ২২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL
THE ALL-INDIA
Hindu Socio-Religious Association.

General President H. H. the Maharaja of Durbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members—Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English).—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-fourth price.

PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত

১। ধ্যান-লোক—৸৹; ২। তপোবন—৸৹; ৩। অঞ্জলি—।৹; ৪। সুনীতি-বিকাশ—।৹

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত প্রণীত

১। মাধবী—১৲। ২। শিশির—।৹

কলিকাতায় ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস লাইব্রেরীতে এবং চট্টগ্রামে ঘাট-ফরাদবেগ—ঠিকানায় জীবেন্দ্রবাবুর নিকটে পাওয়া যায়।

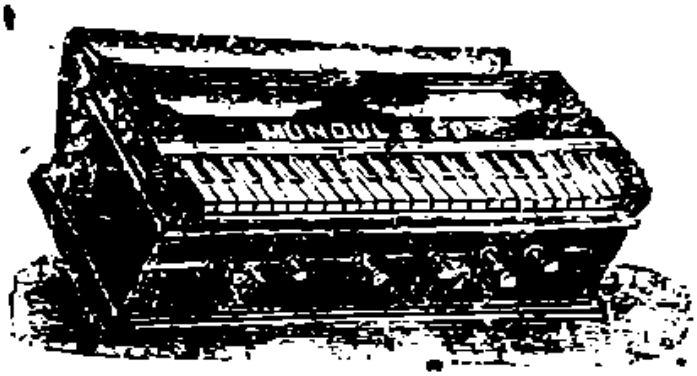
নূতন ধরণের পুস্তক

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ প্রণীত

মূল্য—১।৹ "জীবন-সংগ্রাম" মূল্য—১।৹

ইহাতে অনেক শিখিবার বিষয় আছে। সংস্কৃত ডিপজিটারীতে (৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) প্রাপ্তব্য।

মণ্ডল ফ্লুট।



দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অষ্টেভ ৩ টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড ৪ টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

স্থানীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—"অম্লশূলান্তক সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উঠা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন, "শ্রীযুক্তবাবু মথুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহোদয় বলেন, "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
২১ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ ঘনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্রাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ডিথসকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে; —মূল্য ৸৵০; —হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 663. November, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৩ সংখ্যা। | কার্ত্তিক, ১৩২৫। নবেম্বর, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গান—শারদোৎসবে।

(মিশ্র খাম্বাজ)

আমি পরাই মালা আমার
প্রাণের ঠাকুরে!
রয়েছে যে নানাসাজে
নদী-গিরি-বন-মাঝে!
যাঁর বীণা রাত্রিদিনে
বাজে হৃদয়পুরে!
সে যে বাজে ওগো দুঃখে সুখে,
ঢেউয়ের দোলায় দোলে বুকে,
আমার প্রাণের দেবতা সে
আছে জগৎ জুড়ে!
তাঁরেই দেখি সকাল সাঁঝে
প্রাণে যতই বেদন বাজে,
অশ্রু-ধোওয়া পথে আমার
সে যে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে!

তাঁরই বাঁশি পাখীর গানে,
তন্দ্রা-আনা পাখীর তানে,
নিমেষ-হারা নীল আকাশে
কানন প্রান্তরে!
আমার ঠাকুর নাই তো ঘরে
আঁধার যেথায় নাহি সরে,
বিশ্ব-জুড়ে প্রকাশ তাঁহার
গন্ধে গীতে সুরে!
তাঁরেই আমি প্রণাম করি,
তাঁরই চরণ সদাই ধরি,
সবার সাথে সবার মাঝে
সে যে আছে কাছে দূরে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে এবং শনৈশ্চরের মন্দিরের দক্ষিণে তক্রেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এখানে ব্যক্তিগণ সুন্দর অপত্যের কামনা করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস ইনি সুন্দর পুত্র দান করিয়া থাকেন্।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের এক মাইল দূরে ভৈরবনাথের মন্দির অবস্থিত। ইনিই কাশীর কোতোয়াল। ইঁহার সর্ব্বদাই দণ্ড-পাণি। দণ্ডটী প্রস্তরের। কিন্তু এই দণ্ডটী ভৈরবনাথের মন্দিরে নাই একটু দূরে অন্য মন্দিরে আছে। দণ্ডপাণির পূজা মঙ্গল ও রবিবারে হইয়া থাকে। দণ্ডপাণির দুই দিকে শুভ্রম ও বিভ্রম নামে দুইটী গণ আছে। কাশীখণ্ডে ও শিবপুরাণে লেখা আছে যে, হরিকেশ নামে জনৈক তপস্বী আনন্দবনে তপস্যা করিতেছিলেন্। শিব তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কাশীর রক্ষক করেন ও শত্রুকে দণ্ড দিতে আদেশ দেন। বীরভদ্র ও অগস্ত্য-মুনি দণ্ডপাণির অপমান করাতে কাশীবাস হইতে বঞ্চিত হন। দণ্ডের সম্মুখে তিনটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। একদিকে একজন পূজারি মযূর-পাখার দণ্ড ধারণ করিয়া যাত্রীদিগের গাত্রে স্পর্শ করায়। এই স্পর্শের উদ্দেশ্য এই যে, ভক্তগণ তাহাদিগের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত পাপের শাস্তি পাইল এবং মৃত্যুর পর আর তাহাদিগকে স্বকৃত পাপের জন্য শাস্তিভোগ করিতে হইবে না। ভৈরবনাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে দুই দিকের দেওয়াল আলেখ্য-দ্বারা পরিশোভিত। দক্ষিণ দিকে ভৈরবনাথের একটি বড় আলেখ্য আছে। ইহার বর্ণ কৃষ্ণাভ নীল। ইহার পশ্চাতে একটি কুকুরের ছবিও আছে। কুকুর ইঁহার বাহন। দ্বারের বাম দিকে কুকুরের একটি বৃহৎ প্রতি-মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহার উপরিভাগে বিষ্ণুর দশ অবতারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অবস্থিত।

ভৈরবনাথের মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে দুই পার্শ্বে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তাহারা দ্বার-পালেশ্বর নামে খ্যাত। মন্দিরের মধ্যে তাম্র-বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহটীই ভৈরবনাথের আবাস-গৃহ। মূর্ত্তিটী প্রস্তরের কিন্তু মুখটী রৌপ্যের। ইহার চারিটী হাত। গলে পুষ্পহার। সন্নি-কটে একটি প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে। পুরোহিত পার্শ্বে উপবেশন করেন ও লোকদিগের কপালে তিলক দেন্। তিলক দেওয়াকে হিন্দিতে কুঁদি বলে। এই মন্দিরে কুকুরের প্রবেশাধিকার আছে, কিন্তু অন্য মন্দিরে নাই। মন্দিরটী পুণার বাজিরাও-দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরটীতে মহাদেব, গণেশ এবং সূর্য্য-নারায়ণের মূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে শীতলাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজিতা। ইঁহার সাত ভগ্নীরও মূর্ত্তি উক্ত মন্দিরে দেখা যায়। সমগ্র বারাণসী-ধামে শীতলা দেবীর ৪টী মন্দির আছে।

ভৈরবনাথের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে সামান্য দূরে এবং দণ্ডপাণির মন্দিরের মাঝামাঝি নবগ্রহের মন্দির অবস্থিত। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু, এই নয়টী নবগ্রহ নামে খ্যাত। মূর্ত্তি-

গুলি তিন শ্রেণীতে স্থাপিত। প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটী করিয়া মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটী সমস্ত দিনই রুদ্ধ থাকে, কেবলমাত্র প্রাতঃকালে পূজার জন্য উদ্ঘাটিত হয়।

সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া বামদিকের ফটক পার হইয়া যাইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত দণ্ডপাণির মন্দিরে আসা যায়। এখানে কালকূপ নামে একটী প্রসিদ্ধ কূপ আছে। প্রবাদ এই যে, এই কূপে যে-ব্যক্তি স্বীয় আস্য না দেখিতে পায়, তাহার ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। এখানে মহাকালের বিগ্রহ স্থাপিত আছে। মহাভারতোক্ত পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পঞ্চপাণ্ডবের কল্পনা অতীব উত্তম। ভগবান্ এক যোগমায়া-দ্বারা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত-সমষ্টিতে দেহরূপ এক মহাবৃক্ষকে উৎপাদন করতঃ আপনিই পক্ষিদ্বয়ী জীবেশ্বররূপে সখিভাবে তাহাতে অধিবাস করেন্। শরীরঞ্চ কর্ম্মরূপ যে ফল উৎপন্ন হয়, তিনি তাহা আত্মরূপে ভোগ না করিয়া জীবরূপে তাহার ভোক্তা হয়েন। এখন বিষয়টীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সহিত সমন্বয় করা যাইতেছে। এই পঞ্চ পাণ্ডব পঞ্চ মহাভূত এবং যোগমায়া দ্রৌপদী। সাক্ষিরূপে সখিভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন্। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে নর-নারায়ণ বলে। নর অর্থে লিঙ্গোপাধিক জীব, নারায়ণ অর্থে ঈশ্বর। উভয়ের সমানাবস্থা। উভয়েই সমানরূপ এবং অভেদ। অর্জ্জুন কেবলমাত্র ভোক্তা।—কৃষ্ণ ভোক্তা নহেন্। তিনি সারথ্যাদি ক্রিয়ার ছলে কেবলমাত্র প্রেরয়িতৃত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি পাণ্ডবদিগের সখা, পাণ্ডবদিগকে দেখেন মাত্র। সৃষ্টিসেতুভেদক শত দোষ নিবারণ করিবার জন্য তিনি দুর্য্যোধনাদি শত কুকুর এক ভীমের দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে কামাদি শত দোষ একমাত্র বায়ুসাধন প্রাণায়ামেই বিনষ্ট হয়। সুতরাং তিনি এক ভীমের দ্বারা কামাদি-দোষরূপ দুর্য্যোধনাদি একশত কুকুর বিনাশ করেন্। এখন পঞ্চপাণ্ডব ও পঞ্চভূতের গুণের দিকে দৃষ্টি করা যাউক্। তাহা হইলে বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এইগুলি পঞ্চভূত। পৃথিবীই সমস্ত ধর্ম্মের আধার-স্বরূপা এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ক্ষমা। এ-কারণ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাংশভূত ধর্ম্মরাজ বলিয়া খ্যাত। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন। ভীম বায়ুস্বরূপ। মহাভারতেও ভীম বায়ুপুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন্। অর্জ্জুন আকাশস্বরূপ; এ-কারণ ইনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত। আত্মার সদৃশ আকাশ সর্ব্বব্যাপক। এজন্য কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমরূপে বর্ণন করা হইয়াছে; অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই অর্জ্জুন। সর্ব্বভূতাপেক্ষা আকাশকেই ব্রহ্মসান্নিধ্য বলা যায়। ইহাই দেখাইবার জন্য অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের সখ্য এবং এই সন্নিধি-প্রযুক্ত সারথ্যে বৃত হইয়া তিনি এক রথে সহবাস করিয়াছেন। সারথি বলাতে কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে গতি, অতএব ভূতের জড়ত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব জল ও অগ্নিস্বরূপ। এ-কারণ অশ্বিনীকুমারের পুত্র বলিয়া ইহারা উক্ত হইয়াছেন্। সূর্য্যতনুজ অশ্বিনীকুমার জলাগ্নিরূপ। কারণ, সূর্য্য হইতে জলের এবং অগ্নির উৎপত্তি হয়।

জলের গুণ শীতলতা ও আর্দ্রতা। নকুলে তাহা বিদ্যমান আছে। অগ্নির গুণ রূপ; সুতরাং সহদেব অত্যন্ত রূপবান্ এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে অগ্নিস্বরূপ বলা যায়। শরীর-ধারণার্থ পঞ্চীকরণ-প্রভাবে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ প্রভৃতিকে এবং অংশানুসারে ঐশ্বরী শক্তি লইয়াই দ্রৌপদী যোগমায়ারূপা। ইনি আত্মার সখী অর্থাৎ পরমেশ্বরের সহচারিণী মায়া। দ্রৌপদীকেও শ্রীকৃষ্ণ সখী বলিয়া সম্বোধন করিতেন্। যেমন মায়া আত্মাতে লিপ্ত না থাকিয়া তৎসন্নিধানস্থা হইয়া বিশ্বকার্য্যকে চেতনবৎ সম্পাদন করেন্, সেইরূপ দ্রৌপদীও শ্রীকৃষ্ণে লিপ্তা নহেন; কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে থাকিয়া পঞ্চপাণ্ডবাখ্য পঞ্চভূতকে পঞ্চীকরণ-রূপে অংশানুসারে একত্র করিয়া রাখিয়াছেন্। লোকে বলে পাণ্ডবগৃহিণী দ্রৌপদী। ফলে প্রকৃতিরূপে মহামায়া ভগবদিচ্ছানুসারে বিশ্বকার্য্যের সম্পাদিকা হইয়াছেন্। নতুবা এক স্ত্রীর পঞ্চপতি কি সম্ভব? ইহা যেমন লোকবিরুদ্ধ তেমনই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং, রূপকচ্ছলে পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে পঞ্চ-পাণ্ডবাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির গুণে নির্লিপ্ত। সন্নিধানস্থা মায়া স্বীয় গুণে তাঁহাকে গুণবান্ করেন। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিষ্ক্রিয়, দ্রৌপদী-সন্নিধ্য থাকায় পাণ্ডবার্থ বহুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ফলে, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপ-করণ সামর্থ্যরহিত, কেবল দ্রৌপদীই ভারতীয় সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন। "যুদ্ধে তিষ্ঠতীতি যুধিষ্ঠিরঃ।" বিনা যুদ্ধে পৃথিবী স্থির থাকেন না। পৃথিবীর অংশ বলিয়া পাণ্ডবরাজকে যুধিষ্ঠির নামে খ্যাত করা হইয়াছে।

পঞ্চভূতাত্মক শরীরকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া "দ্বা সুপর্ণা ইত্যাদি" শ্রুতির অব-লম্বনে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভীম ও অর্জ্জুন স্কন্ধশাখা। অর্থাৎ বৃক্ষাবয়বের ধারক স্তম্ভ। সুতরাং, সমস্ত দেহের ধারক বায়ু। 'শাখা'-পদে বিস্তার বুঝায়। বিস্তার আকাশ ভিন্ন অন্য নহে। এ-কারণ ভীমার্জ্জুনকে স্কন্ধশাখা বলা হইয়াছে। ফলপুষ্প-পদে রূপ ও রস। পুষ্পের সুদৃশ্যতা-প্রযুক্ত সহদেবের সৌকুমার্য্য। ফলের রস জলীয়াংশ, তৃপ্তিকারক। এ-কারণ নকুলকে ফল কহিয়াছেন। অর্থাৎ জলেই শরীরকে সুতৃপ্ত করিয়া থাকে। যেমন শরীরের সমস্ত অবয়ব জলপ্রিয়, তদ্রূপ যুধিষ্ঠিরাদি সকল ভ্রাতাই নকুলপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের সখা। তাঁহার সত্তাতেই পাণ্ডবগণ সচেতন হইয়া আপন আপন অধিকারগত কর্ম্ম করিয়াছেন। যেমন শ্রুতি-প্রমাণে পক্ষিধর্ম্মী জীবেশ্বর শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া শরীরজ-কর্ম্ম-নিষ্পন্ন স্বাদু ফল আপনি ভোগ না করিয়া জীবকেই ভোগ করান্, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকর্ম্ম-নিষ্পন্ন স্বাদু রাজ্যফল আপনি ভোগ না করিয়া অর্জ্জুনকেই ভোগ করাইয়াছেন্।

বারাণসীধামে যে-সকল লোক তীর্থ করিতে আসে, তাহাদিগকে একবার মণিকর্ণিকাতে আসিতেই হইবে। অন্ততঃ পক্ষে শাস্ত্রের আদেশ এইরূপ। মণিকর্ণিকা একটী কূপমাত্র। ইহার জল পূতিগন্ধবিশিষ্ট হইলেও পাপবিমোচক বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস।

মহাপাপীও ইহার জলে বিগতকল্মষ হয়। কাশীখণ্ডে লেখা আছে যে, বিষ্ণু এই কূপটী স্বীয় চক্রদ্বারা খনন করেন, সেই জন্য ইহার নাম চক্রপুষ্করিণী। কূপ-খনন করিয়া জলের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু স্বীয় ঘর্ম্ম-দ্বারা তাহাকে পূর্ণ করেন্। পরে তিনি উত্তর দিকে যাইয়া যোগ-সাধনে রত থাকেন্। ইতোমধ্যে মহাদেব এখানে আসিয়া কূপটী দর্শনপূর্ব্বক বিস্ময়ান্বিত হয়েন। তিনি দেখিলেন যে, কূপমধ্যে কোটী সূর্য্যের প্রকাশ রহিয়াছে। তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হন্। বিষ্ণু তখন এই বর প্রার্থনা করেন যে, মহাদেব উক্ত কূপটীতে তাঁহার সহিত বাস করিবেন্। এই প্রার্থনায় মহাদেবের এত আনন্দ হয় যে, তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতে থাকে। এই কম্পন-নিবন্ধন মহাদেবের কর্ণের কুণ্ডল কূপে পতিত হয়। এই নিমিত্ত কূপের নাম মণিকর্ণিকা হয়। ইহার অপর একটী নাম মুক্তিক্ষেত্র এবং পূর্ণ-শুভকরণ। মহাদেব এই কূপটীকে তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত করেন। মণিকর্ণিকা-সম্বন্ধে কাশীখণ্ডের কথা আমরা বলিয়াছি; এখন লোকপ্রবাদ কি তাহাও বলিতেছি। একদা হর-পার্ব্বতী কূপের সন্নিকটে উপবেশন করিয়া আছেন্, এমন সময়ে পার্ব্বতীর কর্ণ হইতে আভরণ চ্যুত হইয়া কূপে পতিত হইল। তদবধি মহাদেব কূপটীকে মণিকর্ণিকা আখ্যা দেন। কূপের চারিধারে সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দ্বারা জলে অবতরণ করা যায়। উত্তর দিকের সিঁড়ির ধাপে বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত। কূপের মুখের পশ্চিম দিকে পিতৃগণকে জল দিবার ১৬টী স্থান আছে। কূপোদক পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট।

মণিকর্ণিকা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তি-স্থানে তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইনিই মৃত্যু-কালে মানবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া তাহাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করেন্। ইহার মূর্ত্তিটী ভৃঙ্গারের মধ্যে রক্ষিত। বর্ষাকালে স্থানটী নদীজলে নিমজ্জিত হয় ও তদবস্থায় বিগ্রহটীকে কয়েক মাস থাকিতে হয়। এইজন্য মন্দিরের ভিত্তি দুর্ব্বল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী উচ্চ স্থানের মধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তরের দুইটী পদচিহ্ন আছে। ইহা চরণপাদুকা নামে খ্যাত। পদচিহ্নটী বিষ্ণুর! প্রবাদ এইরূপ যে, বিষ্ণু এই স্থানটীতে মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসে চরণপাদুকা পূজার জন্য লোকের অনেক ভিড় হইয়া থাকে। বরুণা-নালায়ও অনুরূপ পাদুকা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মণিকর্ণিকা-ঘাটের দ্বিতীয় থাকের সিঁড়ি চড়িলে সিদ্ধবিনায়কের মন্দিরে পঁহুছিতে পারা যায়। সিদ্ধবিনায়ক গণেশ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নহেন। মূর্ত্তিটী লাল; ত্রিনেত্র; গলে ফুলের মালা! মস্তকটী হস্তীর। ইঁদুর ইহার বাহন। মন্দির-মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটী রমণীমূর্ত্তি আছে। ইঁহারা সিদ্ধি ও বুদ্ধি নামে খ্যাত।

মণিকর্ণিকা-ঘাটের সন্নিকটে সিন্ধিয়া ঘাট এবং নাগপুর-রাজার ঘাট। পূর্ব্বোক্ত ঘাটটীর উপর একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা অবস্থিত। তাহার গুরুভারে ঘাটটী বসিয়া গিয়াছে।

বারাণসীর উত্তর দিকে বৃদ্ধকালের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী অতিশয় পুরাতন। প্রবাদ এইরূপ যে, সত্যযুগে জনৈক বৃদ্ধ রাজা জরাগ্রস্ত

হইয়া বারাণসীধামে আগমনপূর্ব্বক তপস্যায় রত হন্। মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জরামুক্ত করেন্ ও পুনরায় যৌবন দেন। এই ঘটনার স্মৃতি-রক্ষার্থ রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বৃদ্ধকাল আখ্যা দেন। লোকদিগের বিশ্বাস যে, বৃদ্ধকালের পূজা করিলে একদিকে লোকে যেমন জরামুক্ত হয়, তেমনই অন্যদিকে দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। বারাণসী-ধামে সর্ব্বাপেক্ষা যে সকল পুরাতন মন্দির আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালের মন্দির একটি।

এখান হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া মহাবীরের মন্দিরে যাইতে হয়। ইনি হনুমানের মূর্ত্তি। বিগ্রহটী লাল। ইহার সন্নিকটে কালীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে একটী ষণ্ডমূর্ত্তি আছে। কালীর দক্ষিণদিকের দেওয়ালে গণেশ ও পার্ব্বতী, বামে ভৈরব, সূর্য্য, হনুমান, নারায়ণ (বিষ্ণু), এবং তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত। কালীর মন্দিরের বিপরীত দিকে দুইটী কূপ আছে। তন্মধ্যে একটী অম্লোদক এবং তাহার জলও পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ দীর্ঘায়ু হইবার প্রত্যাশায় ইহাতে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, কুষ্ঠরোগিগণ দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া এখানে স্নান করিলে সেই রোগ হইতে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় কূপটীর জল পান করিতে হয়। কূপোদক মিষ্ট। এখানে অন্যান্য দেবতারও প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। তাহাদিগের সংখ্যা নয়টী। ইহার মধ্যে দুইটী সতীমূর্ত্তিও আছে। পুরাকালে স্বামীর বিয়োগে যে-দুইটী রমণী সতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ এই দুই প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

এই চত্বরের দক্ষিণদিকে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। বিগ্রহটীর অঙ্গে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সর্প বিজড়িত। ইনি নাগেশ্বর নামে খ্যাত। এই চত্বর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় চত্বরে যাওয়া যায়। এখানে দুইটী অশ্বত্থ ও একটী নিম্ববৃক্ষ আছে। এখানে কোন মন্দিরাদি নাই। সন্ন্যাসিগণ এখানে অবস্থান করেন্। ইহার সন্নিকটে আর একটী চত্বর আছে। এখানে বৃদ্ধকালের মন্দির দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধকাল একটী কূপাকারের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উপর কারা দেওয়া হয়। বৃদ্ধকাল একটি শিবলিঙ্গ মাত্র। বারান্দায় গণেশ ও হনুমানের মূর্ত্তি বিরাজিত।

সন্নিকটে মার্কণ্ডেশ্বর ও দক্ষেশ্বরের মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, মহাদেবের অনুকম্পায় মার্কণ্ডেয় অমর হন্। তাই তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মহাদেবের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন্। কাশীখণ্ডে দক্ষের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এখানে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কারণ, দক্ষযজ্ঞের ঘটনা সকলেই জানেন্। বৃদ্ধকালের মন্দিরের মধ্যে দক্ষেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। বৃদ্ধকালের মন্দিরের সংলগ্ন অন্নমৃতেশ্বরের মন্দির দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধকালের মন্দিরের রাস্তায় প্রতি-রবিবারে একটি মেলা হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে বৎসরে একটি করিয়া বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলাটী শ্রাবণ মাসে হয়।

বৃদ্ধকালের মন্দিরের রাস্তায় রত্নেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট বারাণসী-সহরের উন্নতি-কল্পে রত্নেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ইচ্ছা প্রকটিত করেন। মহাদেব স্বপ্নে ম্যাজি-ষ্ট্রেটকে দেখা দেন ও বলেন, যেন তাঁহার

মন্দির ভগ্ন করা না হয়। প্রত্যুষে উঠিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মন্দির-ভগ্নাজ্ঞা রহিত করেন।

* * *

বারাণসী-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে রাজা দিবোদাসের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়। একদিন এমন ছিল যে, বারাণসীধামে মহাদেবের পূজা না হইয়া রাজা দিবোদাসের পূজা হইত। কাশীখণ্ডে লেখা আছে, ব্রহ্মার বরে রাজা দিবোদাস ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া দেবতা ও মনুষ্যের উপর সমভাবে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন্। দেবতাদিগের কিন্তু তাহা সহ্য হইল না। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়, কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করেন্। মহাদেব অনেক চেষ্টার পর গণেশকে উপায় উদ্ভাবন করিতে অনুমতি দেন। গণেশই রাজা দিবোদাসের পতনের মূল। দিবোদাস রাজ্যচ্যুত হইয়া কৈলাসে নীত হন্।

মীরঘাটের সামান্য দূরে দিবোদাসেশ্বরের মন্দির বিরাজিত। ইহা কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ। এখানে অন্যান্য দেবতাও আছেন। তন্মধ্যে একটীর নাম বিশ্ববাহক। ইহার কুড়িটী হস্ত। মন্দিরের সম্মুখে একটী দীপাধার আছে। সময়ে সময়ে তাহা দীপ্ত করা হয়। মন্দিরের সীমানার মধ্যে ধর্ম্মকূপ নামে একটি বিখ্যাত কূপ আছে। এই কূপের সম্মুখে অন্যান্য পঞ্চদেবতার স্থান। দ্বারের সম্মুখে মহাদেবের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। ইহা চারি ফিট উচ্চ। উক্ত পঞ্চদেবতার স্থানের মধ্যে পঞ্চমুখ শিবের বিগ্রহ দেখা যায়।

মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাস্তায় আসিলেই দেখা যায় যে, অনতিদূরে বিশালাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। বিশালাক্ষী পার্ব্বতীর অন্য একটি নাম। এখান হইতে কিছু দূরেই মীরঘাট। ঘাটটী ক্ষুদ্র। এই ঘাটের দক্ষিণ কোণে রাধাকৃষ্ণের মন্দির অবস্থিত। কৃষ্ণ বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহার গলে বনফুলের হার।

অওসানগঞ্জের সংলগ্ন নাগকুয়া-মহল্লায় "নাগকূপ" নামে একটী কূপ আছে। কূপটী অতিপুরাতন। কবে যে ইহা খাত হইয়াছে, তাহা বলা দুঃসাধ্য, কিন্তু কাশীখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। এখানে সর্পের পূজা হইয়া থাকে। সিঁড়িতে প্রস্তর-নির্ম্মিত তিনটী সর্প-মূর্ত্তি দেখা যায়। মহাদেবের বিগ্রহেও সর্প বিজড়িত আছে। বৎসরে একবার করিয়া এখানে মেলা হয়। শ্রাবণ মাসের ২৪ ও ২৫শে মেলাটী হইয়া থাকে। প্রথম দিনে রমণীগণ ও দ্বিতীয় দিনে পুরুষগণ এখানে আসিয়া নাগেশ্বরের পূজা করেন। সিঁড়ির দক্ষিণদিকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। তাহার তলে অনেকগুলি দেবতামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সন্নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি অবস্থিত।

নাগকূপের সামান্য দূরে জাইতপুরা-মহল্লায় "বাগেশ্বরীর" মন্দির আছে। তাঁহার মুখটী অষ্টধাতু-দ্বারা নির্ম্মিত। ইঁহার মস্তকে মুকুট, অঙ্গে বসন ও গলে ফুলহার। ইনি সিংহবাহিনী। চত্বরের মধ্যে একটি সিংহ-মূর্ত্তিও দেখা যায়। আমেটীর রাজা লাল বাহাদুর সিংহ উক্ত সিংহ-মূর্ত্তিটী দান করিয়াছেন্। উক্ত রাজা-সাহেব প্রদত্ত আরও চারিটী সিংহমূর্ত্তি চারিটী স্থানে দেখা যায়। তন্মধ্যে একটী দুর্গাকুণ্ডের মন্দিরে, একটী

বাঙ্গালী-টোলাস্থিত ভৈরবী-দেবীর মন্দিরে, একটী বুলহানালাস্থিত সিদ্ধিমাতা-দেবীর মন্দিরে এবং চতুর্থ সিংহমূর্ত্তিটী গুজরাতী পণ্ডিত গোরজীকে প্রদত্ত হয়। বাগেশ্বরীর মন্দিরের দেওয়ালে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি অবস্থিত। তন্মধ্যে একদিকে রাম, লক্ষণ ও সীতার মূর্ত্তি এবং অন্যদিকে বাগেশ্বরীর বাহন "অগওয়ানে"র মূর্ত্তি। তৃতীয় থাকে সিংহপৃষ্ঠে বিন্ধ্যাচল দেবীর মূর্ত্তি অবস্থিত। এখানকার ঠাকুর দোরারের একটী কামরায় একটী গণেশমূর্ত্তি, নবগ্রহমূর্ত্তি, ও হনুমানের মূর্ত্তি আছে। হনুমানের স্কন্ধের উপর রামলক্ষণ অবস্থিত।

এখানকার মন্দিরের সীমানার মধ্যে অন্য দুইটী মন্দির আছে। তাহাতে জরহরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মূর্ত্তি দেখা যায়। ব্যাধি-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ জরহরেশ্বরের মন্দিরে পূজা করে ও ব্যাধিমুক্ত হইলে দুধ ও ভাং (সিদ্ধি) চড়াইবার কামনা করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আত্মবিসর্জ্জন।

(সামাজিক নাটক)

চরিত্র।

পুরুষ।

হেমচন্দ্র ঘোষ	জমীদার।	মণীন্দ্র রায়	জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খল পুত্র।
সুবোধ	জমীদার-পুত্র।		
সর্ব্বেশ্বর	ঐ কর্ম্মচারী।	ভোলানাথ	মণীন্দ্রের খুল্লতাত।
হরিদাস	ঐ পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য।	প্যারিচাঁদ হারাধন গোবর্দ্ধন	মণীন্দ্রের তিন ইয়ার।
নন্দলাল বসু	গৃহস্থ ব্যক্তি।		
প্রফুল্লকুমার	গৃহস্থ-পুত্র (মেডিকেল কলেজের শিক্ষিত ছাত্র)	নরেন্দ্রকৃষ্ণ	শ্যামনগরের জমীদার।
		জহরলাল	ঐ কর্ম্মচারী।
বিজয়কুমার মিত্র	প্রফুল্লের বন্ধু।	ঘটক, ভৃত্য, দারবান্, কনষ্টেবল ইত্যাদি।	

স্ত্রী।

অন্নপূর্ণা	হেমচন্দ্রের স্ত্রী।	লীলা	মণীন্দ্রের স্ত্রী।
রমা	ঐ কন্যা।	অন্নাবতী	মণীন্দ্রের মাতা।
সুকুমারী	নন্দলালের স্ত্রী।	সরলা	দরিদ্রা গ্রাম্য-রমণী।
ঘটকী, দাসী, পরিচারিকা, ইত্যাদি।			

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর ;—

অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্নপূর্ণা। আজ দশ দিন হ'ল তবুও তাঁর কোন খবর পেলুম না কেন? এমন ত কখন করেন্ না! যদি কোথাও যান্, দু'দিন দেরী হ'লে অম্নি খবর দেন্; চিঠি লেখেন্। এ-বারে এমন কল্লেন কেন? মহলের গোল-মাল হয়েছে ব'লে মহলে গেলেন; বল্লেন্, দু'তিন দিন দেরী হবে; কিন্তু আজ দশদিন হ'য়ে গেল, এলেনও না, কোন খবরও দিলেন্ না! কেন, কি জানি, প্রাণটা আমার কেবল কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। যেন কি অমঙ্গল ঘ'টেছে ব'লে মনে হচ্ছে! হে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন! হে কুলদেবতা! আমার স্বামীকে রক্ষা কর। তাঁর যেন কোন অমঙ্গল ঘটে না, প্রভু!— কাল হরিদাস ব'ল্লে সর্ব্বেশ্বরের কাছে চিঠি এসেছে, তিনি কাল আসবেন্! কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ত' আমাকে কিছু ব'লে পাঠায় নি! অন্য বারে যখন মহলে যান্, তখন সর্ব্বেশ্বরের কাছে চিঠি এলে পরে, সর্ব্বেশ্বর আগে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এবারে কেন তা দিলে না! তবে কি কোন দুঃসংবাদ এসেছে? তাঁর কি অসুখ ক'রেছে? কি জানি, আমার প্রাণ কেন এমন ক'চ্ছে? কিছুতেই যে স্থির হ'তে পাচ্ছি না।

(হরিদাসের প্রবেশ।)

হরিদাস! কাল তুমি যে ব'ল্লে তাঁর চিঠি এসেছে, তা সত্যি কি?

হরি। সত্যি বই কি, বৌ-ঠাক্‌রুন্!

অন্ন। তিনি ভাল আছেন?

হরি। হ্যাঁ, ভাল আছেন বৈ কি! আপনি কেন এত ভাবছেন?

অন্ন। কেন ভাব্‌ছি? কি জানি হরিদাস! আমার প্রাণের ভেতর আজ কেমন ক'চ্ছে। বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কেন এমন হচ্ছে!

হরি। আপনি এত উতলা হবেন না। এখুনি বাবু এসে পড়্‌বেন্। সর্ব্বেশ্বরবাবু এষ্টেটনে লোক পাঠিয়েছেন্।

অন্ন। লোক পাঠিয়েছেন? তা আমাকে কোন কথা বলেন নি কেন?

হরি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, সর্ব্বেশ্বরবাবুর কাছে। দেখি।—

(প্রস্থানোদ্যত হইয়া)

ঐ যে বাবু আস্‌ছেন!

অন্ন। কই? কই? (নেপথ্যে দেখিয়া) তাই ত। আস্‌ছেন্, কিন্তু অত বিমর্ষ কেন? কি হয়েছে! কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

[হেমচন্দ্রের প্রবেশ।]

হেম। অন্নপূর্ণা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার সব গিয়েছে। যাকে বড় বিশ্বাসী জ্ঞান ক'রে, সর্ব্বে-সর্ব্বা ক'রে রেখে আমি আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম্, আমার সেই পরম হিতৈষী আপন ভগ্নীপতি সড় ক'রে মহল নীলাম করিয়ে নিজে বেনামিতে কিনে নিয়েছে! সব নিয়েছে, আমাকে পথের ভিকিরী করেছে! আমার কি হবে অন্নপূর্ণে! আমি কি ক'রে সংসার প্রতিপালন কোর্ব্বো? আমি যে কিছুই ভেবে ঠিক্ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না!

অন্ন। সে কি কথা! কি সর্ব্বনাশ!

হেম। হা ভগবন্! আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

অন্ন। ও কি কথা! অমন অলুক্ষুণে কথা বল্‌তে আছে কি! বিষয় গেছে যাক্। আবার বিষয় হবে। তার জন্যে এত ভাবনা কেন? তোমার শরীর ভাল থাক্। তোমার শরীর ভাল থাক্‌লে, আবার সব হবে। (হেম-চন্দ্রের হাত ধরিয়া) আমার মাথা খাও, স্থির হও, ঠাণ্ডা হও। অমন কোরো না।

হেম। বল কি অন্নপূর্ণা! আমার পিতৃ-পিতামহের সঞ্চিত এত টাকা মূল্যের সম্পত্তি, সব গেল! আমি স্থির হব! ঠাণ্ডা হব! অন্নপূর্ণা! স্থির হয়েই আছি, ঠাণ্ডা হ'য়েই গেছি। আমি পাষাণ; নইলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছি! আমি যে পাগল হয়ে যাই নি, এই আশ্চর্য্য!

অন্ন। কি ক'র্ব্বে? ভেবে কি হবে? লক্ষ্মী-জনার্দ্দন যা কোর্ব্বেন্, তাই হবে।

হরি। ভাবনা কি বাবু! আপনার ত ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে।—তাই থেকে কত টাকা আস্‌বে; আবার বিষয় কিন্‌বেন। ভগবান্ অবিশ্যি, মুখ তুলে চাইবেন্। অকৃতজ্ঞ লোকে ঠকিয়েছে, তিনি ঠকাবেন্ না! আপ্‌নি ভেবে কি কোর্ব্বেন্? তাঁর ভাবনা তিনি ভাব্‌ছেন্।

হেম। হরিদাস! আমার পিতৃপিতামহের সঞ্চিত সম্পত্তি সব গেল রে! আমি কি দিয়ে আর বিষয় কোর্ব্বো? কি ক'রেই বা তোমাদের প্রতিপালন কোর্ব্বো?

হরি। ভয় কি? কেন আপনি কাতর হ'চ্ছেন? বিষয় গেছে, গেলই বা! ব্যবসাতে এইবার ভাল ক'রে মন্ দিন্। আপনি নিজে কল-কারখানাগুলো দেখুন, তাতেই বেশ সংসার চ'লে যাবে। না হয়, দু'দিন একটু কষ্ট হবে। আপনি নিজে যদি পাটের ব্যবসাটা দেখেন, তা' হলে দু'দিনে কতটাকা ঘরে আস্‌বে।

অন্ন। হ্যাঁ, তাই কোরো। হরিদাস যা বল্‌ছে, তাই শোন। ভেবে ত আর উপায় নেই? ভাব্‌লে ত আর কোন ফল হবে না? তখন কেন মিছি মিছি, ভেবে শরীরটে মাটি কোর্ব্বে? তোমার শরীর ভাল থাক্‌লে পর, সব হবে।

হেম। (ভাবিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, অন্নপূর্ণা! তাই কোর্ব্বো। বিষয় গেছে, তাতে তোমাদের যে-কালে দুঃখ হয় নি; তখন আমিও দুঃখ কোর্ব্বো না! তোমাদের সুখেই আমার সুখ, তোমাদের দুঃখেই আমার দুঃখ।

(সুবোধের প্রবেশ)

সুবোধ। বাবা, বাবা, আমার জন্যে কি এনেছেন্? দুটো ময়ূর আন্‌বেন্ বলেছিলেন, এনেছেন্?

হেম। (নিরুত্তর)

সুবো। (হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া) চুপ করে রইলেন্ কেন, বাবা? কথা কইছেন না কেন? কি এনেছেন্? হরিণ এনেছেন্? আমার হরিণটা মরে গেছে; আমার একটা হরিণ চাই।

হেম। হরিদাস! তোমরা আমাকে স্থির হ'তে বল্‌ছ, ভগবান্ আমাকে স্থির হতে দিচ্ছেন কই? এই আমার নয়নের মণি সামান্য একটা জিনিষের জন্যে এমি আব্দার ক'র্ব্বে, আর আমি অচল পাষাণের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? ভগবান্ আমার বাক্‌শক্তি ত রহিত করেন্ নি?

হরি। (সুবোধের প্রতি) চল সুবোধ! আমি ময়ূর এনে দোব, আমার সঙ্গে এস।

অন্ন। যাও বাবা! তোমার হরি-কাকার সঙ্গে বেড়িয়ে এস। তোমার দিদি কোথায়? কি কচ্ছে?

সুবো। দিদি তার খরগোস নিয়ে খেলা ক'চ্ছে। আমার হরিণটা ম'রে গেল! বাবা আমাকে আর একটা হরিণ কিনে দিলেন না! দিদির চারটে খরগোস্!

হরি। চল, চল, আমি দোব এখন। হরিণের জন্যে আবার ভাবনা কি?

[সুবোধকে লইয়া হরিদাসের প্রস্থান]

(নেপথ্যে) বাবু!—

হেম। কে ও? সর্ব্বেশ্বর?

(নেপথ্যে) আজ্ঞে হাঁ।

হেম। কি বল্‌ছ? ভিতরে আস্‌তে পার।

(সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ ;—
অবগুণ্ঠন দিয়া অন্নপূর্ণা একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন)

সর্ব্বে। (বিচলিত স্বরে) বাবু,—বাবু, বিপদের উপর বিপদ্ উপস্থিত! আমাদের পাটের গুদামে আগুন লেগেছে। এইমাত্র সরকার এসে ব'লে গেল। কি হবে বাবু! কি উপায় করা যাবে?

হেম। আগুন লেগেছে? বে-শ হয়েছে। সু-সং-বা-দ-এনেছ। আর কিছু সংবাদ নেই সর্ব্বেশ্বর? যাগ্-যাগ্, সব যাগ্; আমি যাই, তুমি যাও, সুবোধ যাগ্, রমা যাগ্! একেবারে সব যাগ্। একদিন ত সব যাবেই, তবে আর মায়া কেন?

সর্ব্বে। অমন ক'চ্ছেন্ কেন বাবু? স্থির হোন্!

হেম। তোমরা সবাই বল্‌ছ স্থির হ'তে! আমি স্থির ত' হ'য়েই আছি! অস্থিরতার আর কি দেখ্‌লে তুমি? এইমাত্র হরিদাস আমায় বুঝিয়ে গেল, পাটের ব্যবসায় চালাতে! তাতেই দুঃখ দূর হবে; আবার বিষয় আশয় হবে। আবার তুমি খবর আন্‌লে গুদোমে আগুন লেগেছে!

সর্ব্বে। আপ্‌নি স্থির হোন্; যাতে গুদোমের অবশিষ্ট মাল রক্ষা হয়, তার একটা উপায় করুন্।

হেম। উপায় আমি কি কোর্ব্বো সর্ব্বেশ্বর? উপায় ক'চ্ছেন্ নারায়ণ!

সর্ব্বে। কি করা যাবে, অনুমতি দিন্!

হেম। অনুমতি? অনুমতি আমি কি দোব বল? আগুনকে ব'ল্‌ব কি, তুমি নিবে যাও?

সর্ব্বে। না, না, তবে আমি যাই; দেখি গে, যদি কোন উপায়ে কিছু রক্ষা ক'র্ত্তে পারি। তবে আমি চল্লুম্!

[হেমচন্দ্রকে প্রণাম ও প্রস্থান]

হেম। অন্নপূর্ণা! দেখ্‌লে বিধাতার খেলা? যার যখন যায়, তখন তার এম্নি ক'রেই কি সব যায়?

অন্ন। তেবে আর কি হবে? আবার সব হবে। আমার গয়না আছে, টাকা আছে, তাতেই এখন চল্‌বে। আবার সব হবে।

হেম। অন্নপূর্ণা! এতদুঃখেও তোমার সহিষ্ণুতা দেখেও আনন্দ হয়।

অন্ন। চল, মুখে-হাতে জল দেবে চল।

(অন্নপূর্ণা হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বৈঠকখানা।
মণীন্দ্র, প্যারিচাঁদ, হারাধন ও গোবর্দ্ধন।)

মণি। বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি? বড়

আস্পর্দ্ধা বেড়েছিল! এত অহঙ্কার! এত দর্প! বাবা! যা রয় সয়, তাই ভাল! অতি-বাড় কিছু নয়! এখন কেমন হয়েছে? যেমন কর্ম্ম তেমি ফল!

গোব। পাপ কল্লেই বাড়ে বল!

হারা। ও কি? তুমি বল্‌তে পার্লে না, বাবা! পাপ কর্লেই ভুগ্‌তে হয়!

গো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যা, যা! তুই বড় পণ্ডিত হয়েছিস্!

প্যারি। ও-সব কথা-কাটাকাটি রাখ্। আজ আনন্দের দিন, আমোদ কর, আমোদ কর! এস, সবাই মিলে আজ প্রাণ ভ'রে ফূর্ত্তি করা যাগ্।

গোব। কেন হে? কি হয়েছে? ব্যাপার-খানা কি?

প্যারি। ব্যাপার আর কি? শত্রু-দমন হয়েছে।

হারা। কে, কে, শত্রু কে? কা'র কি হয়েছে?

মণি। আরে ঐ হেম-ঘোষটা! ওটার কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল বলে ওটা অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখ্‌ত! এখন সব গিয়েছে,... মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

হারা। অ্যাঁ? বল কি! কি করে গেল? কি ক'রে গেল?

প্যারি। ওটার ভগ্নীপতি...কালেক্টা-রির খাজনা দেয় নি, বলে সমস্ত সম্পত্তি নীলামে বিকিয়ে গেছে।

মণি। সেও আমার ফন্দি! সেও আমার ফন্দি!

হারা ও গোব। হাসিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ—। বেশ হয়েছে,—বাবা! বেশ হয়েছে।

তা—তোমাদের—আমাদের সঙ্গে বিবাদটা,—শত্রুতাটা—কি ক'রে হয়েছিল?

মণি। আরে, ওর একটা খুব সুন্দর মেয়ে আছে না?

গোব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছেই ত, আছেই ত। তার কি হ'য়েছে?

মণি। হেম ঘোষের সঙ্গে আমার বাবার বেশ ভাব-সাব ছিল। বাবা সেই মেয়েটাকে দেখে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ব'লে-ছিলেন। বলে কি না, এত ছোট মেয়ের আমি বিয়ে দোব না।

হারা। তাই ত। ইঃ-স্, কি আস্পর্দ্ধা! কচি খুকি মেয়ে আর কি?

মণি। শুধু কি তাই? ওর স্ত্রীটা আবার বলে কি না,—মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দোব, তবু মাতালের হাতে দোব না।

প্যারি। এইবার কেমন জব্দ? সে জলে ফেলে!

হারা। কে মাতাল? মণিবাবু? মণি-বাবুকে মাতাল বলে? যে বলে তার সাত-পুরুষ মাতাল, চোদ্দপুরুষ মাতাল!

মণি। তারপর শোন না! বাবা ত হঠাৎ মারা গেলেন। মা কল্লে কি না, একটা কালিন্দী কুটুরে পেঁচীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলে! আমার কি এতে রাগ হয় না?

হারা ও গোব। হবে না? এক-শ' বার হবে, হাজার বার হবে, লক্ষ বার হবে।

মণি। বাবা! আমার সেই রাগ বরাবর মনে ছিল! আমি কি সহজে ভুলি?

হারা ও গোব। তা কি পারেন্? তাকি পারেন্? এত বড় কথাটা কি মানুষে ভুল্‌তে পারে?

মণি। তা'র ঐ ভট্টাপতি,যে ওর বিষয়ের ম্যানেজার ছিল, সে হ'চ্ছে, আমার মামাত ভাই। তা'কে হাত কর্‌লুম। আমিই তা'র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একাজ করিয়িছি। নইলে সে ত একটি আস্ত ম্যাড়াকান্ত! তার কি এত সাহসে কুলোয়?

প্যারি। বাবা, আবার শুন্‌ছি ব্যাটার পাটের গুদামে আগুন লেগে গেছে।

মণি। এইবার "অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ" হবে। যদি আমার হাতে কিছু টাকা থাকৃত, তা হ'লে আমিই বিষয়টা কেঁকে নিতুম্। তা পার্লুম না; আমার যে খরচ! সেই তা'র খুড়োর নামে কিনে নিয়েছে।

হারা। বেশ হয়েছে! এইবার দেখা যাবে কি ক'রে মেয়ের বিয়ে দেয়?

গোব। এইবার আমাদের মণিবাবুর পায়ে ধ'র্ত্তে হবে।

হারা। ওর ত' বিয়ে হয়ে গেছে! উনি কি আর বিয়ে ক'র্ত্তে পারেন?

গোব। রাম! রাম! তাও কি পারেন?

মণি। পারি না কি-রকম? আলবৎ পারি!

হারা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা পারেন্ বৈ কি। খুব পারেন্! মনে ক'র্লেই পারেন্।

প্যারি। নাও, নাও, শত্রু-নিপাত-কামনায় সব এক এক গ্লাস টান।

হারা। দাও-ভাই! আমার একগ্লাসে সামাবে না, বোতল শুদ্ধ দাও। (বোতলে মদ্যপান)

প্যারি। নাও, মণিবাবু, তুমি আজ বেশী ক'রে খাও। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই, মামা! সাপ-পাতিকে ডিক্রিজা ক'রে দিয়েছ!

(সকলের মদ্যপান)

মণি। এখনও আমার রাগ যায় নি। তার সেই মেয়েটাকে ধ'রে এনে আমার এই পা টেপাতে পারি, তবেই আমার গায়ের জ্বালা যায়।

প্যারি। হ্যাঁ, টেনে এনে পা টেপাতে হবে বই কি!

গোব। এত বড় আস্পর্দ্ধা! বলে কি না মাতালের হাতে দোব না?

মণি। মদ খাই, আমার বাবার পয়সায় খাই; তোর বাবার তাতে কি রে...?

হারা। তোর বাবার কি রে...?

প্যারি। খাও বাবা, আজ শত্রুর কল্যাণে বেশী ক'রে খাও। ফূর্ত্তি কর, ফূর্ত্তি কর! (মদ্যপান ও অপর সকলকে দান)। একটা গান গানা ভাই! নইলে আসরটা জম্‌ছে না!

[হারাধন ও গোবর্দ্ধন উঠিয়া দাঁড়াইল]

(রুদ্রমূর্ত্তি ভোলানাথের বেগে প্রবেশ।)

ভোলা। দাঁড়া ব্যাটাছেলে। আসর জমাচ্ছি ভাল ক'রে। ব্যাটা, এখানে আড্ডা-বাড়ী পেয়েছ? ম'লে! একেবারে বয়ে গেলি, হতভাগা? বাড়ীতে এ সব কি কাণ্ড! দাদা মারা গিয়ে অবধি যেন কি হয়ে উঠেছিস্। সর্ব্বস্ব এরি মধ্যে ওড়ালি, ছোট ছোট ভাই-বোনগুলো রয়েছে, তাদের কি দশা হবে, সে ভাবনা নেই; ঘরে সোমত্ত বউ রয়েছে, তাকে চ'খে দেখা নেই; বাড়ীতে আমরা রয়েছি, লজ্জাসম্মান নেই? বেরো বাড়ী থেকে, হতভাগা কোথাকার!

মণি। কি এ-ম-ন অ-ন্যা-য় কা-জ-টা ক'রে-ছি?

ভোলা। তবেরে পাজী ব্যাটা। ভদ্র-

লোকের বাড়ীতে ব'সে মাতলামী? দুঃস্তোর মাতালের মুখে আগুন। মদের মুখে মারি লাথি!

[প্যারির নিকট হইতে মদের বোতল কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা সশব্দে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল।]

প্যারি। আহা হা! সব-নষ্ট ক'লে, সব নষ্ট ক'লে!

ভোলা। দূর-হ—দূর-হ,—বেরো বাড়ী থেকে। (ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন্।)

মণি। আহা, ওদের মেরো না কাকা! মারতে হয়, আমাকে মার।

ভোলা। একেবারে উচ্ছন্ন গেছিস্? দেখ্ ম'ণে! যদি ভাল চাস্ ত' খবরদার, আর এমন কাজ করিস্ নে। এবার যদি বাড়ীতে এ-সব দেখি, তা হ'লে তোকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দোবই। তুই হ'লি কি? দাদার নাম ডোবাতে বসেছিস্? একেবারে গোল্লায় গেছিস্?

[ভোলানাথের প্রস্থান]

মণি। খুড়ো গাইলে মন্দ নয়। কি বল হে?

প্যারি। বাবা, আমাকে যে ধাক্কা দিয়েছে, আমি তাই সাম্‌লে গেছি। অপর কেউ হ'লে চিৎপাত্ হ'ত!

গোব। আর একটু টান, তা হ'লেই সব ভাল হ'য়ে যাবে। আমাদের ও-সব ঢের সওয়া আছে।

প্যারি। খাব কি? খুড়ো কি আর কিছু রেখেছে? আহা! বোতলটা না ভেঙ্গে যদি আর দু'ঘা মারত, তাহলেও ভাল ছিল। একটুও রাখে নি, বোতলশুদ্ধ চুমুকার!

মণি। যাবি তুই? আমার আলমারীতে আছে। বার ক'র্ত্তে ভয় হ'চ্ছে; কি জানি, আবার যদি এসে পড়ে?

গোব। চল মণিবাবু! একটু বাইরে যাওয়া যাক্। ঘরের ভিতরে আর ভাল লাগে না।

মণি। আমার মাথা ঘুরছে, গা টল্‌ছে, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

প্যারি। ভয় কি বাবা! আমরা কাঁধে ক'রে তোমায় নিয়ে যাব।

[মণীন্দ্রকে ধরাধরি করিয়া স্কন্ধে লইয়া সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের শয়ন-কক্ষ;—হেমচন্দ্র ও অন্নপূর্ণা।

অন্ন। আমি যা' বলি তা' শোন; মেয়ে-মানুষ বলে অগ্রাহ্য কোরো না। মিছি মিছি ব'সে ভাবলে কি হবে? তা'তে মন খারাপ, আর শরীর মাটী হবে বই ত নয়? আমার গয়নাগুলো নাও, একটা সেক্‌রা ডাকিয়ে সে-গুলো বিক্রি ক'রে দাও। সেই টাকাতে একটা ব্যাবসা ট্যাবসা চালাও। তাতে সংসারও চল্‌বে, মনও বেশ ভাল থাক্‌বে।

হেম। বল কি অন্নপূর্ণা তোমার গায়ের গয়না নিয়ে ব্যাবসা ক'র্ব্বো।

অন্ন। তাতে তোমার কি হ'য়েছে? গয়না কিসের জন্যে? টাকা লোকের হাতে থাকে না, খরচ হ'য়ে যায়। সময়-অসময়ে দরকার হবে ব'লেই লোকে গয়না গড়িয়ে রাখে। নইলে গয়না কি কেবলই প'রে সেগেগুজে বেড়াবার জন্যে? তা কখন নয়। (আলমারি হইতে গয়নার বাক্স বাহির করিয়া)

এই নাও। বাইরে গিয়ে একজন সেক্‌রা ডাকিয়ে, এগুলো এখুনি বিক্রি করিয়ে দাও! সেই টাকা ব্যবসাতে ফেল। বিপদের সময় কাতর হওয়া পুরুষ মানুষের উচিত নয়।

হেম। (অন্নপূর্ণার হস্ত হইতে বাক্স গ্রহণ করিয়া পার্শ্বে রাখিলেন।) আবার কি ব্যবসা কোর্ব্বো? যে ব্যবসা ছিল, তাত গেল!

অন্ন। যে-ব্যবসা তোমার ছিল সেই ব্যবসাই চালাও, নয় ত' যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই কর! ব্যাবসা ট্যাবসার কথা আমি মেয়ে-মানুষ, কি বুঝ্‌ব? সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভাল হয়, তাই কর। সর্ব্বেশ্বর খুব বুদ্ধিমান্ লোক। আর একটা কথা—(ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন)।

হেম। বল, কি কথা?

অন্ন। অত লোক-জনের দরকার কি? যখন যেমন তখন তেমন ক'র্ত্তে হয়। লোক-জন সব ছাড়িয়ে দাও। নিতান্ত যা না হ'লে নয়, তাই দু'-একজন রাখ! কাজ তুমি নিজে দেখ। তুমি দেখ্‌লে, নিজের কাজ নিজে কর্ত্তে পার্লে, একা পাঁচজন লোকের কাজ ক'র্ব্বে। তোমার একটু কষ্ট হবে; তা কি হবে? সময়ের মত ত চল্‌তে হবে?

হেম। আচ্ছা, যা বল্‌ছ, তাই কোর্ব্বো। তোমার মতন স্ত্রী যার সহায়, তার ভাবনা কি? আর ভাব্‌বো না! এইবার মন্ত্রীর পরামর্শ নিয়েই সব কাজ কোর্ব্বো! কেমন?

অন্ন। অত ঠাট্টা কেন?

হেম। ঠাট্টা করি নি; সত্যি বল্‌ছি! এইবার থেকে সব কাজ তোমার মত নিয়ে কোর্ব্বো! দেখি ঈশ্বর কি করেন্।

অন্ন। আমাদের বাড়ীর ঝি-চাকরদেরও এখন জবাব দিয়ে দিই। ভগবান্ যদি দিন দেন, তখন আবার রাখা যাবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।)

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র ললিত (হিন্দুস্থানী সুর)—আড়াঠেকা।

দিবা হলো অবসান ডুবিছে মিহির,
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।
মেঘের বরণ জল,　　সাগরেতে শতদল,
একি কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর।
পত্র পরে চারি ধারে　　সখীগণ নৃত্য করে,
করতালি দিয়ে করে উড়ায় ভ্রমর।
ছড়ায়ে কুন্তলপাশ,　　অধরে মধুর হাস,
পবনে উড়ায় বাস ভুলাতে অমর।
এসো কে দেখিতে যাবে, এ মায়া ফুরায়ে যাবে,
এখনি ভানু ডুবিবে, আসিবে তিমির।
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর।

কথা ও সুর—কবি ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।　　স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২ ৩
II সা ঋা -া মা । -া -া মা মা । দা -া -া -পদা।
দি বা হ • • লো অ ব • • ••

• ১ ২
| -পদা -দা পা -া I গা মা -া -গা। মা দা -া পা |
•• • সা ন ভু বি • • ছে মি • হি

৩ • ১
| -া মা -গমা -পমা। -গঋা -সা -ঋসা ণ্া I পা দা র্সা -া |
• • •• •• •• • •• র ঘা মি নী •

২ ৩ •
| -া র্সা না র্সনা । -দা -পদা ণদা পা । -া -া -া -া I
• আ নি তে • • •• ধী • রে • • • •

১ ২ ৩
I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা |
চ লে • • ছে স • মী • • •• ••

| -গঋা -সা -ঋসা ণ্া I
•• • •• র

| পা পা -দপা -মা । পা দা দা র্সা । -া -নর্সা -ঋর্সা র্সা |
মে ঘে •• র ব র ণ • ০• •• অ
প ত্র •• প রে চা রি • •• •• ঘা
এ সো •• • কে ছে খি তে • •• •• ঘা

| র্সা -া -া -া I র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা ঋা -া -র্সঋা |
ন • • • সা গ রে তে শ ত • ••
রে • • • স খী গ ণ নৃ ত্য • ••
বে • • • এ মা য়া কু য়া যে • ••

| -ঞ্জঋা -র্সা না র্সনা । -দা -পদা -ণদা -পা I পা দা র্সা -া |
•• ম ন • • •• •• এ কি কা •
•• ক রে • •• •• ক র তা •
•• যা বে • •• •• এ খ নি •

| -া র্সা না র্সনা । -দা -পদা -নদা দা । পা -া -া -া I
• মি নী • র • •• •• ছ ল • • •
• লি লি • য়ে • •• •• ক রে • • •
• ভা ন্থ • ভু • •• •• বি বে • • •

I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা |
এ্রা সে • ক রি • ব •••
উ ড়া •• ম ন্ত্র • ম
আ সি যে ন্ি ন্ি •••

| -গঋা -সা -ঋসা ণ্া I
•• • •• র
•• • •• র
•• •• র

I সা সা সা সা । সা ঋা -া -া । -া -া -সঋা -ঋধা |
ছ ড়া যে কু স্ত ল • • • • •• ••

| ঋা সা া -া I সা ঋা মা মা । মা মা -া -া |
পা শ • অ ধ রে ম ধু র • •

| -া -গমা -পমা -মা । গমা পমগা -ঋা -সা I পা দা র্সা র্সা |
• •• •• • হা • •স • • প ব নে উ

| র্সা র্সা -া -া । -না -সনা -দা -পদা । ণদা দা -পা -া I
ভা ব • • • •• • •• বা • স • •

I গা মা -া -গা । মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা |
ভু লা • • তে অ • ম • • •• ••

| -গঋা -সা -ঋসা ণা I পা দা র্সা -া । -া র্সা না র্সনা |
•• • •• র যা মি নী • আ নি ছে•

| -দা -পদা ণদা পা । -া -া -া -া I গা মা -া -গা |
• •• নী • রে • • • • চ লে • •

| মা দা -া পা । -া -মা -গমা -পমা । -গঋা -সা -ঋসা ণ্া I I
ছে স • মী • • •• •• •• •• র

সদাচার।

ন্যায়বান্ নরপতির সাম্রাজ্যশাসনের বিধি-সমূহ যদ্রূপ মানবকে দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করে, সদাচারও তদ্রূপ মানবকে স্বার্থান্বেষণপর অবিমৃষ্যকারী স্বয়ম্ভূ ব্যক্তিগণের অশিষ্টতা ও রুক্ষতার কবল হইতে পরিত্রাণ দিয়া থাকে। বিভিন্ন দেশের সদাচারপদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই এক এবং সে উদ্দেশ্য সমাজে পরস্পর-সংঘর্ষ-নিবারণ এবং দৈনন্দিনজীবনে সুখ ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধিসাধন। কারণ, পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে, সদাচারে এবং দয়ার কার্য্যে কোনও পার্থক্য নাই। বাস্তবিক, সদাচার বা সদ্ব্যবহারের মূলে নিঃস্বার্থতা, উদারতা,—আপনার অপেক্ষা প্রতিবেশী জনেই সমধিক প্রীতি এবং মহাজন-প্রদর্শিত উন্নত আদর্শ স্বকীয় জীবনে প্রকটিত করিবার জন্য নরনারীর ঐকান্তিকী বাসনা।

সুতরাং স্থলবিশেষে কখনও যদি আবশ্যক প্রকৃত সদাচার-বিষয়ে মানব অজ্ঞ বা সন্দিহান হয়, তাহা হইলে তখন তাহার অন্তঃকরণে কেবলমাত্র এই প্রশ্ন উদিত হওয়া উচিত যে, সেস্থলে নিঃস্বার্থ ও বিবেচনাপূর্ণ কর্ত্তব্য কি? এবং তাহা হইলে সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সম্ভাবনা অতিশয় অল্পই থাকে। প্রকৃতির ক্রোড়পালিত নরনারীর মধ্যে আমরা প্রায়শঃই এই তথ্যের যাথার্থ্য অবলোকন করিয়া থাকি। সামাজিক-শিক্ষা লাভ না করিয়াও তাহারা তাহাদিগের নিঃস্বার্থপরতা এবং পরানুভূতিতে সদাই সমাদরণীলতা প্রভৃতির গুণে স্বভাবতই কেমন উদার ও অমায়িক।

সমাজে প্রতিপত্তিলাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু সদাচার-দ্বারা প্রায় অধিকাংশ মনুষ্যই সকলের প্রীতিভাজন হইতে সমর্থ। এবং সদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তি, দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌবনকালে-সম্যক্ সুশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া থাকিলেও, উন্নত সভ্য সমাজের সাধারণ রীতিনীতিগুলি শিক্ষা করিতে তৃণাবোধ করে না। কারণ, যদিও এ-সকল বিষয়ে অজ্ঞতা কোনও লজ্জার বিষয় নহে, কিন্তু তথাপি অতীব সহজলভ্য জ্ঞানার্জ্জনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা মূর্খতামাত্র। এইসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের জ্ঞানের সহিত মানুষ যদি নিঃস্বার্থ স্বভাবের অধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে সামাজিক ব্যবহারে ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা অতিশয় অল্প। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোনও বক্তাকে—তিনি তাঁহার বাক্যদ্বারা শ্রোতার চিত্তহরণে যতই অসমর্থ হউন্ না কেন,—বাধা প্রদান করা সদাচার-বিরুদ্ধ। কারণ এই কার্য্যদ্বারা বক্তার বাক্য অপেক্ষা আপনার বাক্যের অধিকতর গুরুত্ব ও সারবত্তা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং, ঔদ্ধত্য প্রকাশ না করিয়া শান্ত শ্রোতা হওয়া সদাচার-সঙ্গত।

অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট সদাচার-পদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ সামাজিক আচার-ব্যবহারকে এক প্রাণহীন বৈচিত্র্যহীন একরূপতায় পরিণত করে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তেই দেখা যাইতে পারে যে, নীরস বক্তাকে সদাচারানুরোধে যদি সংযত না করা হয়, শ্রোতৃবর্গের অন্যমনা হইবার

যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং প্রকৃষ্ট বাগ্মিবরের পক্ষে শ্রোতা ও তাঁহাদিগের ধৈর্য্যলাভ দুষ্কর হইয়া পড়ে। কেহ কেহ পুনরায় সদাচারের কৃত্রিমতা-বিষয়ে অভিযোগ করিয়া থাকেন্। যিনি আপনাকে বাক্যমনে একরূপ বলিয়া ঘোষণা করেন্, সেই সরলতাভিমানী ব্যক্তির নির্ব্বন্ধ—"সহজ হও, কৃত্রিমতা পরিত্যাগ কর।" কিন্তু এই সকল প্রকৃত বিপৎসমূহ সত্ত্বেও জগতের সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কেবলমাত্র কৃত্রিমতাবর্জ্জনই, সহজ হওয়াই সমাজের রীতি হয়, অন্য কোনও শঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে সামাজিক জীবন অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিবে। মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানব স্বভাবতঃই পরস্পর-সংগ্রাম-প্রিয়, বিরোধাভিলাষী জীব এবং এস্থানে এই সদাচাররূপ সমাধান না থাকিলে সমাজের অস্তিত্বও বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত—

হিয়ার বনে তোমার বেণু।

আমার হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে;
তব অভিসারের ভূষণ লয়ে'
অবশ তনু সেজেছে!
বুক-দ্বারে মানস-ভ্রমর
গুঞ্জরি কয় তোমার খবর,
শুনে' বসন্ত-গান, প্রাণের বাগান
ফুলের হাসি হেসেছে;
হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে!

জেগে দেখি তোমার হাওয়া
উড়িয়ে নেছে সকল চাওয়া,
আমার সকল অণু শুনিয়ে বেণু
অরুণ-রাঙায় রেঙেছে!
যা' আছে মোর ধর ধর,
পরশ দিয়ে সরস কর,
ওগো এতদিনে সহজ ধরম
সরম-বেড়ি ভেঙেছে।
হিয়ার বনে তোমার বেণু
বেজেছে! *

দরবেশ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পশুচিকিৎসা।

পশুদিগের মধ্যে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে পীড়িত পশুগুলিকে অন্যত্র রাখা কর্ত্তব্য। অন্যথা সুস্থ পশুগুলিও রোগাক্রান্ত হইবে। শুশ্রূষাকারিণী সর্ব্বদা রোগনাশক পদার্থের দ্বারা হস্তপদ ধৌত করিবে। পীড়িত পশুদিগের গৃহে চূণ ছড়াইয়া দেওয়া উচিত।

স্তন-স্ফীতি :—গাভী ও মহিষের স্তন-

* রবীন্দ্রনাথের "আমার আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না" হবে।

গ্রন্থির স্ফীতি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই রোগে দুগ্ধ কমিয়া যায়। শরীরের উষ্ণাবস্থায় শৈত্যের আক্রমণ, খারাপ দোহন, দোহনের পূর্ব্বে বহুক্ষণ ধরিয়া ওঁনে দুগ্ধের অবস্থিতি, গোয়ালঘরের পাকা মেজ, দোহনকালে বাঁটে খামচি কাটা, দুগ্ধ নিঃসৃতিতে বাধা, বাঁট ধৌত করণান্তর তাহাকে আর্দ্র রাখা প্রভৃতি কারণে উক্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এই রোগটী প্রায়ই দেখা যায়। এই রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ নিচয় ঘটিয়া থাকে :—গ্রন্থির স্ফীতি, স্পর্শে যন্ত্রণা, চর্ম্ম লাল এবং গাভীর পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্যে একটি পদ খঞ্জ হয়। দুগ্ধ কমিয়া যায়, জাল দিলে দুগ্ধ ফাটিয়া যায় এবং দুগ্ধের সহিত রক্ত প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। পূঁজ জন্মিলে বাঁট নরম হয়। নবপ্রসূতা গাভীর বাঁট প্রায়ই ফুলিয়া থাকে। সামান্য ফোমেণ্ট করিলেই তাহা আরোগ্য হয়। উষ্ণ রেড়ীর তৈল দিয়া বাঁটটী দিনে তিনবার ডলিয়া দিবে। ধূম লাগাইলেও উপকার দর্শে। এরূপ অবস্থায় জুলাপ দেওয়া উচিত। দেড় সের ঘৃত খাওয়াইলেই জুলাপের কার্য্য করিবে। এই জুলাপের সহিত দুই সের পুরাতন গুড় ও এক সের কাল জিরে পূর্ণবয়স্ক গাভীকে তিন দিন খাওয়াইবে। ম্যাগ্‌নেসিয়া গাভীকে দিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা দুগ্ধ অপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। জলের সহিত সোরা মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে। সময়ে সময়ে দুগ্ধ টানিয়া বাহির করিয়া দিবে অথবা বাছুরের দ্বারা দুগ্ধ খাওয়াইয়া দিবে। উত্তমরূপে ফোমেণ্ট করিয়া বেলে-ডোনার পুলটিস্ সমস্ত গ্রন্থিতে লাগাইয়া একটা ব্যাণ্ডেজ কোমর পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দিবে। কখনও ফোড়া আপনিই ফাটিয়া যায়, কিন্তু অস্ত্রোপচার-দ্বারা যন্ত্রণার অতি লাঘব হয়। ক্ষতের গর্ত্তটীতে কার্বলিক অথবা মোমের মলম লাগাইবে। যদি রোগ সময়ে ধরা যায় ও ফোমেণ্ট করা যায়, তবে তাহা কঠিন হইতে পায় না। এমন কি আরোগ্য হইয়া যায়।

মহিষের বাঁটে প্রায়ই একটা গোল পদার্থ জন্মিয়া দুগ্ধ নির্গমনে প্রতিবন্ধকতা করে। বাঁটে হস্ত প্রদান করিলেই সেই গোল পদার্থের অনুভব করিতে পারা যায়। যে-সকল গাভী বা মহিষের বাঁটে গোল পদার্থ থাকে, সে-সকল গাভী বা মহিষ কখনও ক্রয় করিবে না।

বাঁটে ক্ষত :—বাঁটে ঘা অনেক করিণে হইয়া থাকে। গাভীর গৃহের মেজেতে চূণ দিলে বাঁটে ফুস্কুড়ি জন্মে ও পরে তাহা ঘায়ে পরিণত হয়। বাঁটের নব দুগ্ধ যদি মুছাইয়া না দেওয়া হয়, তবে গাভীর বাঁটে ঘা জন্মে; বাঁট দিয়া রক্তও বাহির হয়। এরূপ অবস্থায় একটা ভাণ্ডরা খুব গরম করিয়া তাহার উপর দুগ্ধ দোহন করিবে, অবশ্য উক্ত ভাণ্ডরাটী বাঁটের খুব সন্নিকটে ধরা চাই। এতদ্দ্বারা ধূমটী বাঁটে লাগিবে; সুতরাং রোগেরও উপকার দর্শিবে। যে-সকল স্থলে গাভীর বাঁট আক্রান্ত হয়, সে-সকল স্থলে জুলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। জুলাপের উপকরণ—১ সের ১ পোয়া ঘৃত এবং চার আউন্স (২ ছটাক্) কাল জিরা। স্তন ও বাঁটে উষ্ণ রেড়ীর তৈল প্রত্যহ কয়েকবার লাগাইবে এবং জলে নিম-পাতা সিদ্ধ করিয়া ফোমেণ্ট করিবে। বাছুর বাঁট কামড়াইলেও বাঁটে ঘা জন্মে।

আব :—বাছুরের আব প্রায়ই দেখা

যায়। তাহারা স্বতঃই সময়ে অন্তর্হিত হয়। যদি আবে পূজ জন্মে, তবে অস্ত্রোপচার করাই উচিত। পূজ বাহির করিয়া দিয়া ক্ষতের গর্ত্তটীতে কার্বলিক বা মোমের মলম দেওয়া উচিত। মোমের মলমের উপাদান :—মোম, নারিকেল তৈল, ভেসেলিন এবং সামান্য তুঁতে। বৃদ্ধ পশুতে অস্ত্রোপচারই আরামপ্রদ। পূজ ইত্যাদি মুছাইয়া দিবে। কিন্তু বাছুরে আব স্বতঃই লোপ পাইতে দিবে।

পশুর ক্ষত যদি সাবধানতাপূর্ব্বক ধৌত করা হয় ও বিষ-বিনষ্টকারী ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তবে শীঘ্রই আরাম হইয়া যায়। যদি রক্ত পড়ে, তবে তাহাকে প্রথমে রোধ করিতে হইবে। দোষ-বিনষ্টকারী ঔষধের মধ্যে কখনও ফেনাইল ব্যবহার করা হয়। এতদ্দ্বারা মক্ষিকাও থাকে না। কিন্তু নিমতৈল-দ্বারা শেষোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে এবং জলে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিয়া দিলে, ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। শরীরের ও স্তনের সকলপ্রকার ক্ষত নিমজল-দ্বারা দুই বা তিনবার ধৌত করিবে এবং মোমের মলম ব্যবহার করিবে।

দাদ :—বাছুরেরা প্রায়ই দাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত স্পর্শা-ক্রামক রোগ। ইহার প্রতিকার না করিলে ইহা কষ্টের নিদান হইয়া পড়ে। ঔষধ করিতে হইলে গাত্রের দাগগুলি হইতে মামড়ি উঠাইয়া দিতে হইবে ও পরে তাহাতে nitrate of mercury ointment, nitrate of silver, এবং জল-মিশ্রিত sulphuric acidএর দ্বারা ধৌত করিবে। তার্পিন তৈল ও তুঁতে তিনবার করিয়া লাগান উচিত। দাদের দ্বারা আক্রান্ত পশুগুলিকে অন্য পশু হইতে অন্যত্র রাখিয়া দিবে।

Mange—Mange-নামক রোগ মহিষ-শিশুরই হইয়া থাকে। ছয় সপ্তাহ হইতে ৬ মাসের বাচ্চা পর্য্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়। বড় বড় মহিষের যে এ রোগ হয় না, তাহা নহে। মাতার দুগ্ধেই উক্ত রোগের বীজ নিহিত থাকে। এই রোগাক্রান্ত বাছুরকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহার গাত্র কাঁচা-মাংসের ঢিবিমাত্র। এই রোগ হইলে বৎসগুলিকে অন্যত্র রাখাই বিধি এবং তাহা-দিগকে দেখিবার জন্য অন্য লোক নিযুক্ত করা উচিত। বাছুরগুলিকে দেশীয় সাবান-দ্বারা ধৌত করিবে ও তার্পিণ তৈল মালিস করিয়া দিবে এবং গন্ধক ও তুঁতে রোগাক্রান্ত স্থানে দিনে একবার করিয়া লাগাইবে। কেহ কেহ ফেনাইল ব্যবহার করিবার পরামর্শ দেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্তই অধিক ফলপ্রদ।

বসন্ত :—বসন্ত হইলে গাভীর শরীরের কোন কোন স্থান লাল হইয়া উঠে এবং পরে স্তন ও বাঁটে চাকা চাকা দাগ হয়। রক্তবর্ণ স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন দানা বাহির হয়। আট বা দশ দিন পরে দানাগুলি ফুটিয়া পূঁজ নিঃসৃত হইতে থাকে। দানা না ফুটিয়াও শুষ্ক হইয়া যায়। রোগের প্রাবল্য দুই হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে। এই রোগে গাভীর অত্যন্ত জ্বর হয়, মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং উদরাময় সংঘটিত হয়। এই রোগে জুলাপ দেওয়াই বিধি। জুলাপের উপকরণ ম্যাগ্নেসিয়া। পূর্ণবয়স্ক

গাভীর জন্য ইহা ২ পাউণ্ড (১৬ ছটাক) প্রয়োজ্য। এতদ্ব্যতীত বিরেচক আহারও দিতে হইবে। দুগ্ধ যেন সাবধানতার সহিত পূর্ণমাত্রায় বাহির করা হয়। বসন্ত রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ যেন কেহ ভুলক্রমেও আহার না করে।

উকুন :—মহিষের গাত্রে বড়ই উকুন হইয়া থাকে। এই রোগে দুগ্ধ কমিয়া যায় এবং বাছুরের শারীরিক উন্নতি হয় না। এই রোগ হইলে লোমগুলি কর্ত্তন করিয়া দগ্ধ করিয়া দিবে। তামাকের জল দ্বারা গাত্রধৌতি এবং তামাকের গুঁড়ার দ্বারা সমগ্র গাত্র ঘর্ষণ করিয়া দিবে। শীতকালেই এই রোগ প্রবল হয়। ফেনাইল জলে মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লাগাইলে উকুন মরিয়া যায়। ফেনাইল জল মিশ্রিত করিতে হইলে, জলের মাত্রা অধিক হওয়া চাই, নতুবা মহিষের গাত্রে ফোস্কা পড়িতে পারে। কেরোসিন তৈল দ্বারাও উকুন মরে বটে, কিন্তু তাহা সাবধান হইয়া লাগান উচিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নিরাশ।

ব্যথা পাব নিতি সেই ভালবাসে যেই ;
যে-জন বাসে নি ভাল তার সুখ কই ?

সব চেয়ে ব্যথা দেয় সেই ভালবাসা,
ভাল বেসে অবশেষে করে যে নিরাশা।

শ্রীঅমল দত্ত।

অভাগিনী।

পাটনা সহর। ক্ষুদ্র বাংলা সহরের একটু দূরে। তখন বেলা সেড়টা বাজিয়া গিয়াছে ; রাস্তায় লোক-চলাচল একেবারে নাই বলিলেই হয়। ক্বচিৎ ২।১ জন মুটে-মজুর বা পথিক প্রান্ত ক্লান্ত দেহে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। বাংলাটী বেশ ছোট-খাট। তাহার সাম্নে একটু ফুলের বাগান। বাগানে কয়েকটা গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। রাস্তার উপরেই বাংলাটী। রাস্তার ধারের জানালায় একটী ১৮।১৯ বৎসরের সুন্দরী রমণী নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি রাস্তা ছাড়িয়া আরও দূরে নিবদ্ধ। কোনও বস্তু যে সে বিশেষ করিয়া দেখিতেছে, তাহা নহে। তাহার বিষাদক্লিষ্ট মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন সে গভীরভাবে কাহারও চিন্তা করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া তাহার দৃষ্টিরোধ করিতেছে কিন্তু চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সে চক্ষু মুছিয়া ফেলিতেছে। হঠাৎ গানের শব্দ শুনিয়া সে রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল ৮ হইতে ১০ বৎসরের ৮।১০টী বালিকা গাহিতে গাহিতে যাইতেছে ;—

"ও মা, কেমন মা তা কে জানে।
মা বলে মা ডাকছি কত,
যাতে না কি মা তোর প্রাণে !"

রমণীটীর নাম শান্তি। একমনে গান শুনিতে শুনিতে পশ্চাদ্‌গামী একটী গৌরবর্ণা বালিকাকে দেখিয়া শান্তি চমকাইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু পুনরায় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বালিকার দলও নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সেই হইতে শান্তি শতকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ বেলা একটা-দেড়টার সময় জানালাটীর নিকট আসিয়া দাঁড়ায়। কেন দাঁড়ায়?—শুধু সেই গৌরবর্ণা বালিকাকে এক মুহূর্ত্তের দেখা দেখিবার জন্য। মুহূর্ত্তের দেখা!—সে চলিয়া গেলেই একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তি কর্ম্মান্তরে চলিয়া যাইত। দৈনিক জীবনে ইহাই তাহার একটী প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। সেই সময়ের জন্য সে এতই অন্যমনা হইত যে, তাহার আর বালিকাকে ডাকিয়া কথাবার্ত্তা কহা ঘটিয়া উঠিত না।

(২)

"শান্তি, শান্তি"—বিমল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল। স্বামীর আহ্বান শুনিয়া শান্তি জানালার নিকট হইতে ছুটিয়া আসিল। আজ স্বামীর শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য সে বিস্মিত হইল। সে এতক্ষণ জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, এজন্য স্বামীর আগমন সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই। সে যথাসাধ্য মুখ ও চক্ষু পরিষ্কার করিয়া আসিল বটে, কিন্তু তাহার ঈষৎ রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুখ দেখিয়া বিমল সকলই বুঝিল; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শান্তি, এখনও আমি চলে গেলে একলা বসে কাঁদ? যে চলে গেছে, সে কি আর ফিরে আস্‌বে? তবে কেন কাঁদ?" শান্তি স্বামীর পদতলে পড়িয়া কহিল, "না গো, না, সে আমাদের আজ প্রায় একবৎসর ছেড়ে গেছে। আজ কতদিন তার জন্যে কাঁদি নি। নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর বিধাতা আমার বুকের ধনকে কেড়ে নিয়ে কেন আবার—আবার তা'র স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন? একেবারে যে তার মত দেখ্‌তে!"

বিমল সাদরে তাহাকে তুলিয়া বসিল, "কার মত দেখ্‌তে? খোকার মত দেখ্‌তে? কে দেখ্‌তে?—কা'কে তুমি দেখেছ?"

শান্তি তখন সেই বালিকাটীর কথা বলিয়া বলিল, "একেবারে আমার বিনয়ের মত দেখ্‌তে! সেই নাক, সেই মুখ, সেই রং; যেন আমার সে আবার মেয়ে হয়ে—"

বিমল তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "পাগল আর কি? কা'দের মেয়ে, না কাদের মেয়ে যাচ্ছে! যাক্, বড় কিদে পেয়েছে! আপাততঃ কিছু খেতে পাব কি?"

শান্তি ব্যস্ত হইয়া জলখাবার আনিতে চলিয়া গেল। বিমলও ২।৩ দিন পূর্ব্বে রাস্তায় সেই বালিকাকে দেখিয়াছিল; দেখিয়া তাহারও মন বিষণ্ণ ছিল। কিন্তু সে শান্তিকে ইহার কিছুই বলে নাই। কারণ, সন্তানহারা জননীর শোক ঘনীভূত করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না।

বিমলকুমার রায় আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল পাটনায় মুন্সেফি করিতেছে; পূর্ব্বে অন্যান্য স্থানের মুন্সেফ ছিল। সংসারে স্বামী, স্ত্রী, ও একটী পুত্র,—বিনয়কুমার। আজ দশমাস হইল সোনার সংসার অন্ধকার করিয়া দিয়া তিনবৎসরের বিনয়কুমার মায়ের কোল

পূর্ণ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। শান্তি বিমলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথমা পত্নীর পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পিত্রালয়ে হঠাৎ মৃত্যু হয়, ইহাই বিমল জানেন্। সে আজ প্রায় ৮ বৎসরের কথা। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরবৎসরেই বিমলের শান্তির সহিত বিবাহ হয়। শান্তির বয়স তখন দশবৎসর ও বিমলের বয়স ২৪ বৎসর। শান্তি দেখিতে সুন্দরী; বিমলও গৌরবর্ণ সুন্দর যুবক। বিনয়-কুমার পিতার ন্যায় দেখিতে হইয়াছিল। শান্তি পুত্রের মৃত্যুর পর বড়ই কান্নাকাটী করিত। কয়েক দিন সে দেখিল, সে কাঁদিলে স্বামীর মুখ ম্লান হইয়া যায়, স্বামী অসুখী হন্; ঘরে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই হইতে সে মনের দারুণ ব্যথা মনেই চাপিয়া সংসারের কাজ করিয়া যায়। স্বামীর মুখ পুনরায় অম্লান হাসিতে হাসিয়া উঠিল। আজ কয়েকদিন হইতে হঠাৎ পুত্রের মুখের সহিত সেই গৌরবর্ণা বালিকার সাদৃশ্য দেখিয়া শান্তির পুত্রশোক জাগিয়া উঠিল।

(৩)

আজ দুইদিন হইল শান্তি সমস্ত দুপুর ধরিয়া জানালায় দাঁড়াইয়াও বালিকার সাক্ষাৎকার পাইল না। মনটা তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সঙ্গিনীরা চলিয়া যায়, কৈ সেই মেয়েটী ত তাহাদের মধ্যে নাই? কি হইল তাহার? দুই দিন পরে আজ শান্তি আর থাকিতে না পারিয়া সেই বালিকাদিগকে নিকটে ডাকাইল। মেয়েটীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, সে তাহাদের সঙ্গিনী নহে; সে ভদ্র গৃহস্থের কন্যা। তাহার মাতা বর্ত্তমান; তিনি কাহারও সঙ্গে বড় একটা মেশেন্ না। মেয়েটীর নাম বিজয়া। কয়েক দিন বিজয়া কেবলমাত্র সখ করিয়াই তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। বিজয়ার দুইদিন ধরিয়া সামান্য জ্বর হইয়াছে। শান্তি সেই মেয়েটীর বাটী কোথায়, তাহার কে কে আছেন, ইত্যাদি সমস্ত জানিয়া লইয়া বালিকা-দিগকে বিদায় দিল। সেইদিন রাত্রেই এক ঝিকে লইয়া শান্তি বিজয়াকে দেখিতে গেল। বিমলও ইহাতে তাহাকে বাধা দিল না। কারণ, শান্তি যাহাতে মনে শান্তি পায়, সে সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করে।

শান্তি বিজয়ার মাতাকে দেখিল শ্যামবর্ণা করুণাময়ী মূর্ত্তি। তাহার নাম কমলা। বয়স তেইশ বৎসরের অধিক বলিয়া মনে হয় না। ঝির নিকট হইতে শান্তির পরিচয় পাইয়া বিজয়ার মাতা চমকাইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে অনিমেষনেত্রে তাকাইয়া রহিল। শান্তিকে নিজের বিস্ময়ভাব বুঝিতে না দিয়া কমলা তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বসাইল। খুব আদর-যত্ন করিল; ঘর-সংসারের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিল। শান্তিও তাহার যথাযোগ্য উত্তর দিয়া তাহাকে নিজের প্রাণের ব্যথা, পুত্রশোকের কথা প্রভৃতি শুনাইল। শান্তি বলিল, "দিদি!" আমি তাকে ভুলে গিয়েছিলাম, না, না, ভুলি নি। সে কি ভুলিবার জিনিষ! স্বামীর সুখের জন্যে, তাঁর প্রীতির জন্যে তা'র শোককে চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু দিদি। যে-দিন থেকে বিজয়াকে দেখ্‌লাম্, সে-দিন থেকেই তা'র শোক আবার নূতন করে জেগে উঠ্‌ল। বিজয়া যে একেবারে তারই মত দেখ্‌তে! বিজয়া পরের মেয়ে, তাকে ত

আর রাত দিন নিজের কাছে বুকে করে রাখ্‌তে পারি না ?" বলিতে বলিতে শান্তি আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিল। কমলার চক্ষুও শুষ্ক থাকিল না। সে শান্তিকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া, কমলা একটীমাত্র সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তিকে কন্যার বিছানার পার্শ্বে শুইয়া গেল এবং বলিল, "শান্তি! আমার বিজয়া সদ্বংশজাতা কায়স্থকন্যা। তা'র পিতা বর্ত্তমান। তিনি শিক্ষিত, বিনয়ী, ধনী; কিন্তু বিজয়া তা'র দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার স্নেহে বঞ্চিত। পিতার মর্ম্ম সে কিছুই বুঝে নি। সে শুধু তার অভাগিনী মাকেই জানে। আমিও কপালক্রমে স্বামী হতে বঞ্চিতা। তিনি পুনরায় একটী সতীলক্ষ্মী সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া সুখে আছেন্। আমার পিতাও প্রচুর অর্থের অধিকারী। আমি তাঁর একমাত্র কন্যা। আমার একটী ভ্রাতাও আছেন্। মৃত্যুসময়ে পিতা তাঁর অগাধ সম্পত্তি আমাদের দুই ভাই-বোনকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেছেন। তবে মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে গিয়েছেন যে, বিজয়াকে গৌরীদান কর্‌তে হবে। বিজয়াও সম্প্রতি আট বছরে পড়েছে। এই বছরেই তা'র বিবাহ দিতে হবে।" এই বলিতে বলিতে কি ভাবিয়া কমলার চক্ষু-দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে শান্তির ডান হাতখানি টানিয়া লইয়া বিজয়ার ডানহাত তাহার উপর রাখিয়া বলিল, "শান্তি, আজ হতে আমি তোমার হাতে আমার বিজয়াকে দিলাম। আজ হতে তুমি তা'র মা হলে। সে তোমারই কন্যা। তা'র বিবাহও তুমি দিবে। তোমার স্বামীর মতামত কি, জানি না; কিন্তু মনে হয়, তিনি তোমার কথায় আপত্তি কর্‌বেন না। তুমি তা'কে তোমার ঘরে রাখ্‌তে চাইবে জানি, কিন্তু আমি কিরূপে তা'কে ছেড়ে থাক্‌ব? না, না, তোমার হাতে বিজয়াকে সমর্পণ করেছি, তুমিই নিয়ে যেও। বিজয়া! মা, আমার বুকের ধন, আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি, আমি তোমার হতভাগিনী জননী! আমাকে ভিন্ন তুমি কা'কেও জান না। কিন্তু মা, আজ তোমার আর এক মা হ'ল। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুমি পিতৃস্নেহ কখনও পাও নি; ভগবানের আশীর্ব্বাদে পিতার আদরে তুমি আদরিণী হবে। তবে যাই। যাও মা, তোমার পিতা ও নূতন মা'র নিকট যাও; কোনও দুঃখ পাবে না, আশীর্ব্বাদ করি।"

শান্তি নিজকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। আয়তনেত্রে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমলার অশ্রুপ্লাবিত, বেদনাকাতর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন বুঝিল যে, তাহার কথা সত্য, সে ঠাট্টা করিতেছে না, শান্তির হৃদয়-মন বিস্ময় ও আনন্দে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে আকুলভাবে কমলার পা-দু'টী জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল; রুদ্ধস্বরে বলিল, "দিদি, দিদি, কে আমি যে, আমার জন্যে তুমি এত দয়া দেখাচ্ছ? দিদি, তুমি কি দেবী, দিদি? আমি পুত্রহারা জননী; জানি না, কি পাপে আমাদের এ শাস্তি। তোমার এত দয়ার যোগ্য কি আমরা!"

কমলা তাহাকে নীরবে পদতল হইতে উঠাইল, মনে মনে বলিল, "কেন আমি আমার হৃদয়ের মণিকে, চোখের তারাকে আজ বুক খালি করে তোমাদের দিলাম, তা'র তুমি কি বুঝ্‌বে, শান্তি? আজ কিরূপে আত্মবলিদান করলাম, তার মর্ম্ম তোমার উপলব্ধি করা সুদূরাহত। তুমি আমার কে? জান না? উঃ! কা'কে কি বল্‌ছি! দয়াময়! এতদিন যখন সহ্য করে এসেছি, জীবনের শেষ ক'টা দিনের জন্য বল দাও, শান্তি দাও, আর যাও সহ্য কর্‌বার শক্তি।"

* * *

বিজয়া এখন শান্তির নিকটেই থাকে। তাহাকে আনয়ন করাতে বিমল কিছুমাত্র দুঃখিত নয়; বরং আনন্দিত। শান্তির নিকট কমলার যে পরিচয় শুনিয়াছিল, তাহা সে অবিশ্বাস করে নাই। তাহার মনে কিন্তু সন্দেহ হইয়াছিল যে, কমলা তাহার জীবনের সমস্ত কাহিনী বলে নাই; গোপন করিয়া গিয়াছে। তবে সে কমলার এই স্বর্গীয় ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, তাহাদের জন্য তাহার এ স্বার্থত্যাগের কারণ কি? তাহার সার্থকতাই বা কি? পতিপ্রেমে বঞ্চিতা, ধনিকন্যা, সন্তানবতী জননীর, তাহার ও শান্তির জন্য কেন এ অনুগ্রহ—কেন এ অসামান্য দান? কমলার সহিত চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তাহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, তাহাকে দেবী মনে করিয়া সে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। বুঝিল না বিমল, কমলার এ স্বার্থত্যাগের কারণ কি?

(৪)

প্রভাতের মৃদু মৃদু শীতল বায়ুর সহিত সানাইয়ের করুণধ্বনি মিশিয়া দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। পাটনাসহর তখনও জাগিয়া উঠে নাই। শুধু বিবাহবাড়ী আজ আনন্দ কোলাহলে ধ্বনিত হইতেছে। আজ বিজয়ার বিবাহ; শান্তির গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। কমলা বিবাহ-বাটীতে আসে নাই। শান্তির শত ক্রন্দন, অনুযোগ-অনুরোধেও সে আসিতে স্বীকৃত হয় নাই।—কেন তাহা কমলাই জানে। সে শান্তিকে শুধু বলিয়াছিল যে, বিজয়ার বিবাহের পর সে যেন একবার কন্যা ও জামাতাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। শান্তি ও বিমল কমলার এ ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিস্মিত হইল। কিরূপ মা যে সন্তানের শুভপরিণয়ে উপস্থিত থাকিতে চাহে না?

এক সুশিক্ষিত সুপাত্রের সহিত বিজয়ার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। কমলার পিতার ইচ্ছানুসারে তাহাকে গৌরীদান করা হইয়াছিল। কন্যা-জামাতাকে লইয়া শান্তি বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে কমলার নিকট গেল। কমলা তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। বিজয়া সেইদিন বৈকালেই শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। তিনটী হৃদয় তিন জনের বিচ্ছেদে কাতর হইয়া পড়িল। বিজয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কিতে উঠিল। শান্তি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বিদায় দিল। আর কমলা বিজয়া-বিদায়ের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া শয়নগৃহে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ কমলার সব শেষ হইয়া গেল!—স্বামী অনেক দিন তাহাকে পরি-

ত্যাগ করিয়াছেন, মাতাপিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কন্যা বিজয়াও আজ পর হইয়া গেল!

বিজয়ার শ্বশুরালয়-গমনের দুইদিন পরে শান্তি কমলার সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেল। সে গিয়া দেখিল বাটী শূন্য; কমলা সে গৃহে নাই। পার্শ্বের বাড়ী হইতে জানিল, গত রাত্রিতে কমলা দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; কোথায় গিয়াছে তাহা তাহাদিগকে বলিয়া যায় নাই। কমলার সহসা এরূপভাবে তাহাদিগকে কোনও খবর না দিয়া চলিয়া যাওয়াতে শান্তি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিল এবং বিমলকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। বিমলও শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কমলার দাসী আসিয়া শান্তির হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিল, "কাল যাবার সময় মা-ঠাকুরুন্ আমার হাতে এই চিঠিখানি আপনাকে দিতে বলে গেছেন।" শান্তি চিঠিখানি লইয়া নিজ শয়নগৃহে অতিক্রান্ত চলিয়া গেল; পত্র খুলিয়া দেখিল কমলা তাহাকেই পত্রখানি লিখিয়াছে। পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহার শুভ্র কপোল বাহিয়া অশ্রু-ধারা ঝরিতে লাগিল! অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া আবার সে পড়িতে লাগিল—

"চিরায়ুষ্মতীষু,

স্নেহের শান্তি, আজ আমি তোমাদের কোনও সংবাদ না দিয়া চলিয়া যাওয়াতে, বোধ করি, তোমরা কিছু ক্ষুণ্ণ হইবে; কিন্তু তোমাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। আমার বিজয়া ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার কথা বলিও। তাহার জন্যই আমি এ জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। তাহাকে তোমাদের হাতে দিয়া, আমার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে সুখে থাকুক্ ও সকলকে সুখী করুক্, এই আমার কামনা। তোমরাও তাহাকে চিরদিন কন্যা-স্নেহে প্রতিপালন কর।

"আমার ব্যবহারে তোমরা যে আশ্চর্য্য বোধ করেছিলে, জননী হইয়া সন্তানের শুভকার্য্যে যোগদান করে না,—এই সবের কারণ ও আমার প্রকৃত পরিচয় আজ তোমাদের দিব। জানি না, শুনিয়া আমার উপর তোমার ও তোমার স্বামীর মনের অবস্থা কিরূপ হইবে। আমার পিতার নাম তোমার স্বামীর অজ্ঞাত নয়; সেইজন্যই তাঁহার নাম তোমার নিকট পূর্ব্বে উল্লেখ করি নাই। আমার পিতার নাম স্বর্গীয় কাশীরাম মিত্র। আমার পিত্রালয় নদীয়া জেলায় রামপুর গ্রামে। পূর্ব্বেই বলেছি, আমরা দুই ভাই-বোন। শৈশবেই আমরা মাতৃহীন হই। শান্তি! আমার সুখের রশ্মি জীবনের প্রাতঃ-কাল হইতেই অস্তমিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ক্রমে বড় হইতে লাগিলাম, বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। বনিয়াদী ঘর ও বংশ দেখিয়া অনেকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কন্যা দেখিয়া কাহারও পছন্দ হয় না। কেন? কি দেখিয়া আমাকে পছন্দ হয় না? আমার গুণ কেহ দেখিল না, দেখিল শুধু বাহিরের রূপ। আমার সে চাকচিক্যময় গৌরবর্ণ রং ছিল না, ছিল শুধু পিতার প্রচুর অর্থ ও আমার জীবনের প্রধান বৈরী শ্যামবর্ণ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সংসারে কাহারও বিবাহ আটকায় না; আমারও বিবাহ হইয়া গেল। লিখিলাম বটে বিবাহ হইয়া গেল,

কিন্তু পরমসুন্দর স্বামীর মনোনত হইতে পারিলাম না। শ্বশুর প্রচুর অর্থলোভে তাঁহার পুত্রের জীবন অসুখী করিয়া তাঁহার গৃহে আমাকে স্থান দিলেন এগার বছরে আমার বিবাহ হয়। সেই বয়সে অনেক বালিকাই কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাবিশেষে আমি তাঁহার মনের অশান্তির কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমার শ্বশুরের নাম, স্বামীর পরিচয় ও দেশের নাম কিছুই বলিব না। আমার যে পরিচয় দিলাম, তাহাতেই তোমার স্বামী আমাকে বিশেষ-রূপেই চিনিতে পারিবেন এবং তুমিও আমাকে বুঝিতে পারিবে। আমার সহিত অশ্রদ্ধা ও অনিচ্ছার সহিত তিনি কথাবার্ত্তা ও ঘরসংসার করিতেন। অভাগিনী আমি! তাঁহাকে তখন আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও মুক্তি দিতে পারি নাই। তাহার কারণ, আমার শ্বশুরঠাকুর। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহাদর করিতেন। সেই নিরাশামণ্ডিত অন্ধকারময় শ্বশুরালয়ে আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল ও আকর্ষণের বস্তু তিনিই ছিলেন। তিনিও সমস্ত বুঝিতে পারিয়া পুত্রকে কত তিরস্কার করিতেন, কিন্তু আমি ভাবিতাম, কেন তিনি এ চেষ্টা করিতেছেন? জোর করে কি ভালবাসা যায়? যদিও বুঝিতাম, তিনি আমার উপর স্নেহবশতঃ ঐরূপ করিতেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ চেষ্টায় আমি লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতাম। অভাগিনীর এ সুখটুকুও, বুঝি, বিধাতার সহ্য হইল না! তিন দিনের জ্বরে আমার শ্বশুর আমাকে ঘোরতর অন্ধকারে ফেলিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। আমার দুঃখ ষোলকলায় পূর্ণ হইল। শ্রাদ্ধশান্তি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। আমার স্বামীর ভাবান্তর দেখিলাম। তিনি বাহিরে বাহিরে বেড়াইয়া বেড়ান; গৃহে খুব কমই থাকিতেন। অবশেষে একদিন তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, তিনি পিতৃ-শোক-সংবরণের জন্য কিছুদিন ধরিয়া বিদেশে ভ্রমণ করিতে যাইবেন। শুনিয়া নীরবে রহিলাম বটে, কিন্তু হৃদয় পুড়িয়া গেল; বুঝিলাম, কি জন্য এ গৃহত্যাগ; পিতার দোহাই কেন মিথ্যা দিলেন? এতদিনে যাহা করিতে পারি নাই, সে দিন তাহা করিলাম। স্বামীর অনুমতি লইয়া চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলাম। শুনবে শান্তি, তখন আমার বয়স কত? পনের বৎসর বয়সে জীবনের সর্ব্বসুখে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনী হইলাম। আর বিশেষ কিছু বলিবার নেই। যখন পিত্রালয়ে আসিলাম, তখন বিজয়া অভাগিনীর গর্ভে। তিনি কিছুই জানেন না; আমিও স্বামি-গৃহত্যাগকালে বুঝিতে পারি নাই। বিজয়ার ভূমিষ্ঠ হইবার পর অর্থাৎ আটমাস পরে রটাইয়া দিলাম যে, অভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে। পিতাকে অনেক কষ্টে এ সংবাদ রটাইতে সম্মত করাইয়াছিলাম। আমার স্বামী এ মৃত্যুসংবাদে কিছু অবিশ্বাস করিলেন না, কোন খোঁজ-খবরও লইলেন না। বোধ হয়, মুক্তির ও তৃপ্তির একটা ক্ষুদ্রনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনের ভার লঘু করিয়াছিলেন। কন্যার জন্মের কথাও তাঁহাকে জানান হয় নাই। কিছুদিন পরেই শুনিলাম যে, তিনি একটী পরমসুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিয়া সুখে ঘরসংসার করিতেছেন। আমিও আর তাঁর কোন খোঁজ লইতাম না, পাইতামও

না। তবলে ত শান্তি, অভাগিনী, দুঃখিনী, পতিপরিত্যক্তার জীবনকাহিনী? চলিলাম;—কোথায় জানি না।—কোনও অনুসন্ধান কোরো না। আশীর্ব্বাদ করি তোমায়, তুমি স্বামী-সোহাগে সোহাগিনী হয়ে চিরদিন সুখে স্বচ্ছন্দে থেক। বিদায় শান্তি!—

দুঃখিনী
কমলা"

সে-দিন বিমলের ছুটী ছিল। আহারের পর বিশ্রামের সময় শান্তি আসিয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "দেখ, দিদি আমার নামে একটা পত্র লিখে গিয়েছেন; বাস্তবিক পড়লে তাঁর জন্ত বড় দুঃখ হয়। দিদির জীবনে কোনও সুখই নেই। বং ময়লা হলেই কি অন্তরও কাল হবে? দিদির মতন মেয়ে আর হয় না; কি ভয়ানক নিষ্ঠুর তাঁর স্বামী! আমার কিন্তু মনে হয়, দিদির প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু, প্রত্যেক উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে তাঁর সপত্নী ও স্বামীর কখনও মঙ্গল হয় নি, বোধ হয় কখন হবেও না। দেখ, দিদির জীবনকাহিনী পড়ে, কি রকম দুঃখময় জীবন তাঁর!"

বিমল চিঠিখানি লইয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষু দিয়া অজস্রধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আদ্যোপান্ত পড়িয়া দুইহস্তে চক্ষু চাপিয়া নীরবে সে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত দেহ থরথর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, "উঃ, শান্তি, এস, এস, শীঘ্র আমার কাছে এস। আমার বুকের মধ্যে কি রকম কর্‌ছে! জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।" বলিতে বলিতে বিমলের মাথা বিছানার উপর ঢলিয়া পড়িল। শান্তি বিমলের সহসা এরূপ অবস্থা দেখিয়া ভীত হইল; নিজক্রোড়ে মস্তক উঠাইয়া লইয়া জলমাছড়া দিয়া পাখার বাতাস দিতে লাগিল। একটু সুস্থ হইয়া বিমল বলিল, "শোন শান্তি, আমার জীবন-কাহিনী তুমিও শোন। এতদিন তোমাকে কিছুই বলি নাই; এবং তখন ভাবিতাম যে, বলিবার কিছুই নাই। হতভাগিনী কমলা আমারই প্রথমপক্ষের স্ত্রী। চমকাইও না শান্তি! সমস্ত স্থির হইয়া শোন, নিষ্ঠুর স্বামীর পাপকাহিনী শোন। বিবাহকালে আমার উচ্চআশা ছিল, আমি অর্থ লইব না, কিন্তু কন্যা দেখিতে সুন্দরী হইবে। পিতৃদেব আমার সে সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিলেন। কমলাকে বিবাহ করাইয়া প্রচুর অর্থ আনিলেন; কিন্তু সে আমার মনো-মত সুন্দরীও হইল না! আমি তাহাকে ভালবাসিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু একদিনের জন্তও তাহার প্রতি কোনও অযত্ন বা কর্ত্তব্যের ত্রুটী করি নাই। পিতার মৃত্যুর পর তাহার সঙ্গ যখন অসহ্য হইল, গৃহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সতী-সাধ্বী কমলা তাহা বুঝিতে পারিয়া আমাকে শান্তি দিয়া চিরদিনের জন্ত পিত্রালয়ে চলিয়া গেল; কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম। সত্যকথা বলিতে কি, তাহার জন্ত আমার বিশেষ কিছুই কষ্ট হইল না। সেই বৎসরেই কয়েকমাস পরেই তোমাকে বিবাহ করিলাম। তুমি আমার মনোমত সুন্দরী স্ত্রী হইলে। তোমাকে লইয়া আমি সোনার সংসার পাতিলাম। মাঝে মাঝে সুখে ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভাবিতাম যে, কমলার যদি সহসা মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে

তোমাকে পাইতাম না, এ মধুর প্রেমের, এ অনাবিল সুখশান্তির আস্বাদও পাইতাম না। সে জন্য মনে মনে তাহার মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিতাম। কিন্তু শান্তি! এ পৃথিবীতে যে নিষ্ঠুর অন্যকে সুখ, শান্তি, সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করে, দণ্ডদাতা বিধাতা যে তাহাকেও নিক্তির ওজনে শাস্তি দিয়া থাকেন, তাহা তখন জানিতাম না। আমাদের দুইজনের মধুর বিশুদ্ধ প্রেমের পরিণাম সেই দিব্য সুন্দর শিশু, আমাদের প্রাণের ধন বিনয়কুমার আজকার নিষ্ঠুরতার জন্য এ সংসার হইতে চলিয়া গেল? কমলার প্রতি আমার নিষ্ঠুরতার ফলে যে আমরা তাহাকে হারাইয়াছি, তাহার কি কোনও সন্দেহ আছে, শান্তি? কিন্তু আমার জন্য তোমার এ শাস্তি কেন? বুঝি, আমার পত্নী হরেছ বলেই তোমার উপর এ অভিশাপ। এখন বুঝেছি, কমলা কেন আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিত না; কেন সে বিজয়াকে আমার হাতে দিয়া গেল, আর কেন নিজ কন্যার শুভবিবাহে সে যোগদান করিল না? একদিন যে অভিমানিনী কমলা আমার সুখের জন্য নিজ সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন দিয়া আমার গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, আবার সেই কমলা কিরূপে আমার বিনা আহ্বানে সেই গৃহে পদার্পণ করিবে? ধনিকন্যা সে, তাই বলিয়া সে ধনমদে গর্ব্বিতা বা বিলাসিনী নহে। সেই চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাহার কর্ম্মকুশলতা, স্বার্থত্যাগ, নিরলসতা, সহনশক্তি, শ্বশুরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও যত্ন, স্বামীর প্রতি নীরব একাগ্র ভালবাসা দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইতাম। এই সব গুণের জন্যই আমার পিতা কমলার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, 'বউমা' বলিতে অজ্ঞান হইতেন।"

বিমল চুপ করিল; উভয়েই নীরব। কিয়ৎক্ষণ পরে সে গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শান্তি বলিল, "এতদিন এ-সব কথা বল নাই কেন? এ-সব জানিলে দিদিকে কি কখনও ছাড়িয়া দিতাম? দিদির স্বামী, দিদির সংসার, দিদির কন্যা, আমি কোন্ অধিকারে অধিকার করিয়া বসিয়া আছি? তাঁকে তুমি এনে দাও। তাঁর স্বামী, কন্যা, ঘর-সংসার তাঁকে দিয়ে আমি তোমাদের সেবা করে তোমাদের স্নেহের ছায়ায় সুখে ও শান্তিতে বাস করি। অভিমানিনী দিদি আমার, সেইজন্যই সপত্নীকে যাইবার পূর্ব্বে কোনও আভাস দিয়া যান্ নাই। আর না, তোমার জন্য দিদি গৃহত্যাগিনী, রাজরাণী হয়েও আজ পথের ভিক্ষারিণী, নবীন যৌবনে সন্ন্যাসিনী! আর পাপের ভার পূর্ণ করিতে দেব না! যাও তুমি, দিদির অনুসন্ধান কর, গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

অনুতপ্ত বিমল চারিদিকে খোঁজ করিল; দেশবিদেশে, যেখানে কমলার যাওয়া সম্ভব, সব জায়গাতেই অর্থের মায়া না করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। শান্তি ও বিমল নিরাশ হইয়া পড়িল। বিজয়া ৭ দিন পরেই শান্তির নিকট ফিরিয়া আসিল। তখন শান্তি তাহার নিকট প্রকৃত ঘটনা কিছুই খুলিয়া বলিল না।

(৫)

কমলার অন্তর্হিত হইবার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন প্রাতঃকালে বিমল তাহার বাটীর বারান্দায় বসিয়া আছে, সহসা

এক অতিশয় অপূর্ব্ব বস্তু তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সে দেখিল, তাহার বাটীর সম্মুখের ক্ষুদ্র উদ্যান পথে দীর্ঘ, উন্নত, শুভ্রবর্ণ জটাকুল-সমাচ্ছন্ন, গৌরবর্ণ, সৌম্য-স্নিগ্ধ ভস্মাচ্ছাদিত এক সন্ন্যাসী আসিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বারাণ্ডায় আসিয়া উঠিলেন। বিমল তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে ব্যস্তভাবে উঠিয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী নিজ ব্যাঘ্রাসন পাতিয়া উপবেশন করিবার পর, বিমল অতিবিনীত ভাবে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। বিমল সেই অবসরে সন্ন্যাসীকে দেখিতে লাগিল।—কি জ্যোতিঃপূর্ণ, হাস্যময় প্রশান্তমূর্ত্তি! বয়স—আশীর উপরেই হইবে। এই জ্যোতিষ্মান্ অশীতিপর সংসারত্যাগী বৃদ্ধকে দেখিলে স্বতঃই ভক্তিশ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী বলিলেন, "আপনার নামই, বোধ হয়, শ্রীমান্ বিমলকুমার রায়। মা-লক্ষ্মী এই পত্রখানি আপনাকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন এবং আমি স্বহস্তে যেন দিই, ইহাই তাঁহার শেষ অনুরোধ ছিল। পত্র পরে পড়িবেন, অগ্রে আমার বক্তব্যটা একটু শুনুন। বৎসর-দুই পূর্ব্বে কমলা-নামে এক মা-লক্ষ্মী কাশীতে আমার নিকট গিয়া আমার আশ্রয়-ভিক্ষা করেন্ ও এতদিন তিনি আমার নিকটেই কন্যারূপে ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে সংসার-ত্যাগ করিয়া পুনরায় মায়াজালে জড়াইয়া পড়িলাম। তাঁহার কিন্তু কোনও পরিচয় পাই নাই!—মাআমার সাক্ষাৎ কমলাই ছিলেন। যাহা হউক ১৫ দিন পূর্ব্বে সতীলক্ষ্মী মা আমার, আমার শূন্য আশ্রম পুনরায় শূন্য করিয়া এ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি আবার আমার সেই শূন্য আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছি। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করি, সেই সতীলক্ষ্মী কমলার আপনি কে হন?"

বিমলের এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; শূন্যদৃষ্টিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমিই সেই কমলার, সেই সতী সাধ্বীর হতভাগ্য স্বামী।" কিয়ৎক্ষণ পরে সে দেখিল, সন্ন্যাসী নাই। কখন চলিয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানিতে পারে নাই। পত্রখানি পড়িয়া রহিয়াছে। বিমল বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কমলা চলে গেলে, চিরদিনের জন্য অপরাধী করে রেখে গেলে? একবার ক্ষমা চাহিবার অবসরও দিলে না? যাও কমল, যে রাজ্যে শান্তি আছে, প্রেমের প্রকৃত প্রতিদান যে রাজ্যে আছে, যাও সেখানে। আমার প্রায়শ্চিত্ত ইহজগতে শেষ হইলে পুনরায় মিলিত হব, তখন আমাকে ও শান্তিকে ক্ষমা কর্‌বে ত?"

পত্র খুলিয়া বিমল দেখিল কমলা স্বহস্তে মুক্তাক্ষরে লিখিয়াছে—"আমার যাবতীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমার কন্যা ও জামাতাকে দিবেন, বাকী অর্দ্ধেক দিয়া অনাথ ও দুঃখীদের সাহায্যের জন্য একটী আতুরাশ্রম খুলিবেন। চলিলাম। যদি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তবে পরলোকে পুনরায় সাক্ষাৎকার হইবে। শান্তি ও বিজয়াকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবেন ও আপনার চরণে শতকোটী প্রণাম।

হতভাগিনী কমলা।"

* * *

বিজয়া ও শান্তি সমস্তই শুনিল। বিজয়া মাতার আশীর্ব্বাদে স্বামিসৌভাগ্যে গর্ব্বিতা। আর শান্তি কমলার কথা উঠিলেই কাঁদিয়া আকুল।

সকলে দেশে ফিরিয়া আসিল। বিমল কার্য্য ছাড়িয়া দিল। অর্থের ভাবনা তাহার ছিল না; পিতার প্রচুর অর্থের অধিকারী সে। বিমল "কমলালয়" নাম দিয়া দেশে একটী সুবৃহৎ অনাথাশ্রম খুলিল। সে ও শান্তি দরিদ্র ও মাতাপিতৃহীন শিশুদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিল।

শ্রীসুষমা সিংহ।

সোনার বাংলা দেশ।

(কোরাস্)

বন্দি মা তোর চরণ চুমি, আমার সোনার জন্মভূমি,
বিশ্বপ্রেমের শোলোক-রচা তোর ওই বেদীর তলে,
উদার আকাশ স্নিগ্ধ বাতাস অমলধবল জলে,

(পূর্ণ কোরাস্)

লুটিয়ে দে মা আমার মাথা ঘুচিয়ে সকল ক্লেশ।
নিখিল নরের ধাত্রী যে তুই সোনার বাংলা-দেশ!

(কোরাস্)

ছন্দে ছন্দে সুধামাতা, বন্দে কাহার পুণ্য গাথা,
চন্দনেরি গন্ধ মাখি' মলয় বহে ধীরে,
ভৃঙ্গ কোথায় কমল-বনে মাতাল হ'য়ে ফিরে!

(পূর্ণ কোরাস্)

মেঘের তলায় দোল দিয়ে যায় কাহার কাজল কেশ!
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলা-দেশ!

(কোরাস্)

সঙ্গীতে কার পরাণ মাতায়, কানন-তরুর পাতায় পাতায়,
ঔষধি কে বইছে স্নেহে মানব-জীবন-দানে,
ভক্ত প্রাণের প্রেমের লহর ছুটলো সে কোন্‌খানে?

(পূর্ণ কোরাস্)

শ্যামল শোভায় লুটিয়ে পড়ে মধুর মধুর বেশ।
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ!

(কোরাস্)

বিজয়-তুষার-মুকুট শিরে, ফুটছে গো রূপ ভুবন ঘিরে,
হাজার কবির হৃদয়-চেরা ললাটে টীপ্ রাজে;
কার সে মাটী তীর্থ ওরে মর্ত্ত্য ভুবন মাঝে।

(পূর্ণ কোরাস)

কাহার কোলের শীতল পরশ ঘুচায় সকল ক্লেশ?
নিখিল নরের ধাত্রী সে তুই সোনার বাংলাদেশ।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি"র সুর)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

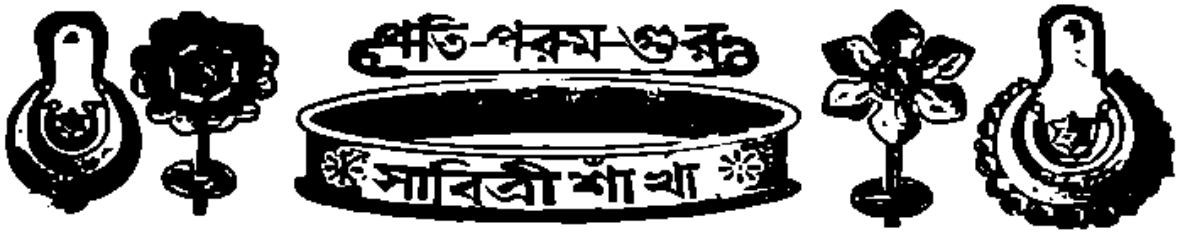
সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।
৪ নং কেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

নারী জগতের সার সৃষ্টি

প্রকৃতির করুণাবলে রমণী সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্যের আধার। বঙ্কিম ভ্রূযুগ আয়ত, বিস্ফারিত নেত্রযুগ—সুন্দর দশন-পংক্তি—উজ্জ্বল জ্যোতিঃ—জলদজাল-সদৃশ নিবিড়-কৃষ্ণ কেশ, এ সমস্তই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ। কিন্তু এই প্রকৃতি-দত্ত করুণার উপর মানুষেরও একটু কারুকার্য্য চলিতে পারে। সুকোমল হস্তে "সেই ননীর আঁচে" দু'গাছি স্বর্ণবলয় আমাদের "ইন্দিরা-কঙ্কন" কি রূপজ্যোতি আরোও বৃদ্ধি করে না? পূজার বাজারে আপনি হয়ত অনেক প্রকার প্রেমোপঢৌকন আপনার জীবনসঙ্গিনীকে দিবেন;—কিন্তু একটী সামান্য অনুরোধ, আমাদের আবিষ্কৃত যে কোন একটি অলঙ্কার লইতে বিস্মৃত হইবেন না। বিনা-পানের গহনার আমরাই প্রথম পথ-প্রদর্শক। আমাদের অলঙ্কারাদি ক্রয় করিলে আপনার টাকা বাণী বাবে আপনার অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হইবে। পূজার উপহারের জন্য বিরাট্ আয়োজন করিয়াছি। পূজার ক্যাটালগ লইয়া সমস্ত অবগত হউন।



সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্লেন সাইজ, হাই পালিশ, রূপার উপর পাত-
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী। ডবল থাকা কানের টাপ।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ। চুনী-পান্না পাথর সেট করা।
মূল্য ১৬৲ হইতে। মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী। সেফ্‌টী পিন।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। "মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা
মূল্য ৬৷০ টাকা মাত্র। রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৫৲ হইতে।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং পরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস। টেলিফোন নং ১১৪।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু"

নব কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০

বাসনী ও মর্ম্মবাণী বলেন্ :—

".....সেখ আন্দু কর্ম্মবশে শোফেয়ারগিরি করিতেছে বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,—তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু "ভদ্রলোকের"ই অনুকরণযোগ্য.....।"

পরিচারিকা (কোচবিহার) :—

"'প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত-বাহু, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টসুন্দর নম্র স্নিগ্ধ নির্ম্মলনয়ন প্রেম-কোমল-কেশদাম-শোভিত মূর্ত্তির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। • • • • • • আন্দু-রচয়িত্রীর সুনিপুণ হস্ত যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোমদ চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, শ্রদ্ধার। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসম প্রেম চিত্রণে অন্তে যে স্থলে নিন্দিত, আন্দুরচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব। 'ক' দেখিয়াই কৃত্রিমপ্রেমে 'দম্ভ' করে, যাহারা, তাহাদের সমস্যা অন্য,—কিন্তু যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সজ্ঞানে থাকিয়া দেখিবার ধৈর্য্য রাখেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিয়াছেন, আন্দুতে—রচয়িত্রী অসামাজিকতা উচ্ছৃঙ্খলতার কুত্রাপি প্রশ্রয় দেন নাই। গতানুগতিক বিধি তত্ত্ব করেন নাই—তাহার দৌর্ব্বল্যকেও অঙ্কুশস্নেহবশে পালন করেন নাই—অবিধির অশুভ, সংস্কারবন্ধের সঙ্কীর্ণতা, শিক্ষাসঙ্কট, অশিক্ষিতের দাম্ভিকতার তিনি নির্ম্মমভাবে অকম্পিত হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচার করিয়াছেন মাত্র—তাহাতে সাময়িক যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হইয়াছে অনেককেই—কিন্তু পরিণামে শান্ত তুষ্ট হইবেন সকলেই। • • • তাঁহার চিত্রিত সজীব চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোর্ডিং'এ শিক্ষাপ্রাপ্তা, বড়লোকের বদ্‌গোছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবল-লতিকার—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমতাশীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুত আন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জ্যোৎস্নার প্রতি রূঢ় ব্যবহার—দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম রাজত্বের অনিন্দ্য চিত্র—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোমলা দৃঢ়া জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিকভাবে 'আন্দুতে' চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—মকায়—কি শান্তি—প্রেমিক ফিরদৌস কোন "মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা 'আন্দুকে' গৃহে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন্—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানরাজের প্রধান-সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ন, পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে।

পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—

MASTER KAMAL KUMAR NANDI,
C/o Dr. N. M. Ghosh, Dhokra Sohid, Burdwan, এবং
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভীষণ প্রতারণা ! ভীষণ প্রতারণা !!

"মায়াপুর রসায়ন"

জাল হইয়াছে !!

ক্রেতাগণ সাবধান !!!

কোনও কোনও অসাধুব্যক্তি আমাদের ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" এই নামের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ঠিকানা ও মূল্যাদির মিল রাখিয়া ধাঁধা লাগাইয়া লোক ঠকাইতেছে। গবর্ণমেন্ট হইতে রেজেষ্টারি করা ৪০ বৎসরের পরীক্ষিত ভারত-বিখ্যাত—

মায়াপুর রসায়ন

হুগলী জেলার ঋষিপ্রতিম কবিরাজ ৺রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়— আবিষ্কৃত। এই শক্তিশালী মহৌষধের অপূর্ব্ব গুণাবলী কে, না জানেন ? ১০০০ এক সহস্র ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর রসায়ন ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

"মায়াপুর রসায়ন" সপ্ত ধাতুর পোষক, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধিকর যে কারণেই শরীর দুর্ব্বল ও ক্ষয় হউক না কেন ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে সবল ও ক্ষয় অংশের পুরণ করে। আজই পত্র লিখিয়া, বিনা মাশুলে "মায়াপুর রসায়নের" বৃহৎ ব্যবস্থা পুস্তিকা, "কবিরাজী শিক্ষা" নামক পুস্তক লইয়া" বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

২০০০০০ দুই লক্ষ সার্টিফিকেট আছে।

মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

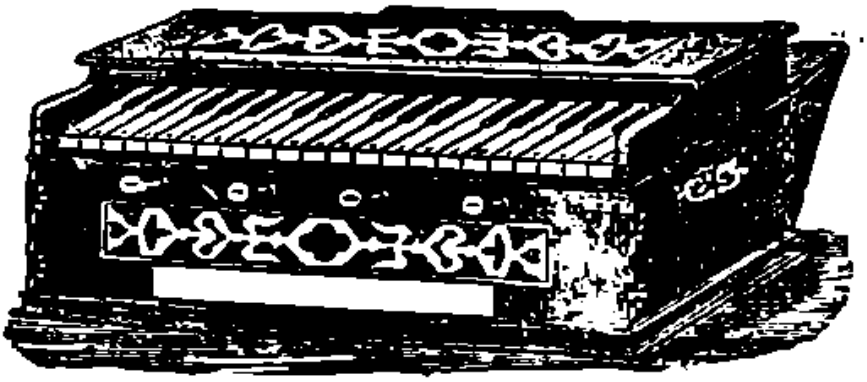
ব্রাঞ্চ—১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা ও ভৈষজ্যোদ্যান—

নারিকেলডাঙ্গা মল্লিকতলা রোড কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।



অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উচ্চ দরের যন্ত্র সাভ করিবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—৷৷৵০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস)—২৲

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

"বামাবোধিনী"র নিয়মাবলী।

১। বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷৵০, অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০, পশ্চাতের বার্ষিক মূল্য ৩৲ ; প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র লাগে না। মূল্য অগ্রিম না পাঠাইলে "বামাবোধিনী" পাঠান হইবে না। নমুনা দেখিতে চাহিলে ।০ আনা মূল্য বা ঐ মূল্যের টিকিট পাঠাইতে হইবে।

২। বামাবোধিনী-কার্য্যালয়ে কিংবা সরকারদিগের নিকট "বামাবোধিনী"র মূল্য দিলে গ্রাহকগণ রসিদ পাইবেন।

৩। কেহ যদি উপযুক্ত সময়ে "বামাবোধিনী" না পান, তবে ইংরাজী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন।

৪। কাহার কোন বিষয় জ্ঞাতব্য থাকিলে, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে পত্র লিখেন। নতুবা উত্তর না পাইবার সম্ভাবনা।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ স্থানান্তরিত হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইবেন। নতুবা পত্রিকা না পাইলে, আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না।

৬। আপাততঃ বামাবোধিনীর কোন বিশেষ এজেণ্ট নাই। অতএব পুনরায় নাম বিজ্ঞাপন না করিলে অথবা ক্ষমতাপত্র প্রদর্শন না করিলে, কেহ এজেণ্টের নিকট মূল্যাদি দিবেন না দিলে আমরা দায়ী হইব না।

৭। মফস্বল হইতে মণি অর্ডার, রেজেষ্টারি চিঠি বা অন্য উপায়ে যাঁহারা বামাবোধিনীর মূল্যাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা অন্য নামে না পাঠাইয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নামে, ৩৩-নং আপ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৮। বামাবোধিনীর জন্য প্রবন্ধ ও বামারচনা প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে উপরিউক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। পরিচিতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের লেখার বিশ্বাসযোগ্য সার্টিফিকেট চাই। কোনও প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে, ফেরত দেওয়া হয় না।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়,
৩৩ নং আপ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা।
১লা ভাদ্র, ১৩২৫।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভারতবর্ষ, উপাসনা, মানসী মর্ম্মবাণী, নব্যভারত, ব্রহ্মবিদ্যা, যমুনা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক
মুরশিদাবাদের কবি সৌরীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা বই

"মন্দাকিনী"

মূল্য ডাকমাশুল সহ—আট আনা।
অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—মনোমথী ।০, উর্ম্মীর ।০, নির্ম্মাল্য ।০।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বসু, ৩০২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

Reg. No. C. 134

১৩ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিক
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

মাঘ, ১৩২১—ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫

সূচী।

১।	উনবত্তিতম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকাসমাজে উপদেশ...	শ্রীমতী কামিনী রায়, বি, এ	৩০৫
২।	খাঁচার পাখে (কবিতা)	ভারবেণ	৩০৯
৩।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৩০৯
৪।	গান	শ্রীযুক্ত নিশ্চলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	৩১৩
৫।	সেই পথে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত তৎকুর্ত্ত বিদ্যাভূষণ	৩১৪
৬।	শ্রাদ্ধ-বিসর্জ্জন (নাটক)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	৩১৫
৭।	যেও না ফেলায় চলে (কবিতা)	শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত	৩২২
৮।	ঔপন্যাসিকের বিপদ্ (গল্প)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৩২২
৯।	গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মেদিনী সেনগুপ্তা	৩৩০
১০।	জীবন যান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভাতদেব মুখোপাধ্যায়	৩৩১
১১।	সংক্ষিপ্ত সমালোচনা—		৩৩২

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ ডাঃমাঃ সহ অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।



বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৩৫৲,৫৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৪৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্রাজ—মূল্য ১২৲৮ ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকলপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 666. February, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৬ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩২৫। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

উনন্বতিতম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকাসমাজে উপদেশ।

বন্ধুতে বন্ধুতে যখন সাক্ষাৎকার হয়, তখন আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, "কেমন আছ ভাই?" কেহ বলে, "ভাল আছি, ভাই! তুমি ভাল আছ তো?" কখনও বা শুনি, একজন বলিতেছেন—"আর কি বলি, ভাই, বিপদ্ যে আর কাটে না!"

মুখের দিকে চাহিয়া যদি কাহাকেও একটু শীর্ণ দেখি, অমনি ব্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করি। কারণ, আমরা জানি, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইলেই শরীর জীর্ণ, মুখ নিষ্প্রভ হয়।

আজ আমার সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, "কেমন আছ বোন্, কেমন আছ?" আজ বাহ্য শিষ্টাচার, মৌখিক ভদ্রতা, কপট শান্ত দূর করিয়া এক মায়ের সন্তান আমরা সকলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করি।

ইহা উদাসীন ভাবে আজ উত্তর দেওয়ার ও লওয়ার দিন নহে। আজ কেবল বাহিরের কথা নয়, ভিতরের কুশলও জানিতে চাই। আমরা এ-জগতে কেবল দেহখানা লইয়াই কি আছি? দেহ সুন্দর, দেহ বিধাতার পবিত্র দান, রক্ষা ও যত্ন করিবার জিনিষ; কিন্তু ঐ দেহের আচ্ছাদনে যে মানুষটি ঢাকা আছে, তাহার খবর কি?

যে সুখ দুঃখ দেহের উপরে দেখা যায়, সে তো খানিকটা মাত্র; সমস্ত সুখ-দুঃখ কি আমরা বাহিরে দেখিতে পাই? চক্ষের জ্যোতিতে, অধরের হাস্যে, কণ্ঠের স্বরে, দেহের গতিতে ও ভঙ্গীতে যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়, তদপেক্ষা গভীর আনন্দ তাহার নিভৃত অন্তরে সঞ্চিত আছে। মলিন মুখে, জীর্ণ বস্ত্রে যে-দৈন্য ধরা পড়ে, তাহা হইতে সহস্রগুণ মলিনতা ও দারিদ্র্য, হয় ত, তাহার গুপ্ত অন্তরকে লজ্জা দিতেছে।

আজ সভ্যসমাজের অনুকরণে কেহ এ-কথা বলিও না, "আমার গুপ্ত দারিদ্র্য, আমার নিভৃত বেদনার কথা জানিবার তোমার অধিকারই বা কি, আবশ্যকতাই বা

কি?" আজ তো আদান-প্রদানের দিন; আজ জননীর গৃহে মিলিয়া পরস্পরের অভাব পূরাইয়া লইবার দিন। আজ সকলের দৃষ্টি বিশ্বজননীর দৃষ্টিতে মিলাইয়া আমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে, মহত্বের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, উন্নত অধিকারের সঙ্গে হীনতা, দুর্ব্বলতা ও জড়তা চিনিয়া বুঝিয়া লইবার দিন। তাই দৃষ্টি আজ খুলুক;—আত্ম-দৃষ্টি। তোমার খুলুক, আমার খুলুক, সকলের খুলুক।

তরুণ-বয়স্কারা, তোমাদের মুখে কি আনন্দ, প্রাণে কত আশা। ওগো, জরাজীর্ণ দেহের সঙ্গে যাহাদের আশা তিমিত হইয়া আসিতেছে, রোগ-শোকের আঘাতে যাহারা অতিমাত্র জর্জ্জরিত, তোমাদের আনন্দ, তোমাদের আশা-ভরসা তাহাদের মধ্যে একটু সঞ্চার কর। তাহাদের দুঃখের অভিজ্ঞতা-টুকু লও, তোমাদের দীপ্ত দুর্দ্দম সাহসের ভাগ তাহাদিগকে দাও। আজ দিবার দিন, লইবার দিন; আজ হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবাহ সঞ্চারিত হউক্।

আজ উৎসব করিবে বলিয়া কেমন সুন্দর নববস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছ! পিতা বা স্বামী কত আদর করিয়া তোমাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছেন! বড় আনন্দেরই কথা। কিন্তু ভিতরের দিকেও একবার চাও।—সেখানেও কত সৌন্দর্য্য আছে, আরও কত সৌন্দর্য্য সঞ্চয় করা যায়? কত অসুন্দরতা মুছিয়া ফেলা যায়? কাহারও মন কি ঈর্ষ্যায় মলিন, রূপগুণের অহঙ্কারে স্ফীত, ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে মত্ত, ক্রোধে ও অ-কথায় অশোভন? তাহার প্রাণ আজ নূতন প্রেমে উজ্জ্বল হউক্, সকল অবিনয় ও ঔদ্ধত্য সরিয়া যাউক্। আজ সকলের দিকে চাহিয়া সকলে আনন্দিত হই, আজ ভালবাসার ঐশ্বর্য্যে সকলেই মহিয়সী হই। ভালবাসার দ্বারা কি-ই না গড়া যায়? এমন জিনিষ যে আর নাই! আত্মার জন্য আশা, সাহস, কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা এবং করিবার সামর্থ্য, সবই ভালবাসায় আসে। অন্যের ভিতরকার সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু, আর দোষ ক্ষমা করিবার শক্তি, ভালবাসাই দেয়। এস, আজ মায়ের ভাণ্ডার হইতে ভালবাসা লুটিয়া লই; বাঁটিয়া দিই, প্রেমময়ী জননী দেখুন্।

আজ তো সাজিবার দিন। আজ কত-জনে হয়তো রং মিলাইয়া কাপড় পরিয়াছেন। আজ-কাল যাহারা পায়েন্, পরণের শাড়ী, গায়ের জামা, পায়ের মোজা, হাতের রুমাল, এমন কি অলঙ্কার পর্য্যন্ত এক-রঙ্গা করিয়া পরেন্। আজ এই রুচি ভিতরের দিকে লইয়া যাইতে অনুরোধ করি। ওগো ব্রাহ্ম-গৃহের কন্যারা, তোমাদের মুখের কথা, মনের চিন্তা, আর হাতের কাজ মিলাইয়া পর; তোমাদের শিক্ষার সঙ্গে তোমাদের দৈনিক ব্যবহার মিলাও, তোমাদের আদর্শের সঙ্গে তোমাদের সমস্ত জীবনখানা এক-রঙ্গা হউক্। তোমরা নারী, সৌন্দর্য্যের দিকে তোমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ; সকলে ভিতরে ভিতরে সুন্দর হও। সৌন্দর্য্য ভাল বাস বলিয়া সুন্দর হও, তোমাদের সৌন্দর্য্য প্রিয়জনকে সুখী করে বলিয়া সুন্দর হও। ভিতরের সৌন্দর্য্য বাহিরেও যে ফুটিয়া উঠে। প্রদীপের আলোতে তাহার আধারটিও উজ্জ্বল হয়।

আমি দর্শন-বিজ্ঞানের বড় কথা বলিতে

পারি না, কিন্তু গোটা কত মোটা কথা জানি, আর তাহাই বলিতে পারি। আমি জানি একথা সত্য যে, ভিতর মধুর হইলে বাহিরও মিষ্ট ও সুন্দর হয়। এই রোগ, শোক, আশা ও আনন্দের জগতে কোথায় না সৌন্দর্য্য আছে? যদি কেহ সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চাও এবং আপনার ভিতরে উহা সঞ্চয় করিতে চাও, ভিতরের দিকটা অবহেলা করিলে চলিবে না। সত্য বলিতেছি, সৌন্দর্য্য বাহিরে পাইলেও আনন্দটা বাহিরের জিনিষ নয়। তাহার উৎস অন্তরে। আনন্দ যদি না পাইলাম, না দিলাম, সকল সৌন্দর্য্য-চেষ্টা ব্যর্থ। যেখানে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, সেখানে আনন্দও নাই; সেখানে সৌন্দর্য্য মৃত।

সংসারে রোগ, শোক, দারিদ্র্য আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু জ্ঞানময় আনন্দময় বিধাতা এই রোগ, শোক, মৃত্যু ও নানা অভাবের মধ্যেই আনন্দের বীজ বপন করিতেছেন। দুঃখ যে অপরিহার্য্য, মানুষের পক্ষে অতীব আবশ্যক। অন্ধকার যে আলোকেরই পরিচয় দেয়, মৃত্যু যে জীবনকে জানিবার জন্য, যত্ন করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তোলে; বেদনা যে চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, শক্তিকে বিকাশ করে, আনন্দকে চিনাইয়া দেয়। ঘরে ঘরে দুঃখ, সেই—দুঃখের পরিচয় লইয়া, একলা মানুষ তাহার একলার দুঃখ ভুলিয়া গিয়া সকলের আনন্দে আনন্দিত হইতে চায়। বস্তুতঃ সে তো একলার নয়, সে যে সকলের। ক্রমে সে সুখ-দুঃখ নিয়তি-সূত্রে অবিচ্ছিন্ন জানিয়া, দুঃখকে সঙ্গে লইয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহার ভয় হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে নবজীবনের পথে আপনার বাহন করিয়া লয়।

কৃশা গোতমীর গল্প অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। শিশু-পুত্রের শোকে কাতর হইয়া এই নারী বুদ্ধের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু, আমি বড় দুঃখিনী, আমার এই একটি পুত্র আমার জীবনের সর্ব্বস্ব। ইহাকে হারাইয়া আমি কিরূপে বাঁচিব, জানি না। প্রভু, তুমি ইহাকে বাঁচাইয়া দাও।" বুদ্ধ বলিলেন, "আমি ইহাকে বাঁচাইবার একটি মাত্র ঔষধ জানি, সংগ্রহ করিতে পারিবে কি?" নারী বলিল, "আদেশ করুন্ প্রভু, আমি যেখান হইতে হয়, ঔষধ-সংগ্রহ করিবো" বুদ্ধ বলিলেন, "আমাকে মুষ্টিমাত্র সর্ষপ আনিয়া দাও; কিন্তু দেখিও, যে গৃহে পিতামাতা, ভাইবোন্, দাস-দাসী কেহ মরে নাই, এমন গৃহ হইতে আনিবে, তাহা না হইলে ঔষধের ফল হইবে না।" শোকে উন্মত্তা সেই নারী সরিষা ভিক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিল। এক এক গৃহে যায়, আর বলে, "একমুষ্টি সরিষা দাও গো, একমুষ্টি সরিষা।" যেমন সরিষা আনে, সে জিজ্ঞাসা করে, "ওগো, এ ঘরে কেহ মরে নাই তো? মা-বাপ, ভাইবোন্, পুত্রকন্যা, দাস-দাসী, কেহ মরে নাই তো?" গৃহস্থ বলে, "সে কি কথা! কেউ মরে নাই, এমন ঘর তো এ নয়।" সেই নারী সারাদিন ঘুরিয়া নগরে যত গৃহ আছে, সব গৃহে একই উত্তর পাইল। এমন ঘর নাই, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করে নাই। তখন তাহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল। সে বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "প্রভু, এমন গৃহ নাই, যেখানে মৃত্যু যায় নাই; আমার ঔষধ আনা ঘটিল না। তুমি এখন

আমাকে মৃত্যু হইতে মুক্তি-লাভের উপায় বল।”

আজ এই আনন্দের দিনে মৃত্যু শোক লইয়াও তো কত নারী উপস্থিত আছি; কৃশা গোতমীর মত মৃত্যু হইতে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করিতেছি। আনন্দ-স্বরূপ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মের স্পর্শে মৃত্যুর আকৃতি-প্রকৃতিও যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাহা কি আমাদের মধ্যে কেহ অনুভব করেন নাই? মৃত্যু যে দৃষ্টি খুলিয়া দিয়া প্রিয়জনকে সুন্দরতর করে, নিকটতর করে! এখান হইতে যে গেল, তাহার সন্ধানে দৃষ্টি চালিত করিয়া আমরা যে অপর-লোকের একটু আভাস পাই। বিশ্বজননীর অনন্ত কোলে হারাধনকে খুঁজিতে গিয়া তাঁহার ক্রোড়ের স্পর্শটা অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তাঁহাকে বিদায় দিলে, আর কাহাকেও কাছে পাই না বলিয়া তাঁহাকেই শক্ত করিয়া ধরিতে চাই।

তাঁহার স্পর্শ কি কেবল দুঃখের দিনেই চাই? রোগ ও মৃত্যুর বেদনার ভিতরেই চাই? সুখ, স্বাস্থ্য ও সম্পদের মধ্যে কি তাঁহার আবশ্যকতা নাই? তাহা নয়, তাহা নয়। সুখ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সকলই যে অস্থায়ী। তাঁহাকে ছাড়ি বলিয়া আরও অস্থায়ী। যদি আনন্দ এবং শান্তি পাইতে হয়, সুখ, দুঃখ, সকল অবস্থাতেই হৃদয়ের মধ্যে আনন্দময়ের জন্য একটু স্থান রাখিতে হইবে। দৈনিক জীবনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের, জ্বালা-যন্ত্রণার, চিন্তা-চেষ্টার মধ্যে মাঝে মাঝে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে আত্ম-নিবেদন করিয়া যাইতে হইবে। আমরা দুর্ব্বল, সুখেও ক্লান্ত ও অশান্ত হইয়া পড়ি। মাঝে মাঝে সেই স্পর্শমণিকে ছুঁইয়া গেলে, অশান্তি ও অস্বস্তি দূর হইবে।

নারীর জীবন সহস্র খুঁটিনাটী লইয়া ব্যস্ত ও বিব্রত। তাহাকে ছোট বিষয়ের পশ্চাতে অনেক ছুটাছুটী করিতে হয়। কেবল সেই অনন্তের স্পর্শেই ছোট চেষ্টা একটা বড় ব্রত, একটা দুষ্কর তপস্যার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার আলোকেই জীবনের ছবি সাদা-কালো রেখাতে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

আজ এই সম্মিলনে যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নূতন গৃহ গড়িয়া উঠিতেছে, কাহারও অনেক দিনের অনেক প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত সাধের সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকলেই আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে বসিয়া, নূতন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখি, তাঁহার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক সম্মিলিত। তাঁহার স্নেহ সকলেরই জন্য। সকলের অটল অনন্ত আশ্রয় তিনি। আমরা তাঁহার সেই প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে ভরা মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া জীবনের ব্রত-পালন করিতে ফিরিয়া যাই। তিনি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন্।

শ্রীকাদম্বিনী রায়।

আঁধার সাঁঝে।

আঁধার সাঁঝে আকাশ মাঝে
　　কোন্ তারাটি জ্বলে গো—
　　কোন্ তারাটি জ্বলে ?
গুপ্ত কোণে সুপ্ত সাগর
　　মুক্ত হয়ে চলে গো—
　　মুক্ত হয়ে চলে !
কাহার প্রেমের মলয় হাওয়া
উড়িয়ে দিল সকল চাওয়া ?
উদার আঁখির পরশ-পাওয়া
　　বক্ষ আমার দোলে গো—
　　বক্ষ আমার দোলে !
কে গো আমায় ভাঙা গানে
বাড়িয়ে দিল অগ্নি-বাণে ?
সদ্যঃসুধার মদ্য পানে
　　চরণ কেন টলে গো—
　　চরণ কেন টলে !
আঁধারে যা' ছোট ছিল,
আলোয় মালায় তা' বাড়িল,
জীবন সমাদরে দিল
　　মরণ-মালা গলে গো—
　　মরণ-মালা গলে !
আমার কান্না, আমার হাসি,
বাজায় তাহার হাতের বাঁশী,
সেই লহরে বিশ্ব আসি'
　　লুটায় চরণ-তলে গো—
　　লুটায় চরণ-তলে !

দরবেশ

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বারাণসীর বাসিন্দার মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। তাহারা একটী স্থান লইয়া বাস করে। সেই স্থানটী বাঙ্গালি-টোলা নামে খ্যাত। বিদ্যায় ইহারা হিন্দুস্থানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাঙ্গালি-টোলায় অনেকগুলি মন্দির আছে। এই পল্লিটীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। কিন্তু বাঙ্গালিগণ কেদারেশ্বরের মন্দিরেই অধিক যাইয়া থাকে। কেদারেশ্বরের অন্য একটি নাম কেদারনাথ। মন্দিরের বারান্দায় অনেকগুলি দেবতা আছে। প্রধান মন্দিরটী চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। দ্বারদেশে কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। ইহারা দ্বারপাল। মূর্ত্তি দুইটী দেখিতে অতিচমৎকার। প্রত্যেক মূর্ত্তিরই চারিটী হাত আছে। তাহাদিগের এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে গদা, তৃতীয় হস্তে পুষ্প এবং চতুর্থ হস্তটী খালি। এই চতুর্থ হস্তটী যেন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে যাত্রিগণকে বলিতেছে; যে, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর; দেবাদেশ প্রাপ্ত হইলে ভিতরে যাইও।" মোট কথা এই যে, একদল লোক মন্দিরে প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যতক্ষণ না তাহা উদ্ঘাটিত হয়, ততক্ষণ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যায় না।

মন্দিরের বহির্ভাগে সম্মুখের দেওয়ালে বাটটী দীপ দিবার জন্য দীপাধার আছে। সন্ধ্যাকালে সেগুলিকে তৈল-সংযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করা হয়। মন্দিরের মধ্যে কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রবাদ এইরূপ যে, কেদার নামে এক ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ঋষির সহিত হিমালয়ে যাইয়া মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হন্। তাহার মৃত্যু হইলে, শিব তাহাকে দেবত্ব অর্পণ করেন্। সুতরাং, মহাদেবের মূর্ত্তিতে তাহার পূজা হইয়া থাকে। বশিষ্ঠকে স্বপ্নে মহাদেব দেখা দিয়া বর-গ্রহণ করিতে বলেন। বশিষ্ঠ এই বর চান যে, তিনি (মহাদেব) যেন বারাণসী-ধামে বাস করেন।

কেদারেশ্বরের সহিত অন্যান্য দেবতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরবনাথ, গণেশ ও অন্নপূর্ণা। যে দ্বার দিয়া ঘাটে অবতরণ করা যায়, তাহার উপর বাঙ্গলা ও হিন্দিতে কেদারেশ্বরের মাহাত্ম্য লেখা আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে অনেক দুঃস্থ নরনারী ভিক্ষা-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। এবিষয়ে কেদারেশ্বরের মন্দিরটী অন্নপূর্ণার মন্দিরের সমতুল। শেষোক্ত মন্দিরেও দরিদ্র ব্যক্তিগণ ভিক্ষা-প্রত্যাশায় গমন করে। সিঁড়িতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার স্থান আছে। নিম্নে একটী কূপ দৃষ্ট হয়। ইহা গৌরীকুণ্ড নামে খ্যাত। ইহার জলে জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া লোকদিগের বিশ্বাস।

কেদারনাথের মন্দিরের পশ্চিমে প্রায় সিকি মাইল দূরে মান-সরোবর নামে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার চতুর্দ্দিক্ মন্দির-দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে অন্যূন পঞ্চাশটী মন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক একটী আছেন। এতন্মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের মন্দিরটীই প্রসিদ্ধ। কুলুঙ্গিতে দত্তাত্রেয়ের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। দুর্ব্বাসা ইহার ভ্রাতা। রাজা মানসিংহ মান-সরোবরের খনন-কর্ত্তা। এখানে প্রায় এক সহস্র দেবতা দৃষ্ট হইয়া থাকেন্।

মান-সরোবরের নিকটে পূর্ব্বদিক্স্থিত দ্বারের একটী রাস্তার কোলে দুইটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে বালকৃষ্ণ ও অন্যটী চতুর্ভুজ। এখান হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই মানেশ্বরের মন্দির দেখা যায়। রাজা মানসিংহ ইঁহার প্রতিষ্ঠাতা।

বাঙ্গালীটোলায় মান-সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। লোকের বিশ্বাস, ইনি প্রত্যহ তিল-পরিমাণে বর্দ্ধিত হন্। দেবতার সম্মুখে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী বৃষ জানু পাতিয়া বসিয়া আছে। মন্দিরের দ্বারের দুইপার্শ্বে অনেকগুলি দেবতা আছেন্; তন্মধ্যে একটির্ নাম শ্যাম কার্ত্তিক। মন্দিরের পূর্ব্বদিকের কুলুঙ্গিতে অনেক দেবতাই আছেন্। একটী কুলুঙ্গিতে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বিষ্ণুর পদচিহ্ন তিনটী সর্প দেবতা, তিনটী মহাদেব ও একটী গণেশের মূর্ত্তি দেখা যায়। অন্য কুলুঙ্গিতে মহাদেবের মূর্ত্তিটী ঠিক্ মনুষ্যের ন্যায়। এরূপ বিগ্রহ প্রায়ই দেখা যায় না। মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তিই প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

যে স্থানে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, তথায় একটী অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষে একটী বৃহৎ মূর্ত্তি ঠেসান দেখা যায়। ইনি বীরভদ্র-নামে খ্যাত। ইহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন ত্রিশটী দেবতা আছেন্। কয়েক পদ

দূরে একটী নিম্নবৃক্ষের তলে অষ্টভুজা দেবী অবস্থিত।

কেদারনাথের মন্দির হইতে দশাশ্বমেধের মন্দিরে যাইতে হইলে রাস্তায় অনেক দর্শনীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। দুলারেশ্বরের মন্দিরটী দেখিবার উপযুক্ত। সাতুবাবু-নামক জনৈক বাঙ্গালীবাবু এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করেন। অত্যুচ্চ মন্দিরটী মধ্যে অবস্থিত এবং তাহার দুইপার্শ্বে সাতটী করিয়া মন্দির আছে। এই সমস্তগুলিতে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নদীতটস্থিত চৌকীঘাটে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে; তাহার চতুষ্পার্শ্ব চবুতরা-দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানটীতে অনেকগুলি দেবতা আছেন্। এখানে কতকগুলি সর্পমূর্ত্তিও দেখা যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষের সমক্ষে রুক্মেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে অনেক মন্দিরই আছে।

বাঙ্গালিটোলায় সর্ব্বাপেক্ষা অনেক দেবতার অবস্থিতি।

* * * *

বারাণসীর দুর্গাবাড়ীর প্রসিদ্ধি অধিক। অনেকেই এখানে আসিয়া দেবীর পূজা করে। সহরের দক্ষিণ-সীমায় মন্দিরটী অবস্থিত। দুর্গাদেবীর সমক্ষে বলিপীঠ আছে। নাটোরের রাণী ভবানী এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। এখানে মঙ্গলবারে একটী করিয়া ক্ষুদ্র মেলা হয়। সংবৎসরের মধ্যে শ্রাবণমাসের মঙ্গলবারেই অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। দুর্গাবাড়ীর পার্শ্বেই বাঁদরের বড় আড্ডা। বাঁদরগুলি আহার পাইয়া থাকে। অবশ্য সেই আহার যাত্রিগণই দেয়।

দুর্গাদেবীর মন্দিরের দরজার সমক্ষে মহবৎখানা আছে। প্রত্যহ তিনবার দেবীর সম্মানার্থ বাজনা বাজিয়া থাকে। দেবীর মন্দিরের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিলেই দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহের বামদিকে গণেশের মূর্ত্তি। শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেবের ও বৃষের মূর্ত্তিও এখানে দৃষ্ট হয়।

মন্দিরের উত্তর দিকে দুর্গাকুণ্ড অবস্থিত। দেবীভাগবতে লেখা আছে, যখন ভগবতী রাজা সুবাহুর উপর প্রসন্না হ'ন্, তখন রাজা এই প্রার্থনা করেন যে, 'হে দেবি! যতদিন কাশী-নগরী রহিবে', ততদিন আপনি উহার রক্ষার্থ দুর্গা নাম ধারণ করিয়া সেখায় থাকিবেন্।' উত্তরে দেবী বলেন যে, 'যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন আমি কাশীতে থাকিব।' দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কুরুক্ষেত্র তালাও নামে একটী পুষ্করণী আছে। রাণী ভবানীই এই পুষ্করিণীর খনন-কর্ত্রী। চন্দ্রগ্রহণের সময় স্নানের নিমিত্ত এখানে অনেক জনতা হয়। ইহার পশ্চিমদিকে উক্ত রাণীর দ্বারা একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভাদাইনি-মহল্লায় কুরুক্ষেত্র-তালাওয়ের উত্তরপূর্ব্বে লোহারিক কুঁয়া নামে একটি কূপ আছে। ইহার মুখ দুইটী। রাণী অহল্যাবাই, বেহারের জনৈক রাজা এবং অমৃতরাও ইহার খননকর্ত্তা। সিঁড়ির একটী কুলুঙ্গিতে সূর্য্যের চক্র অবস্থিত। একটী চত্বরের উপর গণেশ উপবিষ্ট আছেন্। এখানে ভদ্রেশ্বরের মন্দিরও দৃষ্ট হয়। ভদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ-মাত্র।

* * *

রামনগরের কেল্লার এক মাইল দূরে বেনারসের মহারাজার রাজবাটী। এখানে

একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে একটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরটীতে অনেক শিল্পকার্য্য দেখা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নের থাকে হস্তী ও তৎপরে সিংহের শ্রেণী আছে। প্রত্যেক সিংহ দুইটী করিয়া হস্তীর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উপরকার তিনটী থাকে অনেক দেবতার মূর্ত্তিই দেখা যায়। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, তিনটী পৃথক্ কুলুঙ্গিতে অবস্থিত। কৃষ্ণও তথায় স্থান পাইয়াছেন; পরন্তু তিনি একা নহেন্। তাঁহার সহিত দুইটী গোপীও আছেন্। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, কুবের, ভৈরব, রাম, সীতা, হনুমান, গণেশ ও বলদেবের মূর্ত্তিও এখানে অবস্থিত। বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্রমাও বাদ পড়েন নাই। চন্দ্রমা দুইটী হরিণ-দ্বারা বাহিত শকটের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইঁহার মস্তক হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছে। নারদ গজেন্দ্রমোক্ষ কার্ত্তবীর্য্যও আমাদিগের নয়ন-পথের পথিক হয়। উপরিস্থিত থাকের কেন্দ্রস্থান হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি ও পূর্ব্বদিকে কালীর মূর্ত্তি অবস্থিত। উত্তরদিকের কুলুঙ্গিতে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। ইনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। মন্দিরের তিনটী দ্বারের সমক্ষে, মার্বেল প্রস্তরনির্ম্মিত তিনটী মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটীতে নন্দি (ষাঁড়) মূর্ত্তি, অন্যটীতে গরুড়ের মূর্ত্তি এবং তৃতীয়টীতে সিংহ মূর্ত্তি। দ্বারের উপর ময়ূর ময়ূরী মুখো-মুখি করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দুর্গা দেবী বিরাজিত। বিগ্রহটী মার্বেলপ্রস্তর নির্ম্মিত। ইঁহার অঙ্গে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধানে পীতবসন। বিগ্রহের সমক্ষে একটী বেদি আছে। ইহার উপর পূজার বাসনগুলি সজ্জিত থাকে। বামদিকে আর একটী ক্ষুদ্র বেদি আছে, তাহাতে পূজার জন্য কেবল মাত্র পুষ্প থাকে। সন্নিকটে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি অবস্থিত। দুর্গাদেবীর দক্ষিণে পঞ্চবক্ত্র শিব অবস্থান করিতেছেন।

সন্নিকটে রাজা চেতসিংহকৃত একটী পুষ্করিণী ও উদ্যান অবস্থিত। পুষ্করিণীটীতে সুবৃহৎ ঘাট আছে। এখানে হাজার হাজার ব্যক্তি একত্রে স্নান করিলেও কাহারও অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রবাদ এইরূপ যে বেদব্যাস কাশীর মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহার অনুরূপ ব্যাসকাশী সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈব মায়ায় তাহার বিপরীত হইল। কাশীতে মরিলে মুক্তি হয় কিন্তু ব্যাসকাশীতে মরিলে গর্দ্দভ যোনী প্রাপ্ত হয়, সেই জন্য ব্যাস কাশীতে কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে মরিবার জন্য কাশীতে আগমন করে। এই ব্যাস-কাশী রামনগরে অবস্থিত। বেদব্যাস ব্যাস-কাশীর অবস্থা দেখিয়া এরূপ বিধান করেন যে মাঘ মাসে যে ব্যক্তি ব্যাস কাশীতে তীর্থ করিতে আসিবে তাহাকে আর গর্দ্দভ যোনী প্রাপ্ত হইতে হইবে না। এই জন্য রাম নগরে সকলেই একবার ব্যাসকাশীতে তীর্থ করিতে যায়। তীর্থটী সারা মাঘ মাস হইয়া থাকে কিন্তু সোম ও শুক্র বারেই লোকের সংখ্যা অধিক হয়।

রামনগরে রাজার কেল্লায় বেদব্যাসের মন্দির আছে। গঙ্গাঘাট প্রদ্বিত সিঁড়ি দ্বারা মন্দিরে গমন করিতে পারা যায়। বাম দিকের সিঁড়িতে গঙ্গার মূর্ত্তি অবস্থিত। ইনি

মকরবাহিনী। মূর্ত্তিটী শ্বেত প্রস্তরের। ইনি চতুর্ভূজা। একটী হস্ত অবনত, অপরটী উন্নত, তৃতীয়টীতে পদ্ম এবং চতুর্থটীতে কমণ্ডলু। এখানে অনেকগুলি দেবতাই আছেন। বেদব্যাসের মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই। বেদব্যাসকে পূজা করিতে হইলে শিবের উপাসনা করিতে হয়।

পঞ্চকুশী রাস্তার আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। দুর্গাবাড়ীর নির্ম্মাতা ও পুষ্করিণীর খননকর্ত্রী রাণীভবানী এই রাস্তাটী সংস্কার করেন। তাঁহার সময় হইতে পঞ্চকুশী রাস্তাটী ভাল অবস্থায় আছে। পঞ্চকুশী রাস্তা হিন্দুর পক্ষে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। এখানে মরিলে অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চক্রোশী রাস্তার পরিক্রমার ও ফল অনেক। যাঁহারা পরিক্রমা করেন তাঁহারা নগ্নপদে থাকেন—জুতা পরেন না। রাজাই হউন আর প্রজাই হউন, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন পরিক্রমা সম্বন্ধে সকলেরই নিয়ম এক। তবে পীড়িত ব্যক্তির নিয়ম অন্য।

মনিকর্ণিকা হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থযাত্রীগণ পরিক্রমা করিতে করিতে অসি-সঙ্গমে গমন করে। এখান হইতে জগন্নাথের মন্দিরে যাইতে হয় এবং তথা হইতে "কানধাওয়া" গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই পরিক্রমা শেষ হয়। ইহাই ছয় মাইল রাস্তা। পরদিবস ধুপচণ্ডী গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেই দশ মাইল পূর্ণ হয়। এখানে ধুপচণ্ডীর পূজা করিতে হইবে। তৃতীয় দিবসে পরিক্রমায় বাহির হইয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইলেই ১৪ মাইলের পরিক্রমা শেষ হয়। চতুর্থ দিনে শিবপুর যাইয়া পঞ্চপাণ্ডব দর্শন করিতে হইবে। পঞ্চম দিনে কপিলধারায় সমাগত হইয়া মহাদেবের অর্চ্চনা না করিলে চলিবে না। ষষ্ঠদিনে কপিলধারা হইতে বরুণা সঙ্গম ও তথা হইতে মনিকর্ণিকা ঘাটে ফিরিয়া আসিলেই পঞ্চকুশী রাস্তার পরিক্রমা শেষ হয়। কপিলধারা হইতে মনিকর্ণিকা পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রীগণ যব ছড়াইতে ছড়াইতে যায়। ঘাটে পঁহুছিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া সাক্ষী বিনায়কের মন্দিরে যাইতে হইবে এবং পরে তীর্থযাত্রী বাটী প্রত্যাগত হইতে পারে। কতকগুলি যব "যব বিনায়কের" পূজার জন্য রাখিতে হয়। সাক্ষী বিনায়ক ও যব বিনায়ক দুইটী গণেশ মূর্ত্তি। এই দুই মূর্ত্তিই মনিকর্ণিকা ঘাটে অবস্থিত।

কানধাওয়ার কর্দ্দমেশ্বরের মন্দিরই বারাণসী ধামে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সুন্দর। হিন্দুশিল্পের পরাকাষ্ঠা এই মন্দিরে দেখা যায়। এখানে প্রায় ছয় শত শিব মন্দির আছে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

গান—

সকল আশা জুড়িয়ে দেওয়া
আস্‌বে কবে বসন্ত,
হৃদয়-বিতান ফুলে ফুলে
আবার হবে ফুলন্ত!

বিকশিবে রাকাশশী—
চিদাকাশ যাবে ভাসি,
বুকের মাঝে বয়ে যাবে
দখিন হাওয়া দুরন্ত।

ভুলে যাব দুঃখ শোক,
শীতল হবে দগ্ধ চোখ্,
গানে প্রেমে প্রাণে হৃদয়
আবার হবে চঞ্চল !

বইবে দখিন পবন ধীরে
প্রেম-তটিনীর কালো নীরে,
উচ্ছসিয়া উঠিবে ঢেউ,
বাক্ হবে না ক্ষুব্ধ ॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ।

সেই পথে ।

চল্ মন চল্ সেই পথে—
যেথা প্রতিদান তরে প্রণয় না কেঁদে মরে,
দীর্ঘশ্বাস শূন্যে নাহি যায় ;
ঠিক্ মরমের মাঝে মরমের কথা বাজে
অন্তহীন মধুর গাথায় ;
অন্তরে অন্তর মিশি হাসে ছলহীন হাসি,
যাচ্ঞায় নাহি যায় ভুলে ;
এক সুখ, এক দুখ, এক-আশা-ভরা বুক,
ভাসে যেন এক স্রোতোজলে ।

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় মোহের ছলে অন্তর না কভু ভুলে,
তুচ্ছতায় চলে না'ক প্রাণ
সামান্য নিধির তরে কর্ত্তব্য রাখিয়া দূরে
সুখে মন নহে ভাসমান ;
মদ-অন্ধকার পশি' হৃদয়ে ফেলে না গ্রাসি'
বিবেকে রাখিয়া অন্তরালে
স্নেহ ভক্তি দয়া মায়া মরতে অমৃত-ছায়া
না বিকায় কাঞ্চনের ছলে !

চল্ মন আরও সেই পথে—
যেথায় উন্মুক্ত হাসি দেয় সব জ্বালা নাশি'
বিষাদের নাহি ক্ষীণ ছায়া ;
মহান্ হৃদয় যেথা ঘুচায় পরের ব্যথা,
নাহি ধরে পিশাচের মায়া ;
তুচ্ছ তরে হিংসা যেথা ভুলে না'ক কৃতজ্ঞতা
দগ্ধ নয় অতৃপ্তি-শিখায় ;
বিশ্বাসের পাল বুকে চলে মন ধীরমুখে,
কুটিল প্রবাহে নাহি যায় !

চল্ চল্ আরও দূর পথে—
নশ্বর জগতে ভুলি' প্রাণ যেথা কুতূহলী
ধায় সেই অনন্তের পানে,
জগতের সুখদুখ সকলে হ'য়ে বিমুখ
রত মন মোচনের ধ্যানে ।
পৃথিবীর মায়া আসি' হৃদয়ে অনেক পশি'
নির্য্যাতন করে না তাহায়,
তন্ময় অন্তর মাঝে সুধার প্রবাহ রাজে,
ডাকে মন জগৎ-পিতায় ।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন ।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগ।
সুবোধ মাটীতে পড়িয়া ঘুমাইতেছে;
ধীরে ধীরে হেমচন্দ্রের তথায় প্রবেশ।]

হেম। (সুবোধকে দেখিয়া) আহা! আমার ননীর পুতুল ধূলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে! বেলা দুপুর হ'য়ে গেছে, বোধ হয়, এখনও কিছু খেতে পায় নি? খিদের জ্বালায় বাছা আমার বেহুঁস হ'য়ে ঘুমুচ্ছে দু'দিন আগে যা'র ঘুমের জন্য কত সাধনা ক'র্ত্তে হ'ত, সে আজ মেজের উপর ধূলায় প'ড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে! (কিছুক্ষণ পরে তিনি ডাকিলেন) সুবোধ!—আহা! অজ্ঞান হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। সাড়া নেই। ভগবান্! একি ক'র্লে? যদি এত অবনতি ঘটাবে, তবে একদিন কেন ঐশ্বর্য্যের শিখরে তুলে ছিলে? তাতেইত' আজ এত কষ্ট! তাই ত' আজ এত দুঃখ! সেই স্মৃতিইত আজ পুড়িয়ে মাচ্ছে! চিরদিন যদি এমি দুঃখে কষ্টে কাটাত', কখনও যদি সুখের আস্বাদ না পেতুম, তা হ'লেত আজ এ যন্ত্রণা পেতে হ'ত না। জগদীশ্বর! কেন আমাকে হীন হীন দরিদ্র কর নি? যা'রা সামান্য, হীন হীন, যারা কুলি মজুর, তারাও আজ আমার চেয়ে সুখী। স্মৃতি তাদের গত সুখ তাদের সাম্‌নে এনে জ্বালা দেয় না। দুঃখ দুঃখ ব'লে তা'র আমার মতন, স্মৃতির দংশনের জ্বালায় চিৎকার ক'চ্চে না! ওঃ—কি ছিলুম কি হয়েছি! লক্ষপতি ছিলুম, ভিখারী হয়েছি! একদিনে এক কথায় ভোজ-বাজীর মতন, সব উড়ে গেল! স্ত্রীর গহনা বেচে আবার ব্যাবসা আরম্ভ কর্লুম, তাও গেল! আর দিন কতক পরে পেটের ভাতের জন্যে দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হ'বে! আত্মীয়, বন্ধু, লোক জন, দাসদাসী, প্রভাতের তারার মতন মিলিয়ে গেছে! কেবল সর্ব্বেশ্বর আর হরিদাস এখনও আমাকে ত্যাগ করে নি। এই হতভাগার অদৃষ্ট চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে তারাও কষ্ট পাচ্ছে। এত বল্‌ছি কিছুতেই শুন্‌ছে না। আমি কি কোর্ব্বো? যার কপালে যা আছে, তাই হ'বে। আমি আর দেখ্‌তে পারি না। দেখ্‌তে বাকিই বা কি আছে? আর কি দেখ্‌তে হবে? অন্নপূর্ণা রাঁধ্‌ছে, বাসন মাজ্‌ছে। আমার এত সাধের রমা! রমার অঙ্গ নিরাভরণ হয়েছে। সুবোধ সময়ে খেতে পাচ্ছে না। খিদের জ্বালা বরদাস্ত কচ্ছে, ছেঁড়া কাপড় পর্‌ছে, তবে বাকি আর কি আছে? বাকি কেবল এখনও তারা পেটের ভাতের জন্যে হাহা করে বেড়ায় নি! তাও হবে, তাও হবে! আমি বেঁচে থেকে কি ক'রে তা' দেখ্‌বো? তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল!

(হতাশ ভাবে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সুবোধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পিতাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া কাছে আসিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া সভয়ে বলিল—)

সুবো। বাবা, বাবা, ওকি? অমন ক'রে বসে রয়েছেন কেন? আমার বড্ড

ভয় কচ্ছে, চলুন্ বাড়ীর ভেতর চলুন্। অমন ক'চ্ছেন্ কেন, বাবা?

(হেমচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল) ওমা, মা, শীগ্‌গির এস।)

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্ন। কি হ'য়েছে, সুবোধ? অমন চেঁচিয়ে উঠ্‌লি কেন?

সুবো। বাবা বসে বসে আপ্‌না আপ্‌নি কি বল্‌ছেন্। আমার বড় ভয় ক'চ্ছে।

অন্ন। (হেমচন্দ্রের প্রতি) কিসের জন্যে তুমি এত আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছ? নির্ব্বোধের মতন দিন রাত হা হুতাশ করা তোমার সাজে না। তোমার ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, তোমার মুখ চেয়ে কত সুখে আছে। তোমার এমন অবস্থা দেখ্‌লে, তা'দের কি হবে তা'কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?

হেম। সুখ, অন্নপূর্ণা সুখ?

অন্ন। হ্যাঁ সুখ বৈকি?

হেম। এ যদি সুখ হয়, অন্নপূর্ণা, তবে দুঃখ কা'কে বলে?

অন্ন। দুঃখ? সতীর পতি-বিচ্ছেদে দুঃখ, শিশুর পিতৃ-মাতৃ-বিচ্ছেদে দুঃখ, মাতার সন্তান-বিচ্ছেদে দুঃখ, তা' ভিন্ন জগতে দুঃখ আর কিছুই নেই।

হেম। কিছুই নেই? এই যে তুমি সমস্ত দিন দেহ পাত ক'রে খেটে খুটে দু'টী শাক ভাতও পেট ভরে খেতে পাচ্ছ না, এ সুখ? কচি ছেলে সুবোধ খালি গায়ে খালি পায়ে ছেঁড়া কাপড়টী পরে বেড়াচ্ছে,—এ সুখ? সোণার পুতুল রমা শুক্‌নো মুখে আমাদের মুখ চেয়ে চেয়ে দিন কাটাচ্ছে,—এ সুখ?

অন্ন। হ্যাঁ, সুখ। এ পূর্ণমাত্রায় সুখ। এতদিন ধনের গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে বেড়াতুম্, তোমার সেবা কর্ব্বার অবকাশ পেতুম্‌না; আমার কাজ দাস দাসীতে কোর্ত্তো। আজ আমি নিজের হাতে সে কাজ ক'রে, বড় সুখ পাচ্ছি। আর রমা সুবোধের কথা বল্‌ছ? তাদেরও ত কোন কষ্ট আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা, তোমার কোল, আমার বুক, এ সকল থেকে ত' তারা বঞ্চিত হয় নি? তবে আর তাদের দুঃখ কিসের? সুখ মানুষের অন্তরে। দু'খানা গয়না গায়ে দিলেই সুখ হয় না, দুখানা ভাল কাপড় প'রে বেড়ালেও সুখ হয় না।

হেম। তবে সংসারে সুখ কিসে অন্নপূর্ণা? মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করে কিসের জন্যে?

অন্ন। সুখ কর্ত্তব্য-পালনে। পুরুষে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে সংসার প্রতিপালনের জন্যে। আর, আত্মীয়, বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, প্রতিপালন করা পুরুষের কর্ত্তব্য! অর্থ না হ'লে সংসার প্রতিপালন হয় না। সুতরাং, কর্ত্তব্য-পালনও হয় না। তাই পুরুষকে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে হয়।

হেম। তবে অন্নপূর্ণা! আমার কর্ত্তব্য-পালন হচ্ছে কই?

অন্ন। তুমি গুরু, আমি শিষ্যা, আমি অবলা আমি তোমাকে কি উপদেশ দোবো? পুরুষের দশ দশা! চিরদিন তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিলে। আজ দু'দিন অর্থহীন হ'য়েছ ব'লে এত দুঃখ করা কি তোমার উচিত? ঐশ্বর্য্য কার চিরদিন

থাকে? সুখ দুঃখ সমান ভাবে, কবে কার ছিল? আমরাত ক্ষুদ্র মানুষ, স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র রাজা হ'য়ে বনে গেছ্লেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও বনবাস কর্তে হয়ে ছিল। নল, শ্রীবৎস প্রভৃতি কত রাজা ঐশ্বর্য্য হারিয়ে বনে বনে বেড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু তাত জান, তাঁরা স্বধর্ম্ম ছাড়েন্ নি! আমি আর কি বল্ব? এ সংসারে সবই ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ কিছুই নয়, কেবল মানুষের মনের বিকার মাত্র!

হেম। আমি কি কর্ব্বো অন্নপূর্ণা! তোমাদের এ কষ্ট আমি যে চখে দেখ্তে পার্চ্ছি' না।

অন্ন। বেশ! তুমি একটা চাক্‌রি বাক্‌রি কর।

হেম। (অন্যমনস্ক ভাবে) চাক্‌রি? চাক্‌রি আমি কি কো'র্ব্বো? চাক্‌রি ত' কখনও করিনি, অন্নপূর্ণা! আর কেই বা আমাকে চাক্‌রি দেবে? 'চাক্‌রি দাও', 'চাক্‌রি দাও' ক'রে কা'র খোসামোদ কোর্ব্বো? কা'র পায়ে ধোর্ব্বো?

অন্ন। তোমাকে কারুর খোসামোদ ক'র্ত্তে হবে না। প্রফুল্ল বলেছে তুমি যদি চাক্‌রি ক'র্ত্তে রাজী হও, তা'হ'লে সে চেষ্টা ক'র্ব্বে। আরও বলেছে কোথায় নাকি চাক্‌রি খালিও আছে, চেষ্টা ক'র্লে তোমার জন্যে সে ভাল চাক্‌রি যোগাড় ক'র্ত্তে পার্ব্বে। তোমার মত না হ'লে আমি ত' কিছু বল্তে পারি না।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তাই কোর্ব্বো, তোমাদের কথাই শুন্‌বো। দেখ্ব, পরের গোলামী কো'র্ত্তে পারি কিনা? প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'র্ত্তে হয় কি করে, তা' শিখ্‌বো। জীবনের নতুন পথে চল্তে চেষ্টা কো'র্ব্বো।

অন্ন। এতে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে নাইবা চাক্‌রি ক'র্লে? আমাদের ত' কোন-কষ্ট হয়নি, বেশ চলে যাচ্ছে। তোমার যাতে মন ভাল থাকে তাই কর।

হেম। না, চাক্‌রি কোর্ব্বো, একবার ক'রে দেখ্‌ব। তুমি ব'ল প্রফুল্লকে।

(এই সময়ে প্রফুল্লর প্রবেশ।)

এই যে প্রফুল্ল এসেছ; ভালই হ'য়েছে। কোথায় চাক্‌রি খালি আছে, তুমি নাকি বলেছ, বাবা?

প্রফু। আজ্ঞে হাঁা, দু'টো কাজ খালি আছে। একটা এইখানেই 'মার্চ্চেণ্ট' আফিসে। মাসিক একশ' টাকা মাইনে। আর একটা শ্যামনগরের জমীদারের ষ্টেটে। জমীদারের ম্যানেজারি খালি হ'য়েছে। জমীদারের ভাই, আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড্ একজন উপযুক্ত লোক খুঁজ্ছেন। মাইনে আপাততঃ দুশো টাকা। যে মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজটা খালি আছে তা'র সাহেবের সঙ্গে আমাদের একজন 'প্রফেসরে'র খুব ভাব আছে। আপ্‌নার যেটা ইচ্ছা, চেষ্টা ক'র্লে সেইটাই হ'তে পারে।

হেম। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তুমি শ্যামনগরের কাজটাই চেষ্টা ক'রে দেখ। সাহেবের কানমলা খাওয়ার চেয়ে স্বজাতির লাথি খাওয়াও ভাল। আমি শ্যামনগরেই যাব।

অন্ন। কেন এইখানে কা'জ কর্লে'ইত' বেশ হত! বিদেশে বন্ধুহীন দেশে একলা কি করে থাক্‌বে?

প্রভু। তা'তে কি মা! মানেজারী কাজটায় মান-সম্ভ্রমও আছে, পয়সাও আছে। কিছুদিন কাজ ক'রে আবার চলে আস্‌বেন্।

হেম। হ্যাঁ, তুমি সেইটেই দেখ।

প্রভু। আচ্ছা, আমি আজই দেখ্‌ব। কি হয়, এসে আপ্‌নাকে ব'লে যাব।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের অন্তঃপুর।

লীলার কক্ষ।

লীলা ও পরিচারিকা।)

লীলা। এ-কথা তুই নিজের কানে শুনেছিস্?

পরিচারিকা। মাইরি, বৌ-দিদি! মাইরি।

লীলা। কখন্ শুন্‌লি?

পরি। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা দাদাবাবু আজ বৈঠকখানায় শুয়েছেল না? সেই সময় সেই পোরে, না কে, একটা ছোঁড়া আছে না? সে এসে বলাবলি কচ্ছিল। এতদিন হেমঘোষ বাড়ীতে ছেল ব'লে পারে নি। হেম ঘোষের নাকি চাক্‌রি হ'য়েছে, সে কোন্ দেশে চাক্‌রি ক'র্ত্তে যাবে। সে দেশ নাকি অনেক দূর। সে চলে গেলেই মেয়েটাকে ধরে আন্‌বে।

লীলা। দূর পোড়ার মুখী!

পরি। সত্যি বল্‌ছি বৌদিদি! তোমার দিব্যি! শুনে আমার গা'টা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো!

লীলা। তুই শুনে ছিলি, তা আমাকে শোনালি কেন, পোড়ারমুখি?

পরি। ওমা! সেকি গো! এমন কথা শুনে কি কেউ চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে?

লীলা। তোর মিছে কথা। তুই দুপুর বেলা কি ক'র্ত্তে বাইরে গেছ্‌লি? তোর দাদাবাবুর কাছে না কি?

পরি। (হাসিয়া) আমার কি আর সে বয়েস আছে গা, বৌদিদি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে!

লীলা। কবে ধ'রে আন্‌বে, তা' কিছু শুনেছিস্?

পরি। তা' পষ্ট কিছু শুনিনি। কি বল্‌ছে ওরা শোন্‌বার জন্তে অনেকক্ষণ আড়ি পেতে ছিলুম্, তা' সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পার্‌লুম্, হেমঘোষ শীগ্‌গির সে দেশে চলে যাবে; আর সে গেলে পরেই মেয়েটাকে ধ'রে আন্‌বে।

লীলা। কত বড় মেয়ে?

পরি। তা কি আমি দেখিচি?

লীলা। দেখিস্ নি, শুনেছিস্ ত'?

পরি। অত কথা কি আর শুন্‌তে পেয়িছি? তারা ধ'রে আন্‌বার কথা বল্‌ছেন; বয়েসের কথা ত আর বলে নি! তবে আই-বুড় মেয়ে, বের যুগ্যি—সোমত্তই হবে। তোমাদের ঘরে কি আর এখন ক'চি মেয়ের বে হয়?

লীলা। না, আমাদের ঘরে বুড়ো মেয়ের বে'হয়! যাক্ সে মেয়েটা বুঝি, খুব সুন্দরী?

পরি। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! ব'ল্লে যেন স্বগ্যের পরী।

লীলা। আচ্ছা, ক'বে ধ'রে আন্‌বে ঠিক্ করে জেনে আমাকে খপর দিস্ দেখি!

পরি। কেন, তুমি কি কোর্ব্বে?

লীলা। কি আর কোর্ব্বো? আমি কালো, তাই তোর দাদাবাবুর পছন্দ হয় না। সে সুন্দর, যদি তার সঙ্গে থেকে সুন্দর হতে পারি, তাই দেখ্‌বো।

পরি। তোমার যেমন কথা! সকল তাতেই তোমার হাসি, সকলতাতেই তামাসা।

লীলা। তুই আমাকে খপর এনে দিস্‌না, আমি তোকে বখ্‌শিশ দোব। এখন তুই যা।

পরি। আচ্ছা। মা'কে এ কথা বল্‌বো কি?

লীলা। মাকে ব'লে কি হবে? মা সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বেন্ না, বকাবকি ক'র্ব্বেন্; তাতে উল্টো হবে। কাকেও বলিস্ নি। বুঝ্‌লি?

পরি। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

লীলা। (স্বগত) স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া) ছিঃ ছিঃ, এ তোমার কেমন কাজ? তুমি দিন দিন কি হ'চ্ছ? তোমার উপরে আমার যে ভক্তি কমে যাচ্ছে।—নারায়ণ! আমার মনে শক্তি দাও। স্বামীর প্রতি ভক্তি যেন না হারাই।—আমি তোমার স্ত্রী, তোমার পাপ-পুণ্যের ভাগী। তোমার এ অধর্ম্ম আমি কি ক'রে দেখ্‌বো? তোমার কিছুতেই এ পাপ ক'র্ত্তে দোবো না। যাক্। হেমবাবু যতদিন এখানে রয়েছেন্ ততদিন কিছু কর্ত্তে পার্ব্বো না। তিনি গেলে পর, আমায় একটা উপায় কর্ত্তেই হবে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

(হেমচন্দ্রের বাটীর দরদালান।
হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা, রমা, সুবোধ, প্রফুল্ল,
সর্ব্বেশ্বর এবং হরিদাস।)

হেম। সর্ব্বেশ্বর, হরিদাস! তোমাদের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না। আমি চল্লুম্, এদের দে'খ।

সর্ব্বে। বাবু কিছু দিনের জন্যে বিদেয় নিতে এসেছি।

হেম। (সা-চর্য্যে) অ্যাঁ, সেকি? এত-দিনের পর এসময় তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। ছেড়ে কোথায় যাব বাবু? কিছু দিনের জন্য তীর্থে যাব মনে ক'রেছি। বয়েসও হয়েছে, সব ঠিক্ ক'রেও ফেলেছি; নইলে আপনি যখন বিদেশে যাচ্ছেন্, আমি যেতুম্ না? কিন্তু কি কোর্ব্বো? সব ঠিক করে ফেলেছি যে!

হেম। এত দিন থেকে, আজ তুমি তীর্থে যাবে সর্ব্বেশ্বর? তবে আমার সুবোধ-রমাকে দেখ্‌বে কে? কোন্ তীর্থে যাবে? (হরিদাসের প্রতি) হরিদাস! তুমিও কি সর্ব্বেশ্বরের সঙ্গে তীর্থে যাবে ভেবেছ?

হরি। না বাবু, আমার সুবোধকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পার্ব্বো না।

হেম। চুপ করে রইলে কেন, সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, এই—

হেম। বল্‌তে কি কোনও বাধা আছে?

সর্ব্বে। বাধা নেই বাবু, তবে বল্‌লে পাছে আপ্‌নি বাধা দেন্, তাই—

হেম। তুমি তীর্থে যাবে, তা'তে আমি বাধা দিতে পারি না। তবে আমি যাচ্ছি, —এমন সময় তোমার তীর্থে যাবার কথা শুনে কিছু আশ্চর্য্য হলুম্ এইমাত্র! এদের দেখ্‌বার কেউ থাক্‌বে না, তাই বল্‌ছিলাম্। তা' যাও, তোমার উপর আমার জোরই বা কি? গরীবের ঈশ্বর সহায়। সকলে ছেড়ে গেলেও তিনি ছেড়ে যাবেন্ না।

সর্ব্বে। এ রকম নিষ্ঠুর কথা ব'লে মনে কষ্ট দেবেন্ না বাবু! সর্ব্বেশ্বরকে এমনই নেমক্‌হারাম ঠাওরালেন্ যে সে আজ অসময়ে

আপনাদের ছেড়ে চলে যাবে? তীর্থ ত দূরের কথা, জগতে এমন কোন জিনিষ নেই যার জন্যে আপনাদের ছেড়ে যেতে পারি। আর তীর্থ! পুণ্যাত্মা আপনি, পুণ্যময় এই সংসার, এই আমার পরম তীর্থ। কাশী-বৃন্দাবন এর চেয়ে আমার বেশী বাঞ্ছনীয় নয়। তবে আপনাকে সত্য গোপন কচ্ছিলুম্ তা'র কারণ বলুম্, পাছে আপনি বাধা দেন। বাবু, আপনার মঙ্গল সাধনই জীবনের একমাত্র ব্রত। আর আপনার নষ্টসম্পত্তির পুনরুদ্ধার আমার প্রথম ও প্রধান সঙ্কল্প। সেই জন্যে এখন আমায় অনেক যায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে। বাড়ীতে থাকতে পাব না। তাই আপনার কাছে কিছুদিনের ছুটী চাইছিলুম।

হেম। তোমার এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর, সর্ব্বেশ্বর!

সর্ব্বে। ত্যাগ কোর্ব্বো? কেন? কি জন্যে? আমার নিজের সম্পত্তি একজন প্রবঞ্চককে ফাঁকি দিয়ে ভোগ কোর্ব্বে, আর আমি তাই নীরবে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বো? বাবু, তা' আমি কখনও পার্ব্বো না। এর জন্যে যদি মামলা মোকদ্দমা, জাল জোচ্চুরি, এমন কি খুন খারাপি পর্য্যন্ত কর্ত্তে হয়, তাও স্বীকার।

হেম। সর্ব্বেশ্বর! সে আমার আত্মীয়, আমার ভগ্নীপতি। সে যদি আমার বিষয়-ভোগ ক'রে সুখী হয়, হোক্। তার অদৃষ্টে ছিল, সে পেয়েছে, আমার অদৃষ্টে ছিল, আমি হারিয়েছি। অদৃষ্ট কেউ খণ্ডাতে পারে না।

অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধে কোনও লাভ নেই। আর বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে বিরোধ কর্ব্বারও আমার ইচ্ছা নেই।

সর্ব্বে। বাবু—

হেম। না, আর কোনও কথা ক'য়োনা। আমার অনুরোধ অথবা আদেশ যাই বল,—তার সঙ্গে কোনও বিরোধ কোরো না। বিষয় হারিয়েছি, সে কথা ভুলে যাও। কোন কালে আমাদের যে বিষয় ছিল, সেকথা ভুলে যাও। আমিও তা' ভোলবার জন্যেই কর্ম্মস্রোতে দেহ মন দিতে যাচ্ছি। মনে কর, আমরা চিরদিনই এম্‌নি গরীব। যাক্ এসব কথা বাদ দাও, আমার যাবার সময় হ'য়ে এল, আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে বেঁধেনে পাঠিয়ে দাও গে।

(ধীরে ধীরে সর্ব্বেশ্বর চলিয়া গেলেন।)

হেম। আর বেশী সময় নেই, এখনি আমাকে বেরুতে হবে, অন্নপূর্ণা!

(অন্নপূর্ণা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন)

হেম। ছিঃ,—অন্নপূর্ণা! তুমি কাঁদ্‌ছ? আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও। তুমি যদি কাঁদ; তবে ছেলে-পুলে কি কোর্ব্বে? আমি কি করে স্থির হব?

সুবোধ। কবে আস্‌বেন্, বাবা?

হেম। শীগ্‌গির আস্‌বো বাবা। তোমায় ছেড়ে কি বেশী দিন কোথাও থাকতে পারি?

সুবোধ। তবে কি ক'রে থাক্‌বেন্? আমি আপনার সঙ্গে যাবো।

হেম। আমার সঙ্গে কোথায় যাবে বাবা! আমি যে অনেক দূর দেশে যাব।

সুবোধ। সে কতদূর বাবা? আমি চল্‌তে পার্ব্বো না?

হেম। সে পাহাড় পর্ব্বতের দেশ,

অমলের দেশ, তুমি কি সে দেশে যেতে পার?

(সুবোধ হেমচন্দ্রের হাত লইয়া নিজের মুখে ঢাকা দিল।)

হেম। একি বাবা, সুবোধ! তুমি কাঁদ্‌চ কেন? কান্না কিসের? আমি আবার শীগ্‌গিরই আস্‌ব। (স্বগতঃ) একি মোহ? এদের কষ্টের জন্যেই ত যাচ্ছি, বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে, তবে প্রাণ এমন করে কেন? এত ভাব্‌না হয় কেন? এদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না যে! ভগবান্! তুমি এদের দেখ। তুমি এদের রক্ষা কোর্ত্তো।

অন্ন। বিদেশে যাচ্ছ, খুব সাবধানে থেক, সর্ব্বদা চিঠি লিখ, বেশী দিন থেক না, শীগ্‌গির চলে এস।

হেম। আস্‌ব। রমা, তবে যাই মা?

রমা। বাবা, এ পর্য্যন্ত কখনও আপনার কাছ্‌ছাড়া থাকিনি, বাবা, বড় প্রাণ কেমন কর্চ্ছে, আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে কর্চ্ছে না। মনে হচ্ছে, যেন কি অমঙ্গল ঘট্‌বে। (কাঁদিতে লাগিলেন)

অন্ন। ছিঃ—রমা! ওকথা কি বল্‌তে আছে, মা!

হেম। হরিদাস! তোমাকে কোন কথা বলা আমার বাহুল্য, তবু বলি ভাই, আমার রমা সুবোধ রইল, দেখ। আমার রমা সুবোধকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।

হরি। কোন ভাব্‌না নেই বাবু, আমি প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা কোর্ব্বো। দিনরাত ভেবে ভেবে আপনার শরীর, মন, খারাপ্ হয়ে যাচ্ছে, তাই আপনাকে যেতে দিচ্ছি, নইলে আমার একটুও ইচ্ছে নেই যে, আপনাকে সে-দেশে যেতে দিই।

হেম। বাবা, প্রভু! আমি চল্লুম্, এরা থাক্‌বে তুমি দেখ। আমার আত্মীয় বন্ধু আর কেউ নেই। আমার ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে সব গিয়েছে।

প্রভু। সেজন্যে আপ্‌নার কোন চিন্তা নেই। যতদিন পর্য্যন্ত আপ্‌নি বাড়ীতে ফিরে না আস্‌বেন্, ততদিন আমি প্রাণপণে এঁদের সেবা কোর্ব্বো।

হেম। রমা, মা আমার! সুবোধ, বাবা! যাই তবে? আমার গাড়ীর সময় হয়ে এল।

(সুবোধ ও রমা পিতাকে প্রণাম করিল)

হেম। অন্নপূর্ণা! তোমাকে বেশী আর কি বল্‌ব? তুমি বুদ্ধিমতী, যতদিন আমি ফিরে না আসি, ততদিন তোমারই উপর সকল ভার। খুব সাবধানে থাক্‌বে।

অন্ন। (স্বগতঃ) পাষাণী আমি পয়সার জন্যে স্বামীকে কোন্ দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি। (প্রকাশ্যে) চল, লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম কর্ব্বে চল।

হেম। চল।

(সকলের প্রস্থান। পট-পরিবর্ত্তন। লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের মন্দির। হেমচন্দ্র, অন্নপূর্ণা ও রমা।)

অন্ন। এই নাও লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের প্রসাদী ফুল। নারায়ণ তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা কর্ব্বেন্।

হেম। দাও। (ফুল গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মী-জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন্।)

রমা। (করযোড়ে)

জয় জয় কৃষ্ণ, কংস দমন,
বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন!
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন, শ্রীমধু সূদন
রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন!
জয় বিপিন-বিহারী, মুকুন্দ, মুরারী,
শ্যাম-সুন্দর, ভব ভয়-হারী,
অগতির গতি, হে দেব শ্রীপতি!
ভকত বৎসল ব্রহ্মসনাতন!
মিনতি ও-পদে, ফেলনা বিপদে,
কৌস্তভ-ভূষণ, নন্দ-নন্দন!

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

যেওনা হেলায় চলে।

বিশাল নভের ওই একা প্রভাকর প্রায়,
তুমি যে উজলি ছিলে প্রাণ-মন সমুদায়।
ক্ষণেক আড়াল হলে দিবাকর বাদলায়,
সমগ্র ধরণী রহে কি আঁধারে হায়। হায়!
আরাম-সুখের মূল জরা-ব্যাধি-অপহারী,
কে রহে বিশ্বেতে আর তারি মত উপকারী?
ধরা সধা নত হয়ে করে ওই পদ ধ্যান,
নানা ছন্দে বেদমন্ত্রে গাহে নিত্য যশোগান।
তুমি যে আমার প্রভো! জীবনের রবি সম
একাই হাজার রূপে নাশ যত তমঃ-তমঃ।
তব অদর্শনে নাথ! কি যাতনা বুক জুড়ে,
কেমনে বুঝাব হায়! আজি যেগো বড় দূরে!
না পাই প্রবোধ কেন ঘা' লয়ে বাঁধিয়ে প্রাণ,
মুছিব নয়ন-ধারা তুলিব বিষাদ-গান।
ভেবেছিনু এতদিন হও তুমি দয়াধার,
আজি হেরি তব সম নাহিক নিষ্ঠুর আর!
যখন নিকটে ছিলে ঢেলে দিয়ে প্রেমধারা,
ভুলাইলে মন-প্রাণ করিলে আপনা-হারা।
দূরে গিয়ে এবে হায়! একি তব ব্যবহার,
হৃদয় দহিয়া যায় নাহি বিন্দু দয়া আর!
প্রেমময়! দয়াময়! আমার হৃদয়-ধন!
কোন্ অপরাধে বল আজি দাসে বিস্মরণ?
মোর যে কিছুই নাই, তুমিই সম্বল-সার,
তোমায় চরণ বিনা লুটাইব পদে কার?
যত দুঃখ দিবে দাও, যেওনা হেলায় চলে,
জুড়াব সকল জ্বালা তোমার চরণ তলে।*

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

ঔপন্যাসিকের বিপদ্।

(১)

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা স্বামীর নব-প্রকাশিত উপন্যাস-"মৃগকৃষ্ণার" সমালোচনা পাঠ করিতেছিল। মাসিক পত্র "সত্যপ্রকাশে" তাহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক লিখিয়াছেন—"উপন্যাস-জগতে আদিত্যবাবু এইবার নবযুগ আনয়ন করিলেন। বইখানির আগাগোড়া সবটুকুই নিখুঁত ভাল হইলেও, একমাত্র নারীচরিত্র—

---

* এই কবিতাটী লেখিকার অন্তিম রোগ-শয্যায় লিখিত ও অপ্রকাশিত "বৈশাখী" কাব্য হইতে সঙ্কলিত।

অতুলনীয়। নারীচরিত্র চিত্রণে আদিত্যবাবু যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—ভয়, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, সহৃদয়তা, ধৈর্য্য, অন্তরের ব্যর্থ হাহাকার, তৃপ্তির বিমল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল নারীচিত্তের অপূর্ব্ব উদাহরণ এমনই স্বাভাবিক ভাবে ফুটাইয়াছেন যে, তাহার তুলনা নাই। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র আদিত্যবাবু ছাড়া এমন লেখা আর কাহারও লেখনী হইতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, বুঝি, হইবেও না।" ইহা পাঠ করিয়া ঘোর অবজ্ঞাভরে মাসিক পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া, অণিমা শূন্যনেত্রে জানালার বাহিরে কপিশ বর্ণযুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

আদিত্যবাবুর নাম শিক্ষিত সমাজে সম্ভ্রমের সহিতই উচ্চারিত হইয়া থাকে। আজকাল প্রায় সকল মাসিক পত্রেই তাঁহার লেখা, উপন্যাস, ছোটগল্প, কিছু না কিছু বাহির হইতেছে। বাঙ্গালা "মাসিকে"র সমধিক আদর বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে। সেই একটিমাত্র লেখকের লেখার আশায় পাঠিকারা সারামাসটি উৎকণ্ঠা, আগ্রহে কাটাইয়া, দ্বিতীয়মাসের ১লা তারিখ হইতেই পথচাহিয়া বসিয়া থাকেন্। কেহ কেহ নাকি "ডাক" পৌঁছাবার পূর্ব্বেই সাংসারিক কাজ যথাসাধ্য সারিয়া রাখেন।—পাছে পত্রিকা পাইলে কাজের ঝঞ্ঝাটে পাঠে বিলম্ব ঘটিয়া যায়,—তাই এ সাবধানতা। এখন এমন হইয়াছে, মাসিকপত্র পাইলেই পাঠকপাঠিকা আগেই সূচীপত্রে নামের তালিকা দেখিয়া লয়েন, "আদিত্যনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ে"র নাম আছে কি না। যে বার তাহা না থাকে, সে-মাসের পত্রিকাখানি পাঠিকাবর্গের কাছে শুধুই নীরস নয়, একেবারে মূল্যহীন হইয়া যায়। এ অবস্থা যে শুধু অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেই তাহা নহে, উপন্যাস বা গল্প-প্রিয় নর-নারী-চিত্তই এখানে সহানুভূতিতে সমবন্ধ।

অনবরত মাসিকপত্রের খোরাক যোগাইয়া আদিত্যনাথের কল্পনার গতি যখন মন্থর হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার অপেক্ষা পত্রিকা-সম্পাদকদের অবস্থা বড় কম শোচনীয় হয় নাই। উৎসাহ দিয়া,—তাগিদ্ দিয়া অনুরোধ জানাইয়াও তাঁহারা আদিত্যবাবুর "ভাবের ঘরে" প্রয়োজনানুরূপ মাল জমাইতে পারিতেছিলেন না। বই ছাপা লইয়া "পাব্‌লিসার"দের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। দুই বৎসরে চারিখানি উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়া গেল—নবীন লেখকের পক্ষে এ কি কম সম্মান! যশের নেশায় আদিত্যনাথের লেখার সাধও ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছিল, এমন কি ইহারই সাধনায় তাঁহার স্নানাহারের সময় কুলায় না, মেজাজও সেই অনুপাতে সদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকে।

আদিত্যবাবুর স্ত্রী অণিমা শিক্ষিতা ও সুন্দরী। তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার অন্তরটীও বসন্তকালের কচিপাতাগুলির মতই রমণীয় নবীনতার স্ফূর্ত্তিতে ঝলমলায়মান। স্নেহ-প্রেম-দয়া-দাক্ষিণ্যমণ্ডিত অন্তরটুকু বর্ষাকালের কূলে কূলে ভরা ছোট নদীটির মতই ভরপুর। সে গৃহিণী-পণায় নিপুণা, রোগশয্যায় শিক্ষিতা ধাত্রী; আবার দ্রৌপদী বলিয়া রন্ধনেও সে পিতামহের কাছে প্রশংসাপত্র আদায় করিয়া লইয়াছে। বিবাহের

পর দুইবৎসর বড় সুখেই তাহাদের দাম্পত্য-জীবন কাটিয়াছিল। তখন অণিমার মনে হইত—পৃথিবী শুধু আনন্দের রাজ্য? ইহার কোনখানে কোন অভাব অভিযোগ, দুঃখ বেদনা, কোন মলিনতা নাই। নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে পরিপূর্ণ প্রাণমন সে তাহার পতিদেবতার পায়েই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য রাখে নাই। তারপর ধীরে ধীরে তাহার সাধের ধরিত্রীর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এখন তাহার নয়নের হাসি অধরে নামিয়াছে; তাহাতেও বিষাদের ম্লান ছায়া ফুটিয়া থাকে। কাজকর্ম্মে সদানন্দময়ীর আর সে আনন্দভাব নাই। নিছানিছি হাসিখেলায় আর সে ছেলেমানুষি করে না! করিলে অকারণে চোখের জল এখন অনেক সময় দুর্নিবার বেগে বহিতে চায়। অনেক সময় মনে মনে সে নিজ মৃত্যু-কামনাও করিয়া থাকে। তাহার সুখের ঘরে ঘুণে বাসা বাঁধিয়াছিল। শরীরের ক্লান্তিনাশ ও মনের স্ফূর্ত্তি বিধানের জন্যে কিছুদিন হইতে আদিত্যনাথ যে নূতন ঔষধ সেবন করিতে শিখিয়াছিল, তাহা এমনি অলক্ষিত ও অশোভনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, অণিমার অনুনয় অভিমান, ক্রোধ, ক্রন্দন, কিছুতেই আর তাহা সে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না বরং গোপনতার লজ্জা এড়াইয়া আদিত্য তাহার স্ত্রীকে এখন আর গ্রাহ্যও করে না। স্ত্রীর অল্পবুদ্ধি ও অসংস্কৃত জ্ঞানের তুলনায়, অনেক সময় অনুকম্পার সহিত সে, তাহাকে আহা বেচারি এই রূপই মনে করিয়া থাকে। কখন বা সে তাহার স্ত্রীর প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গিমাটি ভাবের রঙে রাঙাইয়া লেখার তুলিকাতে আঁকিয়া তুলে। স্ত্রীর হাসি-ক্রন্দনের রৌদ্রবৃষ্টির মধুর অভিনয়—মান-অভিমানের করুণ দৃশ্য—আদিত্যকে বাধা না দিয়া আনন্দ দেয়। কখনও অত্যধিক বস্তুসোহাগে কখনও বিরক্তি-তাচ্ছীল্যে, কখন অত্যন্ত কাছে টানিয়া, কখন বা নিজের প্রতি অকারণে পত্নীর সন্দেহের উদ্রেক করাইয়া নারী-হৃদয়ের গোপন-মাধুর্য্য,—প্রতারিতার মর্ম্মবেদনা, ঈর্ষাপরায়ণার মনের ভাব,—সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া সে 'নোট' করিয়া রাখে। জীবন্ত আদর্শের অনুসরণে এই শক্তিশালী নবীন লেখক যে নারীচিত্র-চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কাহাকেও দ্বিধা-গ্রস্ত হইতে দেখা যাইত না।

ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই অণিমা দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার শরীরের মধ্যে একটা আনন্দের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল; আসন ছাড়িয়া শান্ত-কণ্ঠে সে কহিল, "এত দেরী"? স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, হাতের ছড়ি ও মাথার টুপী টেবিলের উপর রাখিয়া আদিত্য কহিল, "—ওঃ কি গরমই পড়েছে?" হাতের তাল-পাতার পাখাখানি একটু জোরে জোরে চালাইয়া অণিমা কহিল, বাবা ত কতক্ষণই আমাদের যাবার জন্যে লিখ্‌লেন্ তা তুমি যাবে না ত? শিমুলের এখন ত সময় ভালই! "স্ত্রীর অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে আদিত্য তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। সংসারের অনেক ছোট, বড় জিনিষকেই সে যেমন তীক্ষ্ণ অন্তর-ভেদী দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখে, তেমনি করিয়াই সুন্দরীর হাসিমুখে যেমন

দ্রুতগতিতে বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল; স্ত্রীর কথার উত্তর-স্বরূপ কহিল, "চেষ্টা কর্‌ব পূজার সময়! তুমি ত জান, তাঁর সঙ্গে আমার মত্ কখনও মিল্লো না! গেলে আমিও সুখ পাব না, তিনিও না! মৈলে ক্ষতি কি ছিল আর!"

অণিমা গলা ঝাড়িয়া সহজ সুরে কহিল, "জল খাবে চল। কাপড় বদ্‌লাবে না?" আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হাই তুলিয়া আদিত্য উত্তর করিল, "না,—খাবও না, কাপড়ও বদ্‌লাব না। তা'র কারণ, এখুনি আমায় আবার বেরুতে হ'বে।" অণিমা বলিল, "খাবে না কেন? কোথাও খেয়েচ বুঝি?" অণিমার স্বর সংশয়পূর্ণ। আদিত্য কহিল "না, খাইনি কোথাও।" তদুত্তরে অণিমা বলিল, "তবে খাবে না কেন?—সেই ছাই ভস্ম খেয়েচ বুঝি?" স্ত্রীর বিরক্তিপূর্ণ মুখের পানে সগর্ব্ব দৃষ্টিপাতে স্বামী বিজয়ী বীরের মত উত্তর দিল, "কিছু,—কল্পনাকে সতেজ কর্ত্তে দুর্ব্বলমস্তিষ্কে এটা যে কত উপকারক—তা যদি একটুও বুঝ্‌তে; তা হলে এমন্ নেইআঁকড়ে তর্ক কর্‌তে চাইতে না।" অণিমা রাগরক্তমুখ ফিরাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "থাক্—ও আর আমার বুঝে কাজ নেই।" কথা ফিরাইবার ইচ্ছায় আদিত্য কহিল, "বাঃ, তোমায় নূতন চুড়ি দিয়েগেছে যে দেখ্‌চি!—খাসা মানিয়েচে ত?" "কিন্তু এর বিল যখন আস্‌বে তখন আর খাসা মনে হবে না। বলেছিলাম ত আমায় ও-সব চাইনে।—অণিমা ঐ কথা বলিলে আদিত্য "ওঃ তাতে কি", বলিয়া, মৃদু হাসিয়া পত্নীর অভিমানপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া পুনরায় কহিল, "তোমায় খুসী কর্‌তে এ কি এমন বেশী অপি!"—অণিমা কহিল, "আমায় খুসী কর্‌তে চাও তুমি? সত্যি বল্‌চ? তবে ও ছাইভস্ম খাও কেন?" আদিত্য ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া কহিল, "বলেচি ত', কিন্তু তুমি যে আজ বড় সাজ্‌গোজ্ করে বসে আছ? কোথাও যাবে না কি? না, আস্‌বে কেউ?" অণিমা স্বামীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া শান্তভাবে কহিল, "আমার মনে হচ্ছে আজ আমাদের বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাবার কথা ছিল না?" আদিত্য বলিল, "ওঃ, হোঃ. তাই ত—একদম ভুলে গেছি যে!—কিন্তু আজ ত আর হোল না, তা—রমেশ যাচ্ছে, আমার সঙ্গে সঙ্গীত-সমাজে, রাতে তার বাড়ী নিমন্ত্রণও আছে, ফির্‌তে ঢের রাত হ'বে আমার। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পোড়ো। কখন্ ফির্‌ব কিছুই ঠিক নেই ত।" অণিমা অভিমান ভুলিয়া মিনতির সুরে কহিল, "বাঃ সে হ'বে না। আজ আমি সারাদিন ধরে খাবার টাবার সব তৈরি কর্‌লুম, তুমি খাবে না? সে হবে না।" "মাপ্ কর্‌তে হচ্ছে আজ কিছুতেই খেতে পার্‌ব না, আর একদিন আবার কোরো তখন! রমেশের বোন্ নিজেহাতে আজ রান্না করে খাওয়াবেন্, খেয়ে গেলে ভারী রাগ কর্ব্বেন্। শনিবার চেঞ্জে যাওয়াই ঠিক্ করা গেছে,—গদাধরকে বোলো আমার গরমের সুটটুট্‌গুলি যেন ইস্ত্রী করিয়ে রাখে। ফির্‌তে যদি দুই দেরী হতে পারে, শীতের কাপড় কিছু বেশী সঙ্গে থাকাই ভাল। সারাদিনের পরিশ্রম-যত্নে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় পরিণামকল্পনা

করিয়া অনিমার মনে যে দুঃখের মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছিল, অনুকূল বাতাসে তাহা মুহূর্ত্তে সরিয়া মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সে কহিল, 'কোথায় যাব আমরা?" "আ-ম-রা" বলিয়া আদিত্য অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ স্ত্রীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "না, আমি একাই যাবো, তোমার যাওয়া ত' হ'চ্ছে না।" "একলা থাকতে পারবে?" বলিয়া অনিমা স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। আদিত্য একটুখানি ভাবিয়া কহিল, "তা চলে যাবে এক রকম। অসার কল্পনা জাগিয়ে তুলতে, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক স্থির রাখ্‌তে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, বাইরের সকল ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি নেওয়াই হয়েছে আমার দরকার। ঘরের বাইরে হিন্দুর মেয়ে ঘাড়ের বোঝা বই ত' আর কিছু নয়।" অনিমা টেবিলের উপরকার মাসিকপত্রখানি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তুমিই কিন্তু বলে থাকো যে স্ত্রী চিন্তারও সঙ্গী।" বক্রকটাক্ষে মাসিকপত্রের দিকে চাহিয়া আদিত্য কহিল,—"বিলক্ষণ! চিন্তা ত' তোমার করতেই হবে সেখানে। বিরহ-সম্বন্ধে এবার সেখান থেকে যা রচনা করে আন্‌বো,—সাহিত্যজগতে একেবারে তাক্ লেগে যাবে—তাতে।—তারপর একটু স্বর নামাইয়া পুনরায় কহিল, "তুমি ত' জান স্ত্রীভাগ্যে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করি।"

অনিমা হাতের বইখানির পাতা উল্টাইয়া কহিল, "লেখায় তুমি মেয়েদের যে রকম শ্রদ্ধা, সম্মান, অধিকার দেওয়া উচিত বল—কাজের বেলায়—!" বাক্যপূরণের অবসর না দিয়া আদিত্য বলিল, "বাঃ একেবারে আনিবেসান্ত! এই ত! কতকগুলি নভেল পড়ার এই ফল! সংসারটা বইয়ের অক্ষরে ত' আর তৈরী নয়, এটা সত্যিকার; তাই পুঁথির লেখা আর সত্যিমানুষ আকাশ পাতাল তফাৎ।" অনিমা একটা ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভালবাসাও কি তাই? এও কি শুধু বইয়ের কথা? সত্যি কি কিছু নেই এর মধ্যে?"

স্বামী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, ছ'টা বাজিতে মিনিট-পনের বাকী। ঘড়িটি যথা-স্থানে রাখিয়া গম্ভীর মুখে তিনি কহিলেন, "আজ্‌গুবি প্রশ্ন! আমার মনে হচ্ছে এ-সম্বন্ধে তোমায় আগেও অনেক কথা আমি বলেছি। ভালবাসা একটা মনোবৃত্তির বিকার,—কল্পনার ক্ষণিক মোহ,—স্নায়ুর উত্তেজনা। এর দৌলতে অর্থাৎ বর্ণনা করে হাজার হাজার টাকা অনায়াসে আমাদের পকেটে এসে তোমাদের লোহার সিন্দুকে বা গহনা-কাপড়ে পরিণত হয়। এ একটা সাময়িক মোহমাত্র। যারা এই ভালবাসার ইতিহাস শোন্‌বার জন্য পাগল, তাদেরও সে একটা সাময়িক মোহের বিকৃত অবস্থার কাল। নদীর জল যেমন তিথি বিশেষে হু হু করে বেড়ে তটের প্রান্ত ডুবিয়ে তট ভেঙ্গে চুরে দিয়ে আবার নদীর বুকেই ফিরে যায়,—এও তেমনি মনোরূপ নদীতে ভালবাসার বান্ ডাক্‌লেও তা বেশীদিন টিকে থাকে না।" আরো একটা উপমা ঔপন্যাসিকের মনে জাগিয়া উঠিল। চলিতে গিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, "সাধা কথাটি বোঝাতে গেলে বল্‌তে হয়, যেমন রেশমী কাপড়,

বেনারসী শাড়ী প্রভৃতি রোদে দিলে বা পুরোণো হ'লে তার রং চটে যায়, ভালবাসা বা বিদ্বেষও রং তেমনি পুরণো হলেই এরও রং চটে যায়। ভাল চিকিৎসক হলে এর চিকিৎসাও জানেন্। আচ্ছা এই ছটা বাজলো, আমি এখন তাহ'লে আসি।" অত্যন্ত পর্য্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর বিষণ্ণ নত-মুখের পানে বারেক চাহিয়া লইয়া বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মুখ না ফিরাইয়াই আদিত্যনাথ পুনরায় কহিল,—"সে কথাগুলো বল্লাম্, নোট করে রেখ ত! দরকারে লাগ্তে পারে কখন না কখনো।"

এ রকম ফর্মাইস্ অণিমাকে অনেক সময়েই খাটিতে হইয়াছে, আজ কিছু নূতন নয়। তবু তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া জলের ধারা ঝর্ণার মত ঝরিতে চাহিতেছিল। প্রাণ-পণে নিজের মনকে চোখ রাঙাইয়া অনেক কষ্টেই সে চোখের জল বন্ধ রাখিল। তাহার মনে হইল, তাহার বেণারসীর গোলাপী রং নিঃশেষেই সাদা হইয়া গিয়াছে।

২

জানালার গোলাপী-ছিটের পর্দ্দার রং অন্ধকারে ক্রমেই অস্পষ্ট হইয়া আসিল। ঠাপা ঝি বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল,—"মা, ঘরে আলো জেলে দিই, সন্ধে লেগেছে।" অণিমা তেমনি উদাস নেত্রে শূন্যে চাহিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

দ্বারের বাহিরে জুতার শব্দের সহিত পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর স্বর শোনা গেল,—"ঘরে যাব? না, প্রবেশ নিষেধ?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই প্রশ্নকর্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিতেই অণিমা ঘোর বিস্ময়ে অস্ফুট চিৎকার করিতে গিয়া, পরক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া স্মিতমুখে কাছে আসিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কি ভাগ্যি! মনে পড়েছে যে বড়?" আগন্তুক বিনা আতিথ্যেই একখানি কেদারা টানিয়া লইয়া বাঁকিয়া বসিয়া—"মনে মনে গাঁথা নদী—ই—ই—, আমার মন হয়েছে উড়ো পাখী—উড়ো—পা-খী-ই-ই—" সুর ধরিতেই দাসী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া বক্রকটাক্ষে চাহিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলে, অণিমা হাসিয়া বলিল,—"গান থামান মুখুজ্যে ম'শাই! আপনার মনের খবর জান্তে ত আমার বাকী কিছু নেই। তা'পর ইস্কোর ছেড়ে হঠাৎ যে বড় বাঙ্গলা দেশে?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে কহিলেন,—হটাৎ আর কই বল? অণু, নিরু কিছুদিন থেকে তোমার দিদির কাছে এম্নি ভার হয়ে উঠেছে যে, সে ভার না নামিয়ে তিনি আর অন্ন-জল গ্রহণ কর্বেন্ না,—এমনি তাঁর কঠিন পণ। অগত্যা ছুটী নিয়ে বাকইপুরে একখানা বাড়ী ভাড়া করে তাইতে আসা গেছে। দেখা যাক্, মেয়ে দু'টোকে বিয়ের কর্বার কি উপায় ক'র্ত্তে পারা যায়। তা'পর তোমাদের খপর বল দেখি। অন্ধকারে একা ঘরে কি হচ্ছিল? কান্না?" "যান—কাঁদ্তে গেলুম কি দুঃখে?" বলিয়া অণিমা উঠিয়া পর্দ্দা সরাইয়া জান্লাগুলি ভাল করিয়া খুলিয়া বায়ু প্রবেশের পথমুক্ত করিয়া দিল। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "বয়সে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় সত্যি,

কিন্তু বিধাতা কাকেও একেবারে বুড়ো করেই সৃষ্টি করেন না—আমারও এককালে বয়স ছিলো-রে?" অণিমা কাছে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছিল নাকি মুখুজ্যে মশাই!—আমি কিন্তু চিরদিনই আপনাকে ঐ একই রকম দেখ্‌ছি।" মুখুজ্যে মহাশয় হাসিমুখে কহিলেন, "তা হ'লে ত' বেঁচে যেতুম্ অণি! চিরদিন একরকম দেখাটাই না কঠিন!—তোমার কথা শুনে তবু আশ্বস্ত হলুম্। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমায় দেখে আমার ত' ভয়ই হয়েছিল!" "কেন বলুন ত—আমি কি এমনি ভয়ানক দেখ্‌তে?" বলিয়া অণিমা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া সকৌতুকে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে কথার উত্তর না দিয়া দেওয়ালে টাঙ্গান একখানা বড় এনলার্জ করা ছবীর পানে চাহিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "এই বুঝি তোমার সাহেব?" অণিমাকে নীরব দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ উঠিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে ছবিখানা দেখিতে লাগিলেন; কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। ছবিদেখা শেষ হইলে তিনি ফিরিয়া কহিলেন, "রাফেলটা না বই লেখে? তোমার দিদিত তাঁর লেখার শতমুখে স্তুতি করে থাকেন্। লোকটা লেখে ভাল তাহলে, না:?" সমালোচক মাসিক পত্রখানির দিকে বক্রকটাক্ষে চাহিয়া অণিমা উদাসীন ভাবে কহিল, "দেখুন না লোকে কি বলে?" ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাখানি তুলিয়া পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু চিহ্নিত করিয়া কহিলেন, "লোকে যা ব'লে তা লোকের মুখেই শোনা যায়। তুমি কি বল, তাই আগে শুনি।" "আমি"—বলিয়া সবেগে কি একটা কথা বলিতে গিয়া তখনি আত্মসংবরণ করিয়া অণিমা কহিল, "পড়ুন না!"

পাঠশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ তালিকার বিংশমুখের পানে বক্রকটাক্ষে বারেক চাহিয়া লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"বাঃ খাসা ব'লেছে ত'? লোকটা তা হ'লে গোঁয়ার টোঁয়ার নয়,—কেমন? বেশ স্নেহময় হৃদয়বান্ স্বামী! স্ত্রীচরিত্র আঁকবার এ অসাধারণ শক্তি ও যে কোথায় পেলে তাও ত আমার অজানা নয়!—এ শক্তির উৎস যে সেই ছোট বেলার ছোট্ট অণুটী, তা তার মুখুজ্যে মশাই ইন্দোরে বসে ও টের পেয়েছে। সত্যি অণু—তোমার ঘরকন্না দেখে, তোমায় দেখে, বড় সুখী হলুম্। এই চার বছরে আশ্চর্য্য বদ্‌লে গেছ তুমি! সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ে কি সে বলত;—স্বামীর প্রেমে? আদিত্য যথার্থ ভাগ্যবান্—কারণ তুমি তার স্ত্রী?" "তাতে কি আসে যায়"—বলিয়া অণিমা অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। মুখুজ্যে মহাশয় বলিল, "তাতে কি এসে যায়?—আমি বল্‌ছি, খুব এসে যায়, বাজী রাখ্‌তে রাজী আছি।" "মিছে হাঙ্গামে,—না মুখুজ্যে মশাই, তাতে আর এখন কিছু আসে না।"—এই কথা অণিমার মুখ হইতে বাহির হইলে ব্রজেন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শ্যালিকার ভাবব্যঞ্জক মুখের দিকে চাহিয়া সংশয়পূর্ণস্বরে কহিলেন,—"এখন বল্লে যে? কখন ও আলুণ্ড তা হ'লে?' কথাটা ব্যর্থমূলক হোল কি না? অণিমা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল, "চার বছর বিয়ে হোল,—বুড় হ'য়ে গেলুম,—আবার ও-সব কি? চা খাবেন্?" ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীর

মুখে কহিলেন,—"তাই ত' অণি, আমারই ভুল! চার-বচ্ছর-তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে! তোমরা ত' এখন তাহ'লে বুড় বুড়ী! আহা তোমার দিদির মাথায় কবে এমন সুবুদ্ধির উদয় হবে! তিনি ত তোমার চেয়ে আট বচ্ছরের বড় না?—তবু তাঁর বিশ্বাস মুক্তোর চুড়ী আর হিরের ব্রেস্‌লেটে, তাঁকে যেমন মানায়, দুগাছি রাঙা শাঁখা আর কস্তাপেড়ে সাড়ীতে, কিছুতেই তেমন মানাতে পারে না। তুমি, যদি দয়া করে তাঁর বামপ্রস্থের সময় উপস্থিত, এই সত্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পার ভাই,—তাহ'লে অনায়াসেই ব্যাঙ্কের স্মরণ না নিয়ে তাঁর আত্মপরীক্ষার প্রসাদেই কস্তাদায়ে রেহাই পাই। আহা আদিত্য কি ভাগ্যবান্! থিয়েটার, বায়স্কোপে রাত কাটিয়ে এলেও তাকে বোধকরি বাড়ী ঢুক্‌তে দরোয়ানের গলাধাক্কা খেতে বা প্রবেশ নিষেধ শুন্‌তে হয় না।" অণিমা এবার রাগ করিয়া সত্যসত্যই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে ব্রজেন্দ্রনাথ রহস্য রাখিয়া কহিলেন, "না—না—বোস। এইবার কাজের কথা! আমি যে তোমায় নিতে এলুম্ তার কি হবে বল দেখি? তোমার দিদি, অণু, নিরু, তেঁতুল সবাই যে তাদের মাসীমার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে! ব'লে এসেছিলুম আজই নিয়ে যাব। তা ত' হোল না, তা হলে। তোমার বেহারা বল্লে—সাহেবের ফির্‌তে অনেক রাত্ হবে। তুমি তা হ'লে ঠিক হ'য়ে থেক, কাল দুপুর বেলা এসে তোমায় নিয়ে যাব। তোমার দিদির ইচ্ছে ছুটীটা একটু লম্বা হয়,—অবশ্য উভয় পক্ষের মত থাক্‌লে—" বলিয়া মাটিতে আস্তে আস্তে জুতা ঠুকিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্তটী উড়াইয়া লইতে মুখনিচু করিয়া অণিমা কহিল,—"আজই আমায় নিয়ে চলুন মুখুজ্যে ম'শাই—কতদিন দিদিকে দেখিনি, বলুন্ ত?" "সত্যি অণি, অনেক দিন!—সেও বড় ব্যস্ত হ'য়েছে,—কিন্তু গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামিনীকে নিয়ে পলায়ন ঠিক্ আইন-সঙ্গত বা ভদ্রতা-সম্মত হবে না ত! কাল নিশ্চয় আমি নিতে আস্‌বো! সাহেব বাড়ী থাকেন কোন সময়?—অর্থাৎ তাঁর দেখা পাব ঠিক্ কটায় এলে বল ত? মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নে স্বামীর প্রসঙ্গে অণিমার সুপ্ত অভিমান, রাগ, দুঃখ সমস্তই আবার জাগিয়া উঠিতেছিল। সে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আজই কেন নিয়ে চলুন না! কেউ কিছু বল্‌বে না—দেখবেন্ তখন! গেলেই বা কার ক্ষতি?" ব্রজেন্দ্র ভয়ের অভিনয় করিয়া কহিল,—"সর্ব্বনাশ! অণি সাহসিকে—তুমি কি বৃদ্ধ মুখুজ্যে মশাইকে দিয়ে 'ডুয়েল' লড়াতে চাও? না—না—লক্ষ্মি আজ আর নয়, কাল! কিন্তু ক্ষতিটে কার নেই কেন শুনি? গৃহিণী-হীন গৃহ সে ত অরণ্যের সঙ্গে উপমেয়। গৃহকর্ত্তার বনবাসের ব্যবস্থা দিয়েও বল ক্ষতি নেই!" তাচ্ছীল্যে মাথা হেলাইয়া অণিমা কহিল, "তিনি ত' যাচ্ছেন শৈলাবাসে,—বনবাস ত' আমারই ব্যবস্থা।" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, তাই রাগ হয়েছে,—ক'দিন থাক্‌বে সেখানে?" "আমি তার কি জানি? যতদিন ইচ্ছে! মস্তিষ্ক শীতল রাখ্‌তে, কল্পনাকে প্রাণ দিতে মনের শক্তি সঞ্চয় কর্ত্তে প্রাকৃতিক দৃশ্যই হচ্ছে প্রধান ওষুধ। সংসারের ঝঞ্ঝাট্ থেকে মুক্ত থাকা—

সে সময় কত প্রয়োজন আপনি তা হয় ত' অনুমানও কর্ত্তে পার্বেন্ না।" মুখুয্যে মহাশয় বলিলেন "না বাবু! তা আমি পালুম না,—তা ঐ সব কর্বার সময় তোমার বাবস্থা কি রকম হবে?—তোমায় সঙ্গে নিলেই ত' বেশ হ'ত। কল্পনার পেছনে ছুটোছুটী না করে, বাস্তবের ফটো তোলা সে ত আর ও!-" "ধরা করুণ মুখুয্যে ম'শাই! আপনিও শক্ততা কর্ব্বেন্ না—তা হ'লে আমি মরে যাব" বলিয়া কিরিয়া বসায় আধ-অন্ধকারে অপিমার মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না,—তবু তাহার কণ্ঠস্বরের আর্দ্র ও আর্ত্তভাব ব্রজেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেলে প্রথমে অপিমাই কথা কহিল। কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "চলুন, আজ আপনাকে আমার রান্না খেতে হবে। আমি নিজে হাতে সব তৈরী করেছি! কেবল কচুরি ক'খানা ভাজ্‌তে বাকী। আপনি বসে থাকবেন্, আমি ভেজে দেবো, সব ঠিক্ করাই আছে, দেরী একটুও হবে না।" (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

গানের স্বরলিপি।

কেদারা—মধ্যমান।

কি সুধা ওই মদির নয়নে;
মন ভৃঙ্গ আকুল লোভে ধায়, তাহারি পানে।
মরতে কি স্বরগে কোথায় আছি জানি নে;
মৃদুল মোহের ঘোর লাগিল অবশ অলস পরাণে॥

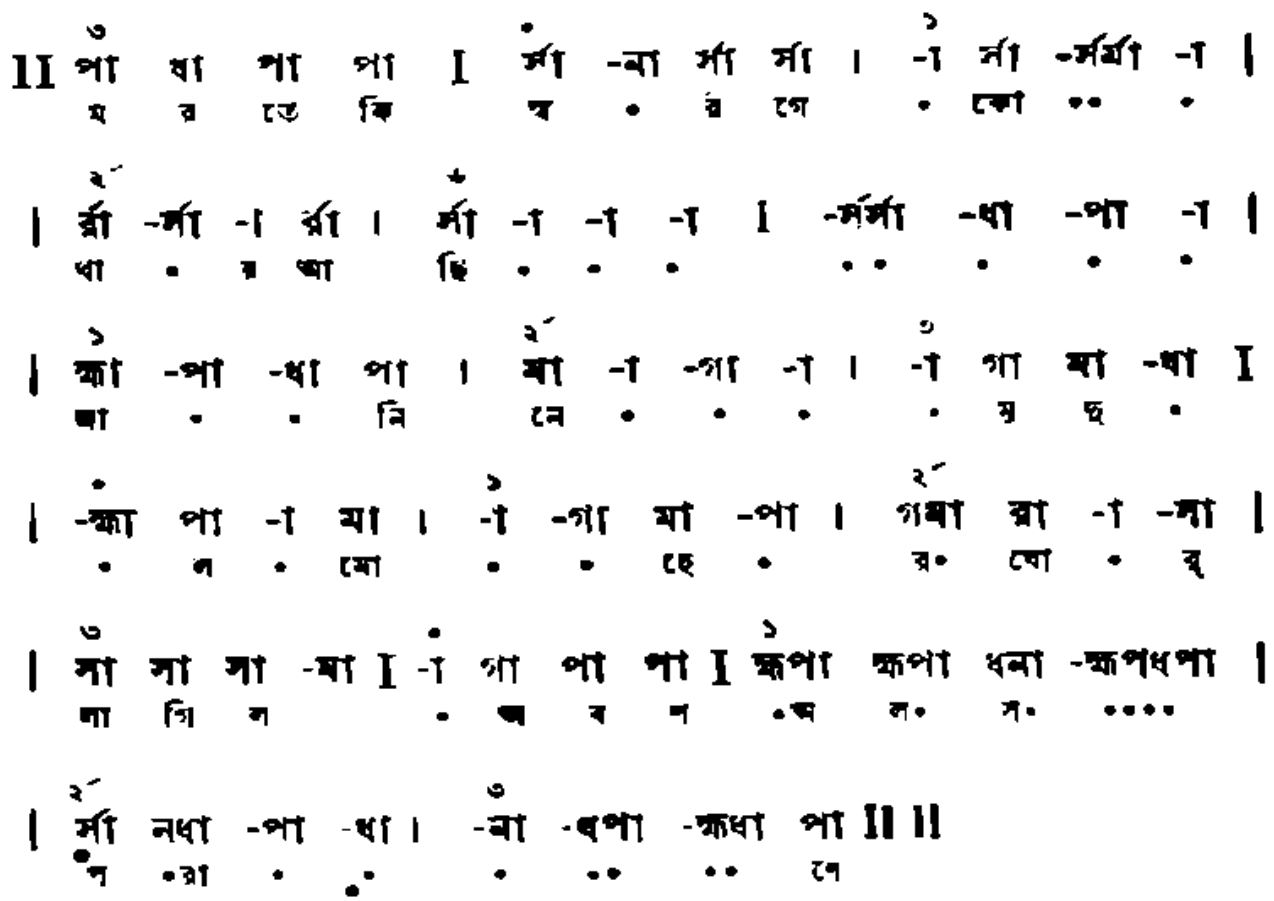
কথা ও সুর—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২ ॥
II র্সা -া না -া। ধপক্ষাপা -ধনা -ক্ষধপা -মগ্যা। ক্ষপা -ক্ষপা -ধা ক্ষপা |
কি • সু • ধা • • • • • • • • • • ও • • • ই •

৩ ০ ১
| মা -গা গা মা I মা -ধা ক্ষা -পা। -গা -মা -রা সা |
ম • দি র ন • য় • • • • নে

২ ৩ ০
| -া সসা সা নমা। -মগা গা পা পা I পক্ষা -া পা -া |
• মন ভৃ ঙ্গ • • আ কু ল লো • • ভে •

১ ২ ৩
| ক্ষপা -ধনা -ক্ষধা -পা। র্সা না -ধা পধা। ধনধা -পা -ক্ষপা পা II
ধা• •• •• য় তা লা • নি• পা•• • •• নে


II পা ধা পা পা I র্সা -না র্সা র্সা । -া র্সা -র্সর্সা -া |
য় র তে কি স্ব • র গে • কো •• •
| র্রা -র্সা -া র্রা । র্সা -া -া -া I -র্সর্সা -ধা -পা -া |
ধা • র আ ছি • • • •• • • •
| ক্ষা -পা -ধা পা । মা -া -গা -া । -া গা মা -ধা I
আ • • নি নে • • • • ম ছ •
| -ক্ষা পা -া মা । -া -গা মা -পা । গমা রা -া -সা |
• ল • মো • • হে • র• যো • ব্
| সা সা সা -মা I -া গা পা পা I ক্ষপা ক্ষপা ধনা -ক্ষপধপা |
লা গি ল • অ ব ল •অ ল• স• ••••
| র্সা নধা -পা -ধা । -মা -ধপা -ক্ষধা পা II II
প •রা • • • •• •• শে

জীবন গান।

সবাই মুখে বলে,
মস্তবড় ওস্তাদ এক গাইবে আজি গান
রাজার সভাতলে,
সন্ধ্যা হ'য়ে এলে,
দেশ-বিদেশের পুরবাসী বালক বৃদ্ধ যুবা
ছুট্‌ল দলে দলে
রাজার সভাতলে।
নানা রংয়ের বেশে
সভার মাঝে যেথায় হ'বে কালোয়াতি গান
ছুট্‌ল তারা এসে।
পরে সবার শেষে
বিশাল কায় ওস্তাদ মশাই এলে ধীরে ধীরে
সিংহাসনের পাশে
যেথায় রাজা ব'সে।

সন্ধ্যা হ'লে পর
হাত পা ছুড়ে দাড়ি নেড়ে সুরু হল গান
সবে বল্লে বারে বার
"আহা— সুরের কি বাহার
তালমানের জ্ঞানটা এনার রীতিমতই আছে,
তবে গানটা বোঝাই ভার,
গলাবাজিই সার।"
এমন সময় ধীরে
মিষ্ট কান্তি ক্ষুদ্র কেশ একতারাটি হাতে
কেও আসে ঘরে ?
আরে—এ যে পাগ্‌লা হরে !
সবাই বল্লে ;—'বাঃ আজ তোমারে গাইতে
হবে গান
রাজার দরবারে।"

অনেক সাধার পরে
করুণ কণ্ঠে পাগলা হ'য়ে আত্মহারা হ'য়ে
সুরু করলে গান,
মায়ের মধুর নাম।
শুরু হ'ল সভা।—সজল হ'য়ে উঠল আঁখি
শীতল হ'ল প্রাণ
শুনে হরির গুন-গান।
আবেগ ভরে রাজা গলা হ'তে মুক্তামালা খুলে
হরিরে করে দান।
হেসে বল্লে হরি;
"কেমনে বল পরি;
গানের রাজা আপনি আজি আছেন যেথা বসি,
মালা সাজে তারি।"
চরণ পরে পড়ি
ওস্তাদ কন, "যে গান আজি শোনালে তুমি প্রভু
তাহারি সুরে সুরে
পরাণ গেছে ভ'রে।—
শিখেছি যে গান
বুঝিনু আজি মিথ্যা সব—নিরতার প্রতিমূর্ত্তি
কঠিন পাষাণ,
ছিল না তাতে প্রাণ।,
মানবের মূর্ত্তি ধ'রে প্রভু, কোন দেবতা তুমি
তা'তে করলে জীবন দান!"

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পিতৃবিলাপ কাব্য ও বিবিধ রচনা।—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্ত, আড়ং-পাড়া খুলনা। মূল্য ১৲; বাঁধাই ১৷০ মাত্র।

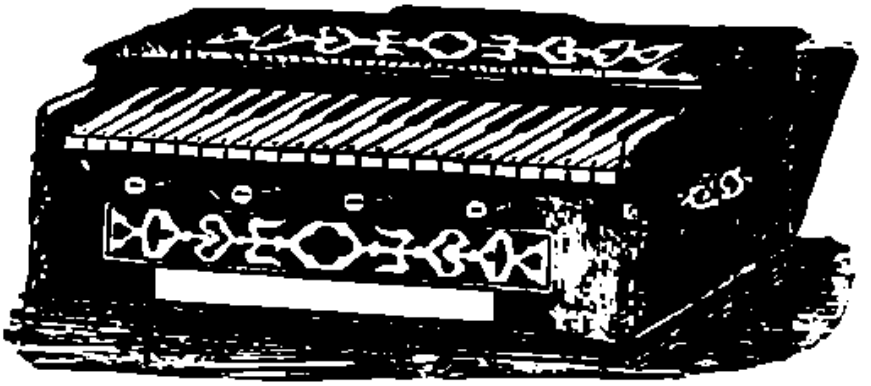
গ্রন্থকার পুত্রশোকাতুর প্রবীণ ব্যক্তি। তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-গুলির মধ্যে এরূপ একটী প্রাণমনোবিমোহিনী করুণস্বরলহরী উত্থিত হইয়াছে যে, তাহার আকর্ষণী শক্তিতে পাঠকমাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং সহানুভূতিপাশে আবদ্ধ হইয়া স্থানে স্থানে অশ্রু-সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কবিতাগুলির মধ্যে সাক্ষাৎ শোক যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিধাতা গ্রন্থকারের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্ররত্নগুলিকে তাঁহার হৃদয়দেশ হইতে উৎপাটিত করিয়া সেস্থানে যে শোকের উৎস উৎসারিত করিয়াছেন, তাহার পূত স্নিগ্ধ বিমল প্রবাহের সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ ও স্তম্ভিত। এতদ্ব্যতীত পরিশেষে "বিবিধ কবিতা"-নামে যে কয়েকটী কবিতা নিবেশিত হইয়াছে, তন্মধ্যেও ছত্রে ছত্রে কবিত্বের বিকাশ দেখিলে, হৃদয়ে আনন্দ লাভ হয়। শোকে নিপীড়িত গ্রন্থকারের ৮ মাস বয়সের শিশুর শেষদশা দর্শনে লিখিত কবিতাটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল!—

প্রাণধন! মুদিছ নয়ন?
কে আর দেখাবে হায়, ডেকে ডেকে অভাগায়
রবি-শশি-তারকা-গগন!
কে খেলিবে জোনাকীর সনে?
সন্ধ্যার আলোক মাখি, উড়ে যাবে নীড়ে পাখী,
—চেয়ে রবে চকিত নয়নে?
—চুপি চুপি করিবে বরণ,
আসি যবে উষা বালা, লিয়ে লয়ে স্বর্ণডালা,
ফুলফুল করিবে চয়ন?
কেবা বল খল খল হাসি;—
প্রভাতের পানে চেয়ে, সাধা সুরে আধা গেয়ে
পরাজয়ে স্বরগের বাঁশী?
হারা হ'লে সোহাগ চুম্বন,
মুগ্ধ খেলনাগুলি, অলিন্দে মাখিবে ধূলি,
"পুবী" কত করিবে ক্রন্দন!
প্রাণাধিক ফিরাও বদন!
তোতা সম প'ড়ে প'ড়ে ছি ছি ঘুমায়ে পড়ে,
কোন্ শিশু তোমার মতন?
আহা মরে যাই! মরে যাই!!
অই চুলু চুলু আঁখি, অভাগারে দিলে ফাঁকি
কে শুনাবে "তাই তাই তাই"?

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩১ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।



অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উহা সমের ন্যায় কার্য্য করিবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ ইঞ্চ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫ টাকা. অক্টেভ ৫ ইঞ্চ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; **নির্ম্মাল্য**—(গল্প-গ্রন্থ)—৷৷৶০ ; **কেতকী**—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; **সিল্ক বাঁধাই**—১৲ ; **স্পর্শমণি**—(উপন্যাস)—২৲

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আব্দু"

নব কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০

বাঙ্গালী ও মর্ম্মবাণী বলেন :—

".....সেখ আব্দু কথ্যবলে পোকেয়ারগিরি করিতেছে বলিয়াই যে ছোটলোক নহে,—তাহার বিশুদ্ধবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু "ভদ্রলোকের"ই অনুকরণযোগ্য।....."

পরিচারিকা (কোচবিহার) :—

"'প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত-বাহু, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টিসুন্দর নগ্ন কিন্তু নির্ম্মলনয়ন প্রেম-কোমল-কেশরাশি-শোভিত মূর্ত্তিটির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। • • • • • • আব্দু-রচয়িত্রীর সুনিপুণ হস্ত যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোমদ চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, অন্ধার পাকা লেখার পাকাশিল্পীকা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসম প্রেম চিত্রণে অন্তে যে স্থলে নিক্ষিপ্ত, আব্দুরচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব। 'ক' দেখিয়াই কুক্ষণপ্রেমে 'দশা' ধরে, যাহারা, তাহাদের সমস্যা অন্য,—কিন্তু যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সজ্ঞানে থাকিয়া দেখিবার ধৈর্য্য রাখেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিয়াছেন, আব্দুতে—রচয়িত্রী অসামাজিকতা উচ্ছৃঙ্খলতার কুত্রাপি প্রশ্রয় দেন নাই। গতানুগতিক বিধি ভঙ্গ করেন নাই—তাহার দৌর্ব্বল্যকেও অন্তস্নেহবশে পালন করেন নাই—অবিধির অশুভ, সংস্কারবন্ধের সঙ্কীর্ণতা, শিক্ষাসঙ্কট, অর্দ্ধশিক্ষিতের দাম্ভিকতার প্রতি তিনি নির্ম্মমভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচার করিয়াছেন মাত্র—তাহাতে সাময়িক যন্ত্রণায় অধীর হইতে হইয়াছে অনেককেই—কিন্তু পরিণামে শান্ত স্থির হইবেন সকলেই। • • • তাঁহার চিত্রিত সঙ্গীব চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোস্টম'এ শিক্ষাপ্রীতা, সত্যলোকের বলপ্রয়োগে রক্ষা, চিত্তবৃত্তিপ্রবল-দমনিকায়—কর্ম্মী, সাহসী, সুপুরুষ, ক্ষমতাশীল পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুক্ত আব্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জ্যোৎস্নার প্রতি রুদ্ধ বাসনার— দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম রাজত্বের অনিন্দ্য চিত্র—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা গাম্ভীর্য্য—কোমল দৃঢ়া জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিকভাবে 'আব্দুতে' চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—মজায়—কি শান্তি—প্রেমিক কিরূপে কোন "মহিমের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সকলে পাঠক-পাঠিকা "আব্দুকে" ঘরে ঘরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন্—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ তর্করত্ন, পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে।

পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—

MASTER KAMAL KUMAR NANDI,
C/o Dr. N. M. Ghosh, Dhokra Sohid, Burdwan, এবং
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Reg. No. C. 134

৫৬ বর্ষ

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ফাল্গুন, ১৩২৫—মার্চ্চ, ১৯১৯।

সূচী।

১।	শারদ-প্রাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নিশ্বলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	৩৬৩
২।	অষ্টাবক্রগীতা	শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল্	৩৬৩
৩।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৩৬৭
৪।	বসন্তে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৩৪৩
৫।	আত্ম-বিসর্জ্জন (নাটক)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	৩৪৪
৬।	ভাবনা-ভীতি নাই (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৩৪৫
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ		৩৪৫
৮।	উন্মাদের আত্মকথা		৩৪৬
৯।	নারী (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া গুপ্তা	৩৪৬
১০।	৺ কৃষ্ণভাবিনী দাস		৩৪৭

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।৵০; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৸০;
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।



বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৩০৲,৪৫৲,৪০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৯৲, ৪৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

খেঁহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

উপন্যাসে নবযুগ ! * সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সুসন্দেশ ! ! * ইঙ্গবঙ্গে হুলস্থূল ।

প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক—শক্তিশালী সুলেখক
নাট্য-সাহিত্যের দেদীপ্যমান ভাস্কর
নাট্য-মহাকবি—সাহিত্য-জগৎবরেণ্য—
যশস্বী সুপণ্ডিত—
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
এম, এ প্রণীত
উপন্যাসের কোহিনুর, সাহিত্যের
মুকুটমণি

নিবেদিতা

প্রকাশিত হইল—লালসার সাহিত্যে কলুষিত আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের 'আর্ট' বা কামের লালসা-বাতিক নিবারণের জন্য এই মহতো মহীয়ান্—জ্ঞান গরীয়ান্ উপন্যাস প্রকাশিত। আমরা বড়গলায় স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি, এমন শিক্ষাপ্রদ—খাঁটী বাঙ্গালীর আদর্শ-সংসারের পরিকল্পনাময় উপন্যাস খাঁটী বাঙ্গালীর প্রাণের কথা—অন্তরের ব্যথা।—মর্ম্মের নিবেদন-ঝঙ্কৃত রমোদ্গার—হিন্দুর হিন্দুত্বের—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে গৌরবময় উপন্যাস এই পাশ্চাত্য শিক্ষালোকদীপ্ত বিংশশতাব্দীতে প্রকাশিত হয় নাই।

'আর্ট' নামধেয়

কামের লালসার পূতিগন্ধময় জঘন্য অশ্লীল উপন্যাস পাঠে উপন্যাসপ্রিয় পাঠক সমাজে রুচিবিকার ঘটিয়াছে, অন্তঃপুরে সেই সকল উপন্যাসের অবাধ প্রচারে হিন্দুর বিমল সংসারে বিলাতী প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে—চারিত্র্য মহিমান্বিত, নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলার অন্তরে আত্মসুখবাসনা প্রবল হইয়াছে—পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে মুগ্ধ বাঙ্গালীর "হুজুর" হইবার, বাবু বনিবার, সাহেব সাজিবার, গোষ্ট বোষ্ট উদরস্থ করিবার বাসনা বলবতী হইয়াছে।

উপন্যাসের ভাবপ্লাবনে

এই বিপ্লবের দিনে—হিন্দুর পুণ্যসংসারের আদর্শ গরিমা দেখাইয়া হিন্দুকে আত্মগৌরবের অধিষ্ঠানে মহিমান্বিত করিবার জন্য—মনীষী সমাজহিতৈষী সুপণ্ডিত ক্ষীরোদবাবু এই আদর্শ উপন্যাস পরিকল্পনা করিয়াছেন।

"নিবেদিতায়" দেখিবেন

সেকালে—একালে প্রভেদ কি?—নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণে—সাহেবের গোলাম চাকুরিয়া ব্রাহ্মণে বিদ্যা কোথায়?—পূর্ব্বকালের হিন্দুতে—আধুনিক হিন্দুতে পার্থক্য কি?—গৌরীদানে—যুবতী বিবাহের পরিণাম কি?—ব্রাহ্মণ্য অবনতির কারণ কি?—নির্ভীকতাই কি ব্রাহ্মণত্ব—এই সকলের সুনিশ্চিত মীমাংসা—হিন্দুর সব গিয়াছে,. এখন যাহাকে রাখিলে আবার সব আসিবে, সেই ব্রহ্মচর্য্যই নিবেদিতার মূলভিত্তি।

"নিবেদিতা" একাধারে উপন্যাস—

শিক্ষা-গ্রন্থ—ধর্ম্মগ্রন্থ।

কেমন করিয়া হিন্দুর সোনার সংসারে আগুন লাগিয়াছে—কেমন করিয়া মনুর শাসনে চিরস্বাধীন হিন্দুসমাজের আদর্শচ্যুত হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি; কেমন করিয়া আমরা ব্রাহ্মধারণার বলে আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবারের সমবায়ের সুশীতল ছায়া হারাইয়া মরু মরীচিকার ছলনায় ভ্রান্ত পথে ঘুরিতেছি; কেমন করিয়া আমরা কামিনী কটাক্ষের চাতুরীতে ভুলিয়া মাতৃভক্তির দেদীপ্যমান আদর্শ হারাইতেছি; কেমন করিয়া পল্লীজননীর স্নিগ্ধ শান্তি হারাইয়া কলহ-কল্লোল-মুখরিত, ধূলি-ধূসর রাজধানীর বিলাস কণ্টকিত জীবনের বীভৎস ভোগ সুখের সন্ধান করিতেছি; তাহারই স্বরূপ ছবি—নিখুঁত ফটো! ঘটনার পর ঘটনা সমাবেশে অতিরঞ্জনবিহীন বাস্তবোপ দেখিয়া, যদি আত্মবিস্মৃত পাঠক শিহরিতে—বজ্রাহতের মত বিস্মিত স্তম্ভিত হইতে চান, তবে সত্বর

নিবেদিতা পাঠ করুন।

অন্তঃপুরচারিণী কুলললনাগণ এহেন বরেণ্য পুণ্য উপন্যাস সাদরে পরমপ্রীতিভরে পাঠ করুন, পাঠে সংসারের পুণ্য ছবি দেখিবেন—কলহমুখর গৃহে বিমলশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। উপন্যাসখানি আধুনিক ধরণের না হইলেও আধুনিক ঢাঁচের অ্যান্টিকে ছাপা—সুশোভন বাঁধাই—সোনায় নাম লেখা, সুন্দর রাজসংস্করণ

মূল্য মাত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির—১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশা পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি ! ! ! উদ্বেগ শান্তি

কৌতূহলে নয়নস্থায়ীর প্রতীক্ষায় থাকুন ছিল,
যে দুর্ভেদ্য রহস্যজালসমাচ্ছন্ন

বিশ্ব-ধূমকেতু রহস্য

চিন্তা—আশঙ্কা সাড়ে চারি বৎসরব্যাপী বিশ্ব-মানবের সকল চিন্তার—সকল কর্ম্মের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল সেই

বিশ্ব-বিধ্বংসী রহস্যপ্রহেলিকার অদ্ভুত অপসারণ—উদ্ঘাটন !!

আপনি সাগ্রহে যাহা খুঁজিতে ছিলেন—আপনি ঘরে বাহিরে, কর্ম্মে বিশ্রামে, তর্কে গল্পে যাহার কথা নিত্য আলোচনা করিয়াছেন—যাহার জয় পরাজয়ের প্রত্যেক সংবাদ প্রতি মুহূর্ত্তে পাইবার জন্য টেলিগ্রামের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠায় সময় কাটিয়াছে—যত সত্য সংবাদ আসুক, সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইল না বলিয়া হতাশায় নিঃশ্বাস পড়িয়াছে—শতমুখে শত জনরব উঠিয়াছে—সেই

বিশ্বধূমকেতু—পৃথিবীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী

কৈফিয়ৎ

জর্ম্মণসম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের চরিত-কথা।

সকল কথা—স্বরূপ জীবনী—সঠিক তথ্য—সমস্ত রহস্যের বিবৃতি !

আমেরিকা—জার্ম্মাণী—ফ্রান্স—বেলজিয়ম—বিলাত হইতে সংগৃহীত

কৈসরের বীরত্বমণ্ডিত জীবনী।

চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক বিবরণীর, বজ্রাহত হৃদ্-কম্পবিস্ময়বিস্ময় লোমহর্ষণ, প্রলয় কাণ্ড, বিশ্ব-শঙ্কিত ধ্বংস-লীলা।

বিশ্বশত্রু কৈসার জীবনীতে

লক্ষেত অশ্বের ওজস্বিনী বাগ্মীতা ! নেপোলিয়ানের অমিত বিক্রম ! বিস্মার্কের পলিটিক্স চাল ! রাজনৈতিক প্রজারঞ্জন শক্তি, মুসোলিনীর সাম্যমন্ত্রনিনাদ, ভীমের দম্ভ, ভীমের রণপাণ্ডিত্য, দুর্য্যোধনের অভিমান, রাবণের লাম্পট্য, নীরোর ধ্বংসশ্মশানে আনন্দ তাণ্ডব, বলশেভিকের স্বার্থপরতা, নিউটনের বিজ্ঞান সাধনা, আলফ্রেড নোবেলের ধ্বংসমন্ত্র নির্ম্মাণ প্রতিভা, টোগলকের অব্যবস্থিত চিত্ত। যে বিশ্ববিধ্বংসী উল্কা প্রচণ্ড কালশক্তির অনিসম্পাতে সমগ্র বিশ্ব-মানবের শান্তি নষ্ট হইয়াছে—জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনায়, সমৃদ্ধ মন্থির, সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলাভূমি, ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত, বিলাস-তরঙ্গায়িত, সৌধমালা-ভূষিত ইউরোপ আজ মহাশ্মশানের ধ্বংসাবশেষে পরিণত—বিজ্ঞান, বাণিজ্যশিল্প, কলালক্ষ্মীর কুবের ভাণ্ডার শতধাচূর্ণ—সহস্র সহস্র শ্রম-জীবির কলরবমুখরিত বিরাট বৈজ্ঞানিক শ্রমশালা নিশ্চিহ্ন—রম্য হর্ম্ম্যরাজি ভূলোকিত জনকল্লোলময়ী শত শত নগরী হিংস্র বিপিনে পরিণত—শত কীর্ত্তিগৌরব-বিমণ্ডিত অবদান সহস্র সহস্র ধর্ম্মমন্দির কলের কামানে যেন কালের ইঙ্গিতে লুপ্ত হইয়াছে—পৃথিবীব্যাপী অনশন, অর্দ্ধাশন, গগনতলে শয়ন, ছিন্নভিন্ন-বসন যে মহা প্রলয়ের জীবন্ত সাক্ষী—

তাহারই স্বরূপ-সঠিক-জীবন্ত আলেখ্য !

এ জীবনীতে দেখিবেন—

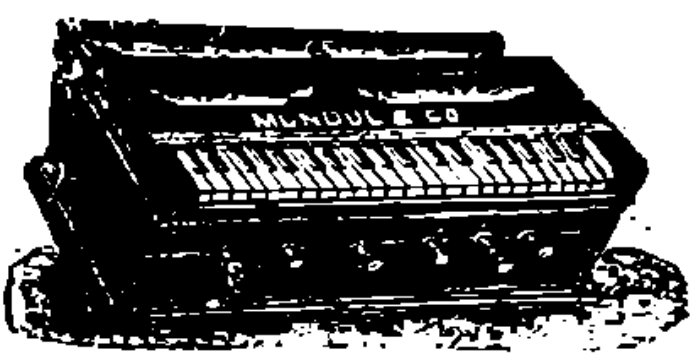
অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত পরিশ্রমে জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য সংগঠন, অদ্ভুত অধ্যবসায় কর্ম্মানুরাগের সাহায্যে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের বিশ্বজয়ী প্রতিষ্ঠা, কূট রাজনীতিজ্ঞানে সুপণ্ডিতো পলিসি ও পলিটিক্সচালে দক্ষতা, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে বিজ্ঞান রসায়নের অত্যদ্ভুত উন্নতি, সাম্রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টায় প্রজাশক্তির বিকাশ, অদ্ভুত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিশ্ববিজয়ের জন্য পৃথিবীব্যাপী রণ-পক্ষ-সজ্জার সঞ্চলন—উদ্ভাবন—নির্ম্মাণ, জাতীয়তার সম্যক বিকাশ জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাসীকে সামরিক শিক্ষাদান, জার্ম্মাণীকে জ্ঞান বিজ্ঞানের তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য—জার্ম্মাণীকে কর্ম্মের—ঐক্যের—শক্তির—জ্ঞানের শিক্ষার স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য তেজস্বিনী বক্তৃতাবলী, দুরভিসন্ধিপূর্ণ কঠোর দ্বেষের বশে গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধার সাধ্যাতীত—সামর্থ্যাতীত কার্য্যে পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার অসীম সাহস !!!

মূল্য মাত্র ৸০ বার আনা !

চারুটোনচিত্রযুক্ত, সুন্দর বাঁধাই, শোভন সংস্করণ।

বসুমতী-সাহিত্য মন্দির—১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণ্ডল ফ্লুট।



দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৪ ষ্টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিলনে ও প্রীতি-উপহারে

"গৌরীদের সুগন্ধি কেশতৈল"

ব্যবহার করুন।

গুণে, গন্ধে, বিজ্ঞান-জগতে অভিনব সৃষ্টি।

মাথাধরা—ঘোরা, কপালব্যথা, অকাল পক্কতা, টাকপড়া, দৃষ্টিশক্তির অপ্রাখার্য্য ও কেশহীনতা অচিরে দূর হয়। এইরূপ প্রশংসিত বহুদিবস-স্থায়ি-গুণ-গন্ধ-বিশিষ্ট তৈল ব্যবহার করুন। মূল্যবান্ দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত হইলেও সুলভ মূল্য চারি আউন্স বড় বোতল ১।০ মাত্র। আর অর্থ নষ্ট করিয়া বাজারের তৈল কিনিয়া হতাশ হইবেন না। কোন মহিলা ইহাতে উপকার অনুভব করিতে না পারিলে, আমায় জানাইবেন; মূল্য ফেরৎ দিব।

"অমোলা" এসেন্স এক আউন্স ১৸০ মাত্র, ভি, পি, ব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীগৌরিবালা দে, খড়্গপুর।

সোল এজেণ্ট, আর, কে, দে এণ্ড ব্রাদার্স, পোঃ খড়্গপুর (মেদিনীপুর)

পত্রে গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রিকার উল্লেখ করিবেন।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা করে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ড্রপকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ভাক্তারী জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 667. March, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৭ সংখ্যা। — ফাল্গুন ১৩২৫। মার্চ্চ, ১৯১৯। — ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

শারদ-প্রাতে।

(রাগিণী ভৈরোঁ)

যে আলোয় রবি জাগিল প্রভাতে
সেই আলোয় মোরে জাগাও,
সুন্দর তুমি হৃদয়নাথ,
হৃদয় পানে মম চাও!
যে আনন্দে পাখী উঠিল গাহিয়া
নবীন আলোকে পুলকে ছাইয়া,
যে আনন্দে তরু ধরিল কুসুম,
সে আনন্দ মোরে দাও!
তরু গাহে তরুপতি
মর্ম্মরিয়া বনবীথি,
সঙ্গীত উঠে মুরলীয়া
আকাশে বাতাসে নিতি নিতি!
ওগো হৃদয় আমার ভরিয়া দাও,
পুলকে আলোকে ভাসায়ে দাও,
এস হে নাথ, হৃদয়াসনে,
ভানু-সম চিতে ভাও॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

অষ্টাবক্র গীতা।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অকিঞ্চনভবভাক্ত্বাদ্যাং কৌপীনত্বেঽপি দুর্লভম্।
ত্যাগাদানে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥ ১॥

"আমার কিছুই নাই," এই মহাজ্ঞান হইতে যে সুস্থতা উৎপন্ন হয়, তাহা কৌপীন-ধারী সন্ন্যাসীর পক্ষেও দুর্লভ। অতএব গ্রহণ ও ত্যাগ, উভয়প্রকার আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া আমি যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। ১।

ক্বাপি খেদঃ কায়স্য বিদ্বন্ ক্বাপি বিদ্যতে।
মনঃ ক্বাপি তত্ত্যক্ত্বা পুরুষার্থে স্থিতঃ
সুখম্॥ ২॥

যদি ব্রততীর্থাদি সেবন করি, তবে শরীরের ক্লেশ উপস্থিত হয়, যদি স্তোত্রাদি পাঠ করি, তবে বাগিন্দ্রিয়ের ক্লেশ উপস্থিত হয়, যদি ধ্যান-সমাধি করি, তবে মানসিক ক্লেশ হয়; (কিন্তু এই সকলের দ্বারা আমার

কিছু লাভ নাই, কেননা, আমার স্বরূপের তাহাতে কোন উপচয় বা সমৃদ্ধি ঘটিবে না; কিংবা এই সকল ত্যাগ করিলে, কোন ক্ষতিও নাই; কেননা কূটস্থ স্বরূপের হানি অসম্ভব অতএব এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট না হইয়া যথাসুখে আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। ২।

কৃতং কিমপি নৈব স্যাদিতি সঞ্চিন্ত্য তত্ত্বতঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎ কৃত্বাসে
যথাসুখম্॥ ৩॥

শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে-সকল কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়, তাহাতে আত্মার পরমার্থতঃ কোন প্রকার কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব ঘটে না, ইহা বিচারপূর্বক যাহা কর্ত্তব্যরূপে সমুপস্থিত হয়, তাহাই করিয়া যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। (অতীত বা ভবিষ্যতের কোনপ্রকার ভয় বা ভাবনা রাখি না; কেননা, কূটস্থস্বরূপের যখন কোন প্রকার লাভ বা ক্ষতি অসম্ভব, তখন কিসের ভাবনা রাখিবে?)। ৩।

কর্ম্মনৈষ্কর্ম্মনির্বন্ধভাবা দেহস্থযোগিনঃ।
সংযোগাযোগবিরহাদহমাসে যথাসুখম্॥ ৪॥

"কর্ম্মই কর্ত্তব্য অথবা নৈষ্কর্ম্মাই শ্রেষ্ঠ," এরূপ বিচার দেহাভিমানী যোগীর পক্ষেই হইতে পারে (কেননা, স্বরূপতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয়, অতএব ঐ বিচারের তত্ত্বতঃ কোন প্রয়োজনই নাই), কিন্তু আমার দেহের সহিত সংযোগও নাই, বিয়োগও নাই; অতএব আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করি। ৪।

অর্থানর্থৌ ন মে স্থিত্যা গত্যা ন শয়নেন বা।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ তস্মাদহমাসে
যথাসুখম্॥ ৫॥

আমার দাঁড়াইয়া থাকিলে, চলিতে থাকিলে অথবা শয়ন করিয়া থাকিলে, কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনও নাই ক্ষতিও নাই; অতএব যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, দাঁড়ান, চলা বা নিদ্রা, সকল অবস্থাতেই আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করি। ৫।

স্বপতো নাস্তি মে হানিঃ সিদ্ধির্যত্নবতো নবা।
নাশোল্লাসৌ বিহায়াস্মাদহমাসে
যথাসুখম্॥ ৬॥

নিদ্রা গেলেও আমার কোন ক্ষতি নাই, যত্নবান্ হইলেও আমার কোন লাভ নাই, (কেননা, কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ আমার লাভ, ক্ষতি অসম্ভব। অতএব সকলপ্রকার হর্ষ-শোক ত্যাগ করিয়া আমি যথাসুখে অবস্থান করি। ৬।

সুখাদিরূপানিয়মং ভাবেষ্বালোক্যভূরিশঃ।
শুভাশুভে বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্॥ ৭॥

সকল পদার্থেই বহুশঃ সুখদুঃখাদির অনিত্যতা বা অনিয়ম অবলোকন করিয়া শুভ ও অশুভ এই উভয়ই ত্যাগ করতঃ আমি যথাসুখে স্বরূপে অবস্থান করিতেছি।

ইতি অষ্টাবক্র গীতার ত্রয়োদশ প্রকরণ
সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ প্রকরণ।

প্রকৃত্যা শূন্যচিত্তো যঃ প্রমাদাদ্ভাবভাবনঃ।
নিদ্রিতো বোধিত ইব ক্ষীণসংসর-ণো [illegible]
॥ ১॥

যিনি স্বভাবতঃ শূন্যচিত্ত, কেবল প্রারব্ধ-কর্ম্মের প্রমাদবশতঃ সাংসারিক বস্তু সকল অবলোকন করেন এবং যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণের অবস্থা তুল্যপ্রকার, তাঁহার সংসার-ভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ১।

ক ধনানি ক মিত্রাণি ক মে বিষয়দস্তবঃ।
ক শাস্ত্রং ক চ বিজ্ঞানং যদাময়ে গলিতা স্পৃহা ॥২॥

যখন সকল বিষয়ে আমার বাসনা আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আমার ধন, আমার মিত্র, আমার বিষয়, আমার শাস্ত্র, আমার বিজ্ঞান—এ সকল কোথায়? (রূপরসাদি বিষয়-সকল ইন্দ্রিয়-গণের তেজ ও স্বাস্থ্য হরণ করে, এজন্য তাহারা দস্যুস্বরূপ)। ২।

বিজ্ঞাতে সাক্ষিপুরুষে পরমাত্মনি চেশ্বরে।
নৈরাশ্যে বন্ধমোক্ষে চ ন চিন্তামুক্তয়ে মম ॥৩॥

দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সাক্ষী (দ্রষ্টা) সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মার জ্ঞান হইলে বন্ধন ও মোক্ষ কোন বিষয়েই আশা থাকে না; অতএব মুক্তির জন্য কোনরূপ চিন্তা, ব্যগ্রতা বা ব্যস্ততা, কিছুই থাকে না। ৩।

অন্তর্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তা স্তাদৃশা এব জানতে ॥৪॥

অন্তরে সকল প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প-পরিশূন্য ও বাহিরে পাগলের ন্যায় যথেচ্ছ আচরণকারী মহাজ্ঞানীর সেই সেই অবস্থা তদ্রূপ ব্যক্তিরাই জানেন। অন্যে সেই সেই অবস্থার অনির্বচনীয় পরমানন্দের লেশ কল্পনাও করিতে পারে না।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় শান্তিচতুষ্কনামক চতুর্দ্দশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ প্রকরণ।

কৃতার্থোঽনেন জ্ঞানেনেত্যেবং সম্যগ্ বুদ্ধিমান্।
আজীবমপি জিজ্ঞাসুঃ পরস্তত্র বিমুহ্যতি ॥১॥

যাহার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি, সে যথাকথঞ্চিৎ উপদেশ পাইলেই আত্মজ্ঞানলাভ করতঃ কৃতার্থ হয়, কিন্তু অন্যে (যাহাদের বুদ্ধি রাজসিকী অথবা তামসিকী) তাহাদিগকে মরণ পর্য্যন্ত উপদেশ করিলেও তাহাদিগের আত্মস্বরূপের জ্ঞান জন্মে না, পরন্তু সে-বিষয়ে অনেক সময় তাহারা বিপরীত-বুদ্ধিযুক্ত হয়। ১।

মোক্ষো বিষয়বৈরস্যং বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ।
এতাবদেব বিজ্ঞানং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥২॥

বিষয়-সম্বন্ধে আসক্তি না করাই-ও বিষয়-মোক্ষ সম্বন্ধে আসক্তি থাকাই বন্ধন। ইহাই সর্ব্ব বেদান্ত-বিজ্ঞানের সার। এখন তোমার যাহাতে রুচি তাহাই কর। ২।

বাগ্মিপ্রাজ্ঞমহোদ্যোগং জনং মূকজড়ালসম্।
করোতি তত্ত্ববোধোঽয়মতস্ত্যক্তো বুভুক্ষুভিঃ ॥৩॥

সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান মহাবাগ্মীকে মূক করে, মহাপণ্ডিতকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন করেও মহোদ্যোগশালী পুরুষকে অলস করে। অতএব ভোগবাসনাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ইচ্ছা করেন্ না। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী বিষয়-ভোগ-সম্বন্ধে মূক, জড় ও অলস হন্। ৩।

ন ত্বং দেহো ন তে দেহো ভোক্তা কর্ত্তা ন
বা ভবান্।
চিদ্রূপোঽসি সদাসাক্ষী নিরপেক্ষঃ সুখং চর ॥৪॥

(হে শিষ্য,) তুমি দেহরূপ নহ, কিম্বা দেহও তোমার নহে, তুমি চিন্মাত্র; অতএব তুমি কর্ম্মফলের ভোক্তাও নহ, কর্ম্মকর্ত্তাও নহ, তুমি কেবল সর্ব্বদা সকল বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে বর্ত্তমান আছ। অতএব স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া সুখে বিচরণ কর। ৪।

রাগদ্বেষৌ মনোধর্ম্মৌ ন মনস্তে কদাচন।
নির্ব্বিকল্পোঽসি বোধাত্মা নির্ব্বিকারঃ সুখং চর ॥৫॥

(হে শিব্য,) রাগ ও দ্বেষ মনেরই ধর্ম, তোমার নহে ; এবং মনের সহিত তোমার কদাপি কোন প্রকার বাস্তব সম্বন্ধ নাই ; তুমি সর্ব্বপ্রকার-সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত জ্ঞান স্বরূপ, অতএব তুমি রাগাদিবিকার-রহিত হইয়া সুখে বিচরণ কর ।৫।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
বিজ্ঞায় নিরহঙ্কারো নির্ম্মমস্ত্বং সুখী ভব ॥ ৬ ॥

আত্মা সকল প্রাণীতে অবস্থিত ও সকল প্রাণী আত্মায় অধ্যস্ত—ইহা জানিয়া অহঙ্কার ও মমতা ত্যাগ করিয়া সুখী হও । ৬ ।

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে ।
তত্ত্বমেব ন সন্দেহশ্চিন্মূর্ত্তে বিজ্বরো ভব ॥ ৭ ॥

সাগরে যেরূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ যাহাতে এই বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হয়, তাহা তুমিই—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব হে চৈতন্যস্বরূপ শিব্য, সর্বপ্রকার সন্তাপরহিত হও । ৭ ।

শ্রদ্ধস্ব তাত শ্রদ্ধস্ব নাত্র মোহং কুরুষ ভোঃ ।
জ্ঞানস্বরূপো ভগবানাত্মা ত্বং প্রকৃতেঃ পরঃ ॥৮॥

হে তাত, তুমি প্রকৃতির অতীত জ্ঞানস্বরূপ সর্বশক্তিমান্ আত্মা—এবিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন কর, কোনরূপ সংশয় বা বিপরীতবুদ্ধি করিও না । ৮ ।

গুণৈঃ সংবেষ্টিতো দেহস্তিষ্ঠত্যায়াতি যাতি চ ।
আত্মা ন গন্তা নাগন্তা কিমেনমনুশোচসি ॥৯॥

ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব-সংবলিত দেহই সংসারে অবস্থান করে, উৎপন্ন হয় বা নষ্ট হয় ; (আত্মা নিত্য ও সর্বব্যাপী), ইহা সংসারে আসেও না যায়ও না ; অতএব (দেহের মৃত্যু, জন্ম প্রভৃতি ধর্ম ইহাতে আরোপ করিয়া) কেন শোকগ্রস্ত হও ? ।৯।

দেহবিতন্তু কল্পান্তং গচ্ছত্বদ্যৈব বা পুনঃ ।
ক বৃদ্ধিঃ ক চ বা হানিস্তব চিন্মাত্ররূপিণঃ ॥১০॥

দেহ কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকুক্, অথবা অদ্যই নষ্ট হউক, (হে শিব্য) ইহাতে তোমার ক্ষতি, বৃদ্ধি, কিছুই নাই ; কেননা তুমি নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ ।১০।

স্বয়ানন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্ববীচিঃ স্বভাবতঃ ।
উদেতু বাস্তমায়াতু নতে বৃদ্ধির্ন বা ক্ষতিঃ ॥ ১১ ॥

হে শিব্য, তুমি অনন্ত-চৈতন্যসাগরস্বরূপ ; ইহাতে বিশ্বরূপ তরঙ্গ স্বভাবতঃ উদিত হউক্ বা আত্মসাৎ হউক, তাহাতে (নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ) তোমার লাভালাভ কিছুই নাই ।১১।

তাত চিন্মাত্ররূপোঽসি ন তে ভিন্নমিদং জগৎ ।
অতঃ কস্য কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা ॥১২॥

হে তাত, তুমি এক অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ, জগৎ তোমা হইতে ভিন্ন অতিরিক্ত কিছুই নহে। অতএব কে, কি-জন্য, কোথায়, কি গ্রহণ বা ত্যাগ করার কল্পনা করিবে ? ।১২।

একস্মিন্নব্যয়ে শান্তে চিদাকাশেঽমলে ত্বয়ি ।
কুতো জন্ম কুতোঃ কর্ম কুতোঽহঙ্কার এব চ ॥১৩॥

হে শিব্য, এক অখণ্ড শান্ত নির্মল চিদাকাশস্বরূপ তোমার জন্মই বা কোথা হইতে হইবে ? কর্মই বা কি করিয়া সম্ভব, অহঙ্কারই বা কোথা হইতে আসিবে ? ।১৩।

যদ্বৎ পশ্যসি তত্রৈকত্বমেব প্রতিভাসসে ।
কিং পৃথক্ত্বাসতে স্বর্ণাৎ কটকাঙ্গদনূপুরম্ ॥১৪॥

যেরূপ বলয়, বাজু, নূপুর প্রভৃতি স্বর্ণাভরণ-সমূহ স্বর্ণ হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে, তদ্রূপ তুমি যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহাতে তুমিই প্রতিভাত হইতেছ, ঐ সকল তোমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে ।

অয়ং সোঽহময়ং নাহং বিভাগমিতি সন্ত্যজ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য নিঃসঙ্কল্পঃ সুখী ভব ॥১৫॥

'ইহা আমি', 'ইহা আমি নয়'—এইরূপ বিভাগ বা ভেদ ত্যাগ কর। সমস্তই আত্মা, এইরূপ স্থির করিয়া সকলপ্রকার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া সুখী হও ।১৫।

তবৈবাজ্ঞানতো বিশ্বং ত্বমেকঃ পরমার্থতঃ।
ত্বত্তোঽন্যো নাস্তি সংসারী নাসংসারী চ কশ্চন ॥১৬॥

হে শিষ্য, তোমারই অজ্ঞানবশতঃ এই বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে, পরমার্থতঃ তুমিই একমাত্র আছ। তোমা-ব্যতিরিক্ত সংসারী অথবা অসংসারী আর কেহই নাই ।১৬।

ভ্রান্তিমাত্রমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চয়ী।
নির্বাসনঃস্ফূর্ত্তিমাত্রো ন কিঞ্চিদিব শাম্যতি॥১৭॥

এই জগৎ ভ্রান্তিমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নহে—এইরূপ স্থির নিশ্চয় যাহার হইয়াছে, তিনি সকলপ্রকার বাসনারহিত ও প্রকাশ-স্বরূপ হইয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে শান্ত হন্ ।১৭।

একএব ভবাম্ভোধাবাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
ন তে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা কৃতকৃত্যঃ সুখংচর ॥১৮॥

এই ভবমহার্ণবে একমাত্র তুমিই ছিলে, আছ ও থাকিবে; অতএব তোমার বাস্তবিক বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই—এই জ্ঞানলাভ-পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া সুখে বিচরণ কর ।১৮।

মা সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং চিত্তং ক্ষোভয় চিন্ময়।
উপশাম্য সুখং তিষ্ঠ স্বাত্মজ্ঞানন্দবিগ্রহে ॥১৯॥

হে চৈতন্যস্বরূপ শিষ্য, সঙ্কল্প ও বিকল্পের দ্বারা চিত্তকে চঞ্চল করিও না, সঙ্কল্প-বিকল্প শান্ত করিয়া, আনন্দবিগ্রহ নিজাত্মায় সুখে থাক ॥ ১৯ ॥

ত্যজৈব ধ্যানং সর্ব্বত্র মা কিঞ্চিদ্ধৃদি ধারয়।
আত্মা ত্বং মুক্তএবাসি কিং বিমৃশ্য করিষ্যসি ॥২০॥

হে শিষ্য, সর্ব্বত্র ধ্যান ত্যাগ কর, কোন প্রকার সঙ্কল্প-বিকল্প হৃদয়ে ধারণ করিও না; কারণ, আত্মস্বরূপ তুমি ত সর্ব্বদা মুক্তই আছ, পুনরায় ধ্যান-ধারণা-দ্বারা আর অধিক কি লাভ করিবে?

ইতি অষ্টাবক্রগীতার তত্ত্বোপদেশ-নামক পঞ্চদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

বরুণাসঙ্গম হিন্দুর পক্ষে অতি পবিত্র স্থান। এখানে গঙ্গা ও বরুণা উভয়ে মিলিত হইয়াছেন। এখানে যে সকল মন্দির দেখা যায় তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটীর নাম আদিকেশব। আদিকেশব অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং বিষ্ণু। মন্দিরটী প্রস্তর নির্ম্মিত ও শিখরদার। আদি কেশবের বর্ণটী শ্যাম এবং ইনি চতুর্ভুজ। মূর্ত্তিটী দেখিবার যোগ্য বটে। বিগ্রহটী উচ্চে

দুই হাত। চারিটী হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম আছে; এগুলি রৌপ্যের। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে জয় বিজয় নামে দুইটী পারিষদের প্রতিমা আছে। আদিকেশবের মন্দিরের উত্তরে একটী প্রাচীন ও জীর্ণ ধর্ম্মশালায় বামনজীর শিবরদার মন্দির অবস্থিত। শুনা যায় যে ইং ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় আদিকেশবের মন্দির বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে ১৮৬২ সালে উহা পুনরায় খোলা হয়। স্কন্দপুরাণে লেখা আছে যে মাঘ শুক্ল সপ্তমীর দিনে আদি কেশবের পূজা করিলে সাত জন্মের পাপ মুক্ত হয়। আদি কেশবের মন্দিরের অভ্যন্তরে সূর্য্যের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ছাদটী ১০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ইহার নিম্নে অনেকগুলি বিগ্রহ আছে, তন্মধ্যে সঙ্গমেশ্বর এবং ব্রহ্মেশ্বরের নাম উল্লেখ যোগ্য; প্রথমটী শিবলিঙ্গ এবং দ্বিতীয়টী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার। এখানে বিষ্ণুর পাদপদ্মও আছে। মণিকর্ণিকা ঘাটেও অনুরূপ পাদপদ্ম দেখা যায়।

বরুণা সঙ্গম ঘাটের উপর পুরাতন দুর্গের নিদর্শন আছে। ইহার কিছু দূরে লালখাঁ নামক অনেক মুসলমানের একটি বৃহৎ গোর দৃষ্ট হয়।

রাজঘাটের সেতুটী দেখিতে অতি সুন্দর। লোক জন, মাল পত্র ইহার উপর দিয়া গমন করে। ইহার দক্ষিণে কিছুদূরে প্রহ্লাদ ঘাট। ইহার প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে "কপিল মোচন" নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ইহাকে কেহ কেহ ভৈরবকা তালাও ও কহিয়া থাকে। পুষ্করিণীর উত্তরে একটি স্তম্ভ আছে। ইহা উচ্চে ৮ ফিট ও প্রস্থে ৩ ফিট। ইহা লাট নামে খ্যাত। এই লাট লইয়া হিন্দু মুসলমানে একটি ভয়ানক হাঙ্গামা হয়। ঘটনাক্রমে হিন্দুর হোলী ও মুসলমানের মহরম একই দিনে পড়ে। দুই দলই এক রাস্তায় আপন আপন ধর্ম্ম সঙ্গে লইয়া যাইতেছিল। উভয়ে সম্মুখিন হইলে কেহ কাহাকেও পথ দিল না। ফলে হাঙ্গামা ঘটিল। মুসলমানেরা লাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হিন্দুরা মুসলমানদিগের মসজিদ ধ্বংস করিল। মুসলমানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইংরাজ সরকারের হস্তক্ষেপে শান্তি স্থাপনা হইল নতুবা ব্যাপার বড়ই ভয়ঙ্কর হইত।

• • • •

শিবালা ঘাটটী রাজা চেত সিংহের অধঃপতনের সহিত সম্বন্ধীভূত। কাশীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪১টী ঘাট আছে। নিম্নে তালিকা দেওয়া গেল:—

১ বরুণা সঙ্গম ঘাট	৮ লাল ঘাট	১৫ লক্ষ্মণবালা ঘাট
২ রাজঘাট	৯ শীতলা ঘাট	১৬ রাম ঘাট
৩ প্রহ্লাদ ঘাট	১০ রাজমন্দির ঘাট	১৭ অহল্যেশ্বর ঘাট
৪ অসা ঘাট	১১ ব্রহ্মা ঘাট	১৮ ভোঁসলা ঘাট
৫ ত্রিলোচন ঘাট	১২ দুর্গা ঘাট	১৯ গঙ্গামহল ঘাট
৬ মহল্লা ঘাট	১৩ পঞ্চগঙ্গা ঘাট	২০ সঙ্কটা ঘাট
৭ গায় ঘাট	১৪ মাধবরাম ঘাট	২১ সোঁমিয়া ঘাট

২২ মণিকর্ণিকা ঘাট ৩২ পাণ্ডে ঘাট ৪২ শ্মশান ঘাট
২৩ চিতা ঘাট ৩৩ মুন্সী ঘাট ৪৩ হনুমান ঘাট
২৪ রাজরাজেশ্বরী ঘাট ৩৪ সর্ব্বেশ্বর ঘাট ৪৪ দণ্ডী ঘাট
২৫ ললিতা ঘাট ৩৫ রাজা ঘাট ৪৫ শিবালা ঘাট
২৬ মীর ঘাট ৩৬ নারদ ঘাট ৪৬ রণধীর ঘাট
২৭ মানমন্দির ঘাট ৩৭ মানসরোবর ঘাট ৪৭ জানকী ঘাট
২৮ দশাশ্বমেধ ঘাট ৩৮ সোমেশ্বর ঘাট ৪৮ তুলসী ঘাট
২৯ অহল্যা বাঈ ঘাট ৩৯ চৌকী ঘাট ৪৯ বাজীরাও ঘাট
৩০ রাণামোহন ঘাট ৪০ কেদার ঘাট ৫০ রালামিশ্র ঘাট
৩১ চৌষট্টি ঘাট ৪১ লক্ষী ঘাট ৫১ অসিসঙ্গম ঘাট

বারাণসী ধামে যে সকল মেলা হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :— পঞ্চগঙ্গা মেলা কার্ত্তিক মাসে, চৈত্রমাসে দুর্গাকুণ্ডে নবরাত্রী মেলা, ওরা চৈত্র রাজমন্দির ঘাটে গৌ গৌর মেলা, চৈত্রমাসে রামঘাটে রাম নবমী মেলা, বৈশাখ মাসে বড়াগণেশ মহল্লায় নরসিংহ চতুর্দ্দশীর মেলা, গঙ্গাতটে গঙ্গা সপ্তমীর মেলা, জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষীয় দশমীতে দশহরা মেলা, ১১ই জ্যৈষ্ঠ অসিঘাটে জগন্নাথের মন্দিরে স্নান যাত্রীর মেলা, আষাঢ় মাসে পণ্ডিত বেণীরামের উদ্যানে রথযাত্রার মেলা, ১৫ই আষাঢ়ে চৌকাঘাটে বাতাস পরীক্ষার মেলা, শঙ্খধারা পুষ্করিণী তটে (বারিকা তীর্থে) শঙ্খধর মেলা, শ্রাবণ মাসে প্রতি রবিবারে বৃদ্ধকাল মহল্লায় বৃদ্ধকাল মেলা, শ্রাবণ মাসে প্রতি মঙ্গলবারে দুর্গাকুণ্ডে দুর্গা মেলা, শ্রাবণ মাসের ১৫ই নাগকুয়ায় নাগ পঞ্চমীর মেলা, ভাদ্রমাসে ঈশ্বরগাঙ্গী এবং শঙ্খধারায় কজরি মেলা, ভাদ্রমাসের ৪টা বড়াগণেশের মন্দিরে ঢেলা চৌথ মেলা, ভাদ্রমাসে ৬ই অসি সঙ্গমের নিকট লোহারিক কুণ্ডে লোহারিক চৌথ মেলা ভাদ্র মাসের ১২ই বরুণা সঙ্গম এবং চিত্রকোটে বামন দ্বাদশীর মেলা, ১৪ই ভাদ্র রামনগরে অনন্ত চতুর্দ্দশীর মেলা, ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত লক্ষীকুণ্ডে সূর্য্য মেলা, কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত চিত্রকোটে রাসলীলা, আশ্বিনমাসে দুর্গা মেলা, কার্ত্তিক মাসে খাথেরী বাজার এবং চৌখাঘাতে ধনেতেরস মেলা, কার্ত্তিক মাসে ভাদাইনি মহল্লায় মীরঘাটে অনর্ক চতুর্দ্দশ মেলা, ১৫ই কার্ত্তিক দেওয়ালী (দীপমালিকা), কার্ত্তিক মাসে যমঘটে যমদীত্য (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) মেলা, কার্ত্তিক মাসে পঞ্চগঙ্গা ঘাটে কার্ত্তিক পূর্ণিমার মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে চৌকাঘাটে এবং শিবপুরে বরুণাপিয়াল মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে শিবপুরে পঞ্চকুশী মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে পিশাচ মোচনে লোটা ভাঁটা মেলা, অগ্রহায়ণ মাসে চৌকাঘাটে নগর প্রদক্ষিণ মেলা, মাঘ মাসে বড়া গণেশে গণেশ চৌথ মেলা, মাঘ মাসে রামনগরে বেদব্যাস মেলা, ফাল্গুন মাসে বিশ্বেশ্বর এবং বাইজনাথে

শিবরাত্রী মেলা, ফাল্গুনমাসে হোলী, চৈত্র মাসে দশাশ্বমেধ ঘাটে ধরহি মেলা, হোলীর পর মঙ্গলবারে গঙ্গাতটে বুড়্হামঙ্গলের মেলা, বুড়্হামঙ্গলের পর জগন্নাথ মন্দিরে জঙ্গল মেলা হইয়া থাকে।

যাঁহারা কাশীতে আসেন তাঁহারা যেন একবার সারনাথ দর্শন করেন। সারনাথে বৌদ্ধদিগের একসময়ে কীর্ত্তি ছিল। যদিও এখন তাহা লোপ পাইয়াছে তথাপি বিহার, স্তূপ, হরিণ বন, দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধদিগের উত্তমোত্তম স্থপতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সারনাথের চৈত্যটী দেখিবার বস্তু।

হাবেলী পরগণার ফয়জাবাদ তহসিলভুক্ত অযোধ্যা একটি সহর। ইহা সর্যূর উপকূলে অবস্থিত। সর্যূর অন্য একটি নাম সরযূ। অযোধ্যাঘাটের সেতু দ্বারা নদীর পরপারে যাইতে হয়; অযোধ্যার জনসংখ্যা ২১৫৮৪। সহরটীতে একটি মধ্যবৃত্তি স্কুল, দশটী সংস্কৃত পাঠশালা এবং একটী হাঁসপাতাল আছে। শেষোক্তটী বস্থলপুরের রায় শ্রীরাম বাহাদুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। পাঠশালাগুলি মন্দির দ্বারা পরিচালিত।

অযোধ্যা বহু পুরাতন সহর। সপ্তপুরীর মধ্যে অযোধ্যাই প্রথম। সূর্য্যবংশাবতংশ রামচন্দ্রের ইহা জন্মস্থান। এইখানেই তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। রামচন্দ্রের ইতিহাস সকলেই জানেন; তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। আজ রাজার মৃত্যুতে তৎপুত্র দশরথ রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেন। যথোক্ত দশবিধ ধর্ম্মই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল। কোনমতে ধর্ম্মপথবী হইতে তিনি স্খলিতপদ হন নাই। শৌর্য্যবীর্য্য ও সাত্ত্বীর্য্যগুণে তিনি অতি মাননীয় ছিলেন। তিনি বাহুবলে সকল রাজাকেই জয় করিয়া সমুদ্রমেখলা ধরণীপৃষ্ঠে সর্ব্বত্রেই তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। তিনি কুলজন হিতকারী ও বন্ধুবর্গানুমোদী হইয়া রাজ্য করেন। কেবল দৈবদুর্বিপাক বশতঃ অনপত্যতা দুঃখেই চিরদিন তাঁহার চিত্ত সন্তাপিত ছিল। মহারাজা দশরথ অনেকগুলি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা, মধ্যমা কেকয়দেশীয় গিরিব্রজ রাজধানীর অধিপতি কেকয়রাজদুহিতা কৈকেয়ী, আর সুমিত্র দ্বিপীয় রাজকন্যা সুমিত্রা, এই তিন মহিষীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। এতদ্ভিন্ন সিংহল, তারকট, মরীচি, বারুণ, তাম্রবর্ণ, নাগদ্বীপ এবং ইন্দুদ্বীপীয় অনেকানেক রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। কিন্তু কোন গর্ভেই সন্তান জন্মে নাই—কেবল শান্তা নামে এক কন্যামাত্র হইয়াছিল। সেই কন্যাকে প্রতিপালন করিতে প্রিয়সখা অঙ্গদেশীয় রোমপাদ রাজাকে প্রদান করেন। বিভাণ্ডক ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। অনন্তর প্রবীনা তিন রাজ্ঞী পুত্রীয় চরু ভক্ষণ করিয়া কালে গর্ভধারণ করেন। ঐ তিন মহীষীর গর্ভে চারিটী সন্তান হয়। কৌশল্যা গর্ভে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠগুণশালী শ্রীরাম, মধ্যমা গর্ভে ভরত, কনিষ্ঠা গর্ভে সর্ব্বগুণান্বিত লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের উৎপত্তি হয়। লক্ষণ শ্রীরামানুগত,

শত্রুঘ্ন ভরতানুগত হয়েন। এই চারিপুত্রের অদ্ভুত চরিত্রগুণে, আর ভবিষ্যদ্বক্তা মহর্ষি বাল্মীকি রাম জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রত্যক্ষ হওয়াতে সকল লোকেই তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় মিথি নামক রাজা মিথিলা নামে এক নগর স্থাপন করেন। আধুনিক ইহার নাম ত্রিহুত। এই মিথিলা নগরে সেই সময়ে সীরধ্বজ জনক নামে এক মহা-সম্ভ্রান্ত রাজা ছিলেন তিনি মহাযোগী, যোগ-প্রভাবে রাজর্ষিকল্পে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঐ জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার কালে মৃত্তিকা হইতে এক কন্যারত্ন লাভ করেন। তাঁহার নাম সীতা, তদ্ভিন্ন জনকের আরও কন্যাত্রয় ছিল। শ্রীরামচন্দ্র সেই সীতার পাণি গ্রহণ করেন এবং শ্রুতকীর্ত্তি, উর্ম্মিলা প্রভৃতি আর তিন কন্যার সহিত ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়।

অনন্তর মহারাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষেক করিবার কালে তৎপ্রিয়তমা পত্নী ভরত জননী কৈকেয়ী স্বীয় পুত্র ভরতকে রাজ্য দিবারকারণ অনুরোধ করেন। তাহার কারণ রাজা কৈকেয়ীকে বরদ্বয় প্রদান করিব বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই বর যাচিঞা ছলে কৈকেয়ী এক বরে শ্রীরামের বনবাস ও দ্বিতীয় বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। তন্নিমিত্ত রাজসভায় মহা বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ভরত তৎকালে মাতামহাশ্রয়ে অধিবাস করিতেছিলেন। মহাধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র তৎকালে এই বিবেচনা করিলেন, যে পিতা মহারাজ ধার্ম্মিক সত্যপরায়ণ, তাঁহাকে সত্য বিচলিত করা আমার কোন মতেই শ্রেয়ঃকল্প নহে, এবং সর্ব্বাভিমত-সিদ্ধ না হইলেও রাজ্যে সুখলাভ হইতে পারে না, একারণ শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বসন্তোষার্থে আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চীরবল্কল জটাধারণ পূর্ব্বক সীতাসহ দণ্ডকারণ্যে গমন করেন, ভ্রাতৃ স্নেহানুসারে ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ ও তৎসমভিব্যাহারী হন। পরে পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত রাজা দশরথ সুতীব্র যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেবল রামানুস্মরণ করতঃ দিনত্রয় মধ্যেই নশ্বর পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তৎসংবাদ শ্রবণে অতিব্যাকুল হইয়া মাতামহালয় হইতে ভরত সত্বর গমনে অযোধ্যায় আগমন করেন। আগত হইয়া রাজার মৃতদেহ দেখিয়া এবং প্রিয়তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম নির্ব্বাসন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত মনে মাতাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া রামানয়নে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করেন। পথিগত চিত্রকূটে শ্রীরামের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অনেক বিনয় সহকারে আনিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু রাম কর্ত্তৃক তাঁহার তচ্চেষ্টা সফল হইল না। অনন্তর ভরত শ্রীরামচন্দ্রের কুশপাদুকা লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই পাদুকা যুগকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করতঃ আপনি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে বাস করিয়া মন্ত্রীরূপে রাজকার্য্য করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্য মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ বনে বিরাধ নামক এক রাক্ষস চমূপতিকে বিনাশ করিয়া একাম্রকাননে

অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হন। অতি প্রীতমনা হইয়া মুনিবর শ্রীরাম লক্ষণকে ঐন্দ্রাদি অস্ত্রের ধনু ও দুইটি অক্ষয় শায়কতূণ প্রদান করেন। তথা হইতে গমনকালে তাঁহারা কবন্ধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। পরে কবন্ধকে নিহত করিয়া গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী মধ্যে উটজ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাসকরতঃ অনেক সময়কে সমতিপাত করেন। অধুনা তৎস্থানের নাম পুণা-সেতারা হইয়াছে

একদা দশানন ভগিনী সূর্পণখা ঐ আশ্রম-গতা হইয়া শ্রীরামলক্ষণ রূপসন্দর্শনে স্মর শরে উন্মথিত চিত্তা হয়। হৃদয়াগ্নিতাপে সন্তপ্তা নিশাচরী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ধারণপূর্ব্বক উৎপন্ন শররোগপশান্তি নিমিত্তক মহৌষধি জ্ঞানে রামলক্ষণ সন্নিধানে আসিয়া স্বীয়াভিলাষ প্রকাশ করিয়া কহে, তৎশ্রবণে ভ্রাতামর্ষী হইয়া রামেঙ্গিতানুসারে ধনুর্দ্ধর লক্ষণ শাণিত ক্ষুর প্রেরণ দ্বারা তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। তাহাতে সূর্পণখা সত্বরগমনে আসিয়া তৎপরিত্রানার্থ খর, দূষণাদি ত্রিশিরাদি পুরুষত্রয়কে সংবাদ করে তৎসংবাদ শ্রবণে কূটমোহী নিশাচরত্রয় সন্নদ্ধ হইয়া রামনিগ্রহার্থে পঞ্চবটীতে সমাগত হয়। রঘুনাথ তদ্দৃষ্টে জানকীর রক্ষার্থে অনুজ লক্ষণকে সংস্থাপন করতঃ ধনুষ্পাণি হইয়া তাহাদিগের সম্মুখে সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত হইয়া বীরত্রয়কে শমন সদন দর্শন করাইলেন। তাহা দেখিয়া সূর্পণখা নিকষাগর্ভসম্ভূতা দশকন্ধরকে আপনার বিরূপীকরণ বিষয়ক সংবাদাবগত করিয়াছিলেন।

রাক্ষসরাজ সূর্পণখা মুখে রামঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত ও রামপত্নী সীতার রূপলাবণ্যাদির প্রশংসাবগতি করিয়া সীতা গ্রহণে সাভিলাষী হইয়া বাহে ভদ্রিপ্রিয়চিকীর্ষা ছলে সন্ন্যাসীরূপে রামাশ্রমে সমাগত হইয়া রাম লক্ষণ বিরহিত কুটীরস্থা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। পুষ্প-কারূঢ় রাবণ পথিগমনকালে গতিবিরোধক পক্ষীরাজ জটায়ুকে বিনিহিত করতঃ লঙ্কায় গিয়া অশোক কাননে সীতাকে রক্ষা করেন।

পরে শ্রীরামচন্দ্র সীতাহরণ জন্য শোক কর্ষিত হইয়া সীতান্বেষণার্থে বানরপতি সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়াছিলেন। চারি মাস বর্ষায় মাল্যবান পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া শরদাগমে বানরদূত দ্বারা লঙ্কাস্থিতা জানকীর উদ্দেশ পাইয়া লঙ্কাধিপ বধে প্রযত্নবান হন।

শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসাইয়া তদ্দ্বারা বানরচমূ সংগ্রহ করতঃ সাগরোপরি সেতু বন্ধন করিয়া বানরানীক সমভিব্যাহারে রাবণ নগরী লঙ্কায় প্রবেশ করেন। পরে যুবরাজ অঙ্গদ রামদূত হইয়া রাবণ সভায় গিয়া সংগ্রামকরণার্থে সংবাদ দেন। অনন্তর রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ শ্রীরাম-চন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ জন্য উপদেশ দেওয়াতে লঙ্কেশ্বর ভ্রাতৃক্রোধী হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করতঃ বিধিমতে অপমানিত করেন। তাহাতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত মিলিত হন। শ্রীরামও বিভীষণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা লঙ্কার ও রাক্ষসরাজের সম্যক বিবরণ পরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন।

রাজাধিপতি রাবণ ত্রিলোক বিজয়ী ছিলেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনাধিপতি কুবের। সুতরাং বলা বাহুল্য যে রাবণের

কোষাগার পরিপূরিত ছিল তিনি স্বয়ং বরদর্পিত মহাবীর পুরুষ। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি সকলেই সংগ্রামকুশল। ত্রিলোক-গ্রাসক অনুজ ভ্রাতা মহাবীর কুম্ভকর্ণ এবং বিদ্যুজ্জিহ্বাদি অনেকানেক কৌশলকারী যন্ত্র নির্ম্মাতা শিল্পকর ছিল। তাহারা অভাবনীয় এক এক প্রকার শিল্প দ্বারা জগৎকে সম্মোহিত করিয়াছিল। এরূপ বহুতর ধনজনাদি সম্পন্ন রজনীচর রাজা সপ্ত উপদ্বীপা ধরণীকে জয় করিয়া স্বয়ং ত্রিলোকাধিপতা গ্রহণ করিয়াছিল লঙ্কার দুর্গ অতি দুর্গম, সুদৃঢ় তাম্র লৌহাদি ধাতুতে প্রাচীর বিনির্ম্মিত, এবং অজেয়রূপে পরিগণিত ছিল। একারণ রাবণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নিরস্ত্র বানরী-সেনা সহায়ে লঙ্কা প্রবেশ পূর্ব্বক রাক্ষসকুল জয়ে কখনই কোন মনুষ্য সমর্থ হইবে না। সুতরাং বিভিষণ বাক্যের অনাদর করতঃ তিনি রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণ প্রমুখাৎ সমুদয় গোপনীয় সন্ধান অবগত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সদলবলে রাক্ষসাধিপতিকে বিনাশ করতঃ দুর্ভেদ্য লঙ্কাদুর্গকে একেবারে ছারখার করিয়াছিলেন। সবংশে রাবণ হত হইলে বিভীষণকে তৎপুরাধীশ্বর করতঃ সীতা লইয়া পুনঃ অযোধ্যায় আগমন করেন এবং চারি ভাই একত্র মিলিত হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

পুরাবৃত্তে জনশ্রুতি আছে যে রাম-রাজ্যে প্রজার কোন উদ্বেগ বা আধিব্যাধি, জরা রোগ, অকাল মৃত্যু ছিল না, নিরাময় স্বচ্ছন্দসুখে প্রজাগণ কালযাপন করিয়াছেন, সর্ব্ব শস্যে পৃথিবী পরিপূর্ণা, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্ট্যাদির শঙ্কা ছিল না।

লক্ষ্মণ যমুনার উপকূলাবধি সাগরান্ত দক্ষিণদেশের পরিরক্ষণার্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ভরত, সংগ্রামে গন্ধর্ব্ব রাজা জয় করিয়া তদ্দেশে আধিপত্য করেন। শত্রুঘ্ন লবণকে নিহত করিয়া মথুরার রাজা হন, কিন্তু সকলেই রামাজ্ঞাবশবর্ত্তী ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

বসন্তে।

(১)

সখিন হাওয়ার প্রথম পরশ
লাগল যখন প্রাণে,
হৃদয় আমার ভেসে গেল
পুলক-স্রোতের টানে।
শুষ্কপত্র মর্ম্মরিল,
নবীনতা মুঞ্জরিল,
আকুল ভ্রমর গুঞ্জরিল
আপন মনে মনে।

(২)

প্রভাত এল হেসে হেসে
সোনার বরণ রথে,
রক্ত উজল অরুণ কিরণ
ছড়িয়ে সারা পথে।
সখিন দুয়ার খোলা পেয়ে,
মত্ত পবন বেয়ে বেয়ে,
কি বারতা এল গেয়ে
যোজন শত হতে?

(৩)

প্রচণ্ড এই রৌদ্র তাপে
ফাগুন দ্বিপ্রহরে,
বসন্তরাজ অতিথি আজ
ভুবন-ভবন দ্বারে।
নিঃশ্বাসে তার মলয় পবন,
ইন্দ্রধনুর মধুর বরণ,
শ্যামলতা অঙ্গাভরণ
গায় সে কুহুর সুরে।

(৪)

গোধূলির ধূসরতা
আকাশ যখন মাখে
পাখীরা সব কূজন গানে
ফিরে লাখে লাখে
গন্ধে ভরা পুষ্প ছেড়ে
তোমরা গেছে ঘরে ফিরে
হৃদয়তারে স্বপন সুরে
বাজাল সুর ওকে ?

(৫)

মায়াপুরীর সোনার কিরণ
কেগো বন্দি গেল ?
(কখন) প্রাণে প্রাণে পারিজাতের
কোমল গন্ধ এল' ?
নীল আকাশের নীরবতা,
প্রাণে জাগায় ব্যাকুলতা,
এই কি তোমার সফলতা
মনের মাঝে জাগল ?

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[শ্যামনগর নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটী।
নরেন্দ্র ও হেমচন্দ্র]

নরেন্দ্র। আপনাকে পেয়ে আজ আমি বড় সুখী হ'য়েছি। আপনার মতন বিজ্ঞ লোক একটী আমি অনেক দিন ধ'রে খুঁজ্‌ছিলুম্। এতদিনে ভগবান্ আমার আশা পূর্ণ কর্লেন্। এসমস্ত বাড়ী-ঘর আপনার মনে কর্ব্বেন্। কোন বিষয়ে কুণ্ঠিত হবেন্না! আপনার যখন যা দরকার হ'বে, অনুমতি ক'র্ব্বেন্। কোন বিষয়ে আপনার যেন কোন কষ্ট না হয়, এই আমি চাই।

হেম। আমিও আপনার মত প্রভু পেয়ে বড় সুখী হলুম্। বড় ভাব্‌ছিলুম্ কেমন ক'রে মনিবের মন যোগাব। আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে আমার সে ভয় দূর হ'ল। আপনার মতন উদার লোকের মনস্তুষ্টি-সাধন ক'র্ত্তে অধিক প্রয়াস পেতে হবেনা।

নরে। ও কি কথা বল্‌ছেন? আমি আপনাকে বন্ধু ব'লে মনে কর্চ্ছি। আপনিও আমাকে তাই ভাব্‌বেন্।

হেম। আমি অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি। আপনার মতন লোকের অধীনে থাক্‌বো, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

[জহরলালের প্রবেশ।]

নরেন্দ্র। এই যে জহর এসেছ। (হেম-চন্দ্রকে দেখাইয়া) আমার ছোট ভাই এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ থেকে আমার বিষয়ের সমস্ত ভার এঁর জান্‌বে। তুমি এঁর তত্ত্বাবধান ক'র্ব্বে। দেখ্‌বে যেন কোন বিষয়ে কোন দিন এঁর কোনও কষ্ট না হয়। উত্তরের বাগান বাড়ীটা এঁর বাসার জন্যে দেবে। লোকজন, জিনিষ পত্র, যখন যা দরকার হবে, তা' তুমি সকঠিক ক'রে দেবে দেখ বিদেশে এসেছেন, যেন কোন কষ্ট না পান্।

জহ। যে আজ্ঞে। (স্বগতঃ) ওঃ—বাবারে! কে আমার নবাব খাজাখাঁ এসেছেন, তাঁর জন্যে এত বন্দোবস্ত? চাকরি ক'র্ত্তে এসেছে, মাইনে দেবে, চাকর, তার জন্যে এত কেন?

নরে (হেমচন্দ্রের প্রতি) দেখুন হেমবাবু! আপনি এঁর কাছ থেকে কাগজ-পত্র সব বুঝে নেবেন্। ইনি হচ্ছেন আমার একজন পুরোণো বিশ্বস্ত লোক আমার ম্যানেজারের মৃত্যুর পরথেকে ইনিই আপাততঃ সে কাজ কচ্ছিলেন। কিন্তু এত বড় ষ্টেটের কাজ ইনি একা পেরে ওঠেন্ না। ইনি আপনার সহকারীরূপে থাক্‌বেন। আপনি এঁর কাছ থেকে কাজকর্ম্ম কাগজপত্র সব দেখে শুনে নেবেন্।

হেম। যে আজ্ঞে।

জহর। (স্বগতঃ) আমি প্রবীণ লোক, আর ওটা একটা ছোঁড়া বল্লেই হয়, আমি থাক্‌ব ওঁর সহকারী হয়ে?

নরে। দেখুন্ হেমবাবু! কাজ-কর্ম্ম ক'র্ত্তে দিন কতক আপনার বড়ই কষ্ট হবে। বিষয়-সম্পত্তির বড়ই গোলমাল হ'য়ে আছে। পুরাণো ম্যানেজার মারা গেছেন, তারপর বাবা মারা গেলেন, আর উপযুক্ত লোক পাইনি, নিজে কিছুই বুঝি না,- বাপের আদুরে ছেলে ছিলুম, ঘুরে ফিরে আমোদ ক'রে বেড়িয়েছি, ও-সব কিছুই দেখতুম্ না! এখন বিষয় নিয়ে ভারী মুস্কিলে প'ড়েছি। জানেন্-ইত, আজকালকার বাজারে বিশ্বাসী লোক পাওয়াই যায় না যে যা পাচ্ছে তাই, কচ্ছে, পাঁচজনে লুট ক'রে নিচ্ছে।

হেম। আশা করি আমি কিছু দিন আপনার কাজ ক'র্লে সমস্ত বিষয় গুরস্ত ক'রে দিতে পার্ব্ব

নরে নিশ্চয়ই পার্ব্বেন্। ধার্ম্মিক বিশ্বাসী লোকের হাতে পড়্‌লে অনায়াসেই আমার বিষয় গুরস্ত হয়ে যাবে। আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি আপনার ঐ সৌম্য মূর্ত্তিতে আপনার হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।

হেম। এ আপনি অযথা আমার প্রশংসা কচ্ছেন্। আগে আপনি দেখুন, আমি আপনার কি-রকম কাজ কর্ম্ম করি!

নরে আমি ত বলেইছি যে, আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার মতন লোক আমার ম্যানেজারী ক'র্ত্তে এসেছেন্।

হেম (স্বগতঃ) লোকটিকে দেখে বড় ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে! কিন্তু মানুষের সময়ও অদৃষ্টের গুণে কর্ম্মের বিকাশ পায়। আমার এখন বড় দুঃসময়, জানি না ঈশ্বর কি ক'র্ত্তেন্।

নরে চলুন একটু বিশ্রাম ক'র্ব্বেন্

(জহরের প্রতি) তোমাকে যা বল্লম্, তা' ঠিক্ ক'রে রাখ্‌বে। এঁর যেন কোন কষ্ট না হয়।

[হেমচন্দ্রকে লইয়া নরেন্দ্রকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন্।]

জহর। বার বার কেবল, দেখ যেন এঁর কষ্ট না হয়, 'দেখ' যেন এঁর কষ্ট না হয়'! কেন্‌রে বাবু? কে গুরুঠাকুর এসেছে? লোকটা কি যাদুকর নাকি? একেবারেই যে বাবুকে বশ করে ফেল্লে, দেখ্‌তে পাচ্ছি! কি আশ্চর্য্য! আমি আজ ত্রিশ বছর এই কাজ কর্চ্ছি, আমাকে যে বিশ্বাস নেই,—আর ও লোকটাকে একবার চখের দেখা দেখেই, এত বিশ্বাস? "বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায় না," "সবাই লুটে খাচ্ছে,"—এসব কা'কে উপলক্ষ্য ক'রে বলা হ'ল? কথা কইতে কইতে দু'তিন বার আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। কি অপমান! এতদিন কাজ ক'রে শেষ দশায়,—এই বুড়ো বয়েসে, কিনা একটা ছোঁড়ার অধীনে আমায় কাজ ক'র্ত্তে হবে? বাবুর বল্‌তেও একটু লজ্জা হ'লনা? আমরা চোর? আমরা অবিশ্বাসী? আর কোথাকার কে একটা বিদেশী লোক এসে ওঁর বিশ্বাসী হবে? জামাই আদরে থাক্‌বে, সুখ্যাতির উপরে সুখ্যাতি কিন্‌বে, আর আমরা ছাংলা কুকুরের মতন তার প্রসাদ পাবার জন্যে মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌ব? না, না, তা কখনও হবে না, ঐ ছোঁড়ার গোলাম হ'য়ে কখনও কাজ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না যেমন ক'রে পারি ওকে তাড়াব, তাড়াব, তাড়াব, তবে আমার নাম জহর! এত স্পর্দ্ধা! আমি ওর অধীনে কাজ কোর্ব্বো? আমি ওর সহকারী হব? আমি পুরণ চাকর, আমাকে ম্যানেজারী দিলে কি ক্ষতি হ'ত? কি লোকশান্ হ'ত? আচ্ছা, আমিও একবার দেখ্‌ছি। যেমন ক'রেই হোক্ পাজী ব্যাটাকে তাড়াতেই হবে।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটীর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান। —রমা—]

রমা। মানুষের এক জীবনেই কত পরিবর্ত্তন হয়! দেহের পরিবর্ত্তন, মনের পরিবর্ত্তন, অবস্থার পরিবর্ত্তন, কত পরিবর্ত্তনই হয়! মনটা যেন ক'দিন ধ'রে অস্থির হয়ে রয়েছে। কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না ক'দিন তিনি আসেন্‌নি কেন? অসুখ করেনি ত? বাবা চ'লে গিয়ে অবধি ত তিনি প্রায় দিন-রাতই আমাদের বাড়ী থাক্‌তেন্। আজ ক'দিন ধ'রে একবারও দেখ্‌তে পাই নি! মনে হয়, কা'কেও জিজ্ঞাসা করি, আবার লজ্জা করে। কেন লজ্জা করে কে জানে? আগে ত এমন হ'ত না। তাই বলি, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন হয়। তাঁর খপর জান্‌বার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ ক'র্চ্ছে, কিন্তু মুখফুটে তাঁর কথা কাকেও জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে সাহস হ'চ্ছেনা। কি আশ্চর্য্য! তিনি আমার কে? কেউত ন'ন্! তবে তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে মন এমন করে কেন?

[রমা গান গাহিতে লাগিল। প্রফুল্ল ধীরে ধীরে আসিয়া রমার পশ্চাতে দাঁড়াইলেন।]

রমা। কেন প্রাণে জাগে সে বদন?
কেনবা হেরিতে তারে আকুল পরাণ মন!

আকাশ-কুসুম সম,
কেনবা হৃদয়ে মম
নবীন-বাসনারাশি আসি দেয় দরশন ।
বসায়ে হৃদয়ো পরে
মনে হয় পূজি তারে,
সাধ হয় তারি করে ডালি দিতে এ জীবন !

প্রভু । রমা ! কাকে উপলক্ষ্য ক'রে এ গান গাচ্ছিলে ? সে কোন ভাগ্যবান্ ?

রমা । (স্বগতঃ) ছিঃ ছিঃ, সব শুনে গেয়েছেন ?

[লজ্জায় নতমুখী হইলেন]

প্রভু । (সহাস্যে) বলনা রমা ?

রমা । (লজ্জানতমুখে) তুমি কখন এসেছ ? আমি জান্‌তেই পারি নি

প্রভু । এই একটু আগে এসেছি । তোমার এ গান শোনা যে আমার ভাগ্যে ছিল !

রমা । (লজ্জায় নতমুখী রহিলেন)

প্রভু । [সযত্নে রমার হাত ধরিয়া] আমার কাছে এত লজ্জা কেন, রমা ?

রমা । তুমি ক'দিন আসনি কেন ? ভাল আছ ত ?

প্রভু । হ্যাঁ রমা, একজামীনের জন্যে ক'দিন ভারী ব্যস্ত ছিলুম্, তাই আস্‌তে পারি নি ।

রমা । একজামীন শেষ হয়ে গেছে ?

প্রভু । হাঁা, হয়েছে ।

রমা । এবার রোজ আস্‌বে ?

প্রভু । আস্‌ব । আমি না এলে তোমার মন কেমন করে ?

রমা । [নীরব]

প্রভু । বলনা রমা ? আমার জন্যে মন কেমন করে ?

রমা । করে বই কি !

প্রভু । (রমার হাত ধরিয়া) কেন করে রমা ?

রমা । তা বল্‌তে পারি না । বোধ হয়, তুমি আমাদের যত্ন কর ব'লে ।

প্রভু । শুধু কি এই জন্যে ?

রমা । (নীরব)

প্রভু । বল রমা ! বল আমাকে ভাল বাস কি ?

রমা । তোমার কি আমার জন্যে মন কেমন করে না ?

প্রভু । আমার ? কেমন ক'রে বল্‌ব রমা ? মন ত কাকেও দেখাবার নয় ? যদি দেখাবার হত তাহলে দেখাতুম্ ।

[সুবোধের প্রবেশ]

সুবো । প্রফুল্লবাবু যে ? এতদিন আসেন্‌নি কেন ?

প্রভু । বড় ব্যস্ত ছিলুম্, তাই কদিন আস্‌তে পারিনি, ভাই !

সুবো । জী, তাই বই কি ? আপ্‌নি ভারি দুষ্টু । বাড়ী থেকে বেরুলে আর আপনার কিছু মনে থাকে না !

প্রভু । কেন ভাই ?

সুবো । আপ্‌নি বলেছিলেন কাল আমাকে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যাবেন, এই বুঝি আপ্‌নার কাল ?

প্রভু । ওঃ—হো । ভুলে গেছলুম্ ভাই ! কাল তোমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাব ।

সুবো । হাঁা,—আর আপনার কাল নিয়ে যেতে হবে না । আমি হরিকাকার সঙ্গে দেখে এসেছি ।

রমা । ছিঃ—সুবোধ, তুমি বড় দুষ্ট

হয়েছে! প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে এত্তি ক'রে কথা কয় কি? আমি মা'কে সব বলে দোব।

প্রফু। কেন রমা! আমাকে পর মনে হয় বুঝি?

রমা। না, না, তা নয়।

সুবো। প্রফুল্লবাবু, হরিকাকা আমাকে মস্ত একটা কাকাতুয়া কিনে দিয়েছে, বাড়ীতে চলুন্ আপনাকে দেখাব।

প্রফু। চল যাচ্ছি।

সুবো। দিদি, এস না? সন্ধ্যে হ'য়ে এল!

রমা। তোমরা যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সুবো। হাঁ, দিদির কেমন ঐ দোষ! এখানে এলে পরে দিদি আর বাড়ী যেতে চায় না। চুপ্‌টি ক'রে একলা বসে থাকবে, ভাববে, কাঁদবে, গান গাইবে। চলুন্ প্রফুল্ল বাবু! আমরা যাই।

[সুবোধ প্রফুল্লর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল।]

রমা। সুবোধ বলেছে মিছে নয়! এখানে এলে আমার আর সত্যিই বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না। এ জায়গাটি বড় সুন্দর! সন্ধ্যার মৃদু বাতাস বইছে, ফুলগুলি কেমন একটি একটি ক'রে ফুটে উঠ্‌ছে, আকাশে চাঁদ উঠ্‌ছে, তারাগুলি কেমন একে একে জ্ব'লে উঠ্‌ছে, আহা কি সুন্দর দৃশ্য! এই বেদীটার উপরে একটু বসি। বাবা আমার রোজ এইসময় এইখানে বসে থাকতেন্।

[মর্ম্মরপ্রস্তরের বেদীর উপরে বসিয়া]

ভগবানের সৃষ্টির সবই সুন্দর! একদিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, একদিকে চাঁদ উঠ্‌ছে, একদিকে দিনের আলো চলে যাচ্ছে, অন্য দিকে সন্ধ্যার অন্ধকার উঁকি দিচ্ছে। কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে, ফুলের সুগন্ধে মনের কি তৃপ্তি হচ্ছে। চারিদিকে আরতির শাঁক ঘণ্টা বাজ্‌ছে! এ সময়টি ভগবানের নাম কর্ব্বার বড় উপযুক্ত সময়! তাই ঋষিরা সন্ধ্যা-বন্দনার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন্! সমস্ত দিনের পরে মানুষ এই সময় একটু ভগবানের নাম ক'রে মনে শান্তি পায়!

[রমা গাহিতে লাগিলেন]

গাথি ফুল-পরিমল তারা-হার পরি গলে,
এস ওগো সন্ধ্যারাণী নেমে এস ধরাতলে!
কুসুম-সুবাস লয়ে,
অনিল যেতেছে ব'য়ে,
তোমার পূজার তরে, কুমুদ ফুটেছে জলে!
ছড়ায়ে কিরণ-রাশি,
শশী হাসে মধু-হাসি,
এস সতি! সেজে এস ব'স পতি-পদতলে!

[উদ্যানের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক প্যারিচাঁদ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।]

গোবর্দ্ধন বিবিজান, বেশ গাইছ যে! বাবুর মন একেবারে ভর্-র্-র্ ক'রে দেবে!

প্যারি। চুপ্, শালা! চুপ্! এখানে কোন কথা নয়!

রমা। (ভীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কে তোমরা? এখানে কেন এসেছ? এ বাগানে কি ক'রে ঢুক্‌লে?

প্যারি। [গোবর্দ্ধনের প্রতি] রুমাল-খানা কোথায়? শীগ্‌গির মুখটা বেঁধে ফেল। নইলে এখনি চ্যাঁচাবে।

রমা। কি? তোমরা আমাকে বাঁধবে কেন? সুবোধ,—সুবোধ,—প্রফুল্ল বাবু—

গোব। আর প্রফুল্লবাবু নয়, এই-বার—

শ্যামা। দাদা, কি বল্‌ছিস? ঈশ্‌গির কাজ শেষ করেনে, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে!

রমা। হায়! কেন তাদের সঙ্গে গেলুম না?

[রমার মুখ-বন্ধন করিয়া উভয়ে রমাকে ধরিয়া লইয়া গেল।]

[অন্নপূর্ণার প্রবেশ]

অন্ন। রমা! সন্ধ্যে হ'য়ে গেল মা, একলাটী এখানে কেন বসে রয়েছিস্? (দেখিয়া) কই, রমা ত' এখানে নেই! কোথায় গেল? সুবোধ যে ব'লে এইখানে ব'সে আছে! তাইত, কোথায় গেল?

[ছুটিয়া সুবোধের প্রবেশ।]

সুবো। মা, মা,—দিদিকে কা'রা ধরে নিয়ে গেল!

অন্ন। সেকিরে? ধরে নিয়ে গেল কি? কে ধরে নিয়ে গেল?

সুবো। কি জানি মা! কারা দু'জন দিদিকে বেঁধে জোর করে গাড়ীতে তুলে!

অন্ন। কি সর্ব্বনাশ! তুই চেঁচালিনা কেন? কি হ'বে?

সুবো। আমি দিদিকে ডেকে নিয়ে যাবার জন্যে ফিরে আস্‌ছিলুম, দেখ্‌লুম, গেটের ধারে কার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা দিদিকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, কেউ শুন্‌তে পেলে না। সেখানেত কেউ ছিল না, মা?

অন্ন। কি হবে? ভগবান্! একি কর্লে? প্রফুল্ল কোথায়?—চলে গেছে?

সুবো। না, বাড়ীতে আছেন

অন্ন। যা বাবা, ঈশ্‌গির প্রফুল্লকে ডেকে আন্ দেখি!

সুবোধ। যাই। (প্রস্থানোদ্যত) ঐ যে মা, প্রফুল্লবাবু এইখানেই আসছেন্।

[প্রফুল্লর পুনঃ প্রবেশ।]

অন্ন। প্রফুল্ল! সর্ব্বনাশ হয়েছে। জাত-কুল-মান, সব গেল।

প্রফু। কি হয়েছে?

অন্ন। রমাকে কারা ধ'রে নিয়ে গেছে।

প্রফু। ধরে নিয়ে গেছে!! অ্যাঁ, সেকি কথা? এইত সে এখানে বসেছিল।

অন্ন। কি জানি বাবা, সুবোধ বল্‌ছে, ধরে নিয়ে গেছে!

প্রফু। সুবোধ ছেলেমানুষ, কি বল্‌তে কি বল্‌ছে। বোধ হয়, সে বাড়ী গিয়ে থাক্‌বে, চলুন্ দেখি গিয়ে।

সুবোধ। না প্রফুল্লবাবু, আমি দেখেছি কা'রা দু'জন দিদিকে ধ'রে জোর ক'রে গাড়ীতে তুলে দিদির মুখ বেঁধে দিয়েছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না, কেউ শুন্‌তে পেলে না।

প্রফু। অ্যাঁ, কখন দেখ্‌লে? কোন্ দিকে নিয়ে গেল তারা? একি বিপদ্! না, আর দেরী করা হবে না। আপনি স্থির হোন্ মা! ভয় নেই, আমি এখনি রমাকে আপনার কাছে এনে দোব।

[প্রফুল্লর দ্রুত প্রস্থান।]

সুবোধ। মা, ঘরে চল। এখানে আমার বড় ভয় কচ্ছে।

অন্ন। চল বাবা! সর্ব্বেশ্বরকে, হরিদাসকে খপর দিই গে। নারায়ণ! এ কি কর্লে? এ কি বিপদের উপর বিপদে ফেল্লে হরি!

[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

(একদিক দিয়া প্রফুল্ল অপর দিক দিয়া লীলার পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। প্রফুল্লবাবু, আপনার একখানা চিটি আছে।

প্রফু। চিটি? কে দিয়েছে?

পরি। বৌ-দিদি।

প্রফু। আমার? সে কি?

পরি। হ্যাগো, এই নাও।

প্রফু। আমার চিটি দিয়েছে? কি বল্‌ছ তুমি?

পরি। হ্যাগো, আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি? ভাল বিপদ্! এই দেখনা কেন?

প্রফু। না, বাবু আমি চিটী-পত্র কিছু নিতে পার্ব্বো না, তুমি যাও!

পরি। সেকি কথা গো! ভারী দরকারী চিটী যে!

প্রফু। (ইতস্ততঃ করিয়া) দেখি দাও। (পত্রপাঠ) ওঃ—হুঁঃ—আমি ঠিকই ভেবে ছিলুম্। চিঠিখানা কিছু আগে পেলে কাজ হ'ত। (পরিচারিকার প্রতি) তুমি যাও।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

একেবারে পুলিশ নিয়ে গেলেই ঠিক্ হয়। কিন্তু তাহলে আবার একটা কেলেঙ্কারী হয়। যাক্—দরকার নেই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের বৈঠকখানা মণীন্দ্র ও হারাধন।)

হারা। মণিবাবু, খাও বাবা! (নিজে মদ্যপান করিয়া মণীন্দ্রকে দিল

মণীন্দ্র। দাও। (পান করিয়া) কিন্তু ভাই, আজ আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। প্যারি এখনও ফির্‌ল না!

হারা। ভয় কি চাঁদ? এখনি তোমার আঁধার হৃদয় আলো ক'রে প্যারিচাঁদ উদয় হবে।

মণীন্দ্র। না, হে না। যে কাজে গেছে, কি জানি কি করে আস্‌বে। আমার মনটা কিছুতেই স্থির হচ্ছে না।

হারা। কুছ্‌পরোয়া নেই, বাবু সাব! কাম সাফ্ ক'র্কে আভি দোস্ত আবে গা।

মণীন্দ্র। তুমি যাই বল না কেন, আমার মন বুঝ্‌ছে না। ভয় হচ্ছে আমার নিরাশায় প্রাণটা টল্‌মল্ ক'চ্ছে!

হারা। ভালা মোর ভাই রে! বিরহ-শয়নে শয়ন ক'রে সুন্দরীর মুখ-পদ্মখানি ভাব্‌ছ বুঝি?

(রমাকে লইয়া প্যারিচাঁদ ও গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।)

প্যারি। এই নাও বন্ধু! তোমার বহু-কালের আশার জিনিষ এনেছি মনপ্রাণ ঠাণ্ডা কর। হেমঘোষের অপমানের প্রতিশোধ নাও।

মণীন্দ্র। (অগ্রসর হইয়া) এনেছ? এনেছ? কি ক'রে পেলে? কেমন ক'রে আন্‌লে?

প্যারি। হাঃ—হাঃ! আমি আস্‌মান থেকে চাঁদ ধ'রে আন্‌তে পারি বন্ধু! এ ত' কোন্ কথা? আমি যে কাজে যাব, সে-কাজ কি কখনও নিষ্ফল হয়, দাদা?

(রমার বন্ধন মোচন।)

হারা। বাহবা! এ কেয়া চিজ্? স্বর্গের না মর্ত্ত্যের?

রমা। এ কি, এ তোমরা আমাকে কোথায় আন্‌লে? আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ?

প্যারি। হাঃ—হাঃ—! তোমার আজ বিয়ে সুন্দরী, বিয়ে! এইবার যত পার ডাক তোমার প্রফুল্ল বাবুকে। যমেরও সাধ্য নেই যে, এখান থেকে তোমাকে টেনে বার করে।

রমা। কে তোমরা? কেন আমাকে ধ'রে আন্‌লে?

আমার সঙ্গে ত তোমাদের কোনও শত্রুতা নেই!

হারা। আছে বৈকি? পৈতৃক একটু একটু আছে।

রমা। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে রেখে এস।

গোব। হাঁ, রেখে আস্‌বার জন্যেই ত এত কষ্ট করে ধ'রে আনা হ'ল।

হারা। এগিয়ে এস বিবিজান, এগিয়ে এস, বাবুর পা, টিপে দাও

প্যারি। নাও, মণিবাবু, আলাপ কর।

[প্যারি ইহার স্বরকে চলিয়া যাইতে ইসারা করিল তাহারা মুখ-ভঙ্গী করিয়া চলিয়া গেল]

মণীন্দ্র। (জড়িত স্বরে) এগিয়ে—এস।

রমা। কে তুমি?

মণীন্দ্র। আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? আমি মণীন্দ্র!

রমা। মণীন্দ্র? এ নাম আমি কখনও শুনি নি! আমাকে তোমার কি প্রয়োজন?

মণীন্দ্র। প্রয়োজন আছে বই কি! এমন্ জিনিষে কার না প্রয়োজন থাকে?

রমা। বিশ্বাস কোরোনা, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র। বিশ্বাস করিনি, সত্যি কথা বল্‌ছি। কাছে এস, মনে করেছিলুম তোমাকে দিয়ে পা টেপাব, কিন্তু দেখ্‌ছি তুমি পা টেপ্‌বার উপযুক্ত নও: তুমি বুকে রাখ্‌বার জিনিষ। এস এগিয়ে এস, (অগ্রসর হইয়া) কথা শোন।

রমা। (পশ্চাৎপদ হইয়া) বিনা অপরাধে কেন আমাকে বেঁধে আন্‌লে? আমি ত তোমাদের কোন অনিষ্ট করিনি। আমাকে ছেড়ে দাও,—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও!

মণীন্দ্র। কাছে এস, ভয় কি? আমিও তোমার মতন মানুষ।

[অগ্রসর হইয়া রমার হাত ধরিতে গেল]

রমা। (দ্রুত পশ্চাৎপদ হইয়া) মানুষ? তোমরা মানুষ? অসহায়া বালিকাকে এমি ক'রে ধ'রে এনে এত অপমান ক'চ্ছ, তোমরা মানুষ? তোমরা পশুরও অধম!

মণীন্দ্র। (সক্রোধে) কি? ছোটমুখে বড় কথা? আমার ঘরে দাঁড়িয়ে, আমার মুখের উপর এমি উত্তর? দেখি, কে আজ তোকে রক্ষা করে।

[দ্রুত অগ্রসর হইয়া রমার হাত ধরিল]

[রমা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

রমা। ছাড়, শীগ্‌গির ছাড়। যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে এখনও বল্‌ছি, হাত ছাড়। মাথার উপরে ঈশ্বর আছেন্, একবার উপর দিকে চেয়ে দেখ। এত অধর্ম্ম তিনি কখনও সইবেন্ না।

প্যারি। ওরে বাবা! চুঁড়ীর কথা শোন্!

মণীন্দ্র। একটা কথা বলি শোন, কেন ইচ্ছা ক'রে অপমান হবে ?

[রমার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল]

রমা। রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর, কে আছ অসহায়া বালিকাকে রক্ষা কর! ভগবান্! এ আমার কোন মহাপাতকের ফল ?

মণীন্দ্র। কোথায় যাবে সুন্দরি! এই আঁধার হৃদয় আলো ক'রে তোমায় থাকতে হবে। কতদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রে, তবে তোমায় পেয়েছি, অনেক দিনের বাসনা আজ পূর্ণ কোর্ব্বো।

রমা। ওগো কে কোথায় আছ, আমাকে পিশাচের হাত থেকে রক্ষা কর।

[মণীন্দ্রের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

[ছুটিয়া লীলার প্রবেশ]

লীলা। ভয় নেই, বোন্! আমি আছি, (রমাকে জড়াইয়া ধরিলেন) আমি তোমায় রক্ষা কোর্ব্বো।

মণীন্দ্র। এ কি ? তুমি এখানে কেন, মেয়েমানুষ ?

লীলা। (রমাকে দেখাইয়া) এও ত মেয়ে মানুষ, এ এখানে কেন বল্‌তে পার ?

মণীন্দ্র। ওকে আমার দরকার আছে। তুমি ঘরের বৌ এত লোকের সাম্‌নে বাইরে কেন ? ভাল চাও ত শীগ্‌গীর চলে যাও। তুমি এখানে কি ক'র্ত্তে এসেছ ?

লীলা। আমি নারী, তাই নারীর মর্য্যাদা, সতীর সতীত্ব কুমারীর ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্ত্তে এসেছি।

মণীন্দ্র। ওঃ—তারি আমার রক্ষাকর্ত্তা! ভাল চাও ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাও।

লীলা। না, কিছুতেই যাব না।

মণীন্দ্র। কি ? যাবি না ?

লীলা। না।

মণীন্দ্র। প্যারি! শীগ্‌গির এর হাত হাত থেকে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নাও ত'।

(প্যারি লীলার কাছ হইতে রমাকে টানিয়া আনিতে যাইল।)

লীলা। (লীলা বিরক্তি ও ঘৃণা ও তেজস্বিতার সহিত বলিলেন) খপরদার! নীচ কুলাঙ্গার!

প্যারি। (চমকিয়া উঠিল) ও বাবা! এ ছুঁড়ী যে আবার আগুনের ফুল্কি!

মণীন্দ্র। এখনও ভাল করে বল্‌ছি, চলে যাও।

রমা। (লীলার প্রতি) তুমি কে তা' জানি না, তুমি যেই হও, তুমি দেবী, আমাকে রক্ষা কর, আমায় ছেড়ে চলে যেও না!

লীলা। না, তাই যাবনা!

মণীন্দ্র। কি ? এখনও গেলে না ? (লীলার হাত ধরিয়া টানিয়া) চলে যাও, দূর হও।

লীলা। তুমি এই বালিকাকে ছেড়ে দাও আমি একে নিয়ে চলে যাই।

মণীন্দ্র। হাঁা, তাই দোব! তোমার জন্যেই ত ওকে এনেছি!

লীলা। তবে আমিও যাব না।

মণীন্দ্র। কি ? মেয়ে মানুষের এতবড় আস্পর্দ্ধা! কিছুতে কথা শুন্‌বি নি ?

লীলা। তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার ধর্ম্ম-পত্নী, সহধর্ম্মিণী, কিছুতেই আমি তোমাকে এ পাপ ক'র্ত্তে দোব না। এ পাপের হাত থেকে আমি যেমন ক'রে পারি তোমায়

রক্ষা কোর্ব্বো। কিছুতেই আমি এ বালিকাকে ছেড়ে দোবো না।

মণীন্দ্র। বটে? তবে দেখি, কি ক'রে রক্ষা কর্ত্তে পারিস্!

(ধাক্কা দিয়া লীলাকে ফেলিয়া দিয়া রমাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন।)

রমা। রক্ষা কর ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

মণীন্দ্র। ভাল কথায় কেউ নয়! এখনও বল্‌ছি আমার কথা শোন নইলে—

(ইতাবসরে প্রফুল্ল বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মণীন্দ্রের গলা চাপিয়া ধরিয়া)

প্রফু। নইলে? নইলে, কি ক'র্ব্বে বল? আর যে কথা বেরুচ্ছে না?

[পাখি অবসর বুঝিয়া সরিয়া পড়িল]

মণীন্দ্র। (ছাড়াইয়া) ওঃ—মরে গেলুম! মরে গেলুম, কে তুমি? ও—উঃ—

প্রফু। (ঈষৎ ছাড়িয়া) চিন্‌তে পার, কে আমি? মণি বাবু, তুমি এতদূর বেড়েছ? এম্নি লম্পট তুমি যে, প্রতিবেশীর মেয়ে, যাকে নিজের বোনের মতন দেখা উচিত তাকে সুযোগ পেয়ে নিজের বাড়ীতে ধ'রে এনে, তার উপরে অত্যাচার কর্ত্তে যাচ্ছ। তবে দেখ দেখি, তুমি কি? তুমি কি একটা মানুষ? দিনরাত মাতলামি ক'চ্ছ, রাত্রে তোমার চিৎকারে পাড়ার লোক ঘুমুতে পারে না! তোমার চরিত্রগুণে তোমার বাড়ীর মেয়েরাও তোমাকে দেখে থোম্‌টা দেয়। এতেও তোমার একটু লজ্জা করে না? কি আর বল্‌ব তোমায়, তুমি উপদেশের অনেক বাইরে।

মণীন্দ্র। তুমি কার হুকুমে আমার বাড়ীতে ঢুকেছ? জান, আমি তোমার নামে ট্রেস পাসের চার্জ্জ আন্‌তে পারি!

প্রফু। বটে? আজকাল আবার আইন দেখিয়ে কথা কইতে শিখেছ, যে? আর তুমি যা ক'রেছ, তার কি শাস্তি জান? সুদীর্ঘ কালের জন্য শ্রীঘর বাস! শোন্ মণিয়ার! এবার আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌লুম্, নিজের বাড়ীতে বসে যা ইচ্ছে তাই কর, তাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি বেশী নেই, কিন্তু আর বেশী যদি কিছু কখনও দেখ্‌তে পাই, তখন তুমি আছ, আর আমি আছি। আমি আইন আদালত বুঝি না, ভগবানের কৃপায় এই কব্জির জোরই আমার আইন, তা বোধ হয় কিছু পূর্ব্বেই মালুম্ করেছ!

[রমাকে লইয়া প্রফুল্ল চলিয়া গেলেন।]

মণীন্দ্র। কে ওকে খপর দিলে? কি করে ও জান্‌তে পার্লে? কে খপর দিলে?

লীলা। আমি দিয়েছি!

মণীন্দ্র। তুমি? তুমিই—আমার এই শত্রু?

লীলা। না আমি তোমার শত্রু নই, তোমার মঙ্গলের জন্যে-ই করেছি।

মণীন্দ্র। আমার মঙ্গল? আমার আশা নিষ্ফল ক'রে, লোকের কাছে আমাকে অপদস্থ ক'রে, আমার মঙ্গল হচ্ছে? এত বড় স্পর্দ্ধা! (পদাঘাত করিল) প্রফুল্ল বোস্ তোর কে হয়?

লীলা। কেউ নয়!

মণীন্দ্র। কেন তবে তাকে তুই খপর দিলি?

লীলা। বালিকার রক্ষার জন্যে, তোমার মঙ্গলের জন্যে।

মণীন্দ্র। ফের ঐ কথা? আমার মঙ্গলের জন্যে? আমার ঘোর অনিষ্ট ক'রে, আবার আমার মঙ্গল! বল্‌তে লজ্জা করে না? (পদাঘাত)

লীলা। (পড়িয়া গেলেন) মার, মার, মেরে ফেল, প্রাণের দায়ে আমি মিছে কথা বল্‌ব না। যৌবনের উন্মাদনায় আজ তুমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছ না যে, কি কু কাজ ক'র্ত্তে বসেছিলে! কিন্তু একদিন বুঝ্‌বে। একদিন অনুতাপের আগুন হৃদয়ে জ্বলে উঠ্‌বে। তখন বুঝ্‌তে পার্ব্বে, আজ তুমি কি কুকাজ কর্চ্ছিলে! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, আমার উচিত তোমাকে সর্ব্বতো ভাবে পাপের হাত থেকে রক্ষা করা,—তাই আমি জান্‌তে পেরে গোপনে প্রফুল্ল বোসকে খবর পাঠিয়েছিলুম।

মণীন্দ্র। বড় কাজ করেছিলে! এই তার ফল ভোগ কর।

(পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিতে লাগিল]

লীলা। মাগো! গেলুম্!

মণীন্দ্র। মর, মর, আমি নিশ্চিন্ত হই। আর প্রফুল্ল, তোমার বড় তেজ হয়েছে, আচ্ছা, দাঁড়াও, তোমার এ তেজ ভাঙ্গব। যেমন করে পারি, তোমার জব্দ কোর্ব্বো। আজ থেকে তোমার সর্ব্বনাশ করাই আমার প্রধান কাজ। বড় আশা ক'রে আছ রমাকে বিয়ে ক'র্ব্বে, সে পথ তোমার আগে বন্ধ কর্ত্তে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

ভাবনা ভীতি নাই।

ও তোর ভাবনা ভীতি নাইরে
ও তোর ভাবনা ভীতি নাই!
মনের তরী জীবন-স্রোতে,
আপনি চালা ভাই।

হালের রশি ধররে কষে
অকূলে যেন না যায় ভেসে
বিষাদে তুই মধুর হেসে
চালারে তরী ভাই।

গহন রাতে তিমির ঘন
যবে ছাইবে আকাশ তল,
চারিদিকের সজীবতা
ডুল্‌বে কলরোল,

তখন তুই ডাকিস মোরে
বাহুর তলে রাখ্‌ব ধরে
ভাবনা ভীতি ভুলে যারে
ও তুই ভাবনা ভীতি ভোল!

ঝঞ্ঝাবাতের ভীষণ ঘাতে
যদি কাঁপিয়ে তোলে তরী
ডাকিস মোরে মনের সাথি
ডাকিস্ পরাণ ভরি

ভাবনা ভীতি যাবে দূরে
চল্‌বে তরী নামের জোরে
ডাকিস্ ও তুই ডাকিস্ মোরে
ডাকিস্ পরাণ ভরি!

শ্রীপ্রভাবদেব মুখোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস—আমরা অত্যন্ত সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে বামাবোধিনীর অন্যতমা লেখিকা "ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা" ও 'জীবনের দুঃখমালা' রচয়িত্রী, ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সম্পাদিকা ও প্রধান কর্ম্মী, আদর্শ রমণী কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়া তাঁহার প্রারব্ধিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া, কত নিরাশ্রয় অনাথিনীকে পুনরায় নিরবলম্বন করিয়া ১৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এই মনস্বিনী নারীরত্নকে হারাইয়া বঙ্গদেশের নারীজাতির মহাক্ষতি হইল। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ আদর্শ নারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল।

কৃষ্ণভাবিনীর চরিত্রে ভারতনারীর আদর্শ লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা, কমনীয়তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মহৎগুণ সকল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল তেমনি পাশ্চাত্যদেশের সাহস, তেজস্বিতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, কর্ম্মনিষ্ঠা, জনহিতৈষণা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এরূপ অমায়িক, আড়ম্বর শূন্য ধীর প্রকৃতির মানুষ দেখা যায় না। এই মহীয়সী নারীর বয়স হইয়াছিল প্রায় ষাটের কাছাকাছি কিন্তু আমরা কখনও তাঁহার মাথার ঘোমটা একটুও সরিতে দেখি নাই।

ইনি বিখ্যাত শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্রবধূ ও "পাগলের প্রলাপ" প্রণেতা সুপণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পত্নী। ইনি স্বামীর সহিত বহুবৎসর বিলাতে বাস করিয়া আসিয়াছিলেন কিন্তু ইহাঁকে দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারিতেন না যে তিনি ধনী গৃহের বধূ কিম্বা পাশ্চাত্যদেশের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা বিলাত প্রত্যাগতা!

হায়! আর সে নিস্বার্থ, পবিত্র, উজ্জ্বল, সুন্দর, কমনীয় মুখখানি নারীগণের মধ্যে সকলকার পশ্চাতে কেহ দেখিতে পাইবে না। আর সে পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গকৃতা দেবীকে নারীজাতির সেবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে দেখিবে না।

বিধাতা কন্যা ও স্বামীশোকে সন্তপ্তা দেবী কৃষ্ণভাবিনীকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিয়া চিরশান্তি দান করুন।

সাহিত্য-সম্মিলনে আমন্ত্রণ—এবার হাওড়া-সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন। আগামী ৬ই বৈশাখ শনিবার হইতে অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বঙ্গের সাহিত্যসেবী সাহিত্যানুরাগী সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি।

আমরা সকলের ঠিকানা অবগত নহি। সুতরাং আমরা সকলকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করিবার সুযোগ পাইব না। তাই সাধারণভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবক ও সুহৃৎ সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি,—আসুন, ভাই ভাই সকলে একপ্রাণ একমন হইয়া মায়ের মন্দিরে অঞ্জলি দানের জন্য উপস্থিত হউন।

সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা যথাশক্তি করা হইতেছে। সম্মিলনের অধিবেশন জন্য হাওড়ার ময়দানে প্রকাণ্ড এক

মণ্ডপ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; আর, সে মণ্ডপ বেষ্টন করিয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান কৃষি শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক বিবিধসামগ্রীপূর্ণ প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন হইতেছে। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্য হাওড়ার ষ্টেশনের উত্তরস্থিত প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা স্থির করা হইয়াছে।

যে সকল সাহিত্যসেবী এই সম্মিলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর আমাকে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত বিবরণ অবগত হউন।

উন্মাদের আত্মকথা।

ছুটে যাই পুনঃ চাই, ফিরায়ে বদন
পায়ে পায়ে পিছু হেঁটে, পুনঃ হেথা আসি ছুটে
আবার,—আবার হই, বিভ্রমে মগন।
দারুণ মোহেতে মজি, আপনি বন্ধন করি
শৃঙ্খলিত করি নিজ কর ও চরণ
ভুলে যাই, আত্মলক্ষ্য—আপন সাধন!

ছেয়ে আসে কুহকিনী চরাচর ছেয়ে
জাগে শঙ্কা কোলাহল, জ্বালা ভরা চলাচল
ঝালাপালা করে প্রাণ, উদ্বেগ বিস্ময়ে—
ঐ কে কোথায় ডাকে, অন্ধকারে মুখ ঢাকে
ওকি বলে ওকি চাহে, মরি সদা ভয়ে,
অশান্তি বিচ্ছাং আসি, ঝলসে হৃদয়ে!—

"হবে না, হোল না কিছু" একি বিড়ম্বন?
ইচ্ছা মাঝে শক্তি নাই, ভয়ে ভীত সদা তাই,
ঘিরিয়াছি অসন্তোষে নারীর রোদন!

সতত অবজ্ঞা ভরে, সবাই উন্মাদ মোরে
আমার যা কিছু শক্তি বৃথা আস্ফালন!
অর্থহীন, স্তিমিতীন, আকাশ কুসুম!

• • •

তোমরা কাজের লোক কাজ কর ভাই,
আমার আঁধার কোণে, আমি আছি নিজ ধ্যানে
তোমরা কোরনা দৃষ্টি যোড় হাতে চাই!
দর্পিতের পদ ভরে আমার এ খেলা ঘরে
বাধে যে বিপ্লব কত সংখ্যা তার নাই
অন্তরে আতঙ্ক জাগে, কেঁদে মরি তাই!

সংসারে কাজের লোক আছে নিজ কাজে—
আমি আছি নিজ ধ্যানে, লাঞ্ছনা আহত প্রাণে
অতীত ভবিষ্য দুঁদল অলক্ষ্যের মাঝে!
বর্ত্তমানে ভাবিবার, শক্তি নাই প্রাণে আর
তাইত চলেছি—দান আত্মহারা সাজে
খুঁজিতে অন্তর মধ্যে—আত্মেতর রাজে!

নারী

অজ্ঞানের অন্ধকারে কতকাল ঘুমাইয়া রব?
বিষাদের মহাগাথা নিরজনে কতদিন গাব?
শত অপমান সহি পড়ে রহি প্রাচীরের তলে;
পুরুষের কঠিন চরণ ধরণীতে পড়ে অবহেলে।
নারীর কোমল দেহ ততোধিক কোমল চরণ,
কণ্টক বিঁধিলে ভয়ে চিরবদ্ধ রহে আবরণ।
হায় মূর্খ! কাঁটা হেরি পুষ্পবনে করনা ভ্রমণ।
কণ্টক বাছিয়া কভু কমল কি করনা চয়ন?
সমাজের শত কাঁটা সবে মিলি দূর কর যদি—
আঁধারের অবরোধ রহিবে না তবে নিরবধি।

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

অবতারণা

যে আদর্শ-নির্ম্মলচরিত্রা রমণী আমাদের এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বভাবসিদ্ধ সরল ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত ও স্বগৃহ এবং স্বদেশীয় নারীকুলের শিরোমণি হইয়া, ধীর ও সহিষ্ণু ভাবে জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় দুঃখ-বেদনা-বহন-পূর্ব্বক ভগবচ্চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, যিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি-কল্পে রত থাকিয়া, নিজ বিগত-দিনের উচ্চ-বংশানুগত পদমর্য্যাদা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মনঃস্পৃহা বিস্মৃতির অগাধ জলে বিসর্জ্জন দিয়া দেশ-সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার মনোবেদনার অংশ চিরদিন আমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, তাঁহারই পবিত্র নিষ্ঠাময়-প্রকৃতি ও কার্য্যের কথা সংক্ষেপে কিয়দংশ জ্ঞাপন করিতে অভিলাষিণী হইয়া প্রিয় বামাবোধিনীর পাঠিকা, আমাদের স্নেহের কন্যা ও ভগ্নীগণকে উপহার দিতেছি।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী যখন জীবিতা ছিলেন, তখন এই জীবনী লিখিয়া তাঁহাকে দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিবার জন্য পাঠাই। তাহাতে তিনি যে পত্রখানি আমাকে লিখেন, তাহা এতৎ সহ প্রকাশিত করিলাম। পাঠিকাগণ এই পত্রখানি পাঠ করিলেই দেবী কৃষ্ণভাবিনীর মহৎ জীবনের প্রকৃত পরিচয় পাইবেন।

আজ কৃষ্ণভাবিনী আর ইহলোকে নাই! তাঁহারই কথামত আমি সাধারণের সমক্ষে এই জীবনাদর্শ প্রকাশিত করিয়া কৃতার্থ হই।

কৃষ্ণভাবিনীর পত্র :— "প্রিয়-ভগিনি!

আমায় মাপ করিবে। আমি এ খাতা পড়িতে বা ইহাতে কিছুই লিখিতে পারিব না। তোমরা আমায় অত্যন্ত ভালবাস জানি এবং সেই অযাচিত স্নেহের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া থাকি। কিন্তু ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় নির্জ্জনে নীরবে থাকিতে দাও, সাধারণের সমক্ষে আমার এ ক্ষুদ্র জীবনের ঘটনা প্রকাশ করিও না, আমার মৃত্যুর পর যদি তুমি বাঁচিয়া থাক তখন প্রকাশ করিতে পার। এখনও সময় আসে নি। ভাই! কিছু মনে কোরো না। তোমার স্নেহ ভাবিয়া আমার চোকে বাস্তবিক জল পড়িতেছে, কিন্তু কেহ যেন টের না পায়, তুমি উহা লিখেছ। আমায় বড় লজ্জা করবে। আগামী কাল ৪টার সময় আমাদের বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রী-সম্মিলনী হবে, তুমি যদি আসিতে পার ত জানাবে, গাড়ী পাঠাব। ভালবাসা লও। তোমার অভিন্নহৃদয়া বন্ধু

কৃষ্ণভাবিনী"

শৈশবের জীবন।

যখন আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসর, তখন কলিকাতায় আমার প্রথমা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পরও ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিস্তার পাই নাই। আমার পূজনীয় শ্বশুরমহাশয়, শাশুড়ী-ঠাকুরাণী, স্বামী, ননন্দ্‌গণ সকলেই আমার জন্য ভাবিত। আমার পিতৃব্য-সম নন্দাই যিনি আমার পিতার পরম বন্ধু ও যিনি আমাকে শ্বশুরালয়ের একমাত্র-পুত্র-বধূরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ডাক্তার-মহাশয়ের যত্ন-চিকিৎসা সত্ত্বেও

মাঝে মাঝে জ্বরে পড়ি। একদিন আমার অল্প জ্বর আছে, সূতিকা গৃহে তিন দিনের কন্যা লইয়া শয়ন করিয়া আছি, দেখিলাম, আমার কনিষ্ঠা ননদিনীর ননদিনী, কলিকাতার কোন খ্যাতনামা ধনাঢ্যের পত্নী, বধূকন্যা-সহ তাঁহার ভাতৃজায়া-সমীপে আগমন করিলেন, (বোধ হয় আমার শ্বশ্রূমাতা বা ননদিনীর সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে)। বধূটীর সেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলের সুকোমল রূপলাবণ্য, সেই অনিন্দ্য মাধুর্য্যময়ী সরলতা-মণ্ডিত মুখখানির প্রথম দর্শনেই আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার মাতৃসমা ননদিনীঠাকুরাণীর নিকট অনেক বার ইহার গুণের কথা শুনিয়াছি। ইহার স্বামীর বিলাত-গমনের বিষয় ও তজ্জনিত ইহার বিলাস-বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থানের কথা কত প্রশংসার সহিত ননদিনীকে বারংবার কহিতে শুনিয়া পূর্ব্বেই ইহার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম ও মাঝে মাঝে ইহাকে দেখিবার জন্য বলবতী ইচ্ছাও হইত। এক্ষণে চাক্ষুষ দর্শনে আমার অসুস্থতার মধ্যেও প্রফুল্লতা দেখা দিল, কিন্তু শরীর ভাল না থাকিলে সকলটাই পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না, তাই তেমন উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলাম না। ইনি শ্রীনাথ দাসের চতুর্থ-পুত্রবধূ। ইহার ১ বৎসরের কন্যাটীকে মধ্যমা বধূ বসন্তকুমারীই স্নেহবশতঃ কাছে কাছে রাখেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। ইনি একাই শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে আসিয়াছেন, শাশুড়ী ইহাকে তিলার্দ্ধ চক্ষের অন্তরাল করিতে পারেন না।

সচরাচর বঙ্গগৃহে যেমন ননদ-ভাজ হইয়া থাকে, আমাদের সেরূপ নয়। প্রথমতঃ, আমার ননদগুলি আমার জননীরও বয়োজ্যেষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ, সকলে একমাত্র ভ্রাতাকে পুত্রবৎ দেখিতেন ও সেই কারণে আমাকে অতিরিক্ত আদর যত্ন করিতেন। কত যে আদর-যত্ন, তাহা যে কেহ দেখিয়াছেন, তিনি ছাড়া আর কেহ বুঝিবেন না। আমাকে কন্যা সম ভাবিলেও আদর করিয়া সকলে "বউদিদিই" বলিতেন ও যত কিছু আবদার আদরের সহিত শুনিতেন। আমি তাঁহাদের ঝিঝি বলিয়া ডাকিয়াই তৃপ্ত হইতাম। যখন বধূটী আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার কন্যাটীকে সযত্নে বুকে তুলিয়া লইলেন, আমার যেন তাহাকে চির-পরিচিতের মতই বোধ হইল। সমস্তক্ষণ আমার কাছে থাকিয়া সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া প্রবীণার ন্যায় স্থিরবুদ্ধি স্নিগ্ধমূর্ত্তি বালিকা অতিসংক্ষেপ সরল ও অল্পভাষে যে কয়টি কথা আমার সহিত কহিলেন, তাহা যেন অমৃতময় লাগিল। তখন ছোটদিদি বলিলেন, "বউদিদি! এই ন' বউমার কথা বলে বলে তোমার কাছে পুরণো করে দিয়েছি।" তাহাকে তিনি বলিলেন, "ন'বউমার মেয়ে ফেলে এসে বুঝি মন কেমন কচ্ছে, তাই আঁকুড়ে গিয়ে আমার ভাইঝি কোলে করে এতক্ষণ বসে আছ?" বধূ কিছু বলিলেন না; এমন একটী সরল ঈষৎ হাস্যরেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, যে তাহা এখনও আমার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে ভাবিলাম, বিধুর অন্তরের মুখ ত গম্ভীরই দেখ্‌ছি; এত তাহা নয়! বিষণ্ণভাবের ছায়াযুক্ত প্রফুল্ল ধীর স্থির মুখখানি। তখন তাহা পবিত্র স্বভাবের স্বর্গীয় শোভা বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। যাহা হউক, সে-দিনকার সামান্য

অন্যের আমার আরামে কাটিল। একত্র আঁতুড়ে একা থাকিতে হইল না, তাহাতে কথা কহিবার লোক পাইলাম। বাটীতে অন্তঃসত্ত্বা কেহ ছিল না, ছোটদিদি সংসার দেখেন, শ্বশ্রূমাতা প্রাচীনা, (আপন কক্ষেই প্রায় লইয়া থাকেন। শরীরও তাঁর অসুস্থ); সুতরাং সকল দিন চুপটী করিয়াই আমার কাটে। যাহা হউক, স্থির হাত হইতে আমার কন্যাটীকে সমস্ত দিন সযত্নে রাখিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী যাইবার জন্য বিদায় লইয়া যখন তিনি চলিয়া গেলেন, তখন সমস্ত দিনের উপকার আমি যেন ভুলিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি এমনই বর্ব্বর ছিলাম যে, তাহার যাইবার সময় তাঁহাকে একটুও কৃতজ্ঞতা জানাইলাম না। সেই সরল মুখখানি যেন আমার চিরদিনের প্রাণের বন্ধু বাল্য-সঙ্গিনী ভগ্নী কাত্যায়নীর মতই লাগিল, এবং তাহার মতই আপনার লোক বলিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হইল। মানুষ জগতে কত লোকের সহিত পরিচিত হয়, কিন্তু কাহাকে কাহাকে হৃদয় এত নিকটবর্ত্তী করিতে চায় কেন, আর হৃদয়ের আদান-প্রদানে এত তৃপ্তই বা হয় কেন? ইহা বুঝিতে পারা কঠিন। অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ঐক্য বা একমত কি একধর্ম্ম হইলে বন্ধুত্ব জন্মে, কিন্তু এস্থলে তাহা কিছুই নয়, এ যেন সেই রামে-সুগ্রীবে মিত্রতা, আমার মনে হইল। কৃষ্ণভাবিনী ও কাত্যায়নীর প্রকৃতির সরলতা ও ধীরতা একই প্রকার। আমার তদ্বিপরীত। কিন্তু দুজনেই আমাকে কেন এত ভালবাসার চক্ষে দেখিল, জানি না। বিবাহের অল্পকাল পরেই কাত্যায়নীসহ বিচ্ছিন্ন; মনে হইল কিশোরী যেন সে-অভাব দূর করিতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। কৃষ্ণভাবিনী আমার অন্তরের মমতা আকর্ষণ করিলে, ছোটদিদির কাছে তাঁহার সুখ বিষয় শুনিবার আগ্রহ বাড়িল। ইহার পরই কৃষ্ণভাবিনীদিগের পরিবারের একটী দুর্ঘটনায় তাঁহার আত্মবিস্মৃত হইয়া সেবার কথায় তাঁহার উপর শ্রদ্ধা আরও দ্বিগুণ হইল।

রোগের শুশ্রূষা।

কৃষ্ণভাবিনীর শ্বশুর মহাশয় শ্রীনাথ দাসের ৪টী পুত্র ও ৪টী কন্যা। পুত্র-উপেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র, ও যোগেন্দ্র। জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্র পত্নীবিয়োগান্তে বিলাত যাত্রার পর হইতেই স্বতন্ত্র। তাঁহার একমাত্র পুত্র পিতামহ-পিতামহীরও বড় আদরের ধন। মাতৃহীন বালককে সকলেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সেই বালক যখন দীর্ঘকাল লিভারের অ্যাবসেস্-রোগ ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কৃষ্ণভাবিনী নিজ-কন্যাকে বসন্তকুমারীর কাছে সমর্পণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণ-ঢালা যত্নেও তাহাকে বাঁচাইতে না পারিয়া পুত্রশোক-তুল্য বোধ করিলেন। পরিবারের সকলেই নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। পিতামহী শোকে অধীর হইলেন। ছোট-দিদির মুখে যখন এ-সকল শুনিলাম, কৃষ্ণভাবিনীর এ-বয়সে এত সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কৃষ্ণভাবিনী ছায়ার মত শ্বশ্রূমাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, দিবাভাগে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত রহিয়া সন্ধ্যাকালে ইষ্টদেব-স্মরণান্তে কন্যাটীকে বুকে লইয়া স্বামীর অপরিসীম প্রেম-কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে সে-দিন নিদ্রাভিভূত হইতেন, স্বপ্নেও সেই পতিদেবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন; আবার পর-রাত্রে স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিতেন, সে রাত্রি নিদ্রা তাঁহার নিকট বিদায় লইত। দিবাভাগে কন্যা তিলোত্তমা বসন্তকুমারীর নিকট ও জ্ঞানেন্দ্রের চক্ষু সম্মুখে দাস-দাসীর কাছে থাকিত, সন্ধ্যাকালে তাহাকে বক্ষে ধরিতে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইত।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন আমি কন্যাসহ নিজ কক্ষে বসিয়া আছি, এমন সময় একখানি পত্র পাইয়া পড়িলাম—"প্রিয় ভগিনি, তোমাকে দেখিয়া অবধি সর্ব্বদা মন তোমার কাছে ছুটিয়া যায়। এত দূরে থাকিয়া ইচ্ছামত দেখা সাক্ষাৎ অসম্ভব। পত্র-দ্বারা আলাপ চলিলে সে-অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে।

দর্শনাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী কৃষ্ণভাবিনী।

আমি এ-পর্য্যন্ত তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে কোনোদিন ছোটদিদি হয়ত বলিয়া থাকিবেন, তাঁদের ন'বউএর নাম কৃষ্ণভাবিনী। তাই আন্দাজে বুঝিলাম, নতুবা আর ত এরূপ কেহ লিখিবার নাই। এক কাত্যায়নী! এতো তার হস্তাক্ষরও নয়, সে এ পত্রও নয়। অবশেষে ছোটদিদির কথাই মনে করিয়া তাহার ন'বউয়ের নামই কৃষ্ণভাবিনী স্থির করিয়া পত্রোত্তর দিলাম। এবার কৃষ্ণভাবিনীর সুদীর্ঘ পত্রোত্তর পাইয়া পুলকে পূর্ণ হইলাম, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণভাবিনীর মুখখানি, তাহার গুণের কথা, পতিবিরহিত গৃহে অবস্থানের কথা, গুরুজনে ভক্তি, ধর্ম্ম-ভাব, জ্ঞান-চর্চ্চা, সমস্ত ভাবিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসার উদ্রেকে আপনাকে কত হেয় মনে হইতে লাগিল, এবং এমন অযোগ্যকে বন্ধু বলিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছে, ভাবিয়া আমার আরও গৌরব বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন কৃষ্ণভাবিনীকে প্রাণ খুলিয়া পত্রোত্তর দিলাম। এইরূপে কত শত পত্রের আদান-প্রদানে কৃষ্ণভাবিনী আমার নিকট হইতেও নিকটতর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেন। মধ্যে মধ্যে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা আসিলে কয়েক ঘণ্ড মাত্র দেখা হইত। তাহাতে উভয়েরই মনের সাধ মিটিত না। ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম রাধারাণী ও মাতৃসমা শ্বশ্রূমাতার লোকান্তর-গমনে কৃষ্ণভাবিনী শোকার্ত্তা হইয়াছেন। কৃষ্ণভাবিনী সমস্ত দিন শাশুড়ী ছাড়া থাকিতেন না, শাশুড়ীও বধূকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় কৃষ্ণভাবিনী প্রাণপণে শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া চিকিৎসক হইতে দাস-দাসীকে অবধি আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। ছোটদিদির মুখে সে সব শুনিলাম। পত্রেও কৃষ্ণভাবিনীর মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত হইল। আমার কাছে তাহার আর কোন বিষয়ই গোপন নাই। যখন অবসরকালে কৃষ্ণভাবিনীর জীবনালেখ্য আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইত, সে বিষাদের ঘন মেঘ যেন হাত দিয়াই সরাইতে ইচ্ছা হইত। কত দিনে তাহার স্বামী দেশে ফিরিয়া তাহাকে সুখী করিবেন, ইহাই ভাবিতাম। তাঁর শ্বশ্রূমাতার মনে পাছে ক্লেশ হয়, সেজন্য কৃষ্ণভাবিনীর পিত্রালয়ে যাওয়াও প্রায় ঘটিত না। তাঁহার মাতৃসন্নিধানে যাইতে সময় সময় প্রাণ ব্যাকুল হইত, ইচ্ছামত মাতৃ-দর্শন ঘটিত না। ভগ্নীগণ যাহারা কলিকাতায় থাকেন তাঁহারা মধ্যে মধ্যে লইয়া যাইতেন বা কোন ক্রিয়োপলক্ষে কৃষ্ণভাবিনীদের বাটীতে নিমন্ত্রণে আসিতেন, তাহাতেই দেখা-সাক্ষাৎ হইত। কর্ত্তব্যপরায়ণা কৃষ্ণভাবিনীর কিছুতে বিরক্তি বা অসন্তোষ নাই। শাশুড়ী বর্ত্তমানে তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন, সদাসর্ব্বদা বিবিধ রূপে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে যারপর নাই সুখী ও সন্তুষ্ট করিতেন, দেবর, ননদ, আত্মীয়গণ দাস-দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই এক দিনও ন'বউ বিনা চলে না। কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের একটী মহাগুণ কর্ম্ম-তৎপরতা; ইহা-দ্বারা তিনি অল্প বয়স হইতেই মনের সকল দুঃখ, তাপ, গ্লানি হইতে চিত্তবেগ শান্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন। চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে ইনি সদাসর্ব্বদা একইরূপ শুদ্ধতা ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন; বয়স্য-গণসহও ইঁহাকে কখনও বৃথা বাক্যব্যয় বা চটুল হাস্য-রহস্য, পরিহাস করিতে শোনা যায় নাই। সকলের সার মানব-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটীই কৃষ্ণভাবিনীতে চিরদিন সমভাবে বর্ত্তমান দেখিয়াছি! সেটী ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা, নিঃস্বার্থ অন্তঃকরণ ও সেবাপরায়ণতা। ইহা কৃষ্ণ-ভাবিনীর স্বভাবজাত গুণ। শিক্ষায়, চেষ্টায় কাহারও এত গুণ লাভ হয় বলিয়া আমি জানি না। (ক্রমশঃ)

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৬৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

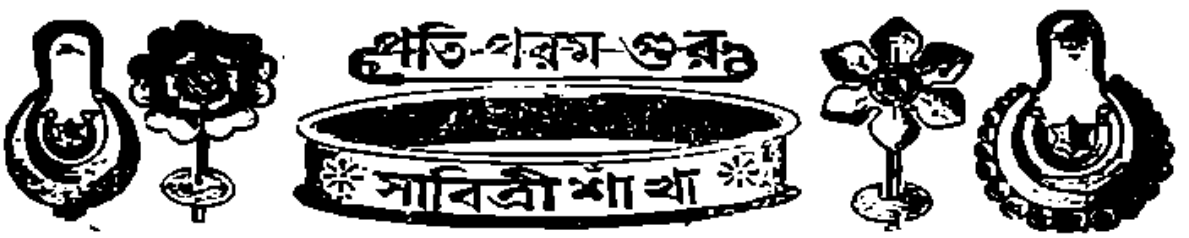
কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ফেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

সহস্র দৈহিক সৌন্দর্য্য

সত্ত্বেও রমণী কুরূপা হয় কিসে, তাহা জানেন কি? এক অলঙ্কারের অভাবেই তাঁহার সে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরাশির যেন কিছুতেই স্ফুরণ হয় না। অমার অন্ধকার রজনীতে কোটী কোটী তারকামালা-খচিত সুনীল নভোমণ্ডল যেমন একমাত্র শশধর-বিরহে ঘন-তিমিরাবৃত থাকে, দৈহিক অন্যান্য সৌন্দর্য্যও তেমনই একমাত্র অলঙ্কার অভাবে মলিন হইয়া যায়। সেই অলঙ্কারে পান থাকিলে গৃহস্বামীর মর্ম্মপীড়ার যথেষ্ট কারণ হয় না কি? এখন হইতে পান-খরা আদৌ বাদ যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার কেহ দিলে, আমরা উহাতেই নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব। স্বর্ণের দরুণ এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না, কেবল মজুরীর টাকা আপনাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে।



সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্লেন সাইজ, হাই পালিশ, রূপার উপর পাত-
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী। ডবল থাকা কানের টাপ।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ। চুনী-পান্না পাথর সেট করা।
মূল্য ১৬৲ হইতে। মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী। সেফ্‌টী পিন।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। "মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা
মূল্য ৬৷৹ টাকা মাত্র। রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৹৲ হইতে।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং পরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭৪।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।



জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১৷৶৹ ; তিন শিশির মূল্য ২৷৹, ভি পিতে ২৷৶৹।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লী কষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৹ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷৹ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাশীধামে মায়াপুর রসায়ন।

ভারত-বিখ্যাত "মায়াপুর রসায়ন" বিন্ধ্যাচলের অসীম তেজ বর্দ্ধক উপাদানের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া রোগিগণের দেহে আশ্চর্য্য ফল দর্শাইয়াছে। পার্ব্বতা তেজস্কর উপাদানে প্রস্তুত হইয়া "মায়াপুর রসায়ন" কিরূপ তেজস্কর হইয়াছে তাহা একবার পরীক্ষা করুণ। দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিতে, স্নায়বিক বল জন্মাইতে, ম্যালেরিয়া ও উপদংশ বিষ নষ্ট করিতে এবং দেহকে এক অপূর্ব্ব ভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টরি কৃত "মায়াপুর রসায়নের তুল্য ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। "মায়াপুর রসায়নের গুণ ভারতে কে না জানে? কিন্তু কাশীব্রাঞ্চ ঔষধালয়ে প্রস্তুত "মায়াপুর রসায়ন" যিনি ব্যবহার করেন নাই তিনি ইহার প্রকৃত গুণগ্রাম কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

দেহরক্ষার উপযুক্ত সময় থাকিতে সতর্ক হউন, কাল বিলম্ব না করিয়া "মায়াপুর রসায়ন" অবলম্বন করুণ। মূল্য ১ শিশি ২৲ টাকা মাঃ ॥০ আনা। ৩ শিশি ৫৲ টাকা, মাশুলাদি ১।০ টাকা।

বিনামূল্যে অব্যর্থ ব্যবস্থা।

"মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ের প্রধান কবিরাজ মহাশয় কলিকাতা হইতে কাশীব্রাঞ্চে আসিয়াছেন। রোগের অবস্থা লিখিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুণ। "মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ের ব্যবস্থা গুণে সহস্র সহস্র কঠিন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। কাশীব্রাঞ্চ মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ের নানাবিধ আশুফলপ্রদ ঔষধাবলীর বিবরণ পুস্তক, পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে গ্রহণ করুণ।

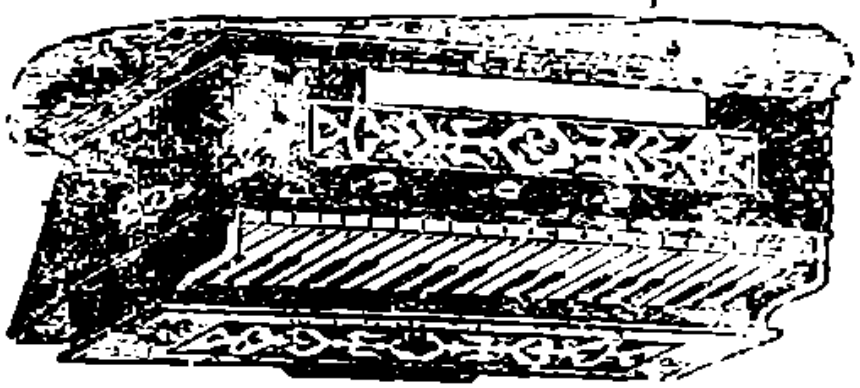
পত্র লিখিবার ঠিকানা

ম্যানেজার—কাশীব্রাঞ্চ মায়াপুর আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

দশাশ্বমেধ বেনারস সিটী।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।



অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উচ্চ দরের বহু লাভ করিবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিবছরের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল্—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.

CALCUTTA

মতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—৷৷৵০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস)—২৲

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

Bamabodhini Patr... No. 657 Registered No. C. 134 March 1919.

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু"

নব কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০

বাসনী ও মর্ম্মবাণী বলেন :—

"……সেখ আন্দু কর্ম্মবশে পোকেয়ারগিরি করিতেছে বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,—তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু "ভদ্রলোকের"ই অনুকরণযোগ্য……"

পরিচারিকা (কোচবিহার) :—

"'প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত-বাহু, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টসুন্দর নম্র স্নিগ্ধ নির্ম্মলনয়ন প্রেম-কোমল-কেশগুচ্ছ-শোভিত মূর্ত্তির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। • • • • • • আন্দু-রচয়িত্রীর সুনিপুণ হস্ত যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোমত চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসায়, শ্রদ্ধায় পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসম প্রেম চিত্রণে অঙ্কে যে স্থলে নিন্দিত, আন্দুরচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব। 'ক' দেখিয়াই কৃষ্ণপ্রেমে 'দশা' ধরে, যাহারা, তাহাদের সনক্তা অন্ত,—কিন্তু যাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সজ্ঞানে থাকিয়া দেখিবার ধৈর্য্য রাখেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিয়াছেন, আন্দুতে—রচয়িত্রী অস্বাভাবিকতা উচ্ছৃঙ্খলতার তুলিকাপি প্রশ্রয় দেন নাই। গতানুগতিক বিধি ভঙ্গ করেন নাই—তাহার দৌর্ব্বল্যকেও অন্ধস্নেহবশে পালন করেন নাই—অবিধির অন্তত, সংস্কারবন্ধের সঙ্কীর্ণতা, শিক্ষাসঙ্কট, অল্পশিক্ষিতের দাম্ভিকতার তিনি নির্ম্মমত্বে অকম্পিত হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রোপচার করিয়াছেন মাত্র—তাহাতে সাময়িক যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হইয়াছে অনেককেই—কিন্তু পরিণামে শান্ত তুষ্ট হইবেন সকলেই। • • • তাঁহার চিত্রিত সজীব চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোর্ডিং'এ শিক্ষাপ্রাপ্ত, যত্নলোকের বল্গাছাড়া বন্ধ্য, চিত্তবৃত্তিপ্রবল-লতিকায়—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমতা-শীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুত আন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জ্যোৎস্নার প্রতি রূঢ় ব্যবহার— দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম রাজত্বের অনিন্দ্য চিত্র—জ্যোৎ-স্নার হৃদয়ের ঔদার্য্যতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোহেলা দুঃখ জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিক-ভাবে 'আন্দুতে' চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—মজারে—কি শান্তি—প্রেমিক কিরূপ নৈরাশ্য মরণের অবসরক্ষণে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—আমরা যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।……সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা 'আন্দুকে' ঘরে ঘরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ন, পণ্ডিত জানেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে।

পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—

MASTER KAMAL KUMAR NANDI,
C/o Dr. N. M. Ghosh, Dhokra Sohid, Burdwan, এবং
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫ম বর্ষ

বঙ্গবাণী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বত্বাধিকারী [illegible] কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চৈত্র—১৩২৫—এপ্রেল, ১৯১৯।

সূচী।

১। [illegible]
২। অষ্টাবক্রসংহিতা। [illegible]
৩। বাঙ্গালীর কবিতা। [illegible]
৪। [illegible]
৫। [illegible]
৬। [illegible]
৭। [illegible]
৮। [illegible]
৯। [illegible]

[illegible] মূল্য [illegible]
প্রত্যেক সংখ্যা [illegible] (ডাকে অধিক) মাত্র ৷৷৷

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।



আমাদের হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲, ৩০৲, ৪০৲, ৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ক্যাবিনেট অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৪০৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

কনসার্টিনা—মূল্য ৫৲, ৯৲, ১৫৲ ও ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ২০৲, ২৫৲, ৩০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স,

৫১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

উপন্যাসে নবযুগ। * সাহিত্য-সাম্রাজ্যের সুসন্দেশ।। * ইঙ্গবঙ্গে হুলস্থুল।

প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক—শক্তিশালী সুলেখক
নাট্য-সাহিত্যের দেদীপ্যমান ভাস্কর
নাট্য-মহাকবি—সাহিত্য-জগদ্বরেণ্য—
যশস্বী সুপণ্ডিত—
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
এম্, এ প্রণীত
উপন্যাসের কোহিনুর, সাহিত্যের
মুকুটমণি

নিবেদিতা

প্রকাশিত হইল—লালসার সাহিত্যে কলুষিত আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের 'আর্ট' বা কামের লালসা-বাতিক নিবারণের জন্য এই মহতো মহীয়ান্—জ্ঞান গরীয়ান্ উপন্যাস প্রকাশিত। আমরা বড়গলায় স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি, এমন শিক্ষাপ্রদ—খাঁটী বাঙ্গালীর আদর্শ-সংসারের পরিকল্পনাময় উপন্যাস খাঁটী- বাঙ্গালীর প্রাণের কথা—অন্তরের ব্যথা—মর্ম্মের নিবেদন-কৃত রমোল্লাস—হিন্দুর হিন্দুত্বের—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে গৌরবময় উপন্যাস এই পাশ্চাত্য শিক্ষালোকদীপ্ত বিংশশতাব্দীতে প্রকাশিত হয় নাই।

'আর্ট'-নামধেয়

কামের লালসার পূতিগন্ধময় অশ্লীল উপন্যাস পাঠে উপন্যাসপ্রিয় পাঠক সমাজে কচিবিকার ঘটিয়াছে, শুদ্ধান্তঃপুরে সেই সকল উপন্যাসের অবাধ প্রচারে হিন্দুর বিমল সংসারে বিলাতী প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে—চারিত্র্য মহিমান্বিত, নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলার অন্তরে আত্মসুখবাসনা প্রবল হইয়াছে—পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে মুগ্ধ বাঙ্গালীর "হজুর" হইবার, বাবু বনিবার, সাহেব সাজিবার, গোট রোট উদরস্থ করিবার বাসনা বলবতী হইয়াছে।

উপন্যাসের ভাবপ্লাবনে

এই বিপ্লবের দিনে—হিন্দুর পুণ্যসংসারের আদর্শ গরিমা দেখাইয়া হিন্দুকে আত্মগৌরবের অবস্থানে মহিমান্বিত করিবার জন্য—মনীষী সমাজহিতৈষী সুপণ্ডিত ক্ষীরোদবাবু এই আদর্শ উপন্যাস পরিকল্পনা করিয়াছেন।

"নিবেদিতায়" দেখিবেন

সেকালে—একালে প্রভেদ কি?—নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণে—সাহেবের গোলাম চাকুরিয়া ব্রাহ্মণে বিভিন্নতা কোথায়?—পূর্ব্বকালের হিন্দুত্বে—আধুনিক হিন্দুত্বে পার্থক্য কি?—গৌরীদানে—যুবতী বিবাহের পরিণাম কি?—ব্রাহ্মণ্য অবনতির কারণ কি?—নিষ্ঠাকতাই কি ব্রাহ্মণত্ব—এই সকলের সুনিশ্চিত মীমাংসা—হিন্দুর সব গিয়াছে, এখন যাহাকে রাখিলে আবার সব আসিবে, সেই ব্রহ্মচর্য্যই নিবেদিতার মূলভিত্তি।

"নিবেদিতা" একাধারে উপন্যাস—শিক্ষা-গ্রন্থ—ধর্ম্মগ্রন্থ।

কেমন করিয়া হিন্দুর সোনার সংসারে আগুন লাগিয়াছে—কেমন করিয়া মনুর শাসনে চির-স্বাধীন হিন্দুসমাজের আদর্শচ্যুত হইয়া পর-মুখাপেক্ষী হইয়াছি; কেমন করিয়া আমরা ভ্রান্তধারণার বশে আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবারের সমবায়ের সুশীতল ছায়া হারাইয়া মরু মরীচিকার ছলনায় ভ্রান্ত পথে ঘুরিতেছি; কেমন করিয়া আমরা কামিনী-কটাক্ষের চাতুরীতে ভুলিয়া মাতৃভক্তির দেদীপ্যমান আদর্শ হারাইয়াছি; কেমন করিয়া পল্লীজননীর স্নিগ্ধ শান্তি হারাইয়া কলহ-কল্লোল-মুখরিত, ধূলি-ধূসর রাজধানীর বিলাস কণ্টকিত জীবনের বীভৎস ভোগ সুখের জ্ঞান করিতেছি; তাহারই স্বরূপ ছবি—নিখুঁত ফটো! ঘটনার পর ঘটনা সমাবেশে অতিরঞ্জনবিহীন বাস্তবোপ দেখিয়া, যদি আত্মবিস্মৃত পাঠক শিহরিতে—বজ্রাহতের মত বিস্মিত স্তম্ভিত হইতে চান, তবে সত্বর

নিবেদিতা পাঠ করুন।

শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী কুললক্ষ্মীগণ এহেন বরেণ্য পুণ্য উপন্যাস সাদরে পরমপ্রীতিভরে পাঠ করুন, পাঠে সংসারের পুণ্য ছবি দেখিবেন—কলহমুখর গৃহে বিমলশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। উপন্যাসখানি আধুনিক ধরণের না হইলেও আধুনিক বাঁধাইয়ের অ্যান্টিকে ছাপা—সুশোভন বাঁধাই—সোনার নাম লেখা, সুন্দর রাজসংস্করণ

মূল্য মাত্র ২৷৷০ আড়াই টাকা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির—১৬ বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আশা পূর্ণ ! আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি ! ! ! উদ্বেগ-শান্তি !

সোৎসুক নয়নে যাহার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল ছিল,
যে দুর্ভেদ্য রহস্যজালসমাচ্ছন্ন

বিশ্ব পুষ্পকেতু

চিন্তা—আপনা সাকেতার বৎসরব্যাপী বিশ্ব-মানবের সকল চিন্তার—সকল কথের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল সেই

'বিশ্ব'বিধ্বংসী রহস্যপ্রহেলিকার

অদ্ভুত অপসারণ—উদ্ঘাটন !!

আপনি সাগ্রহে যাহা খুঁজিতেছিলেন—আপনি ঘরে বাহিরে, কর্ম্মে বিশ্রামে, তর্কে গল্পে যাহার কথা নিত্য আলোচনা করিয়াছেন—যাহার গল্প প্রেমের গল্প, ভূতের আজগুবি গল্প, গোয়েন্দাচাতুরীর বাহাদুরী, রাজনীতিক চর্চ্চা অপেক্ষা শতগুণ ভাল লাগিয়াছে—যাহার জয় পরাজয়ের প্রত্যেক সংবাদ প্রতি মুহূর্ত্তে পাইবার জন্য টেলিগ্রামের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠায় সময় কাটিয়াছে—যত সত্য সংবাদ আসুক সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইল না বলিয়া হতাশায় নিঃশ্বাস পড়িয়াছে—শতমুখে শত জনরব উঠিয়াছে—সেই

বিশ্বপুষ্পকেতু—পৃথিবীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী

বৈজ্ঞানিক

জর্ম্মণসম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের

চরিত-কথা।

সকল কথা—স্বরূপ জীবনী—সঠিক তথ্য—সমস্ত রহস্যের বিবৃতি !

আমেরিকা—জার্ম্মাণী—ফ্রান্স—বেলজিয়ম—বিলাত হইতে সংগৃহীত

কৈসরের বীরত্বমণ্ডিত জীবনী।

চিন্তাতীত বৈজ্ঞানিক বিপর্য্যয়, বজ্রাহত ভূকম্পবিশ্ববিপ্লব লোমহর্ষণ, প্রলয় কাণ্ড, বিশ্ব-শঙ্কিত ধ্বংস-লীলা !

বিশ্বশত্রু কৈসরের জীবনীতে

লয়েড্ জর্জ্জের ওজস্বিনী বাগ্মিতার বেলো-লিয়াসের অমিত বিক্রম ! বিস্মার্কের পলিটিক্স চাল ! গ্লাডষ্টোনের প্রজারঞ্জন-শক্তি, মুসো ভল্টেয়ারের সাম্যমন্ত্রনিনাদ, ভীষ্মের ব্রত, ভীষ্মের রণপাণ্ডিত্য, দুর্য্যোধনের অভিমান, রাবণের লাম্পট্য, নীরোর ধ্বংসশ্মশানে আনন্দ-তাণ্ডব, বলশেভিকের স্বার্থপরতা, নিউটনের বিজ্ঞান-সাধনা, আল্‌ফ্রেড নোবেলের ধ্বংসশক্তি নির্ম্মাণ প্রতিভা, টোগলকের অব্যবস্থিত চিত্ত। যে বিশ্ববিধ্বংসী উল্কা প্রচণ্ড কাত্রশক্তির অশনিসম্পাতে সমগ্র বিশ্ব-মানবের শান্তি নষ্ট হইয়াছে—জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনার সমৃদ্ধ সম্পদ, সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলাভূমি, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্বিত, বিলাস-তরঙ্গায়িত, সৌধমালা-ভূষিত ফুরোপ আজ মহাশ্মশানের ধ্বংসাবশেষে পরিণত—বিজ্ঞান, বাণিজ্যশিল্প, কলালক্ষ্মীর কুবের ভাণ্ডার শতধাচূর্ণ—সহস্র সহস্র শ্রম-জীবীর কলরবমুখরিত বিরাট বৈজ্ঞানিক শ্রমশালা নিশ্চিহ্ন—রম্যহর্ম্ম্যরাজি-সুশোভিত জনকল্লোলময়ী শত শত নগরী বিজন বিপিনে পরিণত—শত কীর্ত্তিগৌরব-বিমণ্ডিত অযুতান, সহস্র সহস্র ধর্ম্মমন্দির কালের কামানে যেন কালের ইঙ্গিতে লুপ্ত হইয়াছে—পৃথিবীব্যাপী অনশন, অর্দ্ধাশন, গগনতলে শয়ন, ছিন্নমলিন বসন যে মহাপ্রলয়ের জীবন্ত সাক্ষী—

তাহারই স্বরূপ-সঠিক-জীবন্ত আলেখ্য

এ-জীবনীতে দেখিবেন—

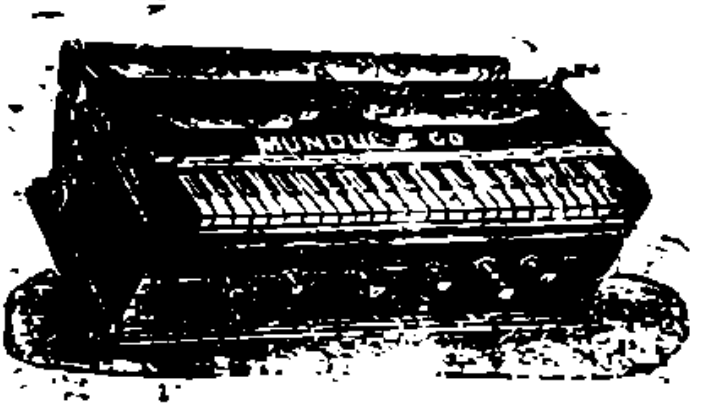
অদম্য উৎসাহে অক্লান্ত পরিশ্রমে জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য সংগঠন; অদ্ভুত অধ্যবসায় কর্ম্মানুরাগের সাহায্যে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের বিশ্বজয়ী প্রতিষ্ঠা, কূট রাজনীতিজ্ঞানে মুসাফিত্যে পলিসি ও পলিটিক্সচালে দক্ষতা, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি, সাম্রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টায় প্রজাশক্তির বিকাশ, অদ্ভুত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিশ্ববিজয়ের জন্য পৃথিবীব্যাপী রণ-শস্ত্র-সম্ভার সঞ্চলন—উদ্ভাবন—নির্ম্মাণ, জাতীয়তার সম্যক্ বিকাশ জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাসীকে সামরিক শিক্ষাদান, জার্ম্মাণীকে জ্ঞান বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য জার্ম্মাণীকে কর্ম্মের—ঐক্যের—শক্তির—জ্ঞানের শিক্ষার স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্বরাষ্ট্রসৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য তেজস্বিনী বক্তৃতামালা, সুরভিসন্ধিপূর্ণ কঠোর ভেদের বশে গর্ব্বস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধায় সীমাতীত—সামর্থ্যাতীত কার্য্যে পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার অসীম সাহস !!!

মূল্য মাত্র ৸০ বার আনা।

হাফটোনচিত্রযুক্ত, সুন্দর বাঁধাই, শোভন সংস্করণ।

বঙ্গবাসী আফিস, ৩৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণ্ডল ফ্লুট।



দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজা, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং গৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ও টপ ৩৪৲, ঐ সুক্ষ্ম কাজ করা ৪০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড, ও টপ ৬০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিলনে ও প্রীতি-উপহারে

"গৌরীদের সুগন্ধি কেশতৈল"

ব্যবহার করুন।

গুণে, গন্ধে, বিজ্ঞান-জগতে অভিনব সৃষ্টি।

মাথাধরা—ঘোরা, কপালব্যথা, অকাল পক্কতা, টাকপড়া, দৃষ্টিশক্তির অপ্রাপ্তার্থ ও কেশহীনতা অচিরে দূর হয়। এইরূপ প্রশংসিত বহুদিবস-স্থায়ি-গুণ-গন্ধ-বিশিষ্ট তৈল ব্যবহার করুন। মূল্যবান্ বেশীর উপাদানে প্রস্তুত হইলেও সুলভ মূল্য চারি আউন্স বড় বোতল ১৷০ মাত্র। আর অর্থ নষ্ট করিয়া বাজারের তৈল কিনিয়া হতাশ হইবেন না। কোন মহিলা ইহাতে উপকার অনুভব করিতে না পারিলে, আমায় জানাইবেন; মূল্য ফেরৎ দিব।

"মনোলা" এসেন্স এক আউন্স ১৸০ মাত্র, ভি, পি, ব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীগৌরিবালা দে, খড়্গপুর।

সোল এজেণ্ট, আর, কে, দে এণ্ড ব্রাদার্স, পোঃ খড়্গপুর (মেদিনীপুর)

গ্রাহকগণ পত্রে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রিকার উল্লেখ করিবেন।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ড্রপকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 668. April, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৬৮ সংখ্যা। | চৈত্র ১৩২৫। এপ্রিল, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৩য় ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র—কাওয়ালী।

প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
সুগন্ধ মলয়জ পবনে;
তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই নিমেষ-হারা নীল গগনে!
তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
রবি-তারা-চন্দ্রমা-কিরণে,
সকাল সাঁঝের অরুণাকাশের
ঝর ঝর নির্ঝর ঝিরণে!
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই কূজিত গুঞ্জিত কুঞ্জ-বনে;
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
এই ফল-ফুল-পূজিত কাননে!
প্রভু তোমার সঙ্গীত ভেসে আসে
মম বিজন মানস-উপবনে,
শিহরিয়া বাঁশী বাজে মরমে
ভাষাহীন মধু-কল-স্বননে।

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

[গগা]
সসা

২ ৩ ০
II সা সা -পা পা । পা -া পা পা । পা পা পা -ধা ।
তো মা • র স ঙ্ গী ত তে সে আ •

১ ২ ৩
। পা -া -া -মা I মা মা -া মা । গা রা সা সা ।
সে • • • ন্ ধ ন্ ধ ম ল য জ

০ ১ ২
। সা রমা গা সসা । সা সা -া সা I সা -া সা সা ।
প ব• নে প্রভু তো মা • র স ঙ্ গী ত

৩ ০ ১
। সা সা সা -রা । রসন্া -া সসা মা । মা মা মা গরা I
তে সে আ • সে•• • এই নি বে য হা রা•

২ ৩ ০
I সসা সা রসা গা । পা পা -া না । না -া না না ।
নীল গ গ• নে তো মা • র স ঙ্ গী ত

১ ২ ৩
। না না না -া I র্সা পা -া -া । পা পা পা পা ।
তে সে আ • সে • • • • র বি তা রা

০ ১ ২
। মা -া গা রসা । সা রমা গা সসা I গা পা পা পা ।
চ ন্ দ্র মা• কি র• ণে প্রভু স কা ল সা

৩ ০ ১ ০
। পা -া -া পনা । ধা ধা পা পা । ধা পা -া -া I
বে • • র• অ ন্ ধ কা রে • • র

২ ৩ ০ ০ (৮৮)
I মা মা মা মা । গাঃ গঃ সা সা । সা রা -মা গা ।
ঝ র ঝ র নি র্ ঝ র ছি র • ণে

১
। -া -া -া গগা II
• • • প্রভু

২´　　৩　　০
পপ্ ॥ পা পা -া সা । সা -া সা সা । সা সা সরা -রা ।
প্রভু　　তো মা　　র　　স ঙ্গী ত　　তে সে আ০ ০

১　　২´　　৩
। রা -া -া সসা ॥ সা -মা মা মা । মা -া মা মা ।
সে ০ ০ এই　　কু ০ জি ত　　ত ক্ জি ত

০　　১　　২´
। গা মা গা রা । গ -া -া গগা ॥ গা গপা -া পা ।
কু ক্ জ ব　　নে ০ ০ প্রভু　　তো মা০ ০ র

৩　　০　　১
। পা -া পা পা । পা পা পধা -া । পা -মা -া মমা ॥
স ঙ্গী ত　　তে সে আ০ ০　　সে ০ ০ (এই)

২´　　৩　　০
। মা মা মা মা । গা -রা সা সা । সা -া -রমা -া ।
ক ল কু ল　　পূ ০ জি ত　　কা ০ ন০ ০

১　　২´　　৩
। গা -া -া গগা ॥ পা পা -া না । না -া না না ।
নে ০ প্রভু　　তো মা ০ র　　স ঙ্গী ত

০　　১　　২´
। না না না -র্সা । র্সা -পা -া পপা ॥ পা -া পা পা ।
ভে সে আ ০　　সে ০ ০ মম　　বি ০ জ ন

৩　　০　　১
। মা -া মা মা । গা -মা গা রা । গা -া -া -া ॥
মা ০ ন স　　উ ০ প ব　　নে ০ ০ ০

১´　　৩　　০
। গা গপা পা পা । পা পা পা পনা । ধা -া পা -া ।
শি ০ রি ০ রি ০　　বা শী বা জে০　　ম র ০

১ ২ ৩
। ধা -পা -া -া । মা মা মা -া । গা রা সা সা।
মে • • • ভা বা হী ন ম ধু ক ল

• ১
। সা -া রমা -া । গা -া -া সসা II
সু • ন• • নে • • প্রভু

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষোড়শ প্রকরণ।

আচক্ষ, শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে ॥১॥

হে শিষ্য, যদ্যপি তুমি নানাশাস্ত্র বহুবার ব্যাখ্যা কর অথবা শ্রবণ কর, তথাপি সকল-ভেদ-বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে, তুমি (স্বরূপ-লাভ বা মুক্তিরূপ) স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে না। ১।

ভোগং কর্ম্ম সমাধিং বা কুরু বিজ্ঞ তথাপি তে।
চিত্তং নিরস্তসর্ব্বাশ্রমত্যর্থং রোচয়িষ্যতি ॥২॥

হে শিষ্য, তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিষয়-ভোগ কর, অথবা সকামকর্ম্ম কর অথবা সমাধির অনুষ্ঠান কর, তথাপি তোমার চিত্ত সর্ব্বপ্রকার বাসনারহিত আত্মস্বরূপেই অধিক রুচি জন্মাইবে। ২।

আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি
নির্বৃতিম্ ॥ ৩॥

বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করিয়াই সকলে দুঃখী হয়, কিন্তু কেহই ইহা বুঝে না; ভাগ্যবান্ পুরুষ এই উপদেশ পাইয়াই (বিষয় ত্যাগপূর্ব্বক) পরমসুখ প্রাপ্ত হ'ন্।

ব্যাপারে খিদ্যতে যস্তু নিমেষোন্মেষয়োরপি।
তস্যালস্যধুরীণস্য সুখং নান্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৪ ॥

যে পুরুষ নেত্রের নিমেষ- ও উন্মেষ-ব্যাপারেও পরিশ্রম মনে করিয়া দুঃখিত হয়, সেই পরম আলস্যসম্পন্ন (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) ব্যক্তিরই সুখ হয়, অন্য কাহারও সেই সুখ হয় না। ৪।

ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তং যদা মনঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নিরপেক্ষং তদা ভবেৎ ॥৫॥

'ইহা করা উচিত', 'ইহা করা উচিত নহে', এই প্রকার বিধি-নিষেধরূপ দ্বন্দ্ব হইতে যাঁহার মন মুক্ত হইয়াছে, তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সর্ব্ববিষয়েই নিরপেক্ষ হ'ন্, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন্। ৫।

বিরক্তো বিষয়দ্বেষ্টা রাগী বিষয়লোলুপঃ।
গ্রহমোক্ষবিহীনন্তু ন বিরক্তো ন রাগবান্ ॥ ৬ ॥

যে বিষয়ে দ্বেষ-প্রদর্শন করে, তাহাকে বিরক্ত বলে; যে বিষয়ে লোলুপ হয়, তাহাকে রাগী বলে। কিন্তু গ্রহণ ও ত্যাগ এই উভয়-বর্জ্জিত জ্ঞানী বিষয়ে দ্বেষ-প্রদর্শনও করেন্ না, বিষয়ে লোলুপও হ'ন্ না। ৬।

হেয়োপাদেয়তা তাবৎ সংসারবিটপাঙ্কুরঃ।
স্পৃহা জীবতি যাবদ্বৈ নির্বিচারদশাস্পদম্ ॥ ৭ ॥

অজ্ঞান-দশায় নিরাসরূপ তৃষ্ণা যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সংসারতরুর মূলস্বরূপ ভাল মন্দ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। ৭।

প্রবৃত্তৌ জায়তে রাগো নিবৃত্তৌ দ্বেষ এব হি।
নির্দ্বন্দ্বো বালবদ্ধীমান্ এবমেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥

যদি বিষয়ে প্রবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া যায়, তবে দিন দিন তাহাতে আসক্তি বৃদ্ধি পায়, যদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ তাহাতে বিদ্বেষ জন্মে; এ-কারণ জ্ঞানী শুভাশুভবিচার-রহিত বালকের ন্যায় রাগদ্বেষ-ত্যাগপূর্ব্বক আসক্তির সহিত বিষয়ভোগ ও বিদ্বেষের সহিত বিষয়ত্যাগ, এই উভয়ই বর্জ্জন করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে যাহা প্রাপ্ত হ'ন্, তাহাতেই প্রবৃত্ত হ'ন্ ও যাহা প্রাপ্ত হ'ন্ না, তাহার জন্য কোন প্রকার ইচ্ছা করেন্ না।৮।

হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগোহি নির্মুক্তস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে ॥ ৯ ॥

বিষয়াসক্ত পুরুষ (অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া) দুঃখ দূর করিবার মানসে সংসার ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করে, বীতরাগ পুরুষ স্বভাবতই নির্মুক্ত; এ-কারণ তিনি সংসারে থাকিলেও তিনি দুঃখ প্রাপ্ত হ'ন্ না। ৯।

বস্ত্বভিমানো মোক্ষেঽপি দেহেঽপি মমতা তথা।
ন চ জ্ঞানী ন বা যোগী কেবলং দুঃখ-
ভাগসৌ ॥ ১০ ॥

যাহার 'মোক্ষ হউক্', এইরূপ অভিলাষ আছে, আবার দেহের প্রতিও মমতা আছে, সে জ্ঞানীও নহে, যোগীও নহে; কেবল (উভয় প্রকার চেষ্টার জন্য) দুঃখই সে প্রাপ্ত হয়। ১০।

হরো যদ্যপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে ॥ ১১ ॥

হে শিষ্য, যদি সাক্ষাৎ সদাশিব, অথবা বিষ্ণু অথবা ব্রহ্মা তোমার উপদেষ্টা হ'ন্, তথাপি সকল ভেদ-বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে অথবা সকল অনিত্য, প্রাকৃত বস্তু বিস্মরণ করা ব্যতিরেকে, তুমি কিছুতেই (স্বরূপলাভ বা মুক্তিরূপ) স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবে না।১১।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় বিশেষোপদেশ-নামক
ষোড়শ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীবীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

বাঞ্ছিতে।

কেন হে দূরে?
জীবনে খুঁজিয়া তোমা
মরিনু ঘুরে!
কত লোকে কত কয়
প্রাণে আর কত সয়?
এস হে দয়াময়!
দীন আতুরে—
আপনা করিয়া লহ
আপন সুরে!

যদি নাহি দিবে সুর
পরাণ-মাঝে,
কেন তবে এ ভুবন
নূতন সাজে?—
কেন তবে বয়ে যায়
আকুলি' মধুর বায়,
হেরি হেম চাঁদিমায়
নয়ন ঝুরে?
কেন হে দূরে?

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঔপন্যাসিকের বিপদ্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬

পার্শ্বের ঘরে জলখাবারের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। ছাঁটা রেশমের কোমল আসনের উপর দাঁড়াইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কহিলেন, "এ-সব কি ব্যাপার বল দেখি!—এ বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার যে? তোমার বেয়ারার কাছে শুন্‌লুম্, বাড়ীতে কেবল মেম-সাহেব ও সাহেব ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকেন না। সাহেব ত' আবার নিমন্ত্রিত।—তবে স্বহস্তে এ রাজভোগের বন্দোবস্ত করেছ কা'র জন্যে? মুখুজ্জে-ম'শায়ের তার কি তাড়িত-বার্ত্তায় মনের মধ্যেও এসে পৌঁছেছিল না-কি?" অণিমা গ্লাসের জল বদ্‌লাইয়া বাতীর আলো আর একটু কাছে আগাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "বসুক আপনি! সারাদিনের পরিশ্রম আমার সার্থক্ হোক্।" এই বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া তোলা উনুনে ঘিয়ের কড়া চাপাইয়া দিয়া নতমুখে আগুনের তেজ বাড়াইবার জন্য পাখার বাতাস দিতে সুরু করিল। তাহার বাষ্প-জড়িত কণ্ঠস্বর ও চোখের পাতায় জলের রেখা ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইল না।

কিছুমাত্র ক্ষুধা-বোধ না হইলেও খাদ্য-দ্রব্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া, রন্ধন-কারিণীর শুভ্র গণ্ডে গোলাপ ফুটাইয়া অত্যন্ত পেটুকের মত ব্রজেন্দ্রনাথ আহার শেষ করিলে, অণিমা পান আনিয়া দিল। পানের খিলি-দুইটী মুখে পুরিয়া একখানা হাত অণিমার কাঁধের উপর রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "অণি, আমার কথার সত্যি জবাব দেবে ভাই, যা জিজ্ঞাসা কর্‌বো?" "কেন দেব না; মুখুজ্জে ম'শাই?" বলিয়া ব্রজেন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্য হইতে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া অণিমা একদিকে চাহিয়া রহিল। ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিলেন, "তবে বল দেখি, তুমি সত্য সত্যই সুখী কি না?" অণিমা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, "আমায় দেখে তা কি মনে হয় না, মুখুজ্যে ম'শাই?"

পাতলা চুলে ঘন ঘন হস্ত সঞ্চালন করিয়া চিন্তিত মুখে ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "হওয়া উচিত ছিল বৈ কি? খাসা গহনা-কাপড়, —দিব্যি বাড়ী-ঘর!—আহারের বন্দোবস্ত ত' রাজভোগ! তার উপর এমন স্বামী! কিন্তু তবু তোমার চোক্ বল্‌ছে 'ঝর্‌লুম্' 'ঝর্‌লুম্'!—আচ্ছা যদি সুখী নও—তবে কেন নও,—আমায় সব কথা খুলে বল দেখি! বার বছর আগে এই মুখুজ্জে-ম'শাইকে যেমন করে তোমার রাগ, দুঃখু, ঝগড়া-অভিমানের কথা বল্‌তে—নালিশ—শালিশী মান্‌তে—তেমনি করে বার বছর আগেকার সেই ছোট্ট অণিটী হয়ে তোমার মনের কথা একবার খুলে বল দেখি। তুমি যে একজন বাড়ীর গিন্নী, বুড় ধাড়ী, সে কথা একেবারে ভুলে যাও। সরলভাবে সত্যি কথাটী বল ত—লক্ষ্মি,—কোন কথা লুকিয়ো না;—লজ্জা না, কিছু না!—বল দেখি সত্যি সত্যিই তুমি সুখী কি-না?" অণিমার কম্পিত স্বেদসিক্ত হাত-

খানি নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ পুনরায় কহিলেন, "বল, বল।"

এই স্নেহময় আত্মীয়ের সুগভীর স্নেহের স্পর্শে অণিমার দুঃখের জমাট-বাঁধা মেঘ সহসা অশ্রুর আকারে গলিয়া ঝরিয়া পড়িল। মনের ব্যথা সে আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; কাঁদিয়া কহিল, "আমায় নিয়ে চলুন, মুখুজ্যে-ম'শাই!—এখান থেকে আমায় নিয়ে চলুন! আমি এমন করে আর থাকতে পাচ্ছি না।" সান্ত্বনাচ্ছলে তাহার ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "নিয়ে যেতেই ত' এসেছি তোমায়। কিন্তু আমার কথার জবাব কৈ? বল্লে না ত?—তুমি সুখী কিনা?" নীরবে মাথাটী হেলাইয়া অণিমা জানাইল সে সুখী। ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "তবে কাঁদলে কেন?—ওঃ বাপের বাড়ী যেতে দেয় না, নাঃ? তাই ত! তা হ'লে কি ওখানেই যেতে দেবে?" অণিমা এবার বাধা দিয়া সবেগে বলিল, "সে বুঝি, আমার জন্যে?—সে তাঁর লেখার জন্যে। তাঁর ত আর দরকার নেই—" ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "লেখার জন্যে কি রকম? তুমি কি তাঁর সেক্রেটারী না কি?"

"না মুখুজ্জে-ম'শাই, এমন করে শুধু ভাব-সংগ্রহের যন্ত্র হয়ে, তাঁর উপন্যাসের মডেল হয়ে, আমি আর থাকতে পাচ্ছি না! আমি তাঁর স্ত্রী নই। আমায় তাঁর কোন দরকার নেই। কেন জানেন? গার্হস্থ্য জীবন লেখকের কল্পনায় ছাতা ধরিয়ে দেয় বলে।" ব্রজেন্দ্রনাথ একটা বড় রকম 'হুঁ' দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া কহিলেন, "কোথায় যাবে সে বেড়াতে?" অণিমা কহিল, "তা আমি জানি না;—বোধ হয়, কাশিয়ং।" তদুত্তরে ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "কিছু বলে নি তোমায়?—জিজ্ঞাসাও কর নি বুঝি?" "না, করি নি।—কর্‌বার দরকার আমার?" বলিয়া অণিমা অভিমানভরে একদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ঠোঁট-দুটী একটু একটু কাঁপিতেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ এবার একটুখানি গম্ভীরভাবে কহিলেন, "দরকার আছে বৈ কি। আচ্ছা, স্বামি-স্ত্রীর চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর কিছু নেই ত? তবে সব চেয়ে যে আপনার, তার কোন কথা গোপন থাকা উচিত কি? সব কথা কি পরস্পরের কাছে বলা ভাল নয়? ঝগড়া হয়েছে বুঝি?" অণিমা বলিল, "না, ঝগড়া আমাদের কখ্‌খনো হয় না।—" "হয় না!" বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ অণিমার বিষণ্ণ মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, "এটা ত ভাল লক্ষণ নয়। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয় না?—অ্যাঁ! আশ্চর্য্য করে দিলে যে! বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে!—তুমি ত কোঁদলের একটী জাহাজ। আচ্ছা, অরিত্র যত্ন করে না তোমায়?" অণিমা চোখ নীচু রাখিয়াই উত্তর দিল, "করেন্।" যখন তাঁর 'কাপির' দরকার হয়। নৈলে মনেও পড়ে না—বাড়ীতে কেউ আছে বলে। তাঁর সময় এত কম দামী নয় যে, বাজে নষ্ট করেন্।" ব্রজেন্দ্রনাথ চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন,—"আমায় বিশ্বাস কর অণি, কাল যেমন ক'রে হ'ক তোমায় নিয়ে যাব; কিন্তু তার আগে তুমি ব'লে ক'য়ে ঠিক্ হ'য়ে থেক। অ্যাঁ, স্বামি-স্ত্রীর ভেতর ঝগড়া হয় না?—অবাক্ করে

দিলে যে আমায়! তোমার দিদিকে গিয়ে এটা ত' বল্‌তেই হবে। এটা খুব ভাল বন্দবস্ত—অ্যাঁ—?"

৪

পরদিন বেলা দুইটা না বাজিতেই একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীর মাথায় কিছু ফলমূল-জিনিষপত্র চাপাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন্। কলিকাতায় আসিবার সময় স্ত্রী বলিয়া দিয়াছিলেন, "অণু নিরুকে দেখিতে আসিবে, কিছু ভাল ফলমিষ্টি কিনিয়া আনিও।" নিজেরও কয়েকটি জিনিষ কিনিবার প্রয়োজন ছিল;—এক জোড়া জুতার ফরমাইস দিতে হইল। এই সব কাজে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়াই খপর পাইলেন—সাহেব আহারান্তে বাহির হইয়াছেন; ফিরিবার সময়ের কথা চাকর-বাকরেরা জানে না। বিরক্ত হইয়া ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করিলেন—"আজও তবে হয় ত যাওয়া হইল না। অথবা না যাইতে দিবারই ইচ্ছা কন্দি! আচ্ছা, অতঃ ত!"

উপরে উঠিতে আজ আর দ্বারবান্ বা বেহারা কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হইল না। কল্য তাহারা শুনিয়াছে, ইনি কর্ত্রীর আত্মীয়, আর কেহ কেহ দেখিয়াওছে যে, কর্ত্রী নিজে বসিয়া কত যত্নে ইহাকে খাওয়াইয়াছেন, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণামও করিয়াছেন। তাই বিনা দ্বিধায় তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। সিঁড়ির মাথায় অণিমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। পায়ের শব্দ পাইয়াই, বোধ হয়, সে ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, অণিমা একখানি মেঘলা-রং ঢাকাই সাড়ী ও সেই রংয়েরই একটী ব্লাউস পরিয়াছে; দুই-চারিখানি অলঙ্কারও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ একটুখানি সুপ্রতভাবে বলিলেন, "আদিত্যবাবু বেরিয়ে গেছেন, দেখা হ'লো না। বড় মুস্কিলেই পড়া গেল ত। তোমার বাবার কি হবে বলো ত? অনুমতি পেয়েছ না কি? যাবে তা হ'লে সত্যি সত্যিই?" অণিমা আঁচলের চাবি খুলিয়া রাখিয়া সোনার সেফ্‌টীপিন আঁটিতে আঁটিতে মুখ নীচু করিয়া দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "ওর পাচ্ছেন্ বুঝি, মুখুজ্জে-ম'শাই!—ভাবছেন্, বোঝাটা ঘাড়ে পড়েই যায় বা?" ব্রজেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখভার করিয়া কহিলেন "অমি প্রেয়ম্বদে! যদি অভয় দাও ত' বলি, এ বুড় ঘাড়ে বোঝা বইতে চাইলেই কি বোঝা এ ঘাড়ে থাক্‌তে রাজী হবে? না, তামাসা থাক্। তুমি ত' তৈরী দেখ্‌ছি। ব্যাঙ্কেলটা বুঝি আধঘণ্টা দেরী কর্‌তে পারে না? তা হ'লে যাবার কি-রকম হবে বল দেখি?" "কেন সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠব—আমার সব গুছনই আছে। চলুন না।" বলিয়া অণিমা অগ্রসর হইল দেখিয়া, ব্রজেন্দ্রনাথ আদিত্যনাথের সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়ার জন্য নিজ-মনঃক্ষোভের সংবাদ পুনরায় মৃদুস্বরে প্রকাশ করিতে করিতে তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

৫

ঘর অন্ধকার। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আদিত্য ডাকিল, "অণি!" ঝি আলো জ্বালিয়া দিলে আদিত্য বলিল, "এরা গেল কোথায়?" ঝি বলিল, "মা, সেই লম্বা ছেন সুন্দর বাবুটীর সঙ্গে দুপুরবেলাই চলে গেছে।" আদিত্য বিস্মিতভাবে কহিল, "কার সঙ্গে!—

কোথায় গেছেন্?" চাঁপা ঝি বুদ্ধি খাটাইয়া বাবুকে নিশ্চিন্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "সেই যে বাবুটী আসে,—হেসে হেসে কথা কয়,—মস্ত জোয়ান মানুষ, তেনার বাড়ীতেই গেছে, বোধ করি?" আদিত্য বিরক্তি-ভরে কহিল, "সঙ্গে কে গেল? কখন্ ফির্‌বে ব'লে গেছে?" চাঁপা বাবুর ভ্রূকুটীপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া ভীত হইয়াছিল। সে ভয়ে ভয়ে কহিল,—"তা ত' কিছু বলে নি বাবু! আমি বুদ্ধুলুম্, আমায় যেতে হবে কি না?—মা বল্লে, 'না চাঁপা, তুই থাক্, বাড়ীঘর রইল। ঐ টেবুলের উপর কি চিঠি আর চাবী রেখে গেছে আপনার তরে।" কুঞ্চিত ললাটে ঊর্দ্ধমুখে আদিত্য ভাবিতে লাগিল—"কে সে লম্বা, জোয়ান ভদ্রলোক!—তাঁহাকে না জানাইয়াই তাঁহার অণি স্বেচ্ছায় যাঁহার সহিত স্বাধীনভাবে চলিয়া যাইতে পারে? তাঁহার বা অণিমার কোন আত্মীয় হইবেন্ কি? কে সে আত্মীয়টী? দাসী বলিয়াছে, যে বাবুটী আসেন্। তবে নূতন কেহ নয়। কিন্তু কে আসেন্? কোন পরিচিত এমন পরমাত্মীয়ের সংবাদ ত' কই স্মরণ হয় না! কিন্তু অণিমা চিঠি রাখিয়া গিয়াছে, না? চিঠিতে সে সব কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে; না বলিয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই তাহাকে ক্ষমা করিবার কথাও লিখিয়াছে। আদিত্য ভাবিয়া দেখিল, ক্ষমা ত করিতেই হইবে, কিন্তু সহজে নয়। এ কি অন্যায় কথা! ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানি তুলিয়া লইলেও তখনি পাঠ করিল না। খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অন্ধকারের পানে চাহিয়া কিছুক্ষণ সে অণিমার আচরণের বিষয় ভাবিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল,—অণিমার এতখানি স্বেচ্ছাচারিতা অনুচিত; এজন্য সহজে তাহাকে ক্ষমা করা যায় না। সে যেমন না বলিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিয়া গিয়াছে, আদিত্য তেমনি কোন সংবাদ না লইয়া অবহেলা দেখাইয়াই তাহাকে জব্দ করিবে। কিন্তু মিনিট দুই পরেই আদিত্য-নাথকে সংকল্প বদল করিতে হইল। সে ভাবিয়া দেখিল,—অণিমাকে ক্ষমা করাই ভাল। ছেলেমানুষ না বুঝিয়া একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার কি আর মাপ নাই! বিশেষতঃ, সে যেরূপ অভিমানিনী, আদিত্যের কৃত্রিম অনাদর-প্রকাশে হয়ত কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা খরাইয়া জ্বর করিয়া বসিবে! কাজ নাই, মাপ করাই ভাল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহার অন্যায়ের জন্য একটু কড়া ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে অণিমার ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইয়া গেলে, আদিত্যনাথ অণিমার চিঠিখানি আলোর কাছে খুলিয়া মেলিয়া ধরিল। চিঠির সঙ্গে আর একখানি কাগজ ছিল, তাহাতে এই কয় লাইন লেখা—

"ভালবাসা আমুর বিকার, মনোবৃত্তির ক্ষণিক স্ফুরণ; সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় সহজেই ইহা আরোগ্য-লাভ করে। ভালবাসা গুণবিশেষ। সমঘ-রৌদ্র ভালবাসারূপ রেসমী-সাড়ীর বর্ণ বিবর্ণ করিয়া তুলে।" এই মন্তব্যটুকুর সহিত আর একখানি কাগজে কোন সম্বোধন না করিয়া পত্রের মত লাইন কয়েক লেখা। তাহা এই—

আমি চলিলাম। আশা করি, বাড়ীতে

ও সঙ্গে স্ত্রী না থাকায় তুমিও আজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তোমার পশ্চিম ভ্রমণ সুখকর হউক্। মস্তিষ্ক শীতল রাখা ও মনের শান্তিবিধানের কোন অন্তরায় বর্ত্তমান রহিল না। ভালবাসার সম্বন্ধে তোমার প্রাকৃতিক জ্ঞান উন্নত। তোমার কাছে এ-সকল উচ্চ বিষয়ে আলোচনার অযোগ্য, তাই যাহার নিকট যথার্থ ভালবাসা পাইয়াছি ও যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার সহিত চলিলাম্। নিতান্ত আবশ্যক দুই-একখানি কাপড়-গহনা ছাড়া সমস্তই যথাস্থানে রহিল। তোমার চেক্ বাইবার ট্রাঙ্কও গুছাইয়া রাখিলাম। প্রণাম গ্রহণ করিবে। বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভাল বাসতুম্ উপন্যাসের ; নায়িকা যা ঔপন্যাসিকের মত নয়।

—অণিমা—

চিঠি পড়িয়া আদিত্যকে অবলম্বনের জন্য জোর করিয়া টেবিলের উপর হাত রাখিতে হইল। তাহার পা কাঁপিতেছিল। ললাটতলে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। দেহমন এমনি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল যে, মনে হইল, এখনি বুঝি সে সংজ্ঞা হারাইবে। ঘর ও ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র, সমস্তই বোধ্ হইল যেন ঘুরিতেছে। আর সেই ঘূর্ণ্যমান গৃহের মধ্যে অণিমার হাতের লেখা অক্ষরগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি-গ্রহণে অর্থহীন শব্দযোজনা করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার চোখের উপর নর্ত্তন-করিতেছিল। সে হাত দিয়া কপাল চাপিয়া নিজেকে স-সংজ্ঞ রাখিবার চেষ্টা করিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যে কখন্ রাত্রি আসিল এবং রাত্রিটাও যে কি-ভাবে কাটিয়া গেল, আদিত্য তাহার খবর দিতে পারে না। দাসী-চাকর আহারের কথা বলিতে গিয়া ধমক খাইয়া চলিয়া আসিয়াছে। শরীর-মনের ক্লান্তিনাশক ঔষধ আসিলে বোতল খালি হইয়া গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ফাটিয়া যাইতেছিল, নেশা হইল না। রাত্রির মধ্যে একবারও সে বিছানা স্পর্শ করিল নাই। টেবিলে মাথা রাখিয়া চেয়ারে বসিয়াই তাহার প্রায় রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। আদিত্য ভাবিতেছিল,—অণিমা চলিয়া গিয়াছে! সে যাহাকে ভালবাসে, যাহার কাছে ভালবাসা পাইয়াছে,—তাহার সহিতই চলিয়া গিয়াছে! কে সে? কে তাহাকে ভালবাসে? তাহার স্ত্রীকে—তাহার অণিকে, তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে শুধু ভালবাসার অধিকারে টানিয়া লইতে পারে—কে সে এমন পুরুষ? অণিমার পিতার টেলিগ্রাম সে পুরুদিন পাইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"সিমলায় ভয়ানক নিমোনিয়া হইতেছে,—এখন তাহাদের না যাওয়াই ভাল!" তবে? তবে কাহার সহিত সে চলিয়া গেল? সুন্দর হেন যুবা পুরুষ, আদিত্য কাহাকেও মনে করিতে পারিল না। টেবিলের উপর রাশীকৃত হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি, তাহার অধিকাংশ পৃষ্ঠাই ভালবাসার মোহন-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। এগুলি আদিত্যনাথের নিজের রচনা। সেল্‌ফের উপর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধান উপন্যাসগুলিতেও ভালবাসার হা হুতোস্মি ভরা। লেখক আদিত্যনাথ। আর ঐ যে "মৃগতৃষ্ণা" যাহার প্রশংসায় আদিত্যের গথে বাহির হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে!—ইহাও যে সেই ভালবাসারই গান! কাগজের উপর কালীর আঁচড়, কবির কল্পনা, মোহের বিকার,

সত্যই কি তাই ? তবে এত ভালবাসার গান সে গাহিয়াছিল কি করিয়া ? আদিত্যের চোখ্ দিয়া জল পড়িতেছিল। তাহার মনে পড়িল, ঐ 'মৃগতৃষ্ণিকা' প্রুফ দেখা ও রচনার জন্য প্রায় মাসখানেক হইল অণিমার সহিত একটা ভাল করিয়া কথাও সে করে নাই। কত রাত্রি পর্য্যন্ত ঢাকা-চাপা খাবারের পাশে বসিয়া অথবা কার্পেটের উপর মেঝের পড়িয়া ঘুমাইয়াই তাহার রাত কাটিয়াছে! আহারের বা শয়নের জন্য তাগিদ দিলে, অকারণে কত তৎর্সিত হইয়াছে। মনে পড়িল, কালও যে নিজের রান্না খাওয়াইবার জন্য কত বিনয়ে অনুনয়ে সে সাধ্যসাধনা করিয়াছিল। মনে মনে কখনও সে নিজেকে "পাষণ্ড" বলিতেছিল—কখনও অণিমাকে "পাপিষ্ঠা" বলিয়া গালি দিতেছিল। সে তাহাকে ভুলিতে চায়। জন্মের মত ভুলিতে চায়!—না সে তাহাকে হত্যা করিতে চায়! হতভাগা নারী স্বামীর হৃদয়ভরা প্রেমের এই প্রতিদান দিয়া গেলি? টেবিলের উপর অণিমার হাতের লেখা চিঠিখানি পড়িয়াছিল। আদিত্য তাহা অনেকবার পড়িয়াছে,—চোখের জলে তাহার অনেক জায়গা ভিজিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, —তবু সেই বহুবার পঠিত কাগজ-দুইখানি তুলিয়া লইয়া সে আবার পাঠ করিল— "বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমায় সমস্ত প্রাণ দিয়েই ভালবাসতুম্। উপন্যাসের নায়িকা বা ঔপন্যাসিকের মত নয়।" হায়! আদিত্য ত কখনও স্ত্রীর ভালবাসায় সন্দিহান হয় নাই। পূর্ণ বিশ্বাসেই যে সে ভালবাসা গ্রহণ করিয়াছে;—সেই ভালবাসারই বলেই বলীয়ান্ হইয়া সে যে জগৎকে ভালবাসার রাগিণী শুনাইতেছিল। অণিমা আজ দুই পা দিয়া তাহার সুরবাঁধা বেহালার তার মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে! আদিত্যের মনে হইল, এতদিন সে বৃথাই ভালবাসার গান গাহিয়া আসিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে সন্দেহ, ক্রোধ ও ঈর্ষায় সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছিল। ঘরের মেঝের রাশীকৃত কাগজপত্র ছড়াইয়া, সমস্ত জিনিসপত্র ওলোট-পালট করিয়া সমস্ত দিন সে ঘরের ভিতর পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাবর ও ঔরঙ্গজেব অযোধ্যা-ধ্বংস করেন্। মুসলমানগণ এখানে তাহাদিগের রাজধানী করিলে হিন্দুদিগের তীর্থ-মাহাত্ম্য অত্যন্ত হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়। আকবর ও মহম্মদ সা অযোধ্যায় টাকশাল তৈয়ার করেন্।

অযোধ্যা মন্দিরে পরিপূর্ণ। ইহা যে কেবলমাত্র হিন্দুদিগের তীর্থস্থান, তাহা নহে। জৈনদিগেরও ইহা একটী তীর্থ। মুসলমান-দিগের অনেকগুলি মসজিদ ও সমাধি-স্থান এস্থানে দৃষ্ট হয়। মুসলমান-রাজত্বের সময় অযোধ্যায় হিন্দুদিগের কেবলমাত্র তিনটী তীর্থস্থান ছিল। সেগুলির নাম—জন্মস্থান,

স্বর্গদ্বার এবং ত্রেতাকা-ঠাকুর। জন্মস্থানটী রামকোটে অবস্থিত। এখানে রামচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫২৮ খৃঃ বাবর অযোধ্যায় সমাগত হইয়া উক্ত স্থানটী ভাঙ্গিয়া তদুপরি একটি মসজিদ তৈয়ার করেন্। তদবধি তাহা বাবরের মসজিদ নামে খ্যাত। মসজিদ-নির্ম্মাণ করিতে অবশ্য চূর্ণীকৃত পুরাতন হিন্দুমন্দিরের চূর্ণ সমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুসলমানেরা হিন্দুর তীর্থ কলঙ্কিত করিলে মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের ঘোরতর বিবাদ হয়, এমন কি রক্তপাতও হইয়া গিয়াছে।

১৮৫৩ খৃঃ মুসলমানগণ "জন্মস্থান" বল-পূর্ব্বক দখল করিয়া "হনুমান্‌গাড়ীর" উপর আক্রমণ করে। তাহারা হিন্দুদিগকে মন্দিরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত খেদাইয়া লইয়া যায় কিন্তু মুসলমান-পক্ষের অনেক লোক হত হওয়াতে হটিয়া আইসে। তখন হিন্দুরা তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক "জন্মস্থান" হস্তগত করে। জন্মস্থানের সন্নিকটে হিন্দু-মুসলমানে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে ৭৫ জন মুসলমান হত হয়। এইজন্য মুসলমানেরা স্থানটীকে "গঞ্জ-সাহিদান"-নামে অভিহিত করে। গঞ্জ-সাহিদানের অর্থ—ধর্ম্মরক্ষার্থ আত্মত্যাগ। নবাবের সৈন্য সংঘর্ষকালে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের উপর এমন কোন হুকুম ছিল না যে, তাহারা এ-বিষয়ে বাধা দেয়। ইহার অব্যবহিত কাল পরে লক্ষ্ণৌ-মেলার অন্তঃপাতী আমেঠী-নামক স্থানের আমীর আলি-নামক জনৈক মোসলমী সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া হনুমান্‌গাড়ী দখল করিবার প্রয়াসে অগ্রসর হয়; কিন্তু তাহার গতি বারাবান্‌কি-মেলাতেই রুদ্ধ করা হয়। তদবধি হিন্দু-মুসলমান একই ইমারতে স্ব স্ব পূজাদি করিত, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে মুসলমানগণ স্থানটীকে ঘিরিয়া লইয়াছে। তদবধি হিন্দুগণ বাহিরে একটী মঞ্চ গঠিত করিয়া পূজাদি করিয়া থাকে। এই মঞ্চে এক পর্ণকুটীর আছে; তাহাতে ভগবান্ দাশরথির মূর্ত্তি বিরাজিত। "স্বর্গদ্বারে" যে মন্দির ছিল, তাহাও মুসলমানগণ চূর্ণ করিয়াছেন্।

স্বর্গদ্বার-ঘাটে লোকে স্নান করে। ইহার সিঁড়িগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত। এই ঘাটটীকে রাজা দর্শন সিংহ নির্ম্মাণ করেন্। "ত্রেতাকা-ঠাকুর"-নামক স্থানে রামচন্দ্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার নিজের ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত করেন্। পঞ্জাবের কুলু-নামক স্থানের জনৈক রাজা দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানটী নির্ম্মিত করিয়া দেন এবং ইন্দোরের স্বর্গীয় রাজা হোলকারের স্ত্রী অহল্যাবাই ১৮৮৪ খৃঃ স্থানটীর উন্নতি সাধন করেন্। তিনি স্বীয় নামে আর একটী মন্দিরও নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব পূর্ব্বকথিত যে পুরাতন মূর্ত্তি নদীজলে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধার করিয়া নূতন ত্রেতাকা মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। দিবাভাগে মন্দিরটী রুদ্ধ থাকে। কেবল কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী, শুক্লপক্ষীয় সপ্তমী, রাম-নবমীর তিন চারি দিন রাত্রিতে এবং কার্ত্তিকী মেলায় মন্দিরটী উদ্ঘাটিত রাখা হয়। মন্দিরের পরিচালনার জন্য তিনটী গ্রাম আছে। তাহাদের আয় হইতে মন্দিরের খরচ চলিয়া থাকে।

অযোধ্যা বৈষ্ণবদিগের প্রধান স্থান।

মাহাত্ম্যে ইহা মথুরা ও হরিদ্বার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

অযোধ্যার মুখ্য তীর্থস্থানটী রামকোটে অবস্থিত। পুরাতন মন্দিরটী নাই, তথাপি এখানে অনেকগুলি সুবৃহৎ মন্দির আছে। ইহাদিগের মধ্যে যেটী বৃহৎ, তাহা হনুমান্-গাড়ী-নামে খ্যাত। এখানে বানরের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা হনুমান্দিগের গড় বলিয়াই মনে হয়। একটী উচ্চ স্থানের উপর হনুমান্-গড় অবস্থিত। পঞ্চাশ বা ষাট সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া হনুমানজীর দর্শন পাওয়া যায়। গাড়ীর মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাতেই হনুমান্জী থাকেন্। এই মূর্ত্তি বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন্। এখানে সন্ধ্যাকালে কণক-ঠাকুর রামকথা (রামায়ণ) শুনান্। শুনা যায় যে, প্রথমে এই "গাড়ী" গোঁসাইদিগের ছিল, পরে তাহা বৈরাগীদিগের হস্তগত হয়। অযোধ্যার সুবেদার সাদত আলি খাঁর আমল-দারীতে এই গাড়ীর সূত্রপাত হয় এবং ওয়াজিদ আলির সময়ে ইহা সুদৃঢ় হইয়াছিল। গাড়ীতে সহস্রাধিক বৈরাগীর বাস। ইহার নীচে গুহার ন্যায় অনেকগুলি ঘর আছে। উক্ত ঘরের ভেদ প্রধান-বৈরাগী ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। এই গাড়ীর ঠিক্ সম্মুখে স্বর্গীয় মহারাজ মানসিংহের ধর্ম্মপত্নী-দ্বারা নির্ম্মিত এক মন্দির আছে। মন্দিরটী রাজদ্বার-নামে খ্যাত। সৌন্দর্য্যে ইহা গাড়ীর তুল্য না হইলেও উচ্চতায় এবং চাকচিক্যে উহার কম নহে। ঢিবির উপর জন্মস্থান অবস্থিত। এইস্থানে রামচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন্। ইহার সন্নিকটে "কনক-ভবন"। উক্ত বাটীটী টিকমগড়ের রাণী-দ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত সীতাকা রসোই (সীতার রান্নাঘর), বড়া স্থান, রতন সিংহাসন, রঙ্গমহল, আনন্দ-ভবন, কৌশল্যা-ভবন বা জন্মভূমি, অমর দাস এবং অন্যান্য মন্দির ও তীর্থ অবস্থিত। রতন সিংহাসনটী রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের স্থান। আনন্দভবনে কৌশল্যার ক্রোড়ে রাম, কৈকেয়ীর ক্রোড়ে ভরত, সুমিত্রার ক্রোড়ে লক্ষ্মণ এবং দশরথের সমক্ষে লক্ষ্মণ দৃষ্ট হইয়া থাকেন্। এখানে বশিষ্ঠ ও কাক-ভুষণ্ডিরও মূর্ত্তি আছে।

হনুমান্-গড়ী হইতে মূল রাস্তাটী নদীর দিকে বামভাগে কূর্ম্ম ও শিশমহল মন্দির এবং দক্ষিণ ভাগে কৃষ্ণ, উমাদত্ত এবং তুলসীদাসের মন্দির পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার পশ্চিম ধারে নদীতটে স্নানের জন্য ঘাটরাজি ও তদুপরি মন্দির আছে। তন্মধ্যে মুখ্যগুলির নাম "স্বর্গদ্বার," 'জানকীতীর্থ," "নাগেশ্বর মহাদেব," "চক্রহরি," "লক্ষ্মণঘাট" (সহস্র ধারা) ও "লছমন কিলা" রাস্তার পশ্চিম দিকে অনেকগুলি মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সুগ্রীবকুণ্ড, ধর্ম্মহরি, মুজফরপুরের সুরসুর-নামক স্থানের রাণীর দ্বারা নির্ম্মিত মন্দির, মণিরাম ছাউনি ও অযোধ্যামহারাজের শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির উল্লেখযোগ্য।

মহারাজের রাজধানী এবং রাণীবাজার অতিক্রম করিয়া দক্ষিণে দর্শন-নগরের দিকে যাইলে একটি উচ্চ ঢিবি আমাদিগের দৃষ্টি পথের পথিক হয়। ইহা মণিপর্ব্বত নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, লক্ষ্মণ যখন শক্তিশেলে পতিত হন্, তখন হনুমান্ লঙ্কা হইতে হিমালয়ে ঔষধ আনিবার জন্য প্রেরিত

হ'ন্। হনুমান্ ঔষধ চিনিতে না পারিয়া সমগ্র পর্ব্বতটাই মস্তকে লইয়া প্রস্থান করেন্। শূন্যে গমন কালে পর্ব্বতটার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া অযোধ্যায় পতিত হয়। মণিপর্ব্বত তাহারই নিদর্শনমাত্র। রামকোটের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে দুইটী যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিবি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটি সুগ্রীবপর্ব্বত নামে খ্যাত।

অযোধ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৫টী তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে ৮৩টী অযোধ্যা সহরের ভিতর ও বাকীগুলি দক্ষিণদিকের সন্নিকটে অবস্থিত। পশ্চিমপ্রান্তে গুপ্তহরির মন্দির। ফয়জাবাদের ক্যান্টনমেণ্টে গুপ্তার পার্ক নামে একটী উদ্যান আছে। গুপ্তহরির মন্দির তাহারই মধ্যে অবস্থিত। ভাণ্ডারসার নিকট ভরতকুণ্ড, জলালুদ্দিন নগরে বিষ্ণুহরি এবং অন্যান্য কুণ্ড; যথা সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, বিভীষণকুণ্ড এবং নির্ম্মলিকুণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তীর্থগুলিও অযোধ্যার পরিক্রমার সীমানার অন্তর্গত।

অযোধ্যার অনেক মন্দিরের বৃত্তি আছে। সহরটীতে যে-সকল মেলা হয়, তন্মধ্যে চৈত্রমাসে রামনবমীই সর্ব্বপ্রধান। এই মেলাতে প্রায় চারিলক্ষ লোক সমবেত হয়। ইহার পরই শ্রাবণমাসের ঝুলা। ইহাতেও প্রায় তিনলক্ষ লোক একত্র হইয়া থাকে। কার্ত্তিক-মাসেও দুইটী মেলা হয়। তন্মধ্যে একটি পরিক্রমার মেলা ৯ই কার্ত্তিক ও অন্যটী কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলা। এই সময়ে প্রায় দুই লক্ষ লোক সর্য্যূর স্নান করিবার জন্য আগমন করে। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণ-মাসে লক্ষণঘাটে ও ভাদ্রমাসে বশিষ্ঠকুণ্ডে মেলা হয়। অবশ্য এ দুইটী ক্ষুদ্র মেলা। গোবিন্দ ঘাদশীর মেলাটীও বৃহৎ নহে। এতদ্ব্যতীত প্রতিমঙ্গলবারে লোকেরা হনুমান্-গাড়ীতে পূজা দিতে গমন করে।

অযোধ্যায় রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহা সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

অযোধ্যা হিন্দুর স্থান। সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবগণের সংখ্যাই এখানে অধিক। ইহা-দিগের মধ্যে বৈরাগীই বহুল সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। বৈরাগিগণ ৭টী আখাড়ায় বিভক্ত। ষোড়শবর্ষ বয়স না হইলে লোকে বৈরাগিদলভুক্ত হইতে পারে না। চেলাদিগের মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারাও অবস্থানানুসারে উর্দ্ধে উন্নীত হয়। প্রথম অবস্থার নাম "ছোরা"। এই অবস্থা তিন বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ে তাহাদিগকে নীচকার্য্যাদি, যথা বাসন-মাজা, কাষ্ঠবহন ইত্যাদি করিতে হয়। দ্বিতীয়াবস্থাও তিন বৎসর থাকে। এই সময়ে চেলারা "বাব্দাগিদড়"-নামে খ্যাত হয়। বিশেষ বিশেষ বাসন-পরিষ্কার, রন্ধন ও পূজা তাহাদিগের নিত্য কর্ম্ম। ইহার পরেই তৃতীয়াবস্থা। ইহাও তিন বৎসর থাকে। এই সময়ে চেলারা "হরদাঙ্গা"-নামে খ্যাত। দেবতার ভোগ দেওয়া, অন্যান্য চেলাগণকে আহার-বণ্টন করা, পূজাদি-নির্ব্বাহ করা ও মন্দিরের ধ্বজাদি-বহন করা তাহাদিগের কর্ম্ম। দশম বৎসরে চেলারা চতুর্থ অবস্থায় প্রবেশ করে। এই সময়ে তাহারা "নাঙ্গা"-নামে খ্যাত হয়। এই কালে তাহারা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সকল-তীর্থ পর্য্যটন করে এবং ভিক্ষান্ন-দ্বারা স্বীয় উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। তীর্থভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহারা পঞ্চম অবস্থায়

উন্নীত হয়। এই সময়ে তাহারা "অতীত" আখ্যা পাইয়া থাকে। এই অবস্থাটি তাহাদিগের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। এই পূজাদি ব্যতীত তাহারা অন্য কর্ম্ম করে না এবং আহারাদি পাইয়া থাকে।

কোন উৎসবে সন্ন্যাসিদল বহির্গত হইলে তাহারা ক্রমানুসারে সাতটী শ্রেণীতে গমন করে। সর্ব্বপ্রথমে দিগম্বরী, পরে দক্ষিণে নির্ব্বাণী ও বামে নির্ম্মোহী থাকে। নির্ব্বাণীর পশ্চাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে দক্ষিণদিকে খাকী ও বাম দিকে নিরালম্বী অবস্থান করে। নির্ম্মোহীর পর সন্তোষী ও মহানির্ব্বাণিগণ উক্ত নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে, সমক্ষে ও পক্ষে একটু করিয়া স্থান খালি থাকে। দিগম্বরিগণ নগ্ন। ইহাদিগের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলরাম দাস। ইনি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অযোধ্যায় সমাগত হইয়া একটী মন্দির-নির্ম্মাণ করেন। দিগম্বরীদিগের সংখ্যা অত্যন্ত কম কিন্তু তথাপি তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। গোরখপুর, পুরাইনা, কাসুপুর ও তাণ্ডায় ইহাদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে। নির্ব্বাণীদিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা হনুমানগড়ীতে বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা অযোধ্যায় বাস করে, তাহাদিগের সংখ্যা ২৫০ জন। ইহারা আহার পাইয়া থাকে। নির্ব্বাণিগণ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—হরিদ্বারী, বসন্তীয়া, উজ্জৈনীয়া এবং সাগরীয়া। ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটী মোহান্ত আছে; কিন্তু উক্ত চারি বিভাগের উপরও একজন প্রধান মোহান্ত দৃষ্ট হয়। ইনিই গদির মালিক। নির্ব্বাণিগণ খুবই সমৃদ্ধ। কয়জাবাদ, গোণ্ডা, বস্তি, প্রতাপগড় ও সজ্জানপুরে ইহাদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের সুদী-কারবার আছে। সুতরাং লাভও বিলক্ষণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত তীর্থকামী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে পূজা-স্বরূপ ইহারা যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাও কোন অংশে কম নহে।

নির্ম্মোহীদিগের প্রতিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ দাস। ইহার নিবাস জয়পুরে। পূর্ব্বে নির্ম্মোহিগণ রামকোটের "জন্মস্থানে" বাস করিত, কিন্তু মুসলমানগণ রামকোট ধ্বংস করা অবধি তাহারা রামঘাটে আসিয়া আছে। এখানে আসার পর গদি লইয়া তাহাদিগের দলে একটা বিরোধ হয়। সুতরাং, তাহাদিগের একদল রামঘাট পরিত্যাগ করিয়া গুপ্তার ঘাটে আসিয়া বাস করে। বস্তি, মনকাপুর এবং খুর্দাবাদে গুপ্তার ঘাটের নির্ম্মোহীদিগের ব্রহ্মোত্তর জমি আছে, কিন্তু তাহা যাত্রীদিগের পূজার উপর নির্ভর করে। নবাব সুজাউদ্দৌলার সময় খাকীর দল অযোধ্যায় সমাগত হয়। এই দলের স্থাপয়িতার নাম দয়ারাম। ইহার নিবাস চিত্রকূট। ইনি চারি বিঘা জমি প্রাপ্ত হন এবং তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহাদিগের সংখ্যা ১৮০ জন, তন্মধ্যে ৫০ জন অযোধ্যায় বাস করে বাকী ঘুরিয়া বেড়ায়। বস্তি ও গোণ্ডায় খাকীদিগের জমিদারী আছে। নিরালম্বিদলের প্রতিষ্ঠাতার নাম বীরমল দাস। ইহার নিবাস কোটা। অযোধ্যায় আসিয়া ইনি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নরসিং-দাস নামক তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী

দর্শনসিংহের মন্দিরের সন্নিকটে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর দল অতিক্ষুদ্র এবং তাহাদিগের কোনও বৃত্তি নাই; সুতরাং তাহারা অত্যন্ত গরীব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণভাবিনীর পতির স্বদেশাগমন।

পতি-বিরহিণী কৃষ্ণভাবিনী শাশুড়ীর মৃত্যুতে সংসার আরও শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। এমন বৃহৎ পরিবারের, এমন ধনীর সংসারের বধূ হইয়াও ভাবিনী নিরালস্য-ভাবে সমস্ত দিনই গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া অধিক রাত্রিতে যখন শয়নগৃহে আসিতেন, তখনই পত্রাদি-লেখার অবসর পাইতেন। আমি ভাবিনীর পত্রে তারিখ ও সময় যাহা লেখা থাকিত, সে সময় জানিয়া অবাক্ হইতাম। তত রাত্রিতে কস্মিন্‌কালে আমার লেখাপড়ায় প্রবৃত্তি হয় না। কোনও পত্রে লেখা—"রাত্রি ১১টা" কোনওটীতে ১২টা বা ১টা। মনে মনে ভাবিতাম, আহা বেচারা স্বামীকে যে-দিন পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হয়, সেদিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যায় বুঝি! এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, যখন শুনিলাম কৃষ্ণভাবিনীর স্বামী দেবেন্দ্রনাথ এইবার পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিবেন, তখন আমার আনন্দের সীমা রহিল না। একদিন বসন্তকুমারীর পত্রে দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশাগমন, তাহাদের আনন্দ-মিলন, পরিবারস্থ সকল ভ্রাতা, ভগ্নী ও বধূগণের আনন্দোৎসব-বিবরণ তিন চারি পৃষ্ঠা আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ সংবাদ পাইয়া প্রাণ উল্লসিত হইল। তাহার পর যখন কৃষ্ণভাবিনীর সনম্র হীরহস্তের একখানি পত্র পাইলাম, তখন অন্তরে কিরূপ আনন্দ-তরঙ্গ উঠিল বলিতে পারি না। কিন্তু হায়! কোনদিনই সংসার কৃষ্ণভাবিনীর অনুকূল নয়! এ সুখের দিনেও তাঁহার প্রাণে সম্পূর্ণ সুখ-শান্তি আসিল না। কারণ, গৃহে আসিয়াও দেবেন্দ্রনাথ গৃহ পাইলেন না। তখন দেবেন্দ্রের স্নেহময়ী জননীর কাল হওয়ায় মাতৃকক্ষ শূন্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বিলাত-প্রত্যাগত পুত্রকে পিতা নিজগৃহে স্থান দিতে অসম্মত হওয়ায় সেই মাতৃশোক দেবেন্দ্রনাথের শত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। দেবেন্দ্রনাথ সরকারী চাকরীর কখনই পক্ষপাতী ছিলেন্ না। দেশের লোকও এমন কৃতবিদ্য মনীষি-ব্যক্তির সম্মান আদর জানিল না। মনোভঙ্গ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ যখন পত্নীসহ স্বতন্ত্র বাসায় আসিলেন, শ্রীনাথ দাস আদরিণী পৌত্রীকে তাহার মাতা পিতার নিকট দিলেন না। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কৃষ্ণভাবিনী যে কিরূপ অধিকতর ব্যথিত হইলেন, তাহা সন্তানবতী রমণীমাত্রই বুঝিবেন। অভিমানী দেবেন্দ্রনাথ অভিমান-ভরে পিতার আর এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না। দূরে থাকিয়া ছোটদিদির মুখে ও বসন্তকুমারী ও সেজবধূর পত্রে সকল সংবাদ জানিয়া মনে ক্লেশ

পাইলাম। ছোটদিদির সঙ্গে দেখা হইলে, দুইজনে ঐকথা কহিয়াই কেবল মনের ক্ষোভ-নিবৃত্তি করিতাম। তিনি আমার কাছে এ-দুঃখের কথা কহিয়াও স্বস্তি বোধ করিতেন ও তাঁহার ননদ্‌র জন্য দুঃখ-প্রকাশ করিতেন। ছোটদিদি ও তাঁহার স্বামী চিরদিন দেবেন্দ্রনাথ ও মধ্যম জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ও ভাগনেয়ী স্বর্ণলতাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন্। ইহারাও মাতুলানী মাতুলকে ততোধিক ভক্তি করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের সবিশেষ পক্ষপাতী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ দেবেন্দ্রের অবস্থা-দর্শনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু পিতার উপর কথা কহিবার ত কাহারও সাহস নাই। এইরূপে দুই চারি মাস গত হইলে, কলিকাতা-নগরীর মধ্যে বাস করিয়া স্বগৃহ ও পিতৃ-সন্নিকটে এত পর হইয়া থাকা এবং এরূপ অত্যন্ত ধনীর পুত্রের এইরূপে সামান্যভাবে বাস তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দূরান্তরে যাইবার সংকল্পেই বাধ্য করাইল। সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী ছায়ার ন্যায় স্বীয় স্বামীর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার মতেই মত দিয়া আসিতেছিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন, স্বামী পুনরায় বিলাত যাইতে ইচ্ছুক, তখন বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া চিন্তাকুল হইলেন। দীর্ঘ ছয় বৎসর যে প্রিয়তম পতি হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জীবন দুর্বহ হইয়াছিল, তাঁহাকে আবার দূরেই বা প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে পারেন কিরূপে। আবার একমাত্র কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া বিধবা জননীর কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া এত আত্মীয়স্বজনের প্রাণের মমতায় বিসর্জন দিয়া পতি-সমভিব্যাহারিণী হইয়া অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত-জনমণ্ডলীর বিজাতীয় আচরণের মধ্যে প্রবেশ করা কি দুরূহ ব্যাপার! অনেক চিন্তার পর পতি-প্রাণা কৃষ্ণভাবিনীর স্বামীর মুলাই সকলের অপেক্ষা অধিক ও স্বামীর প্রতি কর্তব্য-পালনই স্ত্রীর সর্বপ্রথম কর্তব্য, ইহা স্থির হওয়ায় তিনি অপত্য-স্নেহ মাতৃস্নেহ,—সকল দূরে রাখিয়া, নিজের বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ-সংগ্রহান্তর পতিব্রতের অনুসারিণী হইয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন।

যে-দিন এই সংবাদ ছোটদিদির মুখে পাইলাম, কত যে ক্লেশ পাইলাম মনে, তাহা বলিতে পারি না। প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণভাবিনী দেশ ছাড়িয়া গেলেন, আমায় একবার জানাইলেন না, এই প্রথম দুঃখ। তার পরে মনে হইল, তিনি আর বুঝি দেশে ফিরিয়া আসিবেন্ না, আর কখন তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। এই ভাবিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে এতাবৎকাল কৃষ্ণভাবিনী যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বাহির করিয়া পড়িতে বসিলাম; মনোযোগ দিয়া দেখিয়াও কোথাও তাঁহার যাইবার অভিপ্রায় খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুদিন পরে যখন শুনিলাম, আমার ভাগিনেয়দ্বয় শিক্ষার্থ বিলাত-যাত্রা করিতেছে, তখন সেই সুযোগে তাহাদের নিকট কৃষ্ণভাবিনীর জন্য আমার মর্মব্যথাপূর্ণ একটী কবিতা দিয়া কৃষ্ণভাবিনীর সহিত দেখা করিতে বলিয়া যেন আমার প্রাণে অনেক আরাম বোধ হইল। ইহার পর আমার যে কোন আত্মীয় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসে, তাহাকেই কৃষ্ণভাবিনীর ও তাঁহার স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সবিশেষ সংবাদ কিছুই না পাইয়া হতাশ হই। একবার

বিলাত-প্রত্যাগত কোনও আত্মীয়ের মুখে শুনিলাম, "দেবেন্দ্রনাথ বড়ই স্বাধীনচেতা; সেখানেও সামান্য চাকরী লইতে ইচ্ছুক নয়। এজন্য সেই শীতের দেশে দুইজনকে অতি-ক্লেশেই দিনপাত করিতে হয়। তাঁহারা এখন অতিশয়ভাবে অবস্থিতি করেন বলিয়া আমি সাক্ষাতের সুবিধা পাই নাই।" এই সকল শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল; কৃষ্ণভাবিনীর উপর কিছু রাগও হইল। কেন সে এত অতুল ঐশ্বর্য্য ফেলিয়া কষ্ট করিতে চলিয়া গেল! আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কহিলেন, মা, সে সতী লক্ষ্মী, স্বামীর কাছে আছে, তাতে আর দুঃখ কি! এতো ভাগ্যের কথা।" এই কথায় মনে হইল, সত্যিই ত এও তাঁর সৌভাগ্য বৈ কি! এতদিন ত এই রত্ন ছাড়া হইয়া কৃষ্ণভাবিনী অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও প্রাণে কোনও সুখ উপলব্ধি করেন নাই। কত দুঃখময় কবিতা, কত মর্ম্মোক্তিপূর্ণ তাহার পত্র-সকল আমার কাছে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ দিতেছে! ভাবিলাম, সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী পতিব্রতের যথার্থ মূল্যই বুঝিয়াছেন! যিনি স্বামীকে দেখিয়া, স্বামীর সেবা করিয়া অন্য সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া সহস্র অসুবিধা ও ক্লেশকে আনন্দে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন, তাঁহার মত নারী-রত্ন দুর্লভ। তখন কৃষ্ণভাবিনীর প্রকৃত মূল্য আমার নিকট বোধগম্য হওয়ায়, অতঃপরে সেই বয়ঃকনিষ্ঠাকেও আমার প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইল। মনে মনে মঙ্গলময়কে স্মরণ করিয়া ও তাঁহার কল্যাণ-কামনা করিয়া প্রাণে শান্তি পাইলাম।

ভারতে পুনরাগমন।

কৃষ্ণভাবিনীর সহোদরাসম ভ্রাতৃগণও আমাকে পত্রাদি লিখিতেন। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা জ্ঞানদা, মার্জ্জিতবুদ্ধি ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার পত্রে কখন কখন কৃষ্ণভাবিনীর কিছু কিছু সংবাদ পাইব, আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি লিখিলেন, "তাঁহারা এখানে আর কোন সংবাদই দেন্ না। ঠাকুরপো দেশের মায়া কাটাইয়াই ইংলণ্ডে এবার গিয়াছেন।" তখন কৃষ্ণভাবিনীর সংবাদের আশায় একেবারেই হতাশ হইলাম। কিন্তু ছোটদিদি যেন কোন দিন বলিয়া থাকিবেন যে, "মেজ ভাইকে কখন কখন পত্রাদি লেখে দেবেন।" ইহার ৪৫ বৎসর পরে একদিন জ্ঞানদা একখানি পত্রে আমাকে লিখিলেন, "এতদিন পরে ঠাকুর-পো তোমার ভাবিনীকে পাকা মেমসাহেব সাজাইয়া দেশে লইয়া আসিয়াছেন।" যে-সময় পত্র পাইলাম সে বড় দুঃসময় আমার। মনের উচ্ছ্বাস-ভরে আমার এই অল্প বিদ্যায় কবিতা লিখিয়া জ্ঞানদাকে জানাইলাম, ভাবিনীর স্বদেশাগমনে কত আনন্দলাভ করিয়াছি! সে-কবিতা দেখিলে আধুনিক কবি রমণীগণ হাসিবেন। কোন কবি বাঙ্গালীর মেয়ের অল্প বিদ্যার লেখার ঘুম দেখিয়া লিখিয়াছেন, "পাততেড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ, কল্যপাতে মা এগোতে গ্রহ দেখা, সাধ!" যা হোক্, বন্ধু জ্ঞানদা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ৪ পৃষ্ঠা পুরিয়া পত্রোত্তর দিলেন। অল্প বয়সে সে একদিন গিয়াছে, মনে হইলে, এই অবসাদগ্রস্ত জীবনের সন্ধ্যাকালও আনন্দালোকে উজ্জ্বল হয়।

তাহার পর যখন ভাবিনীর বাসস্থানের ঠিকানা পাইলাম, তখন একবার তাহাকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হওয়াতে আমার স্বামী বাল্য-সমপাঠী দেবেন্দ্রনাথ-সন্নিধানে গমন করিয়া দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া আসিলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের সুদিন দেখা দিয়াছে। তিনি কলিকাতা-মহানগরীতে সুবৃৎ বিদ্যালয়-স্থাপন-পূর্ব্বক স্বকৃত নব নিয়মানুসারে, সুশৃঙ্খলায় সস্ত্রীক অহর্নিশ পরিশ্রমে মহাপ্রশংসার সহিত ফল লাভ করিয়া, ছাত্রবৃন্দকে উচ্চশিক্ষা দান করিতেছেন্ ও নগরীস্থ জনগণের অশেষ শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন-যাপন করিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি পুত্র-কন্যা লইয়া গমন করিলে ভাবিনী অতিশয় আদরের সহিত আমাদিগকে আহ্বান করিয়া লইলেন। বহুদিনের পর মিলনের যে সুখ, তাহা যথার্থই অনুভব করিলাম। ভাবিনী আমাকে তাঁহার স্বামীর সহিত পরিচিত করিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমাদের মত অবরুদ্ধা অশিক্ষিতা বঙ্গ-রমণীর পক্ষে তাহা অতিশয় অশোভন মনে করিয়া তাহাতে অসম্মত হইলাম। সেই কারণে দুইটী রত্ন একত্রে দেখা আর ভাগ্যে ঘটিল না।

যে সময়টুকু আমি কৃষ্ণভাবিনী-দর্শন-সুখে অতিবাহিত করিলাম, সেই সময়ের মধ্যেই ভাবিনী কথা কহিতে কহিতে, যে সময়ের যে কাজ, সকলই ত্বরিত হস্তে মনো-যোগের সহিত নিষ্পন্ন করিলেন ও তাহারই মধ্যে দুইবার স্বামীর কি প্রয়োজন জানিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহাদের আর্থিক ক্লেশ ছিল না এবং ভৃত্যবর্গের অবস্থিতি সত্ত্বেও তাঁহাকে স্বামীর কার্য্যগুলি সমস্তই নিজহস্তে করিতে ইচ্ছুক, দেখিলাম। সময়ের সদ্-ব্যবহারে ভাবিনীকে কত তৎপর দেখিলাম! যেন কলের পুতুলের মত দ্রুতপদে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছেন! দেখিলাম, শিক্ষিত সভ্যদেশে গমন করিয়া ও সেস্থানের সুনিয়ম-প্রণালীদর্শনে জ্ঞান-শিক্ষায় কৃষ্ণভাবিনী ইওরোপের লোকদের গুণগুলিই গ্রহণ করিয়া দোষগুলি সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছেন। এমন আমি কখনও কাহাতে কোনও দিন দেখি নাই। আমার পরিচিত আত্মীয় এ পর্য্যন্ত অনেক রমণীকে বিলাত-প্রত্যাগতা দেখিলাম, কিন্তু এরূপ আড়ম্বরপরিশূন্য আর কাহাকেও দেখি নাই। ইহাতে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও আনন্দিত হইলাম। সুদীর্ঘকাল বিলাতে থাকিয়াও যে ভাবিনীর পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহাতে অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমাদের জন্য ভাবিনী নিজে স্বামীর সহিত নিউ মার্কেট হইতে নানাবিধ ফলমূলাদি কিনিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া ভাবিলাম, পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীকে এইবার পরিবর্ত্তনের মধ্যে পাইলাম; অবাক্ হইয়া গেলাম। বহুপূর্ব্বে একসময় যখন ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উৎসব-উপলক্ষে গিয়া গাড়ীর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, মনে আছে তখন কৃষ্ণভাবিনী বলিয়াছিলেন, "এমন অনাবৃত স্থানে ১০ মিনিট কাল দাঁড়ান আমার বয়সে এপর্য্যন্ত হয় নাই।" এই বলিয়া অভ্যাস-বশতঃ তিনি নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ভাবিনীরই এখন সে পূর্ব্বাভ্যাস অতিক্রম করিয়া নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে স্বামী সহ প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ

করিতে কিছুমাত্র বিধা নাই! শিক্ষা রমণীহৃদয়কে যে প্রশারিত করে, চক্ষুর্লজ্জা মানাভিমান যে দূরে পলায়ন করে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। স্পষ্টই বুঝিলাম, শিক্ষার অন্তর্নিহিত বিবেকশক্তি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, সঙ্গত অসঙ্গত কার্য্যের বিচার-শক্তিকে স্বতঃই সাহায্য করে, এইজন্যই শিক্ষার এত আবশ্যকতা। অবশ্য স্বভাব মানুষের সর্ব্বোপরি। কাহারও কাহারও স্বভাব শিক্ষাতেও মার্জ্জিত বা সংশোধিত হয় না; পরন্তু কাপট্যের অনুশীলনা ও অহঙ্কারের মাত্রাই অধিক হয়। তাই বলিয়া তাহা ত সকলের নয় ও ইহা হওয়াও আশা করা যায় না।

কৃষ্ণভাবিনীর সেই একমাত্র কন্যা, যাহাকে শ্রীনাথবাবু মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্নেহবশতঃ নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, সে কন্যা ব্যতীত কৃষ্ণভাবিনীর আর সন্তানাদি হয় নাই। শ্রীনাথ-বাবু তাহাকে (তিলোত্তমাকে) আবার অপরিণত-বয়সে এক অসচ্চরিত্র ধনিপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া সকল আশা ভস্মাচ্ছাদিত করিয়াছেন। ইহাতে ভাবিনী যে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা তাহার সেই সংক্ষেপোচ্চারিত বাক্যে স্পষ্ট বুঝিলাম। যখন আমি বলিলাম, 'এতদিন পরে যে তুমি সুখী হইয়াছ দেখিলাম, ইহাই আমার পরমার্থ', তখন ভাবিনী সজল নেত্রে উত্তর দিলেন—"মানুষ সম্পূর্ণ সুখী কখন কি হয়? এক-মাত্র কন্যা, সে জন্ম-দুঃখিনী হইল! একমাত্র সহোদর ভ্রাতা সংসার শূন্য করিয়া অকালে লোকান্তরিত হইলেন!" সে ব্যথিত অন্তরের গভীর শ্বাস, বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া ব্যথিত চিত্তেই বিদায় লইয়া আসিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, বিধাতা কি এ ননীর পুতলীকে সংসার-সুখের জন্য সৃষ্টি করেন্ নাই!

সে-দিন কৃষ্ণভাবিনীর নিকট বিদায় লইয়া ভাবিনী-দর্শনের সুখের সংবাদ কাত্যায়নী-ভবনে জ্ঞাপন করিয়া বাটী ফিরিলাম। কৃষ্ণভাবিনীর বিষয় অনেকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এই আট বৎসর বিলাতে থাকিয়া তাহার সাজ-সজ্জা, ধরণ-ধারণ, আসবাব-পত্র বড় বড় মেমেদের মতই হইয়াছে বোধ হয়?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাঁর চেয়ে তোমরা আমরা, বোধ হয়, এ-বিষয়ে বেশী মেম, ও ঘরকন্নার শোভাবর্দ্ধনের জিনিস বেশী আমাদের ঘরে। এ সকল আড়ম্বর তাহার একেবারেই নাই। তাহার স্বামীর লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি, আর বিদ্যালয়ের বোর্ড, গ্লোব, মানচিত্র, টেবিল, বেঞ্চই গৃহে শোভা পাইতেছে। শয়ন-গৃহে কেবলমাত্র খাট, ভোজন-গৃহে একটী টেবিল ও বাসন রাখার স্থান, কাপড়ের ঘরে আল্না-আলমারী এবং রান্নাঘরে রান্নার ও স্নানের ঘরে স্নানের জিনিস ছাড়া অনাবশ্যক শোভার জিনিস কিছুই দেখিলাম না। তাহাতে আমি তাহার প্রতি আরো শ্রদ্ধান্বিত বোধ করিতেছি। কোনও বিলাত ফেরতের বাড়ী এমন দেখি নাই। অথচ যে-সকল আবশ্যক দ্রব্য রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই অতিসুপরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ও যত্নে রক্ষিত। হাতেই সে সেলাই করে; কল নাই।"

কৃষ্ণভাবিনীর দৈনিক জীবন দেখিয়া মনে হইল, তাঁহার এই অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, এইরূপ সময়ের সদ্ব্যবহার ও অধ্যয়নশীলতা প্রভৃতি

আমাদের দেশের সকল তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে একবার ডাকিয়া দেখাই। দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনের বর্ণনা করিয়া জানিলাম যে, বিলাত গিয়া সকলেই যে শোভা ও সখের জিনিস পছন্দ করেন্ তাহা নয়। বিলাতেও এমন সব বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত আছেন্, যাঁহারা আজীবন গভীর গবেষণায় নিমগ্ন থাকিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্র-পুস্তকাদি ও কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দুই একটী জিনিস লইয়াই দিন যাপন করেন্। অনেক সখের জিনিস হইতেই তাহারা স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করিয়া থাকেন্। যেমন আমাদের দেশের মহামহোপাধ্যায় বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হইয়া থাকেন। দেশভেদে ঐ সকল নিবিষ্টচিত্ত জ্ঞানান্বেষী পণ্ডিতগণের রুচিও প্রায় আমাদিগের দেশের পণ্ডিতগণের ন্যায়। তবে, জাতির ধর্ম্ম কাহার কাহার সঙ্গে অল্পাধিক থাকে।

কৃষ্ণভাবিনী সকল বিষয়েই পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যকারিণী। স্বামীর শরীর-রক্ষা-বিষয়ে ও প্রফুল্লতা-সম্পাদনে তিনি যেমন যত্নবতী, তেমনি আবার কলেজ-স্কুল চালাইবার জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির আবিষ্কারক যন্ত্রাদিতেও স্বকার্য্যের মধ্যে সমভাবে নিজশক্তানুসারে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করেন্। সংসারে দাসদাসীকে সুনিয়মে কার্য্যশিক্ষা-দান করেন্! তাহাদের প্রতি কত সদ্ব্যবহার! একাধারে এত গুণ, এমন স্নিগ্ধ প্রকৃতির মধুরতা আমি কেবলমাত্র একটি স্থল ভিন্ন অন্য কোন রমণীতে দেখি নাই। কেহ তাঁহার গুণের কোন কথা বলিলেই কৃষ্ণভাবিনী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতেন্ এবং তাঁহার মুখ ভাব নিতান্ত অপরাধীর মত হইত।

(ক্রমশঃ)

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্যামনগর—নরেন্দ্রকৃষ্ণের বাটী।

নরেন্দ্র ও জহরলালের প্রবেশ।

জহ। আমি ত' আপ্‌নাকে বরাবরই বল্‌ছি যে, লোকটা ভাল-মানুষ নয়। আপনি বিশ্বাস করেন্ না, তা' কি কোর্ব্বো? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, বরং করিম বক্সকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন্ না! টাকার উপর লোভ ত' আছেই; তা ছাড়া উপ্‌রি নজরও আছে। তা'র জন্যে পদ্মপুকুরে কোন মেয়ে-ছেলে জল আন্‌তে যেতে পারে না। সন্ধ্যা-বেলা ঘাটের উপরে ব'সে থাকে, গান গায়, মেয়েছেলে দেখ্‌লে হাসে, ঠাট্টা করে।

নরে। না, না, ও সব কথা আমি শুন্‌তে চাই না! একদিন গান গাইতে আমি শুনে-ছিলুম্ বটে, কিন্তু সে ঈশ্বরের নাম কচ্ছি'ল! আর ওর সে বয়সও নেই!—বয়েসও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে, বোধ হয়।

জহ। ঐ ত আপ্‌নার দোষ! আপ্‌নার যেমন সরল মন, আপনি সকলকেই সেই রকম দেখেন্। নিজের কানে শুনেও যদি বিশ্বাস না করেন্, তবে আর আমি কি বল্‌ব·

আর বয়েসের কথা কি বল্‌ছেন? ঘাটের মড়া, যমের তলপ্‌ পড়্‌লেই হয়, এমন বুড়ও দোষ আমি দেখেছি। ওকে ত একটা ছোঁড়া বল্লেই হয়! করিম বল্‌ছিল, মহলে গেলেই তা'র মেয়েমানুষ চাই। আর টাকার জন্যে লোককে এত উৎপীড়ন করে, তা' অতিনিষ্ঠুরেও পারে না। পুরুষদের বেত মারে, স্ত্রীলোকদের ঘ'রে এনে কাছারী-বাড়ীতে আট্‌কে রেখে দেয়, তাদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করে। এই ক'মাসের মধ্যেই আপ্‌নার বদ্‌নাম রটে গেছে। প্রজারা বলে এ জমীদারের কারসাজি!

নরে। এ কথা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। সে এমন নিষ্ঠুর নয়। আমি দেখেছি, কা'কেও ধম্‌কালে পর্য্যন্ত তার প্রাণে আঘাত লাগে। আর সে এ রকম নিষ্ঠুর অত্যাচার ক'র্ব্বে! এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

জহ। তবে আর কি ব'ল্‌ব বাবু! চ'খের সাম্‌নে যা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা' কেমন ক'রে অবিশ্বাস কোর্ব্বো? আপনি মনিব, আমি চাকর, আপনাকে কোন কথা বেশী বলা আমার উচিত হয় না, কিন্তু আপনি ছেলে-মানুষ, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। সংসারে লোক-চরিত্র আপনার চেয়ে আমরা ঢের বেশী বুঝ্‌তে পারি।

নরে। আমার বোধ হয়, বদমায়েস প্রজাদের এ সব গড়া কথা! মিছে ক'রে কুৎসা রটাচ্ছে; মনে ক'রেছে, তা হলে আমি ওকে ছাড়িয়ে দোব। এই দেখ না গোবিন্দ-পুর থেকে তোমরা ইদানীং এক পয়সাও আদায় ক'র্ত্তে পার্ত্তে না, হেমবাবু এই ক'মাসে এসে প্রায় ছেড় হাজার টাকা আদায় ক'রেছেন্‌। এই সব কারণেই হিংসুটে লোকেরা হিংসা ক'রে তার নামে কুৎসা রটাচ্ছে। এ কথা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্চ্ছি।

জহ। (স্বগত) সাধ ক'রে বলি লোকটা যাদুকর! নইলে বাবুর চ'খে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখ্‌তে পায় না। যাই হোক্‌, আমিও অত্রে ছাড়্‌বো না। (প্রকাশ্যে) গোবিন্দপুর থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয়েছে, আপনাকে দেড় হাজার টাকা দিয়েছে, বাকি সাড়ে তিন হাজার টাকা নিজের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

নরে। (বিরক্তভাবে) এ তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! আমাকে সে তন্ন তন্ন ক'রে হিসাব দেখিয়ে দিয়েছে।

জহ। আপ্‌নি সরল মানুষ, আপনাকে হিসাব বোঝান খুব সহজ।

নরে। তবে এতদিন তোমরা আমাকে এই রকম ক'রেই হিসাব বোঝাতে বুঝি?

জহ। (স্বগত) কি আপদ্‌! কেঁচ খুঁড়্‌তে সাপ বেরিয়ে পড়ে যে! (প্রকাশ্যে) কারো বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমার অভি-প্রায় নয়, আমার সঙ্গে হেমবাবুর ত' কোন শত্রুতা নেই? আমি মিছে ক'রে তার নামে দোষ দিতে যাব কেন? তবে কি না, তা'র ব্যাভারে প্রজারা বড় অসন্তুষ্ট হ'য়েছে। আমাকে সকলে অনুরোধ ক'র্চ্ছে যে, যাতে আমি সকল কথা আপ্‌নাকে বলি। সেই উদ্দেশ্যেই আমার বলা! নইলে আমার দরকার কি?

নরে। (স্বগত) তাই ত! না দেখে

শুনে কা'কেও কিছু বল্‌তে নেই। ভাল ক'রে একবার তদন্ত ক'র্ত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) আমাকে যদি এর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পার, তবেই আমি বিশ্বাস কোর্ব্বো, নইলে অনর্থক আমি এ-সব লাগানো কথা শুন্‌তে চাই না।

নন্দ। তা'র আর ভাবনা কি? তা' যদি না দেখিয়ে দিতে পার্ব্ব, তবে আপ্‌নার কাছে এ-সব বল্‌ব কেন? আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি?

নরে। আচ্ছা, যখন দেখাতে পার্ব্বে, তখন বোঝা যাবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

নন্দ। (সহাস্যে) হুঁঃ—বাবা, হয়েছে, ওষুধ ধরেছে। এইবার একটা কিছু ঘোগাড় ক'রে দেখিয়ে দিতে পার্লেই বস্! বাবু আমার ভিজ্‌তেও যেমন, আবার শুকুতেও তেম্নি! যেম্নি এক কথায় গলেন, তেম্‌নি আবার এক কথায় চটেন্। তুমি হেম ঘোষ! আমার পথ-রুদ্ধ ক'রে দাঁড়াবে? আমি ত্রিশ বচ্ছর প্রভা ঠেলিয়ে এম্‌নি ক'রে টাকা আদায় ক'র্চ্ছি!—নইলে আমায় যাবজ্জীবন কুঁড়ে ঘরেই কাটাতে হ'ত। তুমি কোন্ ক্ষুদ্র কীট যে, তুমি আমার উন্নতির পথ রুদ্ধ কোর্ব্বে? যে আমার সামনে দাঁড়াবে, তা'কে এম্‌নি ক'রে পিপড়ের মতন পিষে ফেল্‌ব। সাবধান! হেম ঘোষ সাবধান! সরে দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠদৃশ্য।

(নন্দলালবাবুর বহির্ব্বাটী। নন্দলালবাবু পাদচারণা করিতেছেন)

নন্দ। কথাবার্ত্তা ত' এক রকম ঠিক্ হ'য়েই গেছে, এখন বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি। নগদ টাকা অনেক পাওয়া যাবে, তা ছাড়া বিলেত যাবার খরচটাও ঘর থেকে দিতে হবে না। লাভ কত! এখন ভগবানের ইচ্ছেয় হ'লে হয়! অমন মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে কত লোক ঝুঁকে পড়্‌বে। এদিকে আবার আজকালকার ছোঁড়াগুলোও কেমন এক রকমের হ'য়ে উঠেছে। "দেশ" "দেশ" "সমাজ" "সমাজ" ক'রে ছোঁড়াগুলো সব ক্ষেপে উঠেছে! চারিদিকেই কেবল শুন্‌তে পাই, "বর পণ নিও না," "মেয়ে বড় ক'রে রাখ"। আরে বাবু, চিরকাল যা হয়ে আস্‌ছে, —তা' কি তোরা আজ মিটিং ক'রে লেক্‌চার ঝেড়ে উঠিয়ে দিবি? হুঁঃ! তা হলে আর ভাবনা ছিল না। আর বাবু, তোদের লাভই বা কি? ছেলের বিয়ে দিয়ে দু'পয়সা পাব, তা' তোদের এত চক্ষুঃশূল কেন? আমার পাওনার আশাটা খুবই কম! যাদের পাঁচটা থাকে, তাদের তবু পাঁচবার পাবার পিত্তেস থাকে! আমার ত' আর তা নেই! ঐ একটা ছেলে, ওর বিয়েটা হয়ে গেলেই বস্। যদি, এন্ মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে হ'লে, তবু মন্দ হবে না, এ-রকম দাঁও জোটান বড় শক্ত হবে!

(মণীন্দ্রের প্রবেশ)

কে তুমি? কাকে খুঁজ্‌ছ?

মণীন্দ্র। আপনার কাছেই একবার এসেছি।

নন্দ। কেন? কি দরকার?

মণীন্দ্র। দরকার? আজ্ঞে—দরকার আমার এমন কিছু নয়; আপনাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম্।

নন্দ। কি কথা?

মণীন্দ্র। আপনার ছেলে প্রফুল্ল একজন গোঁড়া দেশভক্ত হয়ে পড়েছেন, তা বোধ হয়, আপনি কিছু কিছু জান্‌তে পেরে থাক্‌বেন্। তিনি সর্ব্বদাই দেশের কথা, সমাজের অত্যাচারের অবিচারের কথা আলোচনা করেন্। আজকালকার দিনে ও সমস্ত ভাল নয়। আপ্‌নি একটু বারণ ক'রে দেবেন্। আমরা পাড়াপ্রতিবেশী, ওঁর যা'তে মঙ্গল হয়, তা দেখা উচিত। (প্রস্থানোদ্যত) হাঁ, আর একটা কথা শুন্‌লুম্, তিনি হেম ঘোষের মেয়েকে বিয়ে ক'র্ব্বেন ব'লে স্থির ক'রেছেন। তা'দের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। টাকা-কড়ি কিছুই দিতে পার্ব্বে না। সেই জন্যেই তার মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে না। ইনি তাই তা'কে বিয়ে কর্ব্বেন্। প্রায় সর্ব্বদাই তিনি তা'দের বাড়ীতে থাকেন্। আপনি কি এ কথা শোনেন্ নি?

নন্দ। (স্বগত) অাঁ, কি সর্ব্বনাশ! আমার এত আশা সবই কি নিষ্ফল হবে? পাজী ব্যাটা, ছুঁচো ব্যাটা, আমার অমতে বিয়ে ক'র্ব্বে? (প্রকাশ্যে) তা' এ খবরটা আমাকে দিতে আস্‌বার উদ্দেশ্য?

মণীন্দ্র। আমার উদ্দেশ্য কিছুই নেই। তবে আজকালকার বিয়ের বাজার যে-রকম প'ড়েছে, আপনার এমন বিদ্বান্ ছেলে, আপনি কিছু পাবেন্ না, ঠক্‌বেন্, সেটা কি আমরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারি? আমরা পাড়া-পড়্‌সী—আপনার যাতে ভাল হয়, তা আমাদের দেখা উচিত। তাই আপনাকে বল্‌ছি, নইলে আমাদের কি দরকার বলুন্?

নন্দ। তুমি বড় জ্ঞানবান্ লোক, বাবা। তোমার নাম কি?

মণীন্দ্র। আজ্ঞে আমার নাম শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়। আমার পিতার নাম ৺ কালীচরণ রায়। তাঁকে, বোধ হয়, আপনি চিন্‌তেন্।

নন্দ। ওঃ—খুব চিন্‌তুম্! তিনি অতি-মহৎ লোক ছিলেন। তাঁর মতন ধার্ম্মিক লোক অতিশয় অল্পই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তোমাদের ও-দিকে আমি ত বড় একটা যাই আসি না। আমি তোমাকে স্পষ্ট চিন্‌তুম্ না, সেজন্যে কিছু মনে কোরো না, বাবা! ছেলে বেলায় তোমায় দেখেছি। এখন বড় হয়েছ। তুমি বড় সৎলোক, তা' তোমার কথাবার্ত্তায় বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। তা' হবে না? কেমন লোকের ছেলে তুমি! এ খবরটা দিয়ে তুমি আমার বড় উপকার ক'র্লে। আমি এই মাসের ভিতরে প্রফুল্লর বিয়ে দোব।

মণীন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, তাই করুন্। আপনার ছেলে যদি এ রকম ভাবে বিয়ে করেন্,—আপনারও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি! তার দেখাদেখি আর পাঁচজনেও ক'র্ত্তে পারে। তা হ'লে ক্রমেই এই রকম দাঁড়িয়ে যাবে। লোকে ছেলের বিয়ে দিয়ে যা দু'পয়সা পেত', সেটা তা হ'লে ক্রমশঃ উঠে যাবে।

নন্দ। হাঁ, তাই ত' বাবা, তাই ত! তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি বেশ বাবা! আজকাল্‌কার কতকগুলো ছোঁড়া হ'য়েছে ঐ রকম; মাথা মুণ্ড কি যে কোর্ব্বে তারা তা' ভেবেই পায় না। কেবল লাফিয়ে বেড়ায়!

মণীন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, আমিও ত তাই বলি। আমি তবে এখন চল্লুম্। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম্, মনে কর্লুম্, খবরটা আপনি জানেন্ কি না, দেখে যাই।

নন্দ। বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ।

মণীন্দ্র। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি যে আপ্‌নাকে এ খপর দিয়ে গেলুম্, তা প্রফুল্লবাবুকে বল্‌বেন্ না। তা হ'লে হয় ত তিনি আমার উপর রাগ ক'র্ব্বেন্। (স্বগত) কি জানি বাবা, সে যে ছেলে, এখনও ঘাড়টা সোজা ক'র্ত্তে পারি না।

নন্দ। রাধা মাধব! তা কেন বল্‌তে যাব? সেজন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই।

মণীন্দ্র। তা' হ'লে আমি এখন আসি।

(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।)

নন্দ। হ্যাঁ, এস বাবা, এস, তুমি বড় ভাল ছেলে।

(মণীন্দ্রের প্রস্থান, অপর দিক্ দিয়া প্রফুল্লের প্রবেশ)।

প্রফু। ও লোকটা বেরিয়ে গেল, কে বাবা?

নন্দ। ও একটী ভদ্রলোকের ছেলে।

প্রফু। মণি রায়ের মতন না?

নন্দ। তবে ত জানই বাপু, আর জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ কেন?

প্রফু। লোকটা ভারি বদ্। কি ক'র্ত্তে আপনার কাছে এসেছিল?

নন্দ। ও একটা কাজের জন্যে আমার কাছে এসেছিল। সব কথাই যে তোমাদের কাছে বল্‌তে হবে, তার ত কোন মানে নেই?

প্রফু। লোকটা অতি পাজী!

নন্দ। ও ত তোমার কোন অনিষ্ট করে নি, বাপু, তবে ওর সম্বন্ধে তোমার এমন ধারণা কেন? আমাদের চুল পাকল, আমরা কি আর লোক চিন্তে পারি না?

প্রফু। হতে পারে, কিন্তু আমি আপনার চেয়ে ওকে বেশী জানি।

নন্দ। তোমাদের আজকালকার ছেলেদের স্বভাবই কেমন বেশী কথা কওয়া। তোমাদের সঙ্গে কথা না কওয়াই ভাল।

[প্রস্থান।

প্রফু। ওটার মুখ দেখলে ঘৃণা হয়! রমার উপর অত্যাচারের কথা মনে হ'লে সর্ব্বশরীর জ্বলে ওঠে। অপমানে লজ্জায় রমা সেই থেকে কেমন হয়ে গেছে! ওটা পিশাচেরও অধম। ওর স্ত্রীর জন্যেই সেদিন ওকে অমনে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলুম। সেই আমাকে রমার কথা ব'লে পাঠায়, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে রক্ষা কর্ত্তার জন্যেও অনেক অনুরোধ করে। সেই জন্যেই আমি সে-দিন ওকে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলুম, নইলে ও-রকম বদ্‌মায়েসকে একটু ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া উচিত। ওর অসাধ্য কিছু নেই। কি জানি কি ক'র্ত্তে আবার বাবার কাছে এসেছিল! কোন ষড়যন্ত্র ক'র্ত্তে এসেছিল কি? নঃ!—ব্যাপার ক্রমশঃ জড়িয়ে আস্‌ছে! অদৃষ্টে কি আছে জানি না। আচ্ছা, দেখাই যাক্ কি হয়? সে-জন্যে ভাবনা কিছে। আমি আমার কাজ ক'রে যাই।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(মণীন্দ্রের অন্তঃপুর। লীলার শয়ন-কক্ষ।—কুসুমশয্যা—লীলা ও পরিচারিকা।)

লীলা। কই, তিনি এসেছেন্ কি?

পরি। না, বৌদিদি! আসেন্ নি।

লীলা। কাকা ফিরে এসেছেন?

পরি। না, তিনিও আসেন্ নি। কেন বৌদিদি, তুমি সে-দিন সে মেয়েটাকে ব'র্ত্তে গেছ্‌লে? সেই থেকেই ত' দাদাবাবু একে-

বারে বাড়ী আসা বন্ধ ক'রেছে। আগে তবু বাই হোক্ এক আধ্‌বার আস্‌তেন্।

লীলা। নাই আসুন্, যে-খানে থাকুন্ ভাল থাকুন্। তবে মরণকালে একবার দেখ্‌তে পেলুম না, এই আপশোষ!

পরি। ছি:—ওকি কথা বৌদিদি! অসুখ ক'রেছে, ভাল হ'য়ে যাবে। তার ভাবনা কি? নাও, এই ওষুধটা খেয়ে ফেল।

লীলা। দেখ্, আমার যখন শ' জ্বর্‌বে, তখন তোর ঐ ওষুধটা আমার সেই শ'য়ে ঢেলে দিয়ে আসিস্।

পরি। বুকের ব্যথাটা কেমন আছে?

লীলা। বুকের ব্যথা বড্ড। নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছি না। কথা কইতে পাচ্ছি না। এ ব্যথা কি আর সার্‌বে? এ আমার সঙ্গের সাথী।

পরি। আহা! দাদাবাবু কি গা! এমন কর্‌লে যে বুকের ব্যথা আর সার্‌বে না!

লীলা। তাঁর দোষ কি? আমার অদৃষ্টের ফল। পুরুষে যা চায়,—রূপ, ভগবান্ আমাকে তা'তে বঞ্চিত ক'রেছেন। তাই ত তাঁর আমাকে মনে ধরে নি। এতে তাঁর দোষ কি? আমি ত তাঁর দোষ একটুও দেখ্‌তে পাই না।

পরি। আহা, এমন লক্ষ্মী বৌ গা! আর তা'র কপালে এত কষ্ট?

লীলা। মা কোথায়?

পরি। তোমার জন্যে স্বস্ত্যেন হবে, তিনি তাই তার উয্যুগ ক'রে দিচ্ছেন্।

লীলা। আমার জন্যে স্বস্ত্যেন হবে? আমার এ মরণকালে স্বস্ত্যেন ক'র্লে কি হবে? তার চেয়ে আমায় হরিনাম শোনালে ফল হ'ত?

(জয়াবতীর প্রবেশ)

লীলা। মা, মা! (রোদন)

জয়া। কি মা? (লীলার মস্তকের নিকট বসিয়া) কেমন আছ আজ? একটু ভাল আছ কি?

লীলা। না মা, ভাল আর আমি হব না। আমার শেষ হ'য়ে আস্‌ছে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার আর দেরী নেই।

জয়া। ও-কি কথা মা! ছিঃ!—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমারই ত ঘরসংসার মা! (স্বগত) মণের যে কি মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে, এমন লক্ষ্মী বৌকেও এমন হতশ্রদ্ধা করে! বাছা আমার তারই জন্যে দিন দিন শুখিয়ে যাচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ডাক্তার যে ওষুধটা দিয়ে গেল, সেটা খেয়েছ কি মা?

লীলা। না মা, আর ওষুধ খেয়ে কি হবে? এই ক'মাস ধ'রে ক্রমাগত ত ওষুধ খাচ্ছি মা! কিছুই ত' হ'ল না। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

জয়া। (অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া) বালাই! ভাল হবে। ভয় কি?

লীলা। ভাল হ'তে আর ইচ্ছে নেই মা! পায়ের ধুলো দাও, আশীর্ব্বাদ কর, আর জন্মেও যেন আমি তোমার বৌ হ'তে পারি। যেন তোমার মতন শাশুড়ী পাই। মা!—

জয়া। কি মা?

(লীলা নীরব)

জয়া। কি মা, কি বল্‌ছিলে, বল্‌তে বল্‌তে চুপ ক'র্লে কেন?

লীলা। কাকা ফিরে এসেছেন?

জয়া। কই, না মা! বোধ হয়, এখনও

আসেন্ নি। (পরিচারিকার প্রতি) যা ত' দেখ্ ত' ঠাকুর-পো এসেছে কি না।

[পরিচারিকার প্রস্থান।]

লীলা। (স্বগত) স্বামী, প্রভু! দুঃখিনীর আরাধ্য দেবতা! এ-সময়ে একবার দেখা দেবে না? জন্মের শোধ একবার তোমায় শেষ দেখা দেখে নিতুম, তোমার পায়ের ধুলো একটু নিয়ে মাথায় দিতুম্, আমার সে আশা কি মিটবে না? এ সময়ে একটী বার দেখ্‌তে পেলে, তোমার একবিন্দু পায়ের ধুলো মাথায় দিতে পালে, আমার সমস্ত জীবনের আক্ষেপ মিটে যাবে। তাও কি পাব না?

(ধীরে ধীরে ভোলানাথের প্রবেশ)

লীলা। কাকা, কাকা।

ভোলা। কেন মা আমার!

লীলা। কাকা,—

ভোলা। মা, মা, তোর মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছি। পালুম না মা, তাকে কিছুতেই আন্‌তে পালুম না! মা, তোর জন্যে এমন স্থান নেই যে আমি খাট নি। আমি সে দুর্বৃত্তের সকল আড্ডা খুঁজে দেখেছি,—কোথাও তাকে দেখ্‌তে পেলুম না। শেষে একজনের কাছে শুন্‌লুম, পরশুদিন কতকগুলো ছোঁড়ার সঙ্গে জুটে কুলাঙ্গার কাশী গেছে।

লীলা। ওঃ!—

ভোলা। মা, তোর ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, প্রাণ ফেটে যেতেছে। কিন্তু কি কর্ব্বো মা, আমার উপায় নেই। আমি তোর শেষ অনুরোধ রাখ্‌তে পালুম না।

লীলা। কাকা, তোমার পায়ের ধুলো আমায় দাও। আমি অনেক পুণ্য ক'রে তোমাদের বৌ হ'য়েছিলুম। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি চল্লুম্।

ভোলা। কোথায় যাবি মা! কুললক্ষ্মি! আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ, তুই ভিন্ন আমার যে আর পুত্রকন্যা কিছুই নেই মা! আমাকে ফেলে রেখে তুই কোথায় যাবি?

লীলা। কাকা, কেঁদ না, আমায় পায়ের ধুলো দাও। (ঐ আমার মা এসেছেন,—আমায় নিতে!—মা ডাক্‌ছেন্, বল্‌ছেন, 'এ সংসারে বড় জ্বালা, আমার কাছে আয়,—শান্তি পাবি।'

জয়া। মা,—মা, আমিই ত তোর মা। সাত বছরের মেয়ে বিয়ে দিয়ে এনে মানুষ ক'চ্ছি।

লীলা। মা, মা, পায়ের ধুলো দাও মা! (পদধূলি গ্রহণ করিয়া) কাকা, মানুষের বাসনার সীমা নেই। কারও সকল বাসনা পূর্ণ হয় না। আমাকে হরিনাম শোনাও—নারা-য়ণ। (মৃত্যু)

জয়া। একি ঠাকুর-পো, আর যে মা আমার কথা কইছে না। একি হ'ল! (রোদন)

ভোলা। হায়! সব শেষ! আর কে কথা কইবে? অকালে ননীর পুতুল সংসারের তাপে গলে গেল! নরাধম লম্পটের হাতে প'ড়ে সতী লক্ষ্মী নিজের মহত্ত্ব দেখিয়ে স্বর্গে চ'লে গেল। (রোদন)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

মাতৃক্রোড়ে শিশু।

তপ্ত দিবসের স্নিগ্ধ-বটচ্ছায়া-প্রায়
ছবি এক নয়ন জুড়ায়,
তীব্র সন্তাপের মাঝে শান্তির বারতা,
অবিরাম কলরবে ক্ষণ-নীরবতা,
ক্লান্ত জীবনের সুখ-স্বপনের কথা!—
মাতৃ-অঙ্কে শিশুটী ঘুমায়!

নিবিড় কানন-মাঝে আশ্রমের মত
ছবিখানি কি সুন্দর, পূত!—
হিংসা দ্বেষ স্বার্থচিন্তা হ'তে বহুদূরে,
কলুষ ক্ষণের তরে পশিতে শিহরে,
বাৎসল্যের উৎসধারা উথলিয়া ঝরে
মরম পরশি' অবিরত!

আবিল মরত-মাঝে স্বরগ রেখায়
ফুটায়েছে বিধি তুলিকায়,—
আছে যেন মমতার কল্পতরু হ'য়ে,
পুণ্যের মন্দারজ্যোতিঃ সতত ধরিয়ে,
শান্ত-মন্দাকিনী মত ভাসায় হৃদয়ে
কি মাধুর্য্যে, কিবা করুণায়!
মাতৃ-অঙ্কে শিশুটী ঘুমায়!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

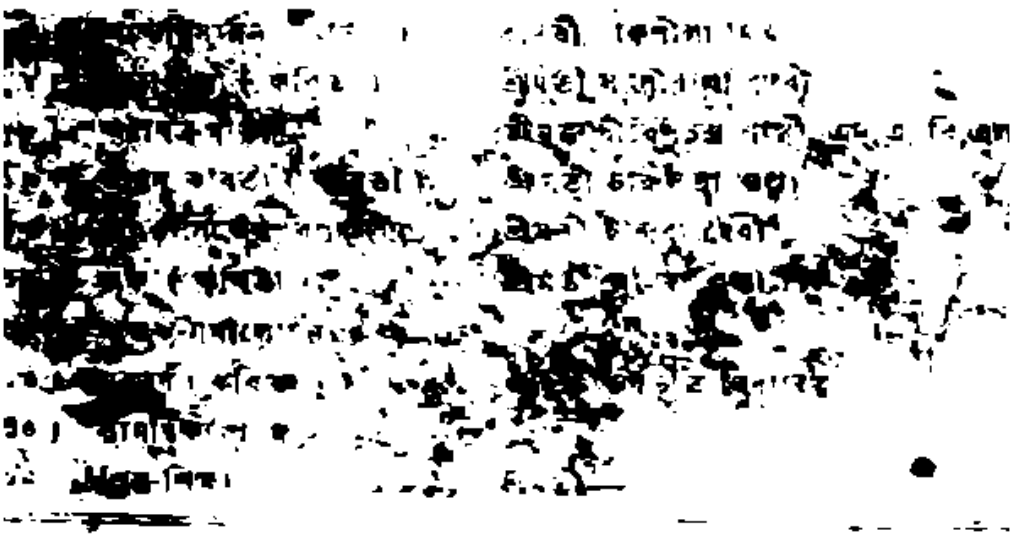
অনাদি গান।

প্রভু দিলে হে মান,
বাঞ্ছা তোমার শুনিতে এ ছার
অকিঞ্চনের গান!
গাহি তবে গান পরাণ খুলিয়া,
পারি যত খানি কণ্ঠ তুলিয়া,
রাখিব না আর লাজে আগুলিয়া
শিক্ষা-বিহীন তান!
হয়ত রাগিণী উঠিবে চড়িয়া
কিংবা যাবে সে গভীরে পড়িয়া,
তথাপি নারিব পরাণ ধরিয়া
ফিরাতে তোমারি দান!
একদা কি গান উঠিয়া স্বপনে
ফুটায়ে তুলিল চন্দ্র-তপনে,
চাহিল গভীর সুর-আলাপনে
বিশ্ব মেলি' নয়ান!

গগনে পরমানন্দ-হিলোলে
নাচিল হৃদয় নীলিম-নিচোলে,
জাগিল গন্ধ-বরণ-বিলোলে
ছন্দে অনাদি প্রাণ!
কণ্ঠ ফুটিল সেতার-সুতারে
রাগিণী ছুটিল উদারে মুদারে
মুগ্ধ মানব-হৃদয় দুকারে
অবিচারী ভগবান্!
আপনার ভাবে চলেছি কাঁদিয়া
জগত-জনার করুণা সাধিয়া
আপনারে শুধু মিথ্যা ধাঁধিয়া
করিতেছি অপমান!
বুঝিয়াছি সার এ ভাব তাঁহার
যে জন সুর-নিধান!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।




ডোয়াকিনের ঘড়ি নয়।
ঘড়ি নয়।
নিয়ম—
ডোরকিন এণ্ড সন্স,

উপন্যাসে নবযুগ ! ... সাহিত্য-সম্রাটের সুসন্দেশ ! ! ... উপন্যাসে হলস্থূল !

প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিক ... পাঞ্চালী ... নাট্য-সাহিত্যের দেদীপ্যমান ... নাট্য-মহাকবি—সাহিত্য-অন্নদাতেরেণা—

যশস্বী ... প্রণীত—

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এম, এ প্রণীত

উপন্যাসের কোহিনূর, সাহিত্যের

মুকুটমণি

নিবেদিতা

প্রকাশিত হইল—বাঙ্গালার সাহিত্যে কলঙ্কিত ... নিবেদিতার 'আর্ট' বা রামের ... নিবারণের জন্য এই মহতো ... প্রকাশিত। আমরা বড়গলায় স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি, এমন শিক্ষাপ্রদ ... খাঁটী বাঙ্গালীর আদর্শ-সংসারের পরিকল্পনায় উপন্যাস খাঁটী বাঙ্গালীর প্রাণের কথা—অন্তরের ব্যথা—মনের নিবেধন-বেদনা—হিন্দু হিন্দুত্বের—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের গৌরবে গৌরবময় উপন্যাস এই পাশ্চাত্য শিক্ষালোকদীপ্ত বিংশশতাব্দীতে ... কাশিত হয় নাই।

... 'আর্ট'-নামধেয়

... পৃষ্ঠিপোষকতায় অধম অশ্লীল ... উপন্যাসের পাঠক সমাজে ... হইয়াছে, তদ্বারা ... সেই সকল উপন্যাসের অবাধ প্রচারে হিন্দুর বিমল ... বিদেশী প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে—চাহিয়া ... মজিয়াছে, নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলার অন্তরে, আত্মসুখবাসনা প্রবল হইয়াছে—পাশ্চাত্য ... মোহে মুগ্ধ বাঙ্গালীর 'হজুগ' হইবার ... নিবারণ; হাবের সাধিবার, সেই ... উপন্যাস ... বাঙ্গালা সাহিত্যে ... হইয়াছে।—

... ভাবিয়াছেন

এই বিষয়ের ... হিন্দুর ... সংসারের আদর্শ ধরিয়া দেখাইয়া হিন্দুকে আত্মগৌরবের ... মহিমান্বিত করিবার জন্য—মনীষী সমাজহিতৈষী ... এই আদর্শ উপন্যাস-... হইল।

"নিবেদিতায়" দেখিবেন

সেকালে—একালে প্রভেদ কি?—নিষ্ঠাবান্ ... —সাহেবের গোলাম চাকুরিয়া ব্রাহ্মণে ... কোথায়?—পূর্ব্বকালের হিন্দুতে—আধুনিক হিন্দুতে পার্থক্য কি?—গৌরীদানে —যুবতী বিবাহের পরিণাম কি?—ব্রাহ্মণ্য অবনতির কারণ কি?—নির্ভীকতাই কি ব্রাহ্মণত্ব—এই সকলের সুনিশ্চিত মীমাংসা—হিন্দুর সব গিয়াছে, এখন যাহাকে বাকিলে আবার সব আসিবে, সেই ব্রহ্মচর্য্যই নিবেদিতার মূলভিত্তি।

"নিবেদিতা" একাধারে উপন্যাস—

শিক্ষা-গ্রন্থ—ধর্ম্মগ্রন্থ।

... করিয়া হিন্দুর সোনার সংসারে আগুন ... —কেমন করিয়া মধুর শাসনে চির-স্বাধীন হিন্দুসমাজের আদর্শচ্যুত হইয়া পর-মুখাপেক্ষী হইয়াছি; কেমন করিয়া আমরা ব্রাহ্মণ্যধারণার বলে আর্য্য একান্নবর্ত্তী পরিবারের সমবায়ের সুশীতল ছায়া ছাড়াইয়া এক মরীচিকার ছলনায় ভ্রান্ত পথে ঘুরিতেছি কেমন করিয়া আমরা কামিনী-কাঞ্চনের চাতুরীতে ভুলিয়া নাড়ীভক্তির দেদীপ্যমান আদর্শ হারাইয়াছি, কিরূপে ... শান্তি হারাইয়া ... পুলি-পুলস্ত্য রাজধানীর ... জীবনের বীভৎস ... গন্ধকের ... তাহারই স্বরূপ ছবি—নিখুঁত ছবি! ... ঘটনা সমাবেশে অতিরঞ্জনবিহীন ... দেখিয়া, যদি আত্মবিস্মৃত পাঠক শিহরিতে—বরাহতের মত বিস্মিত স্তম্ভিত হইতে চান, তবে সত্বর

নিবেদিতা পাঠ করুন।

... গ্রন্থাবলীর ... এবং অন্যান্য গুণ্য উপন্যাস নামকে পরমপ্রীতিভরে পাঠ করুন, পাঠে সমাজের গুপ্ত ছবি দেখিবেন—কলঙ্কমুক্ত গৃহে বিমলশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। উপন্যাসখানি আধুনিক ধরণের না হইলেও আধুনিক রীতের অ্যাটিকে ছাপা—সুশোভন বাঁধাই ... নাম লেখা, ... সংস্করণ

... মাত্র ... ই টা।

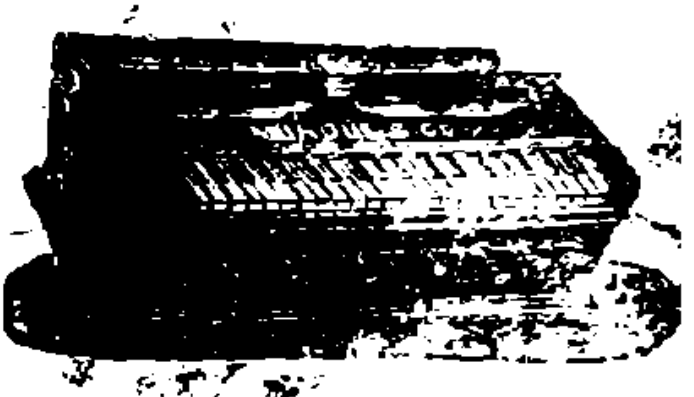
...শেষ পর্ব ...কা-পরা-নিবৃত্তি ! ! ! ...শান্তি !

...

...

...

মণ্ডল ফ্লুট।



দেশবিখ্যাত বাঁশী, হারমোনিয়াম, ব্যাঞ্জোলাইরে-[illegible] প্রভৃতি বাদ্য ও ইলেক্ট্রিক— [illegible] এবং হিন্দুস্থানী [illegible] গান এবং বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্র-[illegible] মনোমুগ্ধকর [illegible] ফ্লুট" উপযুক্ত [illegible] গ্যারিটি দিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সর্ব্বসাধারণ প্রত্যেকেই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আমা-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অষ্টেভ ৩ ইঞ্চ ৪৲, [illegible] কাম্ব ৫৲ টাকা। ঐ দুই [illegible] ৩ ইঞ্চ ৬৲ এবং ৭৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিলনে ও প্রীতি-উপহারে

গৌরীদের সুগন্ধি কেশতৈল

ব্যবহার করুন।

ওগো, ঘরে, বিজ্ঞান-মতে অভিনব সৃষ্টি

মাথার—ঘোরা, বদহজমা, অকাল পকতা, টাকপড়া, দুষ্টক্ষত [illegible] কেশহীনতা অচিরে দূর হয়। এইরূপ প্রশংসিত [illegible]-গুণ-বিশিষ্ট তৈল ব্যবহার করুন। মূল্যবান্ দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত হইলেও [illegible] মূল্য ৪টি আউন্স বড় বোতল ১৷০ মাত্র। আর অর্থ নষ্ট করিয়া বাজারের [illegible] কিনিয়া হতাশ হইবেন না। কোন মহিলা ইহাতে উপকার অনুভব [illegible] না পাইলে, আমায় জানাইবেন। মূল্য ফেরৎ দিব।

"আলোচনা" এপ্রেল এই [illegible] ১৷০ আনা, ভি, পি, ব্যয় স্বতন্ত্র ৷৷০

শ্রীগৌরিলালা ঔষধালয়।

সোল এজেন্ট, আর, কে, সেন এণ্ড ব্রাদার্স, গৌরী বড়ালপুর (মেদিনীপুর)

গ্রাহকগণ নাম অগ্রগণ্যপূর্ব্বক এই পত্রিকার উল্লেখ করিবেন।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপযোগিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিবারক ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয় ৩৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার শাখা, ২৮২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং কাটন ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ৯৯।১ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসাপোগলা, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। ঔষধের বিশুদ্ধতা-রক্ষার্থ সহরের বহুসংখ্যক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে [illegible] হইয়া থাকে। শিশি, [illegible] লিখনকোপ, [illegible] ইত্যাদি বিশেষ [illegible] হইয়া থাকে। [illegible] সম্বন্ধে পত্র লিখিলে [illegible] দেওয়া হয়। [illegible] বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গলা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার ভগবতীচরণ লাহিড়ী কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ১৲ টাকা;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত।

বামবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

৺স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৩৫শ কল্প। ৬৫৯ সংখ্যা।	বৈশাখ, ১৩২৬। মে, ১৯১৯।	১১শ কল্প। ৮ম ভাগ।

বসন্তে।

(গান)

কুসুমেরা দল মেলেছে ধরে ধর,
ও তুই মেলে দিয়ে হৃদয়-কমল তুলে ধর!
বাতাস লাগুক্ গায়ে,
আলো লুণ্ঠুক্ কায়ে,
দোল দিয়ে যাক্ ভ্রমরদলে
সকল বরষর!
কুসুমের মতন উঠ্‌রে ফুটে সরল,
উদাস করে' লুটিয়ে তোল্ ও হৃৎ-কমল!
ও তোর কুঞ্জে গাহুক্ পাখী,
কোকিল উঠুক্ ডাকি,
ওজয়ণের কুহরণের সঙ্গীতে
ভুবন হোক্ মুখর॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

গানের স্বরলিপি।

[illegible]

[illegible] ঘুমায়ে আছ কোন্ জননী মা এখনো,
এসেছি আমরা তোমারি দ্বারে।
ওঠ মা তুমি, পোহা'ল শর্ব্বরী,
নবকরে আজি পূজিব তোমারে।
নিঠুর বরষ ছিলে অতীত
না হেরে তোমারে হৃদয় ব্যথিত,
হতেছে [illegible], কি কহিব মাতঃ,
দেখা দে জননি ত্বরিত ত্বরা করে।
[illegible] কুমারে ছলো মাতোয়ারা,
গাহিব নাচিব তাল্যাবো এ ধরা,
[illegible] তোমারি হবো দিশেহারা,
পীযূষ-পূরিত তব নাম স্মরে।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন গোস্বামী বি, এ।

[illegible] শ্রীমতী মোহিনী দেবী

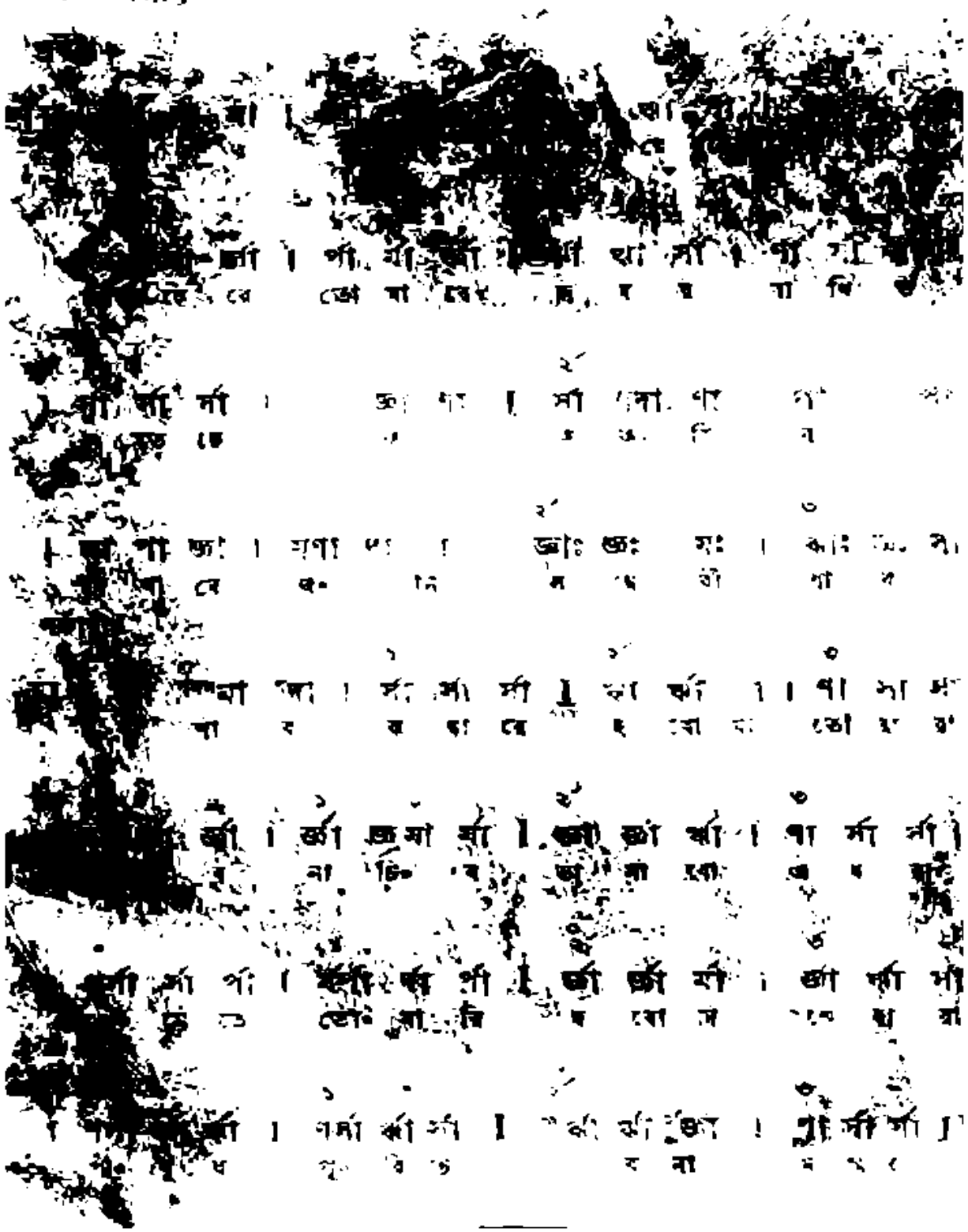
বাহার।

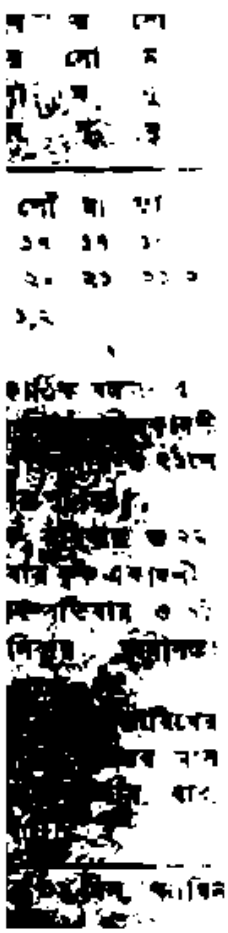
১ ২ ৩
[illegible] পা সা । জ্ঞা মা পা । সা -ঋা পা । মপা ধা পা ।
[illegible] রে ধা ছ গো [illegible] ন মা এ ধ রে

১ ২ ৩
[illegible] ধা । পা ধা পা [illegible] ।
[illegible] ধা ছ [illegible]

১ ২ ৩
[illegible] । সা সা সা । [illegible] । পা পা [illegible]
[illegible] ধা ম [illegible] ধা ম [illegible] ধা [illegible]

১ ২ ৩
[illegible] ধা ধা । ধা পঃ মাঃ । ধা ধা জ্ঞা । সা সা ঋা—
[illegible] ব ব রে ধা ছি পূ জি ব তো মা রে







শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

বিলাতের ঢেরা।



...ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করিলে, তাঁহাদের কোনরূপ ক্ষতি...
...বাক্স, ... ব্যাগ, ... প্রভৃতি ন্যায্য ...
...ঢাকনা ... ঢাকনা, ... সকল, ... পর্যন্ত ...
...নিবেদন ...
3 Oct. Single ... Rs. 20 & 25 ... Rs. 1 & 2
... Double ... 35, 40 & 45 ... ... ৪-৪
Other Varieties ... 50 to 200

সকল প্রকার ..., ..., ..., ... প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ... ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

UNIVERSAL MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.'s

CALCUTTA

...পুস্তক।

...নির্ম্মাল্য—১৲

...—১৷০ ...

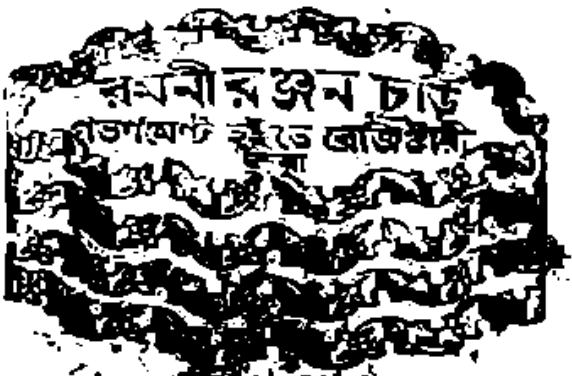
...কাকলী

...দ্বিতীয় ...—২৲

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

...বর্ণপরিচয় ...

অভাবনীয় ব্যাপার রমনীরঞ্জন চুড়ি। কলকাতার মুখার্জ্জি।



যাহা হইবার নয়—কেহ কোনও কালে যাহা জানিতে পারেন নাই—সেই অসাধ্য সাধন হইয়াছে। রমনীরঞ্জন চুড়ি একমাত্র কেবলমাত্র গিনি বর্ণেই প্রস্তুত হইয়াছে। কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা প্রস্তুত নহে। যাহারা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। কেমিক্যালের বিষয় অজ্ঞ বালিকা মহিলা চুড়িগুলি ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমনীরঞ্জন চুড়ি ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি। একটি সেট পাঁচ টাকার ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫ পাঁচ টাকা।

ছাপাপুরী মেটেলের [illegible] লক্ষ প্রবন্ধপত্রের মধ্যে একটি

স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদপত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"ছাপাপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পরি সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" অলঙ্কারপত্রে [illegible] ঠিক সোনার চুড়ির মত [illegible] ব্যবহারে [illegible] হইবেনা। কারণ ইহা গিনি নহে, ধাতু বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত। [illegible] "বসুমতী" অলঙ্কারপত্রে। [illegible] বর্ষে [illegible] গিনির মত হইবেনা। ইহার [illegible] প্রতারণা বা এরকমও নাই। [illegible] "বঙ্গবাসী" অলঙ্কারপত্রে। [illegible] চুড়ি কিনিবেন। [illegible] ব্যবহার [illegible] বলিলেও হয়। ইহাদের [illegible] চিত্রগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা"—[illegible] এখানে [illegible] গিনি [illegible] গহনাকিনিবার [illegible] এহণ, ঘোলাইচি এণ্ড কোং, ৯ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাহাতে কোম্পানীর নাম ঠিক থাকিবার একরার ইশ্তাহার

জবাকুসুম তৈল।



এই তৈল ব্যবহার করিলে শরীর শীতল হয়। চক্ষের দৃষ্টি
বলবতী হয়। জবাকুসুম তৈলের নাম যাহা
যে মাখিলে,
মাত্রের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দীন দরিদ্র সকলেই
জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য আমলকী
সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিবেন। এই শিশির মূল্য ১৲, ডাক
ডি পিতে ১৷৵০; তিন শিশির মূল্য ২৲, ডি পিতে ২৷৶০।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে রক্তের দূষিত পদার্থ বিদূরিত হয়। দূষিত
শোণিত-জনিত নানা রূপ পীড়া প্রভৃতি রোগ সমূহ দূরীভূত হয়।
রোগীর সাহস্য সেবনে শরীর
সুরবল্লী কষায় এক শিশি, ১৲ টাকা, ডি পিতে মাশুল ৵০ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সীলেট চুণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।

একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চুণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। সম্বন্ধে কোন ও আদৌ সন্দেহ নাই।

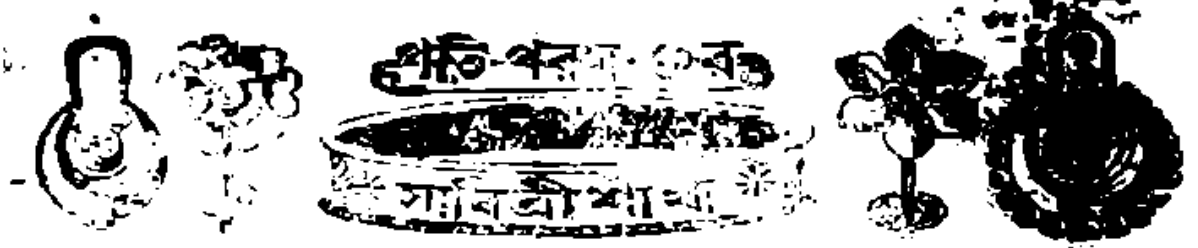
শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চুণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

[redacted] এণ্ড কোম্পানী।

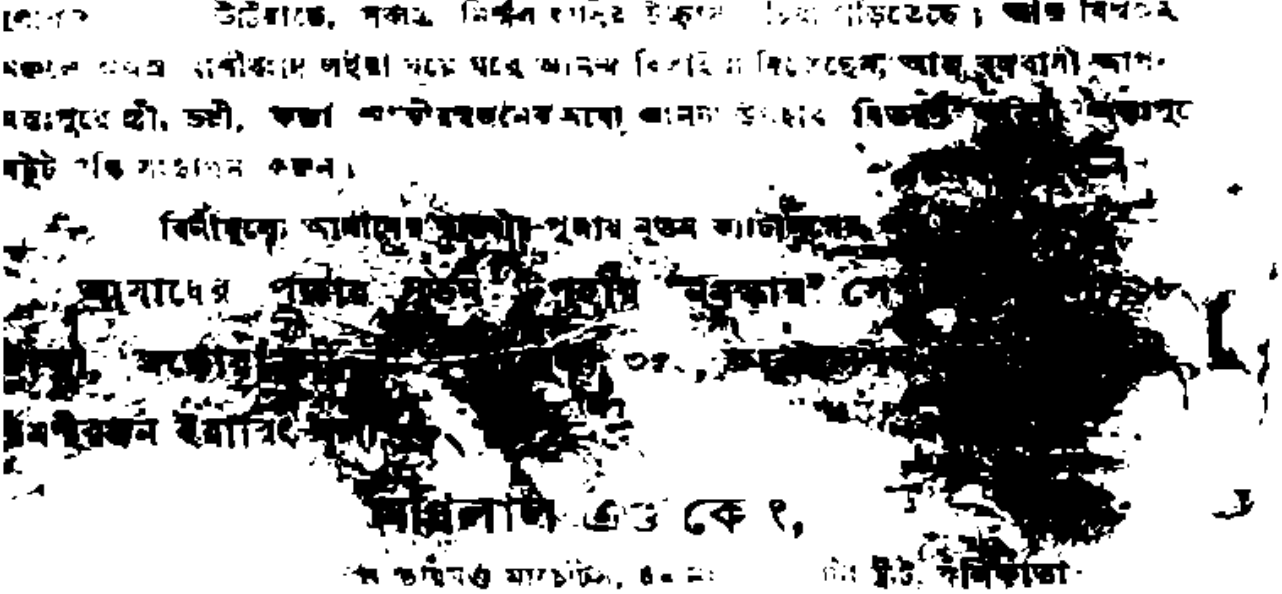
[redacted] এজেণ্টস্ সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

[redacted] নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সভ্যতা ও নারী সৌন্দর্য্য



নূতন উপহার।



মল্লিক এণ্ড কোং,

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্বে রামের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়াছি। এক্ষণে রামায়ণের আধ্যাত্মিকতা-সম্বন্ধে বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বলা বাহুল্য যে, হিন্দুরা রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া মানেন্। শাস্ত্রেও তাহাই আছে। অগস্ত্য-সংহিতায় দেখা যায়, "চৈত্র-মাসে নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ"—পুনরপি "জাতো রাম ইতি খ্যাতঃ কৌশল্যায়াং পরঃ পুমান্" ইত্যাদি ভূরি ভূরি পুরাণ ও তাপনী শ্রুতি এবং বেদের শাখান্তরে দশবতার-প্রসঙ্গে অনেক প্রমাণ আছে। সুচারু-নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র বলিয়াই যদি রামকে ঈশ্বরাবতার বলিবার তাৎপর্য্য হইত, তবে রামচন্দ্রের কালে মিথিলাধিপ জনকরাজ সুচারুচরিত্র পরমযোগী, জিতেন্দ্রিয় ও অসাধারণ-ক্ষমতাবান্ ছিলেন এবং বলি, পুরূরবা, নহুষ, মান্ধাতা, সগর, যযাতি, ও রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতিও অসাধারণ-বলবীর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন; তাঁহাদিগকে ঈশ্বরাবতার না বলিয়া কেবল শ্রীরামচন্দ্রই ঈশ্বর বলিয়া কেন উক্ত হইয়াছেন? অবশ্য ঋষিরা রামচন্দ্রে ঈশ্বরের লক্ষণ দেখিয়া থাকিবেন্।

রাজা দশরথের গৃহে শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হন্। রথ-শব্দে গমনার্থ যানকে বলে, কিন্তু এখানে দশধর্ম্মকে রথ বলিয়া উক্ত করাতে দশরথ নাম হইয়াছে। মনুতে ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশ ধর্ম্ম লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। কোশলাধিপতি রাজা দশরথ উক্ত দশধর্ম্মারূঢ় ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার নাম দশরথ ছিল। জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শ্রুতিতে "আত্মা, জীব, মন, অহংকার"কে ব্রহ্মপুর-চতুষ্টয় বলে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, এইগুলি অবস্থা-চতুষ্টয়। সত্ত্বগুণভেদে আত্মব্যূহ-চতুষ্টয় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এখানে তুরীয়াবস্থায় বাসুদেবাখ্য আত্মা শ্রীরাম। সুষুপ্তি-অবস্থায় জীবাখ্য সঙ্কর্ষণ শ্রীলক্ষ্মণ। স্বপ্নাবস্থায় প্রদ্যুম্নাখ্য মন ভরত। জাগ্রদবস্থায় অনিরুদ্ধাখ্য অহংকার শত্রুঘ্ন। এই চারিরূপে শ্রীরামের অবতার হয়। সীতা-নাম্নী পরা বিদ্যা ভূমি হইতে উত্থিতা হন্। "ধর্ম্মাধারা বসুন্ধরা।" সমস্ত ধর্ম্মের আধার-ভূতা ধরণী। অতএব পৃথিবী হইতে সীতা উৎপন্না হইয়াছেন। অর্থাৎ বিনাধর্ম্মে জ্ঞানোৎ-পত্তি হয় না; বিনা যজ্ঞে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে বিদ্যালাভ হওয়া কঠিন। সুতরাং যজ্ঞভূমিকর্ষণে সীতার জন্ম রামায়ণে আখ্যাত হইয়াছে। মিথিলাধিপতি জনক-রাজ রাজর্ষি ছিলেন, তাই যোগসাধন-বলে জ্ঞানস্বরূপা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, জ্ঞানস্বরূপা সীতাকন্যা-দানে তিনি পরমাত্মা শ্রীরামকে প্রাপ্ত হন্। বনগমন করিয়া রামচন্দ্র যে পঞ্চবটীতে বাস করেন্, তাহার তাৎপর্য্য এই যে যোগিগণ যে স্থানে নিয়ত যোগাভ্যাস করেন্, সেই স্থানেই পরমাত্মার নিত্য অধিষ্ঠান যোগস্থান কি কি তাহা জানা আবশ্যক। "নিয়মাসনকং স্নিগ্ধ

ন্যগ্রোধকাখ্য পিপ্পলং। তেষাং পঞ্চবটং দেবি যোগিনাং যোগসিদ্ধিদং।" এই তামস-বচনে নিম্ব, আমলক, শ্রীফল, বট, অশ্বত্থ, এই পঞ্চবট যোগ-সিদ্ধির স্থান। এ স্থানে ভগবান্ নিত্য বিরাজ করেন্। তাই পরমাত্মার বিশেষ স্থান যে পঞ্চবট, ইহা জানাইবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র আর আর সকল স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পঞ্চবটীতেই বাস করিয়াছিলেন্।

সূর্য্যাত্মিকাখণ্ড-নিবাসিনী নিকষা-নাম্নী রাক্ষসী, বিশ্রবা ঋষির নিকট পুত্র-কামনা করাতে ঋষি তাহাকে রাবণ-কুম্ভকর্ণ-নামে দুই পুত্র ও শূর্পণখা নামে এক কন্যা প্রদান করেন্ এবং বিনা প্রার্থনাতেও ঋষি ধার্ম্মিক বিভীষণ নামে আরও এক পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। যিনি শ্রোতব্য তিনিই বিশ্রবা; এ বাক্যে আত্মাই শ্রোতব্য। সেই পরমাত্মা সৃষ্টি-লীলা-বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিলে, তদিঙ্গিতজ্ঞা সৃষ্টিকারিণী মায়া তাঁহার নিকট পুত্র-প্রার্থনা করেন্। তাহাতেই মায়াসম্ভব মহামোহ, মহাতমঃ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এখানে মায়াশব্দে নিকষা। নিকষতীতি নিকষা। নি পূর্ব্বক কষ ধাতু; স্ত্রীত্বে টাপ্। কষ-বিলোড়নে বিলেখনে চেতি। সুতরাং, নিকষা-শব্দে জগদাকর্ষিণী এবং জগচ্চিত্তকারিণী মায়া। বিশ্রবণ পরমাত্মা নারায়ণ সেই দুরন্তা মায়াকে মহামোহ ও মহাতমঃ নামে দুই পুত্র, আর কলহকারিণী নিকৃতি নামে এক কন্যা প্রদান করেন্। ঐ কন্যার নাম শূর্পণখা। মহামোহ রাবণ, মহাতমঃ কুম্ভকর্ণ নামে খ্যাত হয়। অযাচিত পুত্র বিবেক; এখানে তাঁহার নাম বিভীষণ। তিনি লঙ্কাদ্বীপস্বরূপ দেহীর দেহকে অধিকার করিয়া বাস করেন্। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা, পৈশুন্য, মহামোহের এই দশটী প্রধান অঙ্গ। সুতরাং, "অঙ্গানাং মধ্যে মুখস্য প্রাধান্যমিতি" ন্যায়ে রাবণকে দশানন বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়-রূপে প্রত্যেক মুখে দুই দুই হস্তের কল্পনা-দ্বারা বিংশতি হস্তের বর্ণনা হইয়াছে। ঐ মহামোহ এতাদৃক বলবান্ যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাদি-ত্রিলোকস্থ জনমাত্রেই তাহার বশীভূত। এই অভিপ্রায়ে রাবণকে ত্রিলোকজয়ী বলা হইয়াছে। হস্ত-পদাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ মহামোহের অধীনে দেহস্থ সমস্ত কর্ম্ম করে। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্-গণ ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা বলিয়া থাকেন্। এ-কারণ রাবণের আজ্ঞাধীন দেবগণ লঙ্কাদ্বীপে অধিবাস করতঃ রাবণের নিয়োগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ইন্দ্র-শব্দে আকাশ; কণ্ঠদেশেরও নাম আকাশ। কণ্ঠসন্নিহিত বায়ু ইন্দ্রাংশ; সুতরাং কণ্ঠভূষণ মাল্যগ্রন্থন কর্ম্মে ইন্দ্রকে নিয়োগ করা হয়। সূর্য্য-শব্দে চক্ষু। চক্ষুর অবলোকন-শক্তি। অতএব পুরীদর্শক দ্বারপাল-স্বরূপ সূর্য্য রহিয়াছেন। দেহ-বিশোধক পবন, একারণ পুরী শোধনে তিনি নিযুক্ত হন্। দেহমার্জ্জক বরুণ; এজন্য মন্দির-মার্জ্জনার্থে বরুণ নিযুক্ত আছেন। দেহ-বিনাশক যম-সংজ্ঞক অপান বায়ু। তাহার অসাধ্য মহামোহ। এ-জন্য অঘস্তরূপে বর্ণনা করিয়া যমকে অঘের যবনাহরণ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সর্ব্ব-সন্তোষ-কারক চন্দ্র। চন্দ্রই দেহের উপরিস্থ মস্তকের মধ্যে ভ্রূদলমধ্যে মনোরূপে সংস্থিত। মন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ছত্রধারক ভৃত্যের ন্যায় পশ্চাদনুগামী হয় বলিয়া, ইনি রাবণের ছত্রধারী। জগৎস্রষ্টা বিধাতা বেদবক্তা। ইনি

শিক্ষাপাঠে নিযুক্ত। কারণ, মোহাবৃত ব্যক্তির নিকট বেদ বালকের উপযুক্ত মাত্র। মহাতমঃ মৃত্যুবর্ণ সাক্ষাৎ অহংকার-মূর্ত্তি। অহংকারে উন্মত্ত হইলে জীব সর্ব্বদা অভিভূত ও মূর্চ্ছিত থাকে; সুতরাং কুম্ভকর্ণ দীর্ঘনিদ্র। মোহাকৃষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান অপহৃত হয়, তাই রাবণ জ্ঞান-স্বরূপা সীতার অপহরণ করেন (?)। শরীরের মধ্যে সন্তোষের নাম নন্দনবন; সেই নন্দন-বনই রামায়ণের অশোকবন। তাহাতেই বিদ্যার স্থিতি। কিন্তু মহামোহের দাসীস্বরূপা কুমতি, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি সেই সন্তোষ-কাননে বিদ্যাকে মহামোহের বশে আনিবার নিমিত্ত উপদেশ করে; এমন কি যন্ত্রণা দিয়াও কার্য্যসিদ্ধির উপদেশ দিয়া থাকে। লঙ্কাদ্বীপে ও অশোক-কাননে সীতাদেবী, দুর্ম্মুখা, দুর্মতি ত্রিজটা প্রভৃতি চেড়ীগণ-কর্ত্তৃক সতত রক্ষিতা ও তৎসিতা হইয়াছেন। কিন্তু বিবেক-পত্নী সুমতি কখনও কখনও বিবেকানুশাসনে জ্ঞানের উদ্দীপন করেন্। এ-স্থলে বিভীষণের অনুমতিতে তৎপত্নী সরমা অশোকবন-মধ্যে, মধ্যে মধ্যে সীতার পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন্। বিবেকের নাম বিভীষণ। বিবেকের সহচর সাধনচতুষ্টয়। বিভীষণেরও সুবাহু, সুমুখ, সুতন্ত্র, সুকেতু সচিব-চতুষ্টয় ছিল। এক শরীরে মহামোহ ও বিবেক বাস করেন্, এবং এক মায়াগুণেই উৎপন্ন, কিন্তু পরস্পর অবিভাবাপন্ন। এখানে বিভীষণ ও রাবণ সহোদর; এক লঙ্কাদ্বীপেই তাহাদের অধিবাস, কিন্তু তাহারা অবিভাবাপন্ন। মহামোহ বিষয় দেখে, বিবেক শুদ্ধ পরমার্থপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন্। রাবণ সীতাসম্ভোগে মানস করিয়াছিল, বিভীষণ নিষেধ করিয়াছিলেন। মহামোহ সর্ব্বদাই বিবেকের পীড়াদায়ক, একারণ বিবেক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শরীরের মায়া ত্যাগ করিয়া সাধনচতুষ্টয়ের সহিত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করেন। এ-স্থলে বিভীষণও রাবণকর্ত্তৃক পদাঘাতে পীড়ামান হইয়া সচিব-চতুষ্টয়ের সহিত আনন্দময় শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন্।

রাবণ অভিমানী ছিলেন, তাই তাঁহার স্ববংশে নাশ হয়। শাস্ত্রে বলে, "জরা রূপং হরতি, ধৈর্য্যমাশা, মৃত্যুঃ প্রাণান, ধর্ম্মচর্য্যানসূয়া। ক্রোধঃ শ্রিয়ং, শীলমনার্য্যসেবা, হ্রিয়ং কামঃ সর্ব্বমেবাভিমানঃ॥" জরা মনুষ্যের রূপ হরণ করে, লোভ ধৈর্য্যকে হরণ করে, মৃত্যু প্রাণকে নষ্ট করে, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যকে নষ্ট করে, ক্রোধ শ্রীনাশ করে, কুসংসর্গ সৎস্বভাব-নাশক, কাম লজ্জাপহারক, কিন্তু এক অভিমান সর্ব্বাপহারক। অতএব এক অভিমানে রাবণের সকলই বিনষ্ট হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

৺কৃষ্ণভাবিনী দাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরিবর্ত্তন।

আমার স্বামি-মহাশয়ের বাল্য হইতেই দেবেন্দ্রনাথের উপর অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি যখন দেখিলেন কলিকাতায় মধ্যস্থলে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাস্তবিকই দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গ-সন্তানদিগকে সুশিক্ষায় ভূষিত করিয়া তুলিতেছেন, তখন

আমাদের একমাত্র পুত্রকে তাঁহাদের দুইজনের নিকট শিক্ষার জন্য সমর্পণ করিবার ইচ্ছাই প্রবল হইল। পুত্রকে বুদ্ধিমান অধ্যয়নশীল বালক দেখিয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে ছাড়িতে দুঃখিত হইলেন এবং সেও বারংবার বিদ্যালয়-পরিবর্ত্তনে পাঠের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় স্কুল ছাড়িতে ইচ্ছুক হইল না। এজন্য বৎসরের শেষে উহার মীমাংসা হইবে, এই বলিয়া নিরস্ত হইতে হইল।

আমি কৃষ্ণভাবিনীর মত শিক্ষিতা মহিলা ও তদুপরি আমার অকৃত্রিম বন্ধুর তত্ত্বাবধানে এবং দেবেন্দ্রনাথের মত পণ্ডিত মহানুভব ব্যক্তির সুনিয়মের শিক্ষার মধ্যে পুত্রকে স্থাপন করিতে আগ্রহান্বিতা হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। কিন্তু নূতন বন্দোবস্তেই শুনিলাম যে, দেবেন্দ্রনাথের অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, উপযুক্ত এবং বিশ্বাসী লোকের অভাবে অগত্যা বিদ্যালয় তুলিয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথ বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবার মানস করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা উত্তরোত্তর এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল ও তাহারা দেবেন্দ্রনাথের গুণে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, বিদ্যালয় উঠিয়া যাওয়াতে সকলেই অতিশয় আন্তরিক-দুঃখানুভব করিয়াছিল।

ফিওবেলগার্টেন-শিক্ষার প্রণালীর দ্বারা কৃষ্ণভাবিনী নিজে যে-সকল শিশুদিগের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন, অল্পকাল-মধ্যেই তাহাদিগকে তিনি এরূপ বশীভূত, আকৃষ্ট, সুবোধ, শান্ত ও বাধ্য করিয়াছিলেন যে, তাহারা কৃষ্ণভাবিনীর নাম শুনিলে আনন্দে নাচিয়া উঠিত। আমার একটী বন্ধুর পুত্রকে সে সময় আমি জানিতাম, সেও ঐরূপ করিত। সে বলিত, "আমাকে তিনি অধিক ভাল বাসেন; এই কাল ঘোড়াটি ছিঁড়ে গেল, বলিয়ে দিলেন।" অন্য একটী শিশু দম্ভ আরম্ভ করিয়া অমনি বলিল, "না, তিনি আমাকেই বেশী ভালবাসেন্। একদিন আমি জুতার ফিতা বাঁধিতে পারিতেছিলাম না, তিনি কত আদর করিয়া আমার জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিলেন্।" এ-সময় কৃষ্ণভাবিনী পরের সন্তান লইয়া তাহাদিগকে নিজের পুত্রের মতই যত্ন করিয়া ও শিক্ষা দিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

কৃষ্ণভাবিনীর সংসারে আবার পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভাগ্যচক্রের গতিতে নিয়তই ভ্রমিত হইয়া এই সরলমতি দম্পতিকে পুনঃ পুনঃ বিক্ষিপ্ত হইতে হইতেছিল। এসময়ে পতিকে প্রাণপণে রক্ষা করা ও জ্ঞানচর্চ্চা করাই কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার অশেষ সেবা-যত্নে দেবেন্দ্রনাথ কিছু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়া ভগ্ন-স্বাস্থ্যজনিত পরিশ্রমে অপারগ হইলে, ও উপযুক্ত সময় দিতে না পারিলে তাঁহার নিজ-বিবেকানুমোদিত কার্য্যই হইবে না ভাবিয়া দেবেন্দ্রনাথের অন্তর আর তাঁহার ইচ্ছাকে সমর্থন করিল না। এজন্য পুনরায় বিদ্যালয়-গঠনে ইচ্ছা না করিয়া, কলিকাতার কোন নিভৃত পল্লীতে বাস করিয়া, ছাত্রবৃন্দের শিক্ষার সাহায্যার্থ পুস্তক-প্রণয়নে মনোযোগী হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণভাবিনীর পরিচর্য্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে দিবারাত্র অধ্যয়ন ও পুস্তক-প্রণয়ন-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। পুত্রকে আমি উহাদের নিকট রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারিলাম না, এ ক্ষোভ আমার হৃদয়ের মত রহিয়া গেল।

ইহার পর কৃষ্ণভাবিনীর সংবাদাদি অনেক দিনই পাই নাই। আমি তাহাদের সংবাদের জন্য ব্যস্ত হই দেখিয়া আমার স্বামী তাঁহাদের কোন আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের বাসার ঠিকানা পাইয়া একদিন দেবেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া তাঁহাদের কুশল-বার্ত্তা লইয়া আসিয়া আমায় জানাইলেন ও আমি সেখানে একদিন আমার যাইবারও অনুমতি পাইয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এ বাসনা আমার মনেই রহিয়া গেল; কার্য্যতঃ আর ঘটিল না। সংসারের নানা ঘটনায় পড়িয়া কৃষ্ণভাবিনী-দর্শনানন্দ-সুখে বঞ্চিতা রহিলাম। ইহার পূর্ব্বে ভাবিনীর কন্যা মনোরমার জন্য তাঁহার অত্যন্ত মনঃকষ্টের কথা শুনিয়াছিলাম, ও দেখা করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। হঠাৎ 'আনন্দ বাজারে' মনোরমা (তিলোত্তমা) আমাকে চিনিয়া যেন আমারই কন্যার মত কাছে আসিয়া কথা কহিল। তাহার বেশ দেখিয়া যারপর নাই ব্যথিত হইলাম।

প্রিয়তমা ও কৃষ্ণভাবিনীর নিজ ভাগ্যচক্র।

তিলোত্তমা ধনি-গৃহের বধূ হইয়া, বহু-দাসদাসী-পরিবৃত মূল্যবান্ দ্রব্যে শোভিত সুবৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিয়াও অন্তঃকরণে নিরতিশয় দুঃখিনী ছিল। শ্বশুরের কাল হইলে উচ্ছৃঙ্খলমতি স্বামী তিলোত্তমাকে চাহিয়াও দেখে না। বালিকা সেই সুবিশাল অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠে একাকিনী পড়িয়া থাকে। পিতামহ-ভবন হইতে তাহাকে লইবার জন্য লোক আসিলে শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাহাকে পাঠান্ না। অযত্নেই হউক্ বা দুরন্ত ভাবনা-ভারেই হউক্, তিলোত্তমা পীড়িতা হইল। ঔষধ দূরে থাক্, একটু তৃষ্ণার জলও যথাসময়ে পাওয়া সুকঠিন হইল। এত ক্লেশ কি মানুষ সহ্য করিতে পারে! স্বামী বাটীতে থাকে না; ধনি-ধনিতা শ্বশ্রূর সহিত বধূদিগের ঘনিষ্ঠতা অল্পই; পিত্রালয়-গমনের অনুমতি জিজ্ঞাসা করিলেও যাইতে দিবেন্ না। বালিকা-বুদ্ধিতে সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই পিতামহ-ভবনে চলিয়া আসিল। এখানে পিতামহ তাহাকে না দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন; সকল ব্যাপার শুনিয়া তিনি তিলোত্তমাকে শ্বশুরালয়ে আর শীঘ্র পাঠাইবেন্ না, বলিলেন। তিলোত্তমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ইহাতেও বধূ না জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাওয়াতে অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিলেন ও বধূর মুখদর্শন এজন্মে আর করিবেন না, বলিয়া পাঠাইলেন। পুত্রও সেই মতে মত দিয়া নিরপরাধা বালিকাকে জন্ম-দুঃখিনীই করিল। ভাবিনী একেই কন্যা অপাত্রে ন্যস্ত হওয়ায় দুঃখিত ছিলেন, তাহার উপর এ-সকল ঘটনায় মর্ম্মাহত হইলেন্।

কন্যা তিলোত্তমা পিতামহ-ভবনে খুড়ী-মাতাদের কাছেই থাকিত; মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার কাছে আসে, কখনও বা মাতাপিতা তাহাকে দেখিয়া আসেন্; এইরূপে কন্যার মাতাপিতার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা ও মায়া-মমতার বৃদ্ধি হইল। দেবেন্দ্রনাথও এবার দুঃখিনী কন্যার জন্য যেন হৃদয় পাতিয়া দিলেন্। কিন্তু হায়! কপালমা সাধ্বীর পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা! দুঃখিনী কন্যার এটুকুও কৃষ্ণভাবিনীর ভাগ্যে সহিল না। প্রায় মাসাধিক-কাল দেবেন্দ্রনাথের পদস্ফোট হইয়া শরীর অসুস্থ থাকায়, ভাবিনী অনেক সেবা-যত্নসত্ত্বে

তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তুলিলেও হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথ রক্ত-বসন্তে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন্। রোগের সময় কৃষ্ণভাবিনী একাকিনী সেবা করা, পথ্য দেওয়া হইতে 'বাথ-গেটে'র বাটী হইতে ঔষধ আনা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য স্বামীর জন্য নিজে হাতে না করিয়া সুস্থির হইতে পারিতেন না। কিন্তু হায়! হায়! এই পতিপ্রাণা রমণীর প্রাণ-মন-ঢালা সেবা-যত্ন, প্রাণের ঐকান্তিক প্রার্থনা নিষ্ফল করিয়া বিধাতা এই দুঃখময় ধরাধাম হইতে ভাবিনীর স্বামি-রত্নটীকে তুলিয়া লইলেন। যখন এই নিদারুণ সংবাদ আমার কর্ণগোচর হইল, তখন কৃষ্ণভাবিনীর জন্য প্রাণের মধ্যে যে কি অস্থিরতা উপস্থিত হইল, বলিতে পারি না! দুই এক সপ্তাহ পরেই শুনিলাম, তিলোত্তমা পিতার শোকে তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়া অনেকক্ষণ রোদন করায় তাহার শরীরেও ঐ রোগের বীজ প্রবেশ করিয়া বসন্ত রোগ উৎপন্ন করিয়াছে। চিকিৎসকগণ পরে অনুমান করিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের রক্ত-বসন্ত-রোগ শরীরাভ্যন্তরে হইয়াই তাঁহার জীবন-শেষ করিল। পতিশোকাতুরা কৃষ্ণভাবিনী এই নিদারুণ শোকের উপর আবার কন্যার প্রাণ যায় যায় হওয়ায় প্রলয়ের মধ্যে পড়িয়াও অব্যাহতি পাইলেন না। তাঁহার একমাত্র সন্তান তিলোত্তমাও তাঁহার ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া গেল। সন্তাপিতা বালিকার দুঃখের দিন ফুরাইল; কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর শেষ আশাদীপটুকুও যে নিভিল। বসন্তকুমারী অপত্যনির্ব্বিশেষে যাহাকে বুকে করিয়া লালনপালন করিয়াছিলেন্, যাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া প্রাণ ঢালিয়াছিলেন, সেও যখন সকল জ্বালা ভুলিয়া পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল, তখন সংসার অন্ধকার দেখিলেন! আর কৃষ্ণভাবিনী! যাহাকে এই হৃদয়ভেদী যন্ত্রণায় দগ্ধ করিয়া বিশ্বপতি অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতেছিলেন্ সেই সাধ্বীর বেদনা সকল আত্মীয়-বন্ধুর বক্ষে আসিয়া বিদ্ধ হইল। ভীষণ শোকের উপর শোকে কৃষ্ণভাবিনীর প্রাণের অবস্থা ভাবিয়া উঠিতেই পারিলাম না! হায়! ভাবিনি! তোমাকে বিধাতা এত দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগ করিবার জন্যই কি এত অধিক সহিষ্ণুতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন্? তুমি যে সকলের দুঃখে কাতর হইতে, প্রাণ ঢালিয়া যে সকলের অভাব দূর করিতে যাইতে, তোমার এ দারুণ দিনে, এ প্রলয়ের অবস্থাতে আমরা যে কিছুই করিতে পারিলাম না! না পারিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে ছিলাম, তাহা একবার জানাইতেও পারিলাম না! বঙ্গ-নারী পক্ষ-বিহীন পিঞ্জরের পাখীরও অধম।

দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়া আপনার কন্যার ন্যায় যত্ন করিয়া ধূলি-ধূসরিতা ছিন্নলতা শোকসন্তপ্তা কৃষ্ণভাবিনীকে নিজগৃহে লইয়া আসিলে, একদিন কম্পিত-হৃদয়ে তাহার সমীপে উপস্থিত হইলাম! হায়! কি দেখিলাম! যে স্বর্ণ-প্রতিমাকে সেই বিদ্যালয়-ভবনে বিবি-বেশে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, আজি সেই কৃষ্ণভাবিনীর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী বিধবার বেশ দেখিয়া চমকিত হইলাম! তাহাকে যখন বলিলাম, "আমি তোমাকে কি দেখিতেই আজ এসেছি!" তখন কৃষ্ণভাবিনী নিজ অসাধারণ ধৈর্য্য-সহ উদাস প্রাণে কহিলেন, 'যিনি আদর করে আমাকে

যেন সাজিয়েছিলেন্, তিনিই আবার এই দশা করে চলে গেলেন্!' আ-হা! সে চিত্র-খানি জীবনে আমি ভুলিব না! তাহার পর কৃষ্ণভাবিনী যখন পতি-কন্যা-বিয়োগের আদ্যপূর্ব্ব সমস্ত কথা আমার কাছে বলিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিলেন, তখন মনে হইল, 'হায়, ধরাধামকে কি কেবলই দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার স্থান করিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন!' কৃষ্ণভাবিনী বলিলেন, "যখন প্রাণ তাঁর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গিয়াছে, তখনও আমি হতজ্ঞান হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছি! বাটীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই! কেবল কুকুরটা! বোধ হয়, সেও সব বুঝিতে পারিয়া শোকে অধীর হইয়া শয্যাতলে পড়িয়া আছে! গৃহে, শব্দমাত্র নাই! আত্মীয় ডাক্তার যখন নাড়ী-পরীক্ষা করিয়া আমাকে সরাইল, তখন আমার এ সর্ব্বনাশ বুঝিতে বাকি রহিল না। সর্ব্বনাশ শুনিয়া এক বিভীষিকা অন্তরে উপস্থিত হইল! উঃ!! এমন বিপদের চরম অবস্থায় একেবারে একা!! ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ঈশ্বর যখন যাহাকে যেমন অবস্থায় ফেলেন্, তেমনই কি সাহস ও ধৈর্য্য দেন! অথবা যখন যেমন অবস্থা হয়, স্বাভাবিক মনের গতিও কি সেইরূপ হয়! ইহাও তাঁহারই অভিপ্রায় ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাঁর খেলা তিনিই জানেন্, ক্ষুদ্র মানুষের ভাবনার অতীত তাঁর কার্য্য! ভাবিয়া কেহ কখন কিছু নির্ণয় করিতে পারে নাই, পারিবে না। 'রহস্যময় সংসারের কার্য্য-কলাপ কেবল চক্ষে দেখ ও তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ কর', প্রতি নিয়ত জগতে এই সঙ্কেত উত্থিত হইতেছে। সূক্ষ্মবুদ্ধি বীরেরাই কেবল ইহা অবগত হন্, চঞ্চল স্থূলবুদ্ধি আমরা কি বুঝিব।"

গৃহে আসিয়াও সেই কৃষ্ণভাবিনী-মূর্ত্তির রূপান্তর ও কৃষ্ণভাবিনীর জীবনের প্রলয়-যুগের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন অবসন্ন হইয়া আসিল। আহা! সেই দেবীপ্রতিম জীবন-খানিতে বিধাতার এত নিষ্পীড়ন? পরে চকিতে মনে হইল, আমাদের বঙ্গমাতার রাজকবি যে গাহিয়াছেন, "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি, তোমার সেবার মহান্ দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি!" তাই বুঝি ঠাকুর, তুমি কৃষ্ণভাবিনী-প্রকৃতি এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। তাই কৃষ্ণভাবিনী এমন উচ্চবংশে ভূম্যধিকারীর গৃহে জন্মিয়াও নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহভাবে অবস্থান করিয়া সমস্ত জীবন সংসারে সার সার কর্ত্তব্যগুলি পালন করিতে পারিয়াছেন! নদিদি ছাড়া কোন নারীতে এ প্রকৃতি দেখিলাম না। কৃষ্ণভাবিনীতে একাধারে আরও অনেকগুলি উচ্চশিক্ষোপযোগী গুণ দেখিয়াছি, যাহা অন্য হিন্দু পরিবারস্থ কোনও বঙ্গ-রমণীতে সম্ভবে না। কৃষ্ণভাবিনীতে শিক্ষা যেমন সোনায় সোহাগার ন্যায় হইয়াছে, এমন আর কাহাতেও দেখিলাম না!

বিধিদত্ত মোহ, মায়া, স্মৃতির দারুণ বন্ধন হইতে এ সংসারে কে সহসা মুক্ত হইতে পারে? প্রায় বৎসরাধিক কাল ইহাতে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে দিনাতিপাত করিয়া দিনে দিনে অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে ভাবিনী যখন ঈশ্বরে চিত্ত-সমাধান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন, সেই সময় কোন উচ্চপদস্থা দেশহিতৈষিণী বিদুষী রমণী

তাঁহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করায়, আমার প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণভাবিনী একদিন বলিলেন, "বার বার আমি এমন অনুরোধে পড়িতেছি, কি করিব ঠিক্ করিতে পারিতেছি না! এই ভয় যে, এখন শান্তচিত্ত হইবার জন্য যে ঈশ্বর-সাধনার প্রয়োজন, তাহার পাছে ব্যাঘাত ঘটে!" এই কথা শুনিয়া কহিলাম, "ঠিক্ উপযুক্ত পাত্রেই তাঁহারা এ গুরু ভার ন্যস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।" কৃষ্ণভাবিনী কহিলেন, "সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে তুমিও কি আমায় নামিতে অনুমোদন কর? আমি এক এক বার ভাবি, যখন এত দুঃখ-জ্বালা সহিয়া প্রাণই রক্ষা করিলেন প্রভু, তবে তাঁর কাজেই তাহা সমর্পিত হউক্।" তাহার সেই দৃঢ়-সংসঙ্কল্পোজ্জ্বল ঊর্দ্ধদৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া মনে হইল, সে যেন এক অভূতপূর্ব্ব সমুচ্চভাব প্রাণে ঢালিয়া দিল; কহিলাম, "ভগ্নি, এমন মহৎ হৃদয় ব্যতীত আর কোন্ রমণী দেশহিতকর কার্য্যে নারীকুলের উন্নতি-সাধনে মনঃপ্রাণ ঢালিতে পারিবে? ইচ্ছা সত্ত্বেও সংসারী ব্যক্তির ইহাতে প্রবেশ করিয়া কার্য্যক্ষম হইবার সম্ভবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহাও সেই পরম দেবতারই সেবা।"

পবিত্র-হৃদয়া, ব্রহ্মচারিণী, সেবাব্রত-ধারিণী কৃষ্ণভাবিনীকে যখন এই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা দেখিলাম, সেদিনকার যুগপৎ হর্ষ-বিষাদের অবস্থা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে পারি না।

কৃষ্ণভাবিনি! কৈশোরের প্রিয়বন্ধু কৃষ্ণভাবিনি! বিধাতা তোমার হাত ধরিয়া কোথা হইতে কোথায় আনিলেন? যাও ভাবিনি, সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে, যাও সেই উদার পথে! উচ্চ হৃদয় ও ধর্ম্মভাব দিয়া বিধাতা তোমাকে যে ভারত-রমণী করিয়া পাঠাইয়াছেন, সেই ভারতনারী-মণ্ডলীর মুখ উজ্জ্বল কর। তুমি নরোত্তমের সহধর্ম্মিণী হইয়া এত দূর জ্ঞান-পথে সৎসাহসে অগ্রসর হইয়াছ ও প্রকৃতিগত ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া নিঃস্বার্থ নিরভিমান অন্তঃকরণ লাভ করিয়াছ, নারীর মহত্ত্ব, মানবের মনুষ্যত্ব ও উৎসর্গীকৃত জীবনে কল্যাণকর কার্য্যের মধ্য দিয়া অমরত্ব লাভ কর! ইহার অধিক সম্পদ আর কি আছে! আমাদের ভারত-নারী-মণ্ডলীর মহান্ গৌরবে সম্মানিত ও আদৃত থাক। জীবনে "প্রভুরই ইচ্ছা পূর্ণ" কর।

বন্ধু আমার সেই বিলাত-যাত্রার মতই না বলে চলে গেলেন্। একটী বার শেষ দেখা দেখ্‌তে পেলাম না! রামায়ণ-মহাভারতের চেয়ে তাঁহার জীবনের কাহিনীগুলাই আজ আমার সকলকার কাছে বল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। কি নারী-জন্মই তিনি পেয়েছিলেন!!! মনে হচ্ছে যেন এখন স্ব-শরীরেই স্বর্গে চলে গেলেন্! মর্ত্ত্যলোকে দেবীর স্থানই যে নিজের রেখে গেলেন্!

শ্রীমতী—

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(শ্যামনগর—পুষ্করিণীর তট।
হেমচন্দ্র একাকী উপবিষ্ট)

হেম। নারায়ণ! লীলাময়! তোমার অনন্তলীলা বোঝা ভার! এ সংসার তোমার খেলা-ঘর। মানুষ তোমার খেলার পুতুল! তুমি কখন্ কাকে নিয়ে কি খেলা খেলাও, তা' তুমিই জান্! তোমার খেলায় চালিত হ'য়ে আজ আমি হেথায় এসেছি। স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঘর-বাড়ী ছেড়ে, আজ আমি পরের আশ্রয়ে বাস কচ্ছি। জানি না, আবার কোথায় যেতে হবে! আর ভাল লাগ্‌ছে না; প্রাণ যেন উধাও হয়ে বাড়ীর দিকে ছুটে যাচ্ছে! অন্নপূর্ণার ভালবাসা, রমার ভক্তি, সুবোধের সরল মুখ যখন মনে পড়্‌ছে, তখন সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাচ্ছি। মনে হয়, ঘরে ফিরে যাই। কিন্তু গিয়েও ত সেই যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ত্তে হবে। তার চেয়ে বরং এ আছি ভাল; চ'খে ত' আর তাদের কষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কিন্তু এখানে বেশী দিন যে টিক্‌তে পার্ব্ব, তা' বোধ হয় না! প্রথম প্রথম নরেন্দ্রকৃষ্ণকে বেশ ভাল লোক ব'লে মনে হত। কিন্তু আজকাল আর সে রকম মনে হয় না। প্রথমে আমার সঙ্গে সে যে-রকম ব্যবহার ক'রেছে, আজকাল আর সে-রকম করে না। তারই বা দোষ কি? সে মনিব আমি চাকর; যেটুকু দয়া করে, তাই যথেষ্ট! একদিন আমিও প্রভু ছিলুম, একদিন আমিও দশজন লোকের উপর হুকুম চালিয়েছি। তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি, পরের দাসত্ব করা, পরের অন্নে প্রতিপালিত হওয়া কি কষ্টদায়ক, কি যন্ত্রণাকর!

(সরলার প্রবেশ।)

সরলা। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল) বাবা, শ্যামনগর যাব কোন্ পথে?

হেম। এই ত শ্যামনগর। কে তুমি? তোমার কথার স্বরে বোধ হ'চ্ছে, তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ! শ্যামনগরে কোথায় যাবে, মা?

সর। আমি বড় বিপদে পড়েছি, বাবা! আমরা বড় গরিব। দু'বেলা খেতে পাই না। আমার আর কেউ নেই, কেবল এক বুড়ো মা। দু'জনে ধান ভেনে কোন রকমে একবেলা একমুটো খেতে পেতুম্! এম্নি কপাল বাবা, আজ ক'দিন হ'ল আমার মায়ের বড় ব্যামো হয়েছে। একটী পয়সা নেই; ডাক্তার দেখাতে পারি নি। আজ বড় বাড়াবাড়ি হ'য়েছে, তাই আর থাক্‌তে না পেরে এই শ্যামনগরে মথুর কবিরাজের বাড়ী যাচ্ছি। যদি তিনি দয়া ক'রে একটু ওষুধ দেন্। শুনিছি, তিনি গরীবকে বড় দয়া করেন্। আমি কখনও গ্রামের বার হই নি, পথঘাট চিনি না। তা' কি কোর্ব্বো বাবা, মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। হাঁ, বাবা, মা আমার বাঁচবে ত'? (বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল)

হেম। তা কি ক'রে বোল্‌বো মা? সবই ভগবানের হাত। তাঁর মনে যা আছে,

তাই হবে। তুমি কেঁদ না। মধুর-বাবু বড় দয়ালু লোক। তাঁকে গিয়ে তোমার অবস্থা বোলো তা হলেই তিনি তোমার মাকে দেখে আসবেন্। এই রাস্তাটা দিয়ে খানিকটা গেলেই তাঁর বাড়ী দেখ্তে পাবে। আর শোন,এই পাঁচটা টাকা নাও,—তোমার ওষুধ-পত্র যা দরকার হবে, তা কিনে এন।

সর। সে কি বাবা! তুমি অতগুলো টাকা দেবে? কেন বাবা, আমি ত তোমার কোনও কাজ করি নি!

হেম। কেন, কাজ না ক'লে কি টাকা দিতে নেই?

সর। কে দেয় বাবা? আমার যা'রেরা বড়মানুষ! তাদের কাছে একটী টাকা ধার চাইতে গেলুম, সে বল্লে আমার দু'মণ ধান ভেনে দে, তবে দোব! তা' আমি কখন্ দোবো বাবা? মাকে আমি একদণ্ডও ছাড়্তে পারি না। তা'র কাছে দিন রাত ব'সে থাকি। দু'টি রেঁধে খাব, তা, দু'দিন আমার সে সময় হয় নি। তাকে বল্লুম, 'মা ভাল হলে দোব।' তার পায়ে ধ'রে কাঁদ্লুম, তবুও সে দিলে না। আপনার লোকেই দিলে না, তা' পরে কেন দেবে বাবা?

হেম। আমি দিচ্ছি নাও। (হেমচন্দ্রের চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছিল)

সর। অতটাকা নিয়ে কোথেকে শুধ্বো বাবা?

হেম। তোমায় শুধ্তে হবে না।

সর। সে কি! তুমি একেবারে দেবে? না, তা আমি নিতে পার্ব্ব না। অমনি নিলে পাপ হবে।

হেম। না, পাপ হবে না। আমি দিচ্ছি নাও, আমার অনুরোধ।

(নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও অহরের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান)

অহ। ঐ দেখুন্ বাবু!

সর। তা' অত টাকা নিয়ে কি কোর্ব্বো বাবা? আমায় বরং চার আনার পয়সা দাও, মায়ের জন্যে সাবু-মিছ্রি নিয়ে যাব। আর যা থাক্বে, তা'তে আর কিছু দরকার হ'লে কিন্বো।

হেম। না, মা, এই পাঁচটাই নাও, তোমার অনেক দরকার হবে। এ অতি-সামান্য। আমিও বড় গরীব, আর আমার কাছে এখন কিছু নেই। মা, এ সংসারে গরীবই গরীবের বন্ধু, বড়লোক গরীবের দুঃখ বোঝে না। বোঝ্বার ক্ষমতাও নেই তা'দের। আপনার লোকেও কোন উপকার করে না। যদি কখনও কিছু দরকার পড়ে বড়লোকের কাছে যেও না, আত্মীয়ের কাছেও যেও না। তা'দের কাছে কিছুমাত্র সমবেদনা পাবে না তাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক্, তারা তোমার দুঃখ শুনে হেসে উঠ্বে। গরীবের কাছে দুঃখ জানিও, সে তোমার দুঃখের কাহিনী শুনে কেঁদে ফেল্বে। তাকে বল্তে হবে না, সে আপনা হ'তে, যদি তার একমুঠো চা'ল থাকে, সে আধমুঠো দেবে। যদি তার একখানি কাপড় থাকে, সে অম্লান বদনে আধখানি ছিঁড়ে দেবে। নাও, না নিলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে! (টাকা দান) তোমার মায়ের চিকিৎসা করাও, টাকার দরকার পড়্লে আমার কাছে এস, কোনও লজ্জা ক'র না। ঐ যে এই গ্রামের

জমীদারের বাগান-বাড়ী দেখ্‌ছ, ঐখানে আমি থাকি। তবে এখন শীঘ্র যাও, আর দেরী ক'র না, মা!

জহ। ঐ দেখুন বাবু, হাতে করে দিচ্ছে, বোধ হয় টাকা! হ্যাঁ দেখুন, ওঃ কত টাকা! আপ্‌নার চ'খে ধূলো দিয়ে আপনার সর্ব্বনাশ ক'চ্ছে! কেমন সৎকার্য্যে ব্যয় কচ্ছে! একবার দেখুন্!

সর। কে তুমি বাবা, তুমি কি দেবতা? নইলে মানুষের কি এত দয়া হয়? তোমার মতন দয়া কারও দেখি নে, তোমার মতন মিষ্টি কথা কখনও শুনি নি। তবে এখন যাই বাবা, আর বেশী রাত হ'লে কর্‌রেজের দেখা পাব না। [প্রস্থান।

হেম। কি সুন্দর সরল এই বালিকা! কি সরল ভাবে কথাগুলি বল্‌লে! মনে কোনও ছলচাতুরী নেই! এ সরলতা, এ সৌন্দর্য্য ধনীর গৃহে দেখ্‌তে পাবো না। এ সৌন্দর্য্য দরিদ্রের পর্ণকুটীরই আলো ক'রে থাকে। দুঃখিনী বালিকা আমায় স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়ে দিয়ে গেল। কে বলে এ সংসারে দরিদ্র হওয়া বিড়ম্বনা! বহু-পুণ্য-ফলে লোক দরিদ্র হয়। দরিদ্রের প্রাণে যত স্নেহ, যত ভালবাসা, যত দয়া, তা'র শতাংশের এক অংশও কি ধনীর প্রাণে আছে! তারা নিজের সুখে নিজে মত্ত। আমার যখন ঐশ্বর্য্য ছিল, তখন ত এ-সব কিছু বুঝ্‌তে পার্ত্তুম্ না। লোকের দুঃখ দেখে প্রাণ ত' এত কেঁদে উঠ্‌তো না! তাই বুঝি, শিক্ষা দেবার জন্যই ঈশ্বর আমার এশ্বর্য্য কেড়ে নিয়েছেন্! ভালই ক'রেছেন্।

জহ। এখন নিজের চ'খে লোকটার চরিত্র দেখ্‌লেন্ ত? আমার কথা কি মিথ্যা? নইলে ও-বেচারী বিদেশে চাকরী ক'র্ত্তে এসেছে, ওর নামে মিছে কথা বল্‌বার আমার দরকার? প্রজার উপরে অত্যাচার-উৎপীড়ন ক'রে টাকা আদায় করে, খাজনার টাকা চুরি—এ সকলের প্রমাণ চান্, তাও দিতে পারি!

নরে। না, আর কোনও প্রমাণের দরকার নেই।

(নরেন্দ্রকৃষ্ণ হেমচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া ডাকিলেন—)

নরে। হেমচন্দ্র!

হেম। কে, নরেন্দ্রবাবু! কি বল্‌ছেন?

নরে। চমৎকার!

হেম। কি চমৎকার?

নরে। রাতদুপুরে পুকুর-ঘাটে বসে কুলটার সঙ্গে গুপ্তপ্রেম অতি-চমৎকার!

হেম। গুপ্তপ্রেম!

নরে। আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে আকাশ-থেকে পড়্‌লে যে? অস্বীকার কর্ব্বে নাকি?

হেম। আশ্চর্য্য!

নরে। বড় বেশী রকম! তোমার লীলা-খেলায় বাধা দিতে এত রাত্রে হঠাৎ আমি এসে প'ড়্‌ব এটা বিশেষ রকম আশ্চর্য্য।

হেম। আপ্‌নি আমার নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিচ্ছেন্—।

নরে। (ঈষৎক্রোধান্বিত হইয়া) তুমি মিথ্যাবাদী—

হেম। আমি জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নি।

নরে। কি আশ্চর্য্য! হাতে হাতে ধরা পড়্‌লে তবুও অস্বীকার! গর্দ্দভ,—তুমি কি ভাব?

হেম। নরেন্দ্রবাবু, গালাগাল দিও না। গর্দ্দভ আমি নই, গর্দ্দভ তুমি! তা নইলে সকলকে নিজের মতন ভাব? আমি বৃদ্ধ, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, আমি পরস্ত্রীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয় কোর্ব্বো, একথা গর্দ্দভ ভিন্ন অপর কোনো জন্তুতে ভাব্‌তে পারে না।

নরে। কি? যত বড় মুখ, তত বড় কথা? জান, কা'র সঙ্গে কথা কইছ?

হেম। হ্যাঁ, জানি। তুমি আমার প্রভু, সে-কথা ভুলি নি। কিন্তু তাই ব'লে তুমি আমাকে যা ইচ্ছা বল্‌তে পার না। তোমার না পোষায়, আমাকে বিদায় দাও, আমি চলে যাচ্ছি। আমারও আর তোমার কাজে চাকরী কর্ত্তে ইচ্ছে নেই!

নরে। তা অবশ্যই দোবো। তবে তা'র আগে তুমি আমার যে টাকাগুলি ভেঙেছ, সে-গুলি বুঝিয়ে দাও।

হেম। কি! আমি টাকা ভেঙেছি?

নরে। হ্যাঁ, চলিত ভাষায় যাকে চুরি করা বলে। গোবিন্দপুর থেকে যে টাকা আদায় হয়েছিল, তা থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা চুরি করেছিলে, মনে পড়ে? নেমকহারাম!

হেম। নরেন্দ্র কৃষ্ণ! জেন মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে! আর আমি সহ্য ক'র্ত্তে পাচ্ছি না। তুমি আমায় চরিত্রহীন লম্পট বলেছ, তা'সহ্য করেছি, আমায় মিথ্যা-বাদী বলেছ, তাও সহ্য করেছি। শেষে আমাকে চোর নেমকহারাম বল্‌লে? আমি তোমার কড়ায় গণ্ডায় হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তবু তুমি কি জন্যে আমায় চোর ব'ল্‌ছো তার কৈফিয়ৎ চাই! তোমার খাতা-পত্র নিয়ে এস, তোমার কান ধ'রে হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছি! যাও নিয়ে এস। যাও শীগ্‌গির যাও,—দাঁড়িয়ে রইলে কেন!

নরে। বটে! উল্লুক? তোমার বড্ড সাহস দেখ্‌ছি!—জহর! জুতো মার্‌তে মার্‌তে ওকে আমার গ্রাম থেকে দূর ক'রে দাও।

(জহর মারিতে উদ্যত)

হেম। সাবধান!

নরে। আমি হুকুম দিচ্ছি, মার জুতো!

[জহর অগ্রসর হইয়া মারিবার পূর্ব্বেই হেমচন্দ্র তাহাকে সজোরে পদাঘাত করিলেন। জহর পড়িয়া গিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল]

জহ। উহু, ম'রে গেছি বাবু! বাবু, আপনার সুমুখে আপ্‌নার এক জন চাকর আমায় মেরে ফেল্‌লে? আপনি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছেন? শাস্তি দিচ্ছেন্ না? ব্যাটাকে ধরে পুলিশে দিন্, তবে ঠিক্ জব্দ হবে।

নরে। হুঁ, ঠিক্ বলেছ তুমি। ওর উপযুক্ত শাস্তি দরকার।

[রামসিংহ দ্বারবানের প্রবেশ]

রাম। হুজুর, এত্‌না রাত হুয়া, তব বি আপ ডেরা পর যাতা নেই, মায়জী হাম্‌কো ভেজা হ্যায় আপকা—

নরে। বহুৎ আচ্ছা। আভি তোম থানামে যাও—

রাম। থানামে?

নরে। হাঁ। থানামে যাকে, দারগা-জীকো কহো, একঠো ডাকু পাক্‌ড়ানে হোগা। হিয়া হামারা পাশ কনষ্টিবল ভেজ দেনা। জল্‌দি যাও।

রাম। যো হুকুম, হুজুর! [প্রস্থান।

হেম। অ্যাঁ, তুমি আমায় পুলিশে দেবে?

নরে। সেই রকমই ত মনে কচ্ছি!

হেম। না, না, তুমি ত এত নিষ্ঠুর নও!

নরে। সময়-বিশেষে হ'তে হয়। বিশেষতঃ তোমার মতন বদ্‌মায়েস লোককে জেলে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

হেম। নরেন্দ্রবাবু, তুমি আমার নামে অন্যায় অপবাদ দিয়েছিলে, তাই সহ্য কর্ত্তে না পেরে তোমায় আমি রূঢ় কথা বলেছি। তোমার একটা সামান্য চাকর আমায় জুতো মার্ত্তে আসায়, আমি রাগে জ্ঞান হারিয়ে তাকে লাথি মেরেছি। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার অন্যায় হয়েছে। তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য। সুতরাং, তোমার হুকুমে তোমার চাকর যখন আমাকে জুতো মার্ত্তে আস্‌ছিল, আমার উচিত ছিল, পিঠ পেতে দেওয়া। তা' আমি করি নি। সুতরাং, আমি অপরাধী। তুমি আমায় শাস্তি দাও, কেবল একটা অনুরোধ রাখ, আমায় পুলিশের হাতে দিও না। আমার নামটা ডুব্‌বে!

নরে। না, আমি তোমায় পুলিশেই দোব।

হেম। নরেন্দ্রবাবু, আমি তোমার হাতে ধরে মিনতি কচ্ছি, তোমার যে শাস্তি ইচ্ছা দাও, যদি জুতো মার্‌তে চাও, তাও মার; কেবল একটা অনুরোধ রাখ, আমায় পুলিশে দিও না।

নরে। তোমার সুর যে বদ্‌লে গেল, হেম বাবু! এই না একটু আগে খুব লম্বা লম্বা কথা কইছিলে? মিছে কাঁদ্‌ছ! আমি স্থিরসঙ্কল্প!

হেম। না, না, আমার অনুরোধ আমি প্রত্যাহার ক'চ্ছি। তোমার মত ইতর লোকের কাছে আমি মিনতি ক'রে মহা ভুল করেছি।

[কনষ্টেবলের প্রবেশ]

নরে। জমাদার! এই লোকটাকে ধরে থানায় নিয়ে যাও। ও আমার লোককে খুন ক'র্ত্তে এসেছিল।

কন। খুন কর্‌নে গিয়া? কেইসে হুজুর?

জহ। উঃ—উঃ—জমাদার-সাহেব, একেবারে গেছি! (কাঁদ কাঁদ সুরে) আমার আর ওঠ্‌বার ক্ষমতা নেই, উঃ—!

কনে। কাঁহা চোট লাগিয়েসে?

নরে। তুমি তোমার কাজ কর। দারগা-জীকে আমি সমস্ত বল্‌বো। তাঁকে আমার সেলাম দাও। যাও—

[কনষ্টেবল হেমচন্দ্রের হাত ধরিল]

হেম। নিষ্কৃতি! আমার উপর তোমার অনুগ্রহটা বড় বেশী। তুমি আমায় বড় ভাল বাস! তাই আমার হাত ধরে আমায় সুন্দর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ। স্বাস্থ্যকর স্থানের বড় অভাব, তাই বুঝি—

কন। চল্ শালা চল্!

হেম। কি সুমিষ্ট সম্ভাষণ! তবু এটা প্রথম পরিচয়। চলুন্, আমি প্রস্তুত আছি।

কন। কেয়া...কি বাচ্ছা?

হেম। ওঃ—অসহ্য! অসহ্য! ঈশ্বর, এখনও তোমার তৃপ্তি হ'ল না? আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছ, আমায় পথের ভিখারী করেছ, তাতেও তোমার শান্তি হ'ল না! আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার আমায় একেবারে শেষ কর। এ অপমান আর সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছি না। এক দিন যারা আমার সঙ্গে কথা কইতে সাহস

ক'র্ত্ত না, আজ তারা দাঁড়িয়ে লাথি মার্‌ছে। আজ আমার এমি অবস্থা! ইতর লোকে আমার পিতৃ-পুরুষকে গালাগাল দিচ্ছে! এমন কি মহাপাপ করেছি,—যার জন্য এ যন্ত্রণা দিচ্ছ! যদি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না থাকে, যদি আমার মার্জ্জনা না থাকে, আমায় চরম শাস্তি দাও! আর কিছু চাই না,—এ অপমান, এ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে, আমি মৃত্যু, শুধু মৃত্যু চাই।

কনে। (কলের গুঁতা মারিয়া) চল্‌!

হেম। (উদ্ভ্রান্তভাবে) কি বল্‌ছ? কোথায় যাব?

কন। থানায়ে।

হেম। কোথায়?

কন। (কলের গুঁতা) থানায়ে, থানায়ে।

হেম। ওঃ—থানা, থানা, বড় সুন্দর স্থান! বড় সুন্দর স্থান! চল, চল।

কন। চল্‌, জল্‌দি চল্‌।

হেম। থানা, থানা, বড় সুন্দর স্থান, বড় সুন্দর স্থান, চল, চল।

[হেমচন্দ্রকে লইয়া কনষ্টেবলের প্রস্থান]

নরে। (স্বগত) তাই ত, একেবারে পুলিশে দিলুম! কাজটা কেমন? না, না, বেশ ক'রেছি। বড় চড়া কথা বলেছিল। উহুক গাধা ব'লে গালাগাল দিয়েছিল। বেশ করেছি। (কিছু পরে অহরের দিকে চাহিয়া) কি রে, এক লাথি খেয়েই তোমার ওঠ্‌বার শক্তি গেল?

অহ। উঃ—বাবু, বড্ড মেরেছে।

নরে। বেশ করেছে। ও একটা মানী লোক; তুমি ওকে জুতো মার্‌তে গেছ্‌লে কেন?

[নরেন্দ্র কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন]

অহ। এ কি! আবার কি হ'ল! লোকটার ঐ ত দোষ! একটুতে রেগে ওঠে বটে, কিন্তু রাগ বেশী ক্ষণ রাখ্‌তে পারে না। না! আমায় চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না। দারগার কাছে যেতে হ'ল। কি জানি, বাবুকে বিশ্বাস নেই। রাগ প'ড়ে গেলেই হয় ত দারগার কাছে নিজে গিয়েই খালাস ক'রে আন্‌বে। এনে হয় ত আবার ম্যানেজারী দেবে। না, তা কিছুতেই কর্ত্তে দেওয়া হবে না। অনেক কষ্টে যদি পথের কাঁটা গেছে, তাকে একেবারে শেষ ক'র্ত্তে হবে। যাই, এই রাতারাতি যা হয় ব্যবস্থা ক'র্ত্তে হবে। দেরী ক'লে ব্যাঘাত ঘট্‌তে পারে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর।

অন্নপূর্ণা ও হরিদাস।

অন্ন। হরিদাস! সরেশ্বরবাবুর কাছে তাঁর কোন খপর আসে নি?

হরি। না, বৌঠাক্‌রুন্‌। বাবুর খপরের জন্যে তিনিও ভাব্‌ছেলেন।

অন্ন। তাই ত, কি উপায় কোর্ব্বো? আজ ক'দিন ধরে তাঁর চিঠিপত্র পাচ্ছি না। কি হ'ল?

হরি। ভাবনার কথা বটে। কেন যে তাঁর চিঠীপত্র আস্‌ছে না, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। ছেলে বাবু এখানে, বেশ ছেল, কেন অত দূরদেশে যাওয়া। কেনই বা তখন যেতে দিলুম? তখন যদি বাবুর পায়ে ধরে কেঁদে বল্‌তুম, 'বাবু তুমি যেওনা।' হায়! হায়! তখন বুক্‌তে পার্‌লুম, না। আপনিই বা যেতে দিলেন কেন, বৌঠাক্‌রুন?

অন্ন। তখন বুঝ্‌তে পারি নি হরিদাস! মনটা তাঁর পাগলের মতন হ'য়ে উঠ্‌লো, মনে কর্‌লে বাইরে থাক্‌লে, কিছু টাকা উপায় ক'র্ত্তে পার্ব্বে, মন ভাল থাক্‌বে। দু'পয়সা ঘরে এলে পর ছেলে-মেয়েগুলোরও কষ্ট থাক্‌বে না।

হরি। মানুষ লোভে পড়েই ত সব নষ্ট করে! এখন বিদেশ-বিভূঁইয়ে তাঁর যে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে, কিছুই জান্‌তে পারা যাচ্ছে না।

অন্ন। তুমি একবার সর্ব্বেশ্বরবাবুকে ডাক, দেখি, তিনি কি বলেন্।

[হরিদাসের প্রস্থান]

কেন যে তাঁর চিঠি-পত্র আস্‌ছে না, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

[সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ]

সর্ব্বে। কি বল্‌ছেন্ মা?

অন্ন। আপ্‌নাকে বেশী আর কি ব'ল্‌ব? মানুষের যখন দুঃসময় পড়ে, তখন মনে কেবল কু-ভাব্‌নাই আসে। তাঁর কোন খপর না পাওয়াতে আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে।

সর্ব্বে। হাঁ মা, এটা ভাবনার কথা বটে! যে মানুষ রোজ চিঠি লেখেন্, আজ দশ বারো দিন তাঁর কোন খপর নেই! আর মাসের প্রথমেই তাঁর মনি অর্ডার আসে, আজ মাসের ১২ই হ'ল, তবু তাঁর টাকা এল না।

অন্ন। অ্যাঁ? তাঁর টাকা আস্‌বার সময় উত্তরে গেছে? আমার তা মনে ছিল না। তবে কি হবে উপায়? আমার প্রাণ ধড়্ ফড়্ ক'চ্ছে, আর আমি স্থির থাক্‌তে পাচ্ছি না। আপনি এর একটা বিহিত করুন্।

সর্ব্বে। (ভাবিয়া) তাই ত! কি করা যায়?

অন্ন। তাঁর খপর আন্‌বার আর কি কোনও উপায় নেই?

সর্ব্বে। সে বিদেশে যে আর আমাদের তাঁর খপর দেবে না? আর তাকেও ত আমি না যে, তাকে লিখে তাঁর খপর আনাবো।

অন্ন। তবে কি হবে?

সর্ব্বে। (ভাবিয়া) আমি না হয়, একবার সেখানে যাই। গিয়ে তাঁর খপরটা নিয়ে আসি। আমারও মনটায় ভাল ব'লে নিচ্ছে না।

অন্ন। হাঁ, আপনি তাই যান্। আমার মন বড় অস্থির হ'য়ে উঠেছে। সংসারের এই অবস্থা, তিনি কি ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌বেন। আমার ত ভাল ব'লে মনে হচ্ছে না!

সর্ব্বে। আমি কালই শ্যামনগরে যাব। আপনি ভাব্‌বেন না।

অন্ন। রমার অসুখ, তাঁর কোনও খপর নেই, সংসারের এই অবস্থা আমাকে যেন ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে!

সর্ব্বে। মা, আপ্‌নি বুদ্ধিমতী, বিপদের সময় ধৈর্য্য হারাবেন্ না। রমা কেমন আছে?

অন্ন। একটু ভাল আছে। আপনাদের যত্নে, প্রফুল্লর পরিশ্রমেই রমা এবার প্রাণ পেয়েছে। নইলে তার ত বাঁচ্‌বার আশাই ছিল না! আপ্‌নি তা হ'লে কাল শ্যামনগরে যাবেন্ ত?

সর্ব্বে। হাঁ মা, আমাকে কাল যেতেই হবে। আর চুপ্ ক'রে থাকা উচিত হচ্ছে

না। জানি না, বাবুর সেখানে কি হয়েছে! আপনারা খুব সাবধানে থাক্‌বেন্। এখানে মণিরাম পদে পদে শত্রুতা কর্চ্ছে। কখন্ যে কি ক'রে বস্‌বে, তা' বল্‌তে পারি না। তবে শুন্‌ছি না-কি, সে এখানে নেই।

অন্ন। তাকে সঙ্গে করে আন্‌বেন। আর তাঁর বিদেশে থেকে কাজ নেই; আর আমার পয়সার দরকার নেই। বিদেশে তিনি কত কষ্টই পাচ্ছেন্! সর্ব্বনাশী আমি, আমিই ত' পয়সা পয়সা ক'রে তাঁকে পাঠিয়েছি, নইলে তাঁর ত' যাবার ইচ্ছা ছিল না।

সর্ব্বে। আপনি খুব ভাল কাজই ক'রেছিলেন। আপনার দোষ কি? সকলই সময়ের দোষে করে; গ্রহের ফেরে সব হয়। আমি তবে এখন চল্লুম্।

অন্ন। (ইতস্ততঃ করিয়া) সেখানে টাকার দরকার হতে পারে। কিছু টাকা?

সর্ব্বে। সে কথা আমাকে বল্‌তে হবে না। [প্রস্থান]

অন্ন। মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন্ আর! কোথায় ভাব্‌লুম্ বিদেশে গেলে, কিছু পয়সা উপায় ক'র্ত্তে পার্লে, তাঁর মনটা ভাল থাক্‌বে, ছেলে-পুলে-গুলোরও একটু কষ্ট ঘুচ্‌বে, না উল্টো উৎপত্তি হ'ল! কি হ'ল তাঁর, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! হে ভগবন্! তাঁর যেন কোন অমঙ্গল না হয়। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

[রমার শয়ন-কক্ষ। রমা বসিয়া; পার্শ্বে প্রফুল্ল]

প্রফু। আজ কেমন আছ, রমা?

রমা। ভাল আছি।

প্রফু। রমা, তুমি রোজ একটু একটু ক'রে বেড়িয়ে বেড়িও।

রমা। একটু একটু বেড়াইত? তবে বেশী ক্ষণ পারি না, মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই।

প্রফু। তুমি কেবল রাত্ দিন ভেবে ভেবে মন খারাপ ক'রে সেরে উঠ্‌তে পাচ্ছ না। আর অসুখও হয়েছিল সেইজন্যেই।

রমা। (হাসিয়া) তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি না?

প্রফু। আমার কষ্ট! আমার কিসের কষ্ট?

রমা। তোমার কষ্ট নয়? দিন রাত্রি তুমি কত পরিশ্রম ক'রে আমার চিকিৎসা ক'রেছ, কত রাত্রি আমার কাছে ব'সে রাত জেগেছ, এসব কি কষ্ট নয়?

প্রফু। এ আর কষ্ট কি? আমাদের ত' কাজই এই। কষ্ট তুমিই পেয়েছ। দিন রাত্ রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রেছ, সে সময় তোমার কষ্ট দেখে মনে হ'ত যে, আমার স্বাস্থ্যটা তোমায় দিয়ে তোমার রোগটা যদি আমি নিতে পার্ত্তুম্ ত' নিতুম্। যাই হোক্, আর মিছে ভাব্‌না ভেবে মন খারাপ্ ক'রে থেক না। এত অসুখ থেকে উঠ্‌লে, এখন যাতে মনটা ভাল থাকে, শরীরটা শীগ্‌গির সেরে ওঠে তা কর।

রমা। মনে করি, ভাব্‌ব না, কিন্তু কোথা থেকে ভাবনা এসে জোটে। নিজের কথা, বাবার কথা, মনে পড়্‌লে আমার প্রাণটা কেমন হ'য়ে যায়। বিশেষতঃ আমার সেই অপমানের কথা মনে পড়্‌লে।

প্রফু। সে কথা মনে ক'রে কেন তুমি মন খারাপ ক'র্চ্ছ? পাপীর শাস্তি একদিন

ভগবান্ দেবেনই দেবেন্। আর যাবার জন্যে ভাবনা কি? তিনি বিদেশে চাকরী ক'র্ত্তে গেছেন, দিন কতক পরে আস্‌বেন্। সেজন্যে ভেবে মন খারাপ্ কর্ব্বার ত' কোন দরকার নেই।

রমা। ভাব্‌তে বড় কষ্ট হয়। তুচ্ছ পয়সার জন্যে তিনি দেশ-ছাড়া হ'য়ে বিদেশে প'ড়ে আছেন্।

প্রভু। সে-সব কথা ভেবে কি কোর্ব্বে? ভেবে ত কোন ফল নেই, রমা! বিধাতার খেলা তিনি খেল্‌ছেন। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

রমা। তা' সত্যি! কিন্তু মানুষের মন কি তা' বুঝ্‌তে পারে?

প্রভু। না, তোমাকে আমি পার্‌ব্‌ না। আমি যত চাপা দিতে যাচ্ছি, তুমি তত কথার ভেতর থেকে কথা টেনে আন্‌ছ। তুমি অত ভাব্‌তে পাবে না, বল্‌ছি। বিশেষতঃ আজ-কাল সংসারের কথা, দুঃখের কথা বল্‌তে পাবে না। চল ছাতে যাই, কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে!

রমা। অনেক দিন বাইরে যাই নি, অনেক দিন চাঁদের আলো দেখি নি; দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু চল্‌তে পার্ব্বো না।

প্রভু। আমি ধ'রে ধ'রে নিয়ে যাব, যেতে পার্ব্বে না?

রমা। না, থাক্!

প্রভু। আমার কাছে এত লজ্জা কেন, রমা? এতটুকু বেলা থেকে আমরা একসঙ্গে আছি, আমিই তোমাকে লেখা-পড়া শিখিয়েছি! আমাকে দেখ্‌লে তখন কত আহ্লাদ ক'র্ত্তে, তখন ত আমাকে এত লজ্জা ক'র্ত্তে না!

রমা। ছেলেবেলাটা এক রকম বেশ যায়;—না?

প্রভু। ছেলেবেলাটা মানুষের সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়! শৈশবে মানুষের হৃদয়ে কপটতা থাকে না, লজ্জার আবরণে মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌তে পারে না, মানুষ ভাল-বাসার সাগরে ডুবে থাকে। ছেলেবেলার চেয়ে মানুষের সুখের সময় আর নেই, রমা!

রমা। আমারও তাই মনে হয়। মনে হয়, কেন বড় হলুম, কেন আমার সে সুখের দিন ফুরিয়ে গেল! তখনকার অবস্থা, আর এখনকার অবস্থা কত তফাৎ!

প্রভু। আবার দুঃখের কথা নিয়ে আস্‌ছ? তা'র ত অনেক সময় আছে। সমস্ত জীবনটা প'ড়ে রয়েছে। তাই যদি আমি কাছে থাক্‌লে তোমার দুঃখ বাড়ে, তবে আমি চল্লুম্। (প্রস্থানোদ্যত)

রমা। রাগ ক'র না ভাই! তুমি রাগ ক'র্লে দুঃখের বোঝা আরও বাড়্‌বে। তুমি আমার,—তুমি আমাদের ভালবাস বলেই তোমার কাছে মনের কথা, দুঃখের কথা বলি। তা'তে প্রাণটা একটু হাল্‌কা বোধ হয়। যদি তুমি রাগ কর, তা হলে আর ব'ল্‌ব না। তুমি রাগ ক'র্লে আমরা কোথায় দাঁড়াব? আমাদের এ দুঃসময়ে আত্মীয়-বন্ধু সকলেই ছেড়ে গেছে, কেউ একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তেও আসে না, কিন্তু তোমার স্নেহ-মমতা কিছু কমে নি, বরং বেড়েছে। তোমার মতন নিঃস্বার্থ পরোপকারী এ সংসারে ক'জন আছে?

প্রভু। তাই না-কি? তুমি ভুল বুঝেছ। আমি স্নেহ স্বার্থপর।

রমা। মহৎ লোকের স্বভাবই হ'চ্ছে, নিজেকে খুব হীন ভাবা। কোন্‌টা তোমার স্বার্থ বল ত?

প্রভু। আমার স্বার্থ তুমি!

রমা। যাও!—তুমি ভারী দুষ্টু!

প্রভু। বেশ! আমি চল্লুম্।

[প্রস্থানোদ্যত]

রমা। শোন, শোন

প্রভু। আবার কি শুন্‌ব? আমাকে ত যেতে ব'ল্লে?

রমা। আমি যেতে বল্লুম্?

প্রভু। ব'ল্লে না? এইমাত্র বল্লে, "যাও।"

[সুবোধের প্রবেশ]

সুবো। (প্রভুলের প্রতি) মা আপ্‌নাকে ডাক্‌ছেন্।

প্রভু। আমি চল্লুম্, রমা! মা কি বল্‌ছেন শুনি গে। তুমি একখানা বই-টই পড়, আমি চুপ্‌টি ক'রে শুয়ে থেক না। [প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

সন্ধ্যা-পূজা।

(১)

সন্ধ্যা-বধূ হাস্‌ছে ধীরে
মধুর সাজে সেজে;
হৃদয়-বীণা থেকে থেকে
উঠ্‌ছে যেন বেজে!

(২)

কোলাহলের ভিতর দিয়ে
সোনার তরী আস্‌ছে বেয়ে,
আজি অজানিত—চির
পরিচিতের বেশে—
সন্ধ্যা, তাঁরে বরণ ক'রে
লও গো আবাসে!

(৩)

দাও গো ব'লে ফুলের দলে
দিতে মধুর ঘ্রাণ;
ফুলের গন্ধে পাগল হাওয়া
ছুটিয়ে দিক্ তাঁর প্রাণ!

(৪)

দীর্ঘ দিবস তরী বেয়ে,
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত হ'য়ে
আস্‌ছে সারা দিনের পরে,
শান্তি পা'বার আশে;
সন্ধ্যা, তাঁরে বরণ ক'রে
লও গো আবাসে।

(৫)

কি আছে মোর? কর্‌বো আমি
পূজার আয়োজন;
ভক্তি-কুসুম দিয়ে শুধু
কর্‌বো আরাধন!

(৬)

সন্ধ্যা, তুমি কর প্রেরণ
তোমার দীপ্ত ভাষার কিরণ—
সেই প্রদীপে হের্‌বো নাথের
রাঙা চরণ-দ্বয়;
শুন্‌বো তাঁহার মধুর বাঁশী
সারা জগৎময়!

শ্রীমতী সরসীবালা দেবী।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ প্রকরণ।

তেন জ্ঞানফলং প্রাপ্তং যোগাভ্যাসফলং তথা।
তৃপ্তঃ স্বচ্ছেন্দ্রিয়ো নিত্যমেকাকী রমতে তু যঃ ॥১

যিনি (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগ করিয়া) তৃপ্ত ও নির্ম্মলেন্দ্রিয় হইয়া একাকী বিষয়যোগ-ব্যতিরেকে নিত্য আনন্দময় হ'ন্, তিনিই জ্ঞানের ফল পাইয়াছেন, তিনিই যোগাভ্যাসের ফল পাইয়াছেন্ ।১।

ন কদাচিজ্জগত্যস্মিংস্তত্ত্বজ্ঞো হন্ত খিদ্যতি।
যত একেন তেনেদং পূর্ণং ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥২

হে শিষ্য, এই জগতে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কখনও দুঃখ পান্ না; কারণ, এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল একমাত্র তাঁহারই দ্বারা পরিপূর্ণ (দ্বিতীয় কেহই নাই, যাহা হইতে তিনি ভয় পাইবেন) ।২।

ন জাতু বিষয়াঃ কেঽপি স্বারামং হর্ষয়ন্ত্যমী।
সল্লকীপল্লবপ্রীতমিবেভং নিম্বপল্লবাঃ ॥৩

নিরন্তর যিনি আত্মাতেই আনন্দলাভ করেন্, তাঁহাকে আত্মারাম বলে। ঈদৃশ ব্যক্তিকে কোনপ্রকার বিষয়সুখই কখনও উৎফুল্ল বা আত্মহারা করে না। যে হস্তী কোমল সল্লকীপল্লব ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছে, সে নিম্বপল্লব দেখিয়া কখনও আহ্লাদে আটখানা হয় না ।৩।

যস্ত ভোগেষু ভুক্তেষু ন ভবত্যধিবাসিতা।
অভুক্তেষু নিরাকাঙ্ক্ষী তাদৃশো ভবদুর্লভঃ ॥৪॥

যাঁহার ভুক্তবিষয়ে আসক্তি হয় না ও অভুক্তবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা হয় না, তাদৃশব্যক্তি সংসারে অত্যন্ত দুর্লভ ।৪।

বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী বিরলোহি মহাশয়ঃ ॥৫

সংসারে ভোগাকাঙ্ক্ষী মানব পরিদৃষ্ট হয়, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মানুষও দেখা যায়, কিন্তু ভোগ ও মোক্ষ, এই উভয় বিষয়ে নিরপেক্ষ মহাশয় অত্যন্ত বিরল ।৫।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা।
কস্যাপ্যুদারচিত্তস্য হেয়োপাদেয়তা নহি ॥৬॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জীবন ও মরণ, এইসকল বিষয়ের কোনটাই যিনি হেয় বা উপাদেয় মনে করেন্ না, তাদৃশ উদারচিত্ত ব্যক্তি ক্বচিৎ দেখা যায় ।৬।

যাহা ন বিশ্ববিলয়ে ন স্বেষস্তস্য চ স্থিতৌ।
যথা জীবিকয়া তস্মাদ্ধন্য আস্তে যথাসুখম্ ॥৭॥

যিনি জ্ঞানী, তাঁহার বিশ্বনাশেও কখন ইচ্ছা হয় না, তাহার স্থিতিতেও কখন বিদ্বেষ হয় না। এই ধন্য পুরুষ প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারে যাহা পা'ন্, তাহার দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহপূর্ব্বক যথাসুখে অবস্থান করেন্। ৭।

কৃতার্থোঽনেন জ্ঞানেনেত্যেবং গলিতধীঃ কৃতী।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্জিঘ্রন্নশ্নন্নাস্তে যথাসুখম্ ॥৮॥

'এই জ্ঞানের দ্বারা আমি কৃতার্থ হইয়াছি', এইরূপ মনে করিয়া দেহাদিতে আত্মদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া কৃতী মহাশয় (প্রারব্ধকর্ম্মানুসারে যথাযথ) দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও ভোজন করতঃ যথাসুখে থাকেন্ ।৮।

শূন্যা দৃষ্টির্বৃথা চেষ্টা বিকলানীন্দ্রিয়াণি চ।
ন স্পৃহা ন বিরক্তির্বা ক্ষীণসংসারসাগরে ॥৯॥

যে জ্ঞানীর সংসারসাগর ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহার বিষয়ভোগের ইচ্ছাও হয় না, বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষও হয় না দৃষ্টি ; আসক্তি-শূন্য হয়, চেষ্টাসকল নিষ্কামভাবযুক্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়-সকল দুষ্ট-বিষয়গ্রহণে বিকল হয় না।

ন জাগর্ত্তি ন নিদ্রাতি নোন্মীলতি ন মীলতি।
অহো পরদশা কাপি বর্ত্ততে মুক্তচেতসঃ ॥১৫॥

মুক্তচিত্ত-ব্যক্তি জাগিবার জন্য চেষ্টা করেন্ না ; নিদ্রা যাইবার চেষ্টাও করেন না ; নয়ন-উন্মীলনের চেষ্টাও করেন না, নয়ন-নিমীলনের চেষ্টাও করেন না। তিনি এক অত্যাশ্চর্য্য পরম অবস্থায় অবস্থান করেন্ (যখন তাঁহার সমস্ত কার্য্যই প্রারব্ধকর্ম্মবলে নিষ্পন্ন হয়, তিনি স্বয়ং কেবল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন্)।১৫।

সর্ব্বত্র দৃশ্যতে স্বস্থঃ সর্ব্বত্র বিমলাশয়ঃ।
সমস্তবাসনামুক্তো মুক্তঃ সর্ব্বত্র রাজতে ॥১৬॥

জীবন্মুক্ত জ্ঞানিপুরুষ সুখদুঃখাদি সর্ব্বত্র সুস্থচিত্তে বিরাজ করেন, শত্রুমিত্র সকলের প্রতি নির্ম্মলচিত্ত (অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষাদি-দ্বারা কলুষিত হয় না)।১৬।

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গৃহ্ণন্ বদন্ ব্রজন্
ঈহিতানীহিতৈর্মুক্তো মুক্ত এব মহাশয়ঃ ॥১৭॥

(সমস্তই যথাযোগ্য) দর্শন করিয়া, শ্রবণ করিয়া স্পর্শ করিয়া, আঘ্রাণ করিয়া, ভক্ষণ করিয়া, গ্রহণ করিয়া, বলিয়া এবং গমন করিয়া যিনি রাগদ্বেষ-দ্বারা মুক্ত, সেই মহাশয়ই বাস্তবিক মুক্ত।১৭।

ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।
ন দদাতি ন গৃহ্ণাতি মুক্তঃ সর্ব্বত্র নীরসঃ।১৮।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কাহারও নিন্দাও করেন না, স্তুতিও করেন্ না ; হৃষ্টও হন না, কুপিতও হন্ না ; দানও করেন না, গ্রহণও করেন না ; তিনি সর্ব্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য হন্।১৮।

সান্তরাগাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্।
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্তএব মহাশয়ঃ ॥১৯॥

যিনি পরমপ্রেমবতী রমণীকে অবলোকন করিয়া, অথবা উপস্থিত মৃত্যু জানিয়াও বিহ্বল হ'ন্ না, পরন্তু (যথাপূর্ব্ব) ধৈর্য্যযুক্তই থাকেন্, সেই মহাশয় বাস্তবিকই মুক্ত।১৯।

সুখে দুঃখে নরে নার্য্যাং সম্পৎসু চ বিপৎসু চ।
বিশেষো নৈব ধীরস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ ॥২০॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী ধীর মহাপুরুষ সুখে দুঃখে, নরে নারীতে, সম্পদে বিপদে কোন ভেদই দেখেন্ না। যাঁহার সর্ব্বত্র আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে সুখ দুঃখ, নর নারী, সম্পদ্ বিপদ্ প্রভৃতি সমস্তই সমান।২০।

ন হিংসা নৈব কারুণ্যং নৌদ্ধত্যং ন চ দীনতা।
নাশ্চর্য্যং নৈব চ ক্ষোভঃ ক্ষীণসংসরণে নরে ॥২১॥

যে মহাপুরুষের সংসার ক্ষীণ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহার হিংসা বা কারুণ্য, ঔদ্ধত্য বা দীনতা, বিস্ময় বা ক্ষোভ, কিছুই হয় না।২১।

ন মুক্তো বিষয়দ্বেষ্টা ন বা বিষয়লোলুপঃ।
অসংসক্তমনা নিত্যং প্রাপ্তাপ্রাপ্তমুপাশ্নুতে ॥২২॥

যিনি জীবন্মুক্ত তিনি কখনও বিষয়ের বিদ্বেষযুক্ত হন্ না, অথবা বিষয়ের প্রতি লোলুপও হন্ না, তিনি সর্ব্বদা অনাসক্তচিত্তে প্রারব্ধানুসারে প্রাপ্তাপ্রাপ্ত বিষয়ের ভোগ করেন্।২২।

সমাধানাসমাধান-হিতাহিতবিকল্পনাঃ।
শূন্যচিত্তো ন জানাতি কৈবল্যমিব সংস্থিতঃ ॥২৩॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি শূন্যচিত্ত হ'ন্ ও কৈবল্য-প্রাপ্তের ন্যায় সমাধি অথবা ব্যুত্থান, হিত

অথবা অহিত,এই সমস্তপ্রকার কল্পনাবিরহিত হন্ (অর্থাৎ তাঁহার মন ব্রহ্মাকার হয়)।১৮।

নির্মমো নিরহঙ্কারো ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতঃ।
অন্তর্গলিতসর্বাশঃ কুর্বন্নপি করোতি ন ॥১৯॥

যাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিবিষয়ে মমতা নাই, যাঁহার দেহ প্রভৃতিতে অভিমান দূর হইয়াছে, 'জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই নহে' এইরূপ যাঁহার দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে, যিনি সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কোন কর্ম করিলেও তাহা না করারই তুল্য (অর্থাৎ কর্ম তাঁহাকে পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত করিতে পারে না ।১৯।

মনঃপ্রকাশসংমোহস্বপ্নজাড্যবিবর্জিতঃ।
দশাং কামপি সম্প্রাপ্তো ভবেদ্গলিতমানসঃ ॥২০॥

শুষ্কচিত্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ মনের প্রকাশাবস্থা এবং মোহাবস্থা, স্বপ্ন ও জড়তার অবস্থা, এইসকল ভাববিরহিত হইয়া এক অনির্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন্।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার তত্ত্বস্বরূপ-বিংশতি' নামক সপ্তদশ প্রকরণ সমাপ্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

প্রথম কবিতা।

নিরজনে পূর্ণপ্রাণে　　বদ্ধ প্রেম-আলিঙ্গনে,
অসীম কৌতুকপূর্ণ প্রাণে,
যতনে রচিয়া নীড়　　স্নেহবক্ষে বিটপীর
ছিল দোঁহে অনাবিল সুখে।
বিহগদম্পতিদ্বয়　　ছাড়াছাড়ি নাহি হয়
একতিল মুহূর্তের তরে,
একসাথে ধরি তান　　পুলকে গাহিয়া গান
বন্দে নিতি জগত-ঈশ্বরে।
ভাঙ্গি সে সুখের ঘর　　পশিল ব্যাধের শর,
বিহগ সে ভূতলে লুটায়!
চাহি পতিমুখ-পানে　　বিহঙ্গী করুণ তানে,
নিজে কেঁদে পরেরে কাঁদায়!
মুহূর্তে টুটিল ধ্যান,　　করুণ সে শোকগান
প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে;
বাল্মীকির প্রাণে প্রাণে,
সে ব্যাকুল হা-হা তানে,
ঝঙ্কারিল বীণা শতস্বরে।
হেরি সে দারুণ ছবি　　বিভল হইলা কবি;
সে যে এক স্মরণীয় দিন!
আদি কবি হর্ষমনে　　সে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে,
রচিলেন কবিতা নবীন।

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।

ঔপন্যাসিকের বিপদ্।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৬

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ডিটেক্‌টিভ বন্ধুর সহায়তায় এক সপ্তাহের পর আদিত্যনাথ অণিমার সন্ধান পাইয়াছে। বন্ধু লিখিয়াছেন, বারুইপুরে একখানা বাগানবাড়ী ভাড়া লইয়া তাহার স্ত্রী সেই ভদ্রলোকটীর সহিত বাস করিতেছেন্। সরকারী কার্যে তাঁহাকে এই মুহূর্তে বাহিরে যাইতে হইল, নচেৎ তিনিই

সীতা-উদ্ধার করিয়া দিয়া যাইতেন্। বাগান-বাড়ীখানি নূতন, ভাড়া লওয়া হইয়াছে ;—মেয়ামত ও নতুন রং হওয়ায় চিনিয়া লইতে অসুবিধা হইবে না। লম্বা জোয়ান প্রসন্নমুখ ভদ্রলোকটীকেও তিনি দেখিয়াছেন ;—হাঁ মানুষের মত চেহারা বটে। চিঠি পড়িয়া রাগে দুঃখে আদিত্যের মনের ভাব ভীষণ হইয়া উঠিল ;—এক সপ্তাহ সে সেখানে বাস করিতেছে! কর্ত্তব্যচিন্তায় তাহাকে অধিক-ক্ষণ কালক্ষেপ করিতে হইল না। তাহা একপ্রকার স্থির করাই ছিল। এই কয়দিন সারা রাত্রিদিন এই চিন্তাতেই তাহার কাটিয়াছে। আদিত্যনাথের ও অণিমার যে-কয়জন আত্মীয় ছিলেন, কৌশলে সকলের নিকট হইতেই সে সংবাদ আনাইয়াছে। অণিমা তাঁহাদের কাহারও বাটী যায় নাই। দাসী-চাকরের বর্ণনা হইতে যতটুকু সে জানিতে পারিয়াছে,—তাহা হইতেও সেই লম্বা জোয়ান সুন্দর পুরুষের মূর্ত্তি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে। ডিটেক্-টিভ বন্ধুর চিঠিতেও তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া প্রমাণ করায় নাই।

ডেস্ক খুলিয়া একটা ভারী জিনিষ ও মণি-ব্যাগটী আদিত্য তাহার ওভারকোটের পকেটে ভরিয়া লইল। ঘরের জিনিষপত্র, টাকা-কড়ি, চাবী, যেখানে যাহা ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল তাহা তেমনি ছড়ানই পড়িয়া রহিল ; গুছাইয়া রাখিল না ;—রাখিবার আর প্রয়োজনও নাই। দারবান্ সঙ্গে যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, আদিত্য কহিল—"দরকার নাই।"

ষ্টেসনে দুই একজন পরিচিতের সহিত আদিত্যের সাক্ষাৎকার হইল। তাহার অসম্ভব গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। অনেকেই তাহার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল,—সে কিন্তু কাহারও পানে চাহিতেছিল না। টিকিট কিনিয়া গাড়ীর একপাশে সে বসিল ; ষ্টেসনে একখানি সংবাদপত্র কিনিয়া লইল ; পড়িবার জন্য নয়, অন্যের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপনের জন্য।

গাড়ী মৃদুমন্দ-গমনে চলিয়া কয়েকটি ষ্টেসনে দুই এক মিনিট দাঁড়াইয়া অবশেষে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনে আসিল। আদিত্যের সঙ্গে জিনিষপত্র ছিল না, সুতরাং কুলীর প্রয়োজন নাই। গাড়ী থাকিলে মন্দ হইত না। ছোট ষ্টেসন,—যা দুই-একখানি গাড়ী ছিল,—তাহার কাছে স্ত্রীপুরুষের জনতা দেখিয়া আদিত্য গাড়ীর আশা ছাড়িয়া পদব্রজেই চলিতে সুরু করিল।

পথের দুইধারে সবুজ জমি। কিছুদিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় সবুজের গাঢ়ত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। একস্থানে কেতকীগাছের জঙ্গল। ফুটন্ত ফুলের গন্ধ বাতাসে মিশিয়া দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিতেছিল। দূরে ধানের ক্ষেতে অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত-আলোক-শিখায় বাতাসে ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে। দুই একজন গ্রাম্যলোক পথ চলিতেছিল। আশে পাশে চারিদিকেই কাব্যের উপাদান মজুদ, তবুও কবিচিত্ত আজ আর সে শান্তসন্ধ্যার পল্লীচিত্রে মুগ্ধ হইল না। তাহার জ্বালাময় দুই চক্ষু যে অজ্ঞাত উদ্যানবাটীকার অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল, তাহারই কোন নিভৃত সজ্জিত কক্ষে নরনারীর যুগলমূর্ত্তি-স্মরণ কল্পনা-জগতের সহিত পৃথিবীর সকল-সৌন্দর্য্য-বোধই তাহার মন হইতে লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

একজন চাষা সাম্‌নের ক্ষেত হইতে উঠিয়া পথ চলিতে সুরু করিলে, আদিত্যনাথ তাহার নিকট হইতেই নূতন মেরামত হওয়া বাগান-বাড়ীখানির সংবাদ জানিয়া লইল। লোকটী কিছু বেশী কথা বলিতে ভালবাসে। সে খুসী হইয়া আদিত্যের প্রয়োজনের অধিক সংবাদই জানাইল; কহিল—"এই যে সাহেব, আমি ত' ঐ দিকেই যাচ্ছি। এই হপ্তা-দুই হোল, ভাড়া এসেছে। কর্ত্তা বড় ভাল মানুষ, খুব আমুদে। এই পরশুদিন সকালে আমায় ডেকে বল্লে,—"ন'কড়ি, ৫'জন নদ্দা লোক ঠিক্ করে দিতে পার? বাগানটা সাফ করে দেবে। যে জঙ্গলে দেশ বাবু, তোমাদের,—কোন্‌দিন সাপে ছোবল দেয় বা!" তা আমি বল্লুম, 'কর্ত্তা পোড়ো বাড়ী কি না, তাই এত জঙ্গল! তা লোকের ভাবনা কি? মনে কচ্ছ এতটুকু গাঁ,—এতে কি আর লোক পাওয়া যাবে? একবার হুকুম দিয়েই দেখ না—পাও কি না? এই ন'কড়ি দাসের অনুমতি পেলে এখুনি দুশো লোক হাজির হবে। "কর্ত্তা হাস্‌তে লাগ্‌লো; বল্লে—'না ন'কড়ি, আমি গরীব মানুষ, দু'শো লোক নিয়ে কোর্‌বো কি? তাও ত বেশী দিন এখানে থাক্‌বো না? ক'দিন আছি, একটু সাফ্ সুত্‌রো করে নিয়ে থাক্‌তে চাই। তুমি বাবু ঐ দুটো লোকই আমায় দিও।" ন'কড়ী দাসের বক্তৃতা শুনিবার মত মনের অবস্থা আদিত্য-নাথের ছিল না। সে নীরবে পথ চলিতেছিল। শ্রোতার নিকট উৎসাহ না পাইয়া নকড়িরও সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা-হ্রাস হইয়া আসিতেছিল; —অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে পথ দেখাইয়া দিয়া সে এইবার নিজের বাড়ীর পথ ধরিল।

সন্ধ্যার অল্প অন্ধকারে বাগানের মধ্যে বাড়ীখানি বেশ দেখাইতেছিল। খোলা ফটকের সাম্‌নে কাঁকর ফেলা রাস্তা! আশে পাশে বড় বড় গাছপালার মাথায় ইহারই মধ্যে জোনাকীর বাতী জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। জানালার খোলা পাখীর মধ্য দিয়া কোন কোন ঘরের আলো বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। আদিত্যনাথ আলোক-অনুসরণে গৃহাভ্যন্তর দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভিতরের দৃশ্য কিছুই দেখা গেল না! কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়-ভাবে সে যখন নিজের কর্ত্তব্য-চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল, তখন হঠাৎ একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগায় অতিকষ্টে পতন-নিবারণ করিতে গিয়া তাহার চিন্তায় ব্যাঘাত পড়িল। তাহাকে প্রশ্নের অবসর না দিয়াই আগন্তুক ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে?" তাঁহার পূর্ণ দীর্ঘপ্রস্থ প্রকাণ্ড শরীরের পানে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়াই আদিত্যের মনে হইল, "এই—যে!" আদিত্য বিনাবাক্যে নিজের 'ওভার কোটে'র পকেটে হাত ভরিয়া দিল। উত্তর না পাইয়া প্রশ্নকারী বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—"কে ম'শাই আপ্‌নি? অন্ধকারে ভদ্রলোকের বাড়ীর দোরে কি খুঁজ্‌ছেন?" এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি ফটক বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, দেখিয়া আদিত্যনাথ অগ্রসর হইয়া বাধা দিয়া কহিল,—"এক মিনিট দেরী করুন্। আপনিই কি কল্‌কাতা থেকে কোন ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, আর এই বাড়ীতেই রেখেছেন?" আগন্তুকের ভীষণ দৃষ্টি অন্ধকার ভেদ করিয়া

আদিত্যনাথের মুখ দেখিয়া লইতেছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা গম্ভীর ও রূঢ়স্বরে উত্তর হইল,—"হাঁ এনেছি—রেখেছি, তোমার তাতে কি?" "কিছু আছে বৈ কি"—এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকার তাঁহার 'ওভারকোটে'র পকেট হইতে ভারী জিনিষটী টানিয়া বাহির করিলেন। দীর্ঘাকার বলবান্ লোকটী এইরূপ সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন্। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে পীচের লাঠিটি বাম হস্তে রাখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে লেখকের হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ঘুরাইয়া ধরায়, রিভলভারের গুলিটা হাওয়ায় বাহির হইয়া গেল। গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন,—"কে তুমি? তার স্বামী?" হাত ছাড়াইবার যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে আদিত্যনাথ কহিল—"আরে তোর যম! চোর, ডাকাত, পাজী, বদ্‌মাস্, শয়তান, রাস্কেল!"—উপন্যাসিককে আর অধিক ভাষা-সংগ্রহের ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না। বলবান্ লোকটীর পিচের লাঠিটি ততক্ষণে আদিত্যনাথের পৃষ্ঠে পতিত হইতেছিল।

ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। উজ্জ্বল কেরোসীনের আলোয় আদিত্য দেখিল—অণিমা ও আর একটি স্ত্রীলোক। ভয় পাইয়া তাহারা দুইজনেই চিৎকার করিতেই, সেই মুহূর্ত্তেই আহত ও আঘাতকারী, দুইজনে দুই জনকে ছাড়িয়া দিলেন্। আঘাতকারী ব্রজেন্দ্রনাথ নিজের আত্মবিস্মৃতিতে অত্যন্ত লজ্জানুভব করিতেছিলেন্। আদিত্যনাথের ক্রোধের কারণ তখনও দূর হয় নাই। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আমি ওকে খুন কর্‌বো;—ওকে খুন কর্‌বো, তোকেও"—

"কিন্তু আমি যে সে-দু'টোর একটীতেও রাজী নই, ভাই! অণি, তোমার দিদিকে বল, —তাঁর স্বামীর হয়ে—আদিত্যবাবুর কাছে উনি মাপ্ চান্। আমার ও' আর মুখ নেই"—বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ হাস্যোৎফুল্ল নেত্রে অণিমার পানে চাহিয়া দেখিলেন্। অন্ধকার না হইলে দেখা যাইত, ব্রজেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে যে পরিমাণে অনুতাপের ব্যথা ধ্বনিত হইল, মুখভাবে তাহার কোন চিহ্নই নাই। আদিত্য-নাথ সহসা—"অ্যাঁ—আপনি—ব্রজেন্দ্রবাবু!" বলিয়া চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

ছোট ছেলেটীকে যেমন করিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া যায়, তেমনি করিয়াই ব্রজেন্দ্রনাথ অবলীলায় আদিত্যনাথকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন্। অণিমা ঘরে আসিলে তিনি কহিলেন,—"আমি ভাবছি, তুমি আমায় মনে মনে খুব গালাগাল দিচ্ছ। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি,—আমি এতটা ভেবে দেখি নি!"—একবাটী গরম দুধ ও একটি চামচ হাতে করিয়া নীলিমা ঘরে ঢুকিয়া রাগরক্তমুখে স্বামীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—"ছিঃ, ছিঃ, কি গোঁয়ার্ত্তমি কল্লে—বল দেখি? বেচারার গায়ের ব্যথা মর্‌তে কতদিন যাবে!" ব্রজেন্দ্রনাথ স্ত্রীর পানে ফিরিয়া বলিলেন,—"এরেই বলে কাজীর বিচার! তোমার ভগ্নীপতি যে গুলি চালালেন্, সেটা কিছু নয়? দোষ হ'লো আমার। তা থেকে আত্মরক্ষা করাটা! ঔপন্যাসিকের কলম থেকে সে-গুলি বেরোয় নি, ম্যাডাম্,—সত্যিকার অ্যাক্ট রিভল্‌ভার থেকে। কোন লেডিরই সাধ্য ছিল না, উপন্যাসের নিয়মে তার মধ্যে বুক পেতে দাঁড়ান।"

আদিত্যনাথের মোহভঙ্গ হইলে সে বিস্মিত চোখে চারিদিকে চাহিতেছে দেখিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া স্ত্রীকে কহিলেন, "কৈ গো, আদিত্যবাবুর খাবার জোগাড় কি কর্‌ছো? আচ্ছা, দাও গরম দুধই আগে একটু খেতে দাও। হাঃ—হাঃ—হাঃ—চমৎকার প্ল্যান তৈরী হয়ে গেছে! শুধু স্ত্রী-চুরি নয়,—ঔপন্যাসিকের মডেল চুরি! কেবল লেখককে নয়—আদিত্যবাবুর লেখাকে কাণা করে দিয়ে, তাঁর পাঠকদের পর্য্যন্ত কেমন জব্দ করে দেওয়া গেছে! কিন্তু বিশ্বাস করুন্ আদিত্যবাবু,—এর মতলবটা সব জেনে শুনে আমি ঠিক্ করি নি। অণি যে আপনাকে না বলেই আস্‌বার জন্যে তৈরী হয়েছিল, তা আমি জান্‌তুম্ না। তা হ'লে হয় ত, এতখানি সাহস কর্ত্তুম্ না। পরে যখন জান্‌লুম্, অণির দিদি বল্লেন্,—'যা দোষ হবার তা'ত হয়েই গেছে,—এখন ওঁকে একটু জব্দ করে দাও। গেরস্তজীবন যখন ওর কল্পনাকে ছাতা ধরিয়ে দিচ্ছে,—তখন দিন-কতক ঘরে বসেই স্বাধীন জীবনের সুখ জেনে নিন্,' মনে করুম, মন্দ কি? তৃষ্ণা এগোয় না, জল এগোয়, দেখাই যাক্। আপনার ডিটেক্‌টিভ বন্ধু রমাপতিবাবু সব কথা আপনাকে ব'লেছেন্ বলেই আমার বিশ্বাস ছিল। তিনি ত শুনে হেসেই অস্থির; বল্লেন, আদিত্যবাবুর লেখার জন্য এটা একটা চমৎকার প্লট হবে। হাঃ হাঃ—হিঃ হিঃ—হোঃ হোঃ! কিন্তু এর জন্যে এতটুকু প্রশংসাও আমার প্রাপ্য নয়—আদিত্যবাবু, সবটুকুই ঐ পাঃ—খুড়ি, ভদ্রমহিলার।" লজ্জিত মুখে হাতজোড় করিয়া আদিত্যনাথ ক্ষীণস্বরে কহিল, "মাপ্ করুন্ আমায়, ব্রজেন বাবু! আমার অপরাধের সীমা নেই। দিদি, আপনার কাছেও আমি বড় অপরাধী। ভগবান্ ব্রজেন্দ্রবাবুকে পুরুষের শক্তি ও উপস্থিত, বুদ্ধি দিয়ে শুধু আমাকে রক্ষা করেন্ নি,—আপনাকেও।" সেই সম্ভাবিত বিপদের কল্পনা করিতেই অণিমার ও নীলিমার চোখে জল ভরিয়া আসিল। ব্রজেন্দ্রনাথ কহিলেন, "মাপ্ আপনাকে করেছি বৈ কি আদিত্যবাবু! যদি বিশ্বাস না করেন্ ত কল্পনাকে সতেজ কর্ব্বার জন্যে যে ডাক্তারি ওষধটার প্রায়ই আপনাকে সাহায্য নিতে হয়, আজ থেকে চিরকালের জন্যেই সেটা আমার কাছে জানিন রইল; কখন তা'র ব্যবহার আর কর্ত্তে পার্‌বেন্ না। ওটার উপর ছোটবেলা থেকেই অণির ভারী বিদ্বেষ! এইবার আমার মাপ্ চাইবার পালা। যে সকল অপ্রিয়, অধিকার-বহির্ভূত ব্যবহার আমি করেছি ও কথায় বলেছি, তার জন্যে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনি আপনার কাছে মাপ্ চাইছি। অণিকে আমি ছোট বোনের মতই ভালবাসি,—তাই এতখানি সাহসের কাজ কর্ত্তে সাহস করেছিলুম্। আমার জ্ঞাত অজ্ঞাত সব অপরাধ ক্ষমা করেন্ বলুন্। ভগবান্ আমায় পুরুষের শক্তি দিয়েছেন্ সত্যি, কিন্তু বুদ্ধি দেন্ নি। আপনাকে যে কতখানি যন্ত্রণা সইতে হচ্ছিল, সেটা ভেবেই দেখি নি। দেখ্‌লে, কখনই এরকম নির্ব্বিকার-চিত্তে খবর না দিয়ে থাক্‌তে পার্ত্তুম্ না। ও চিরকেলে দুষ্টুকে মাপ্ না করে ত' পার নেই-ই। তাই আমার ওকালতি আমাকে নিজেকেই কর্ত্তে হলো।" পত্নীর দিকে চাহিয়া

তিনি কহিলেন, "চল গো,—এইবার রান্নাঘরের একবার খবর নেওয়া যাক্। অমি, আদিতা-বাবুকে 'আনিকা'টা এক ডোজ খাইয়ে দিও।" (সমাপ্ত)

শ্রীইন্দিরা দেবী।

এক।

একখানি দেহ তব, একটি হৃদয় আর,
তাই দিয়ে সম্ভব কি শত কাজ সাধিবার?
অসম্ভব? ক্ষুদ্র নদী যায় যবে পারাবারে,
একটি জীবন তার যায় না কি শত-ধারে?
কতভাবে কতদিকে ক্ষীণ স্থূল ধারাগুলি
অনন্ত মিলন লভি' নীলবক্ষে পড়ে ঢলি।
তাই বলি, ক্ষুদ্র দেহে এক ক্ষুদ্রতম প্রাণে
শতখান্ করে দাও প্রেমের পরশ দানে।
হৃদয়-অমৃত তব সুশীতল নিরুপম
গলুক পড়ুক ঝরি জোছনা-ধারার সম।
বিদীর্ণ অন্তরে কারো রহে যদি অগ্নিরাশি
তোমার মোহন প্রেম হোক্ তাহে অবিনাশী।
দুইটি কোমল করে ঘিরে রহ দুরবলে,
করুণ নয়ন পথে হৃদয় পড়ুক গ'লে
শীতল সলিল-রূপে প্রেমের অমিয়া পিয়া
সঞ্জীবিত হোক আহা, একটি তরুণ হিয়া!

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

পুস্তক সমালোচনা।

মৌমাছি পালন।—ভারতীয় কৃষিবিভাগের কীটতত্ত্ববিদের সহকারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, বি, এ, প্রণীত। ডিরেক্টর, এগ্রিকাল্‌চারেল্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্, পুষা—এই ঠিকানায় পুস্তকের জন্য আবেদন করিতে হইবে। মূল্য ৸৵০ (চৌদ্দ আনা) মাত্র। পুস্তকখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত। ইহাতে ৭৪ খানি এক-বর্ণের চিত্র এবং ২ খানি বহুবর্ণের পট আছে। ১ম পটে ১০ খানি ও ২য় পটে ৭ খানি চিত্র। পুস্তকখানি যাহাতে সকলেরই অনায়াসলভ্য হয়, এইজন্যই বোধহয়, ঐরূপ সুলভ মূল্য করা হইয়াছে।

খাসিয়া-পর্ব্বত, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি কয়েকটী স্থান ব্যতীত আমাদিগের দেশে কুত্রাপি মধুমক্ষিকা-পালনের রীতি দেখা যায় না। ইহার কারণ, ইচ্ছা সত্ত্বেও লোকে পালনের নিয়মপ্রণালীর অজ্ঞতা-হেতু পালন করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বোক্ত স্থান-সমূহেও প্রাচীন-প্রথানুসারে পালনের ব্যবস্থা-নিবন্ধন তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ মধু প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর এবং প্রকৃত লাভও সুকঠিন। যাহাতে দেশীয় প্রথার সংস্কার ও উন্নতি করিয়া প্রচুর ও বিশুদ্ধ মধু এবং মোম পাওয়া যায়, এজন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশে যেরূপ আধুনিক উত্তম উপায়ের অবলম্বনে মধুমক্ষিকা পালিত হইতেছে, গ্রন্থকার দেশীয় উপায়ের সহিত তুলনা করিয়া, স্বীয় অভিজ্ঞতার

সন্নিবেশপূর্ব্বক সেই উপায়গুলি চলিতভাষায় অতিস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন্।

"মৌমাছি-পালন" বলিতে গবাশ্ব-প্রভৃতি পশুবর্গের অথবা শুক-সারিকাদি পক্ষিনিচয়ের ন্যায় ইহাদিগের প্রতিপালন বুঝায় না; কিন্তু ইহাদিগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাদিগের দ্বারা স্বকার্য্য-সিদ্ধিই বুঝায়। সুতরাং মধুমক্ষিকাপালনে ইহাদিগের শরীর-সংস্থান জীবন, স্বভাব, আচরণ, গতিবিধি প্রভৃতি সম্যগ্-রূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এজন্য গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বেই ইহাদিগের দৈহিক গঠন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, জীবনকাল, রাণী, দাসী, নর এই তিন প্রকার-ভেদ, রাণীর কর্ম্ম, দাসীর কর্ম্ম, নরের কর্ম্ম, মধু-আহরণ, উদ্ভিজ্জ-পুষ্পাদির সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধ, ও ইহাদিগের বাস-প্রণালী, বিচ্ছেদ-প্রণালী, ইহাদিগের শত্রু প্রভৃতির বিষয় এরূপ সরল ও সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন্ যে, ইহা উৎকৃষ্ট উপন্যাস বা নাটকের ন্যায়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তৎপরে এতদ্দেশে কত প্রকার মধুমক্ষিকা আছে, কোন্ প্রকার পালনীয়, দেশীয় মধুমক্ষিকার চাষের অবস্থা, ইহা পালনের আধুনিক নিয়ম, ইহাদিগের দ্বারা মধুচক্র-গঠন, ইহাদিগকে বশে আনয়ন করা, ইহাদিগের যত্ন, আহার দেওয়া, মধু বাহির করিবার প্রণালী ও তাহার যন্ত্র, শত্রু-নিবারণ, মোম-প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও ইহাতে আকৃষ্ট হয়। পুস্তকের ভাষা এত সরল যে বর্ণজ্ঞানমাত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিও, বোধ হয়, ইহা বুঝিতে পারেন্। কেবল মধুমক্ষিকা-পালনেচ্ছু ব্যক্তিরই যে ইহা অতীব প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, তাহা নহে; সকলেই ইহা হইতে অল্পবিস্তর উপকার প্রাপ্ত হইবেন্। ব্যবসায়ের দিক্ পরিত্যাগ করিলেও এতদ্-গ্রন্থ-পাঠে কীটপতঙ্গ-জগতে বিধাতার সৃষ্টিকৌশল কি অনির্ব্বচনীয়, কি অপূর্ব্ব, এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে অহোরাত্র কত বিচিত্র অভিনয় চলিতেছে, তাহার আভাস পাইয়া কেবলই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়!

কীটপতঙ্গাদি-জগতে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থকার স্বদেশের যে কল্যাণসাধন করিতেছেন, এবং বঙ্গসাহিত্যের যে একটী অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করিতেছেন, তজ্জন্য দেশবাসী সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা গ্রন্থকারের পরিশ্রম-সাফল্যের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা করিতেছি এবং আশা করি, বঙ্গের প্রতি-গৃহে এতাদৃশ পুস্তক অচিরকাল-মধ্যেই আদৃত হইবে; এবং বর্ত্তমান অর্থাগ্নকৃচ্ছ্রের দিনে সুবিশাল আমেরিকা-রাজ্যের ন্যায় এতদ্দেশেও বহু ব্যক্তি মধুমক্ষিকা-পালন-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে সমর্থ হইবে।

মধুমক্ষিকা-জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের নিমিত্ত চিত্রাংশের বিষয় বর্জ্জন করিয়া উক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

মৌমাছির গড়ন।

মৌমাছি সকলেই দেখিয়াছে। ইহার সমস্ত শরীরটীর মোটামুটি তিনটী ভাগ।... ১ম—মস্তক বা মাথা। মাথার দুই ধারে বড় বড় দুইটী চোখ আছে এবং উপরে তিনটী "ক্ষুদ্র চোখ" তেকোণা ভাবে সাজান। সাম্নে দুইটী বাঁকান শুঙ্গ ও নীচের দিকে মুখ আছে। মুখে শক্ত জিনিষ কাটিবার জন্য দুই পাটি দাঁত

(দন্তপাটি) আছে। মুখে ফুল হইতে মধু চুষিয়া লইবার জন্য একটী লম্বা সরু জিব্ আছে। দুইটি করিয়া দুই ধারে জিবের চারিটি ঢাকন-পত্র আছে।

২য়—বক্ষঃস্থল বা বুক্। বুকের উপরে দুইটী করিয়া দুই পাশে চারিটী ডানা আছে। ডানা আছে বলিয়াই মৌমাছি উড়িতে পারে। বুকের নীচে সিনটী করিয়া দুই ধারে ছয়টি পা আছে।

৩য়—উদর বা পেট। পেট পেছন দিকে সরু হইয়া গিয়াছে। ইহারই শেষে মৌমাছির অস্ত্র, যাহাকে আমরা 'হুল' বলিয়া জানি। হুল শরীরের ভিতর লুকান থাকে। মৌমাছি নিজের ইচ্ছায় ইহা বাহির করিতে ও ঢুকাইয়া লইতে পারে।

মৌমাছির জন্ম।

মৌমাছিকে আমরা যেমন দেখি, ইহা একেবারে এইরূপে মায়ের পেট হইতে জন্মে না। মা ডিম পাড়ে, ডিম ফুটিয়া কীড়া হয় এবং কীড়া খাইয়া বড় হইলে পুত্তলি হয়। পরে পুত্তলি হইতে মৌমাছি বাহির হয়।...

মৌচাকের গড়ন সকলেই দেখিয়াছে। ইহার দুই ধারে ছয়-কোণা ছোট ছোট ঘর। এই ঘরগুলিকে কোষ বলে। মৌচাকের কোষেই ডিম, কীড়া ও পুত্তলি থাকে।... মৌমাছির মাকে রাণী মৌমাছি বা রাণী বলে। রাণী এক একটী কোষে এক একটী ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়া ছোট কীড়া কোষের তলে...থাকে...।

মৌমাছিরা কীড়াকে কোষের ভিতরেই খাবার দেয়। এই খাবার খাইয়া কীড়া বড় হইতে থাকে। একেবারে কোষ ভরিয়া খাবার দেয় না, যেমন দরকার একটু একটু করিয়া যোগাইতে থাকে। কতকগুলি মৌমাছি সর্ব্বদা কীড়াদিগের দেখা-শুনা করিতে থাকে, এবং যাহার খাবার ফুরায় তাহাকে খাবার দেয়। কীড়া যতদূর বড় হইবার বড় হইলে আর খায় না। তখন মৌমাছিরা কোষের মুখটি একটী পাতলা পর্দ্দা দিয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং কীড়া-কোষের ভিতর পুত্তলি হয়।...পুত্তলি খায় না, কেবল ঘুমায় এবং কিছুদিন পরে মৌমাছি হইয়া কোষের মুখের পর্দ্দাটি কাটিয়া বাহির হয়। সেই কোষেই রাণী আবার ডিম পাড়ে এবং নূতন মৌমাছি পালিত হয়।

মৌমাছি উড়িতে পারে এবং নিজের খাবার যোগাড় করিয়া খাইতে পারে। ডিম ও পুত্তলি খায় না। কীড়া খায় এবং মৌমাছিরা ইহার খাবার-যোগায়। অতএব মৌমাছিদের যত্ন ছাড়া কীড়া বাঁচিতে বা বাড়িতে পারে না। ডিম, কীড়া ও পুত্তলি সকলকেই গরমে রাখিতে হয়। মৌমাছিরা সব সময়েই মৌচাকের উপর জড় হইয়া বসিয়া ইহাদিগকে গরমে রাখে। গরমে না রাখিলে ডিম ফোটে না এবং কীড়া ও পুত্তলি বাঁচে না। ডিম, কীড়া ও পুত্তলি মৌমাছির বাচ্চা-অবস্থা। বাচ্চা-দিগকে ভাল করিয়া এইরূপে লালন পালন করিলে তবে তাহারা মৌমাছি হইয়া জন্মে।

ডিম হইতে ফুটিবার পর ছোট কীড়াকে প্রায় তিন দিন এক রকম দুধের মত জিনিষ খাওয়ান হয়। এই দুধ মৌমাছিরা নিজের দেহ হইতে বাহির করে। তিন দিন দুধ খাইয়া কীড়া একটু বড় হইলে, তাহাকে "পরাগের পিটলী" খাওয়ান হয়। ফুলে যে

হল্‌দে রঙের গুঁড়া হয়, তাহাকে পরাগ বলে। এই পরাগে একটু মধু ও একটু জল দিয়া পরাগের পিটলী তৈয়ার করা হয়। মৌমাছিরাই ফুল হইতে মধু ও পরাগ এবং পুকুর, নদী, ঝরণা বা নালা হইতে জল যোগাড় করে।

মৌমাছিদের নিজেদের খাবার কেবল ফুলের মধু। খাবার জন্যই ইহারা মধু যোগাড় করিয়া রাখে। কখনও কখনও সন্দেশের দোকান হইতে বা যেখানে পায়, চিনি মিছরী লইয়া যায়। জলে গলাইয়া চিনি তাহারা খায়। চিনি, মিছরী বা গুড়ের সরবৎ করিয়া দিলে ইহা খাইয়াও তাহারা বাঁচিতে পারে।

মৌমাছি যেমন জন্মে সেই রকমই থাকে, আর বাড়ে না। পা, ডানা, মুখ, শুঁড় প্রভৃতি কিছুই বাড়ে না বা বদলায় না। আমরা কোন মৌমাছিকে বড়, আবার কোন মৌমাছিকে ছোট ও আলাদা রঙের দেখিতে পাই। ছোট মৌমাছি বড় মৌমাছির ছানা নয়। ছোট মৌমাছি এক জাতের এবং বড় মৌমাছি আর এক আলাদা জাতের।

মৌমাছির দল।

মৌমাছিরা দল বাঁধিয়া থাকে, একা একা থাকিতে পারে না। যেখানে দল থাকে সেই স্থানটিকে ইহাদের বাসা বলে এবং সেখানে ইহারা মৌচাক করে।...মানুষের যেমন পুরুষ, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ও দাস-দাসী লইয়া একটী পরিবার, মৌমাছিদেরও এক একটী দল ইহাদের এক একটী পরিবার। দলে একটী রাণী, অনেক দাসী এবং কতকগুলি নর মৌমাছি থাকে। রাণী ও দাসী মৌমাছি স্ত্রী-জাতীয়া এবং নর পুরুষ-জাতীয়।...সব জাতেরই রাণী, দাসী ও নরের গড়ন, চেহারা ও রঙ্ আলাদা। দলের মধ্যে তাহাদের কাজও আলাদা। যাহার যে কাজ, যাহাতে সে ভাল করিয়া সেই কাজ করিতে পারে, এমন ভাবে ইহাদের শরীর গড়া। সেই জন্যই গড়ন আলাদা। এখন রাণী, দাসী ও নরের কাজ কি তাহা বলিব। রাণী, দাসী ও নর সকলই...প্রথমে ডিম, তারপর কীড়া এবং তারপর পুত্তলি হইয়া তবে জন্মে।

রাণী।

দলে যত মৌমাছি থাকে ও জন্মে, রাণী তাহাদের সকলেরই মা। রাণী রোজ প্রায় দুই শত ডিম পাড়ে এবং সময়ে সময়ে দুই হাজারেরও বেশী পাড়িতে পারে। রাণী প্রায় তিন বৎসর বাঁচে। রোজ এতগুলি ডিম পাড়া সহজ কথা নয়। আবার রাণী হইতেই সকলের জন্ম, অতএব রাণীই দলের গৃহিণী। এই সকল কারণে মৌমাছিরা প্রথম হইতেই রাণীর খুব যত্ন করে। রাণীর জন্মের জন্য নূতন আলাদা বড় কোষ গড়ে। ইহাকে "রাজকোষ" বলে।..ইহা কতক গড়িয়া তাহাতে ডিম পাড়ে। তিন দিন পরে ডিম ফুটিলে কীড়াকে কেবল মৌমাছিরা 'দুধ' খাওয়ায়, পরাগের পিটলী একেবারেই দেয় না। এই দুধ খুব পুষ্টিকর। কীড়া যত দরকার তাহার চেয়েও বেশী দুধ দেয়, যাহাতে খাবার অনটন না হয় এবং কীড়া খুব বাড়িতে পারে। কেবল মৌমাছির দুধই রাণীর কীড়ার খাবার; সেইজন্য এই দুধকে "রাজভোগ" বলা হয়। রাজভোগ খাইয়া কীড়া খুব বাড়ে, সেইজন্য রাণীর শরীরের সব ভাগই খুব পুষ্ট হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাণী ও দাসী দুইই

স্ত্রী-জাতি। যে ডিম হইতে রাণী জন্মে, সেই ডিম হইতে দাসীও জন্মে। দাসীর কীড়াকে তিন দিন রাজভোগ খাওয়াইয়া তারপর পরাগের পিটলী খাওয়ায়, এই কারণে দাসীর শরীরের সব ভাগ পুষ্ট হয় না।...রাণীর শরীরের সব ভাগ পুষ্ট হয় বলিয়া রাণী সন্তান প্রসব করিতে পারে, এবং দলের গৃহিণী হইয়া থাকে। রাণীর কীড়া ডিম হইতে ফুটিবার পর প্রায় ছয় দিন খাইয়া যতদূর বাড়িবার বাড়ে। তার পর মৌমাছিরা...কোষের মুখটী বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ভিতরে কীড়া পুত্তলি হইয়া আরও ৬।৭ দিন পরে রাণী হইয়া ...কোষের মুখের ঢাকাটি কাটিয়া বাহির হয়। রাণীর জন্মের পর রাজকোষ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। জন্মের ৫।৬ দিন পরে রাণী দুপুর বেলা বাসা হইতে বাহির হইয়া উড়িতে থাকে। এই সময়ে নরেরাও বাসা ছাড়িয়া বাহিরে উড়ে। বাসার ভিতরে হয় ত রাণী শত শত নরের সঙ্গে থাকে, কিন্তু কোন নরই তাহার দিকে নজর দেয় না। দুপুর বেলা রাণী যখন বাসা ছাড়িয়া বাহিরে উড়ে, তখন নরেরা তাহার দিকে দৌড়ায়। তখন রাণী শূন্যে উঠিতে থাকে। বলিষ্ঠ নরই উড়িয়া উড়িয়া তাহাকে ধরিতে পারে এবং উড়িতে উড়িতেই বিবাহ হয়। বিবাহের পরই নর মরিয়া যায়। রাণী বাসায় ফিরিয়া আসে। যে রাণীর এইরূপে বিবাহ হইয়াছে, সেই দলের গৃহিণী বা রাণী হইয়া থাকিতে পারে এবং তাহাকে বিবাহিতা বা বিধবা রাণী না বলিয়া কেবল "রাণী" বলা হয়। বিবাহের পর আর রাণী বাসা ছাড়িয়া বাহির হয় না; বাসায় থাকিয়া কেবল ডিম পাড়িতে থাকে। হয় ত প্রথম দিনে কোন নরের সঙ্গে দেখা হইল না এবং বিবাহ হইল না। তাহা হইলে পরদিনও দুপুর বেলা রাণী বিবাহের যাত্রায় বাহির হয়। বর না মিলিলে রোজ রোজ এইরূপে বাহির হয়। কিন্তু বরের অভাবে বিয়ে না হইয়া যদি রাণীর বয়স ২০।২১ দিন পার হইয়া যায়, তবে তাহার বিয়ের বয়স পার হইয়া গেল। রাণী আর বিয়ের যাত্রায় বাহির হয় না এবং আইবড় থাকিয়া জীবন কাটায়। অনেক পোকা আছে, যাহাদের বিবাহ না হইলেও সন্তান হয়। আইবড় রাণীও ডিম পাড়ে, কিন্তু এই ডিম হইতে কেবল নর জন্মে। আইবড় রাণী এককোষে একটী, কতকগুলি কোষ ছাড়িয়া আবার কোন কোষে একটি, এইরূপ খাপছাড়া ভাবে ডিম পাড়ে। যে রাণীর বিবাহ হইয়াছে, তাহার ডিমে রাণী, দাসী ও নর সবই জন্মে। এই রাণী নিয়মমত সব কোষে এক একটী করিয়া এক জায়গায় অনেক ডিম পাড়ে, সমস্ত মৌচাকটি ডিমে ভরিতে পারে।.....*

দাসী।

.....মৌমাছির বাসার যত কাজ সকলই দাসীদিগকে করিতে হয়। ইহাদের কাজ কি বলিতেছি।—

১। ইহারা মৌচাক তৈয়ারি করে। মোম দিয়া মৌচাক গড়িতে হয়। অনেকের বিশ্বাস, ফুলের পরাগ দিয়া মৌচাক গড়ে; ইহা ভুল। দাসীদের শরীর হইতে মোম বাহির হয়।.....ইহারা ইচ্ছা মত ইহা বাহির করিতে পারে। মৌচাক গড়িতে প্রথমে শরীর হইতে মোম বাহির করিতে হয়।

* পুস্তকের ফুটনোটে বিষয়টী বিশদ ভাবে আছে।

তারপর দন্তপাটি দিয়া মুখের লালার সহিত মিশাইয়া মৌচাক গড়ে।

২। কীড়াদিগকে লালনপালন করে। ইহাদের অঙ্গ দেহ হইতে দুধ্ (রাজভোগ) বাহির করিতে হয়, পিটলী করিতে হয় এবং কীড়াদিগকে ২৪ ঘণ্টা দেখা শুনা করিতে হয়।

৩। ডিম, কীড়া ও পুত্তলিদিগকে গরমে রাখে।

৪। বাসা গরম হইলে ডানা দিয়া বাতাস করিয়া বাসার ভিতরের গরম বায়ু বাহির করিয়া দেয়।

৫। শত্রু হইতে বাসাকে রক্ষা করে।...

৬। মধুর যত্ন করে। ফুল হইতে যে মধু-রস লইয়া আসে, তাহাতে জলের ভাগ অনেক বেশী থাকে এবং তখন ইহা খুব পাত্‌লা থাকে। বাসার গরমে এই জল শুকাইতে থাকে ও মধুও পুরু হইতে থাকে। জলের ভাগ ঠিক শুকাইলে মধুকে পাকা মধু বলে। মধু পাকিলে দাসীরা মধুকোষগুলির মুখ এক-পর্দ্দা পাতলা মোম দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়।...

৭। মরা মৌমাছি, ময়লা ইত্যাদি বাহিরে ফেলিয়া দিয়া বাসাকে পরিষ্কার রাখে।

৮। রাণীর যত্ন করে। রাণী ঘুরিয়া ফিরিয়া ডিম পাড়িয়া বেড়ায়। কতকগুলি দাসী সব সময়েই তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে এবং নিজেদের দেহ হইতে রাজভোগ বাহির করিয়া তাহাকে খাওয়ায়। রাণী হাজার হাজার ডিম পাড়ে। সেইজন্য রাজভোগের মত পুষ্টিকর খাদ্য তাহার দরকার হয়।

৯। ফুল হইতে মধু ও পরাগ এবং যেখানে জল পায় জল আনে।...মধু পরাগ ও জল ছাড়া কোন কোন জাতের দাসীরা গাছ হইতে খয়েরের মত এক রকম কাল আঠা বা গঁদ যোগাড় করে। এই গঁদ দিয়া বাসার ফাট, গর্ত্ত ইত্যাদি বন্ধ করে।...

বাসার সকল কাজই দাসীরা করে। অতএব দাসী না থাকিলে কোন কাজই চলিতে পারে না। কিন্তু দাসীরা অল্প দিন বাঁচে। সেই কারণে যে সব দাসী মরে তাহাদের স্থান লইবার জন্য রোজই নূতন দাসী জন্মে। রোজই রাণী অনেক স্ত্রীডিম পাড়ে এবং সারা বৎসর বাচ্চা পালন করিয়া রোজই নূতন দাসী জন্মান হয়। কেবল সময়ে সময়ে যখন দরকার হয়, তখনই নর ও রাণী জন্মান হয়।

নর।

...নরের কাজ কেবল নূতন রাণী হইলে তাহার সঙ্গে বিবাহ। যখন নূতন রাণী জন্মান দরকার হয়, কেবল তখনই তাহার বিবাহের জন্য নর জন্মান হয়। সেইজন্য বৎসরের সব সময় দলে নর থাকে না। নরেরা বাসার কোন কাজে সাহায্য করে না। সাহায্য করা দূরে থাকুক্, ইহারা ফুল হইতে নিজেদের খাবারও যোগাড় করিয়া লইতে পারে না। দাসীরা বাসায় যে মধু যোগাড় করে, তাহাই খায়। এই কারণে ফুলে যখন বেশী মধু পাওয়া যায়, তখনই নরদিগকে বাসায় থাকিতে দেওয়া হয়। যখন বাহিরে আর মধু পাওয়া যায় না, তখন নরদিগকে মারিয়া ফেলা হয়, না হয় ডানা কাটিয়া বাসা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহারা আর উড়িয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতে পারে না এবং মরিয়া যায়। অবশ্য এই কাজ দাসীরাই করে। নরেরা বাঁচিয়া থাকিতে পাইলে প্রায় দুই মাস বাঁচে। ইত্যাদি...

নববর্ষ।

কাল-সমুদ্রের ক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রায়
নববর্ষ আসিল ধরায়;
পরাণে পড়িল সাড়া, চকিতের মত
পুরাতন গেল চলি', নূতন আগত!
কি এক উন্মেষ আনি' তড়িৎ-আভায়
সঞ্চারিল শিরায় শিরায়!

হে বর্ষ! আন কি তুমি তরঙ্গের প্রায়
বক্ষে ধরি শান্তি-বেদনায়?
যন্ত্র হেরি লও তুলি', দয়া কর যারে;
নিঠুর যাহার প্রতি, ডুবাও তাহারে;
আবার উল্লাসভরে ধরিয়া হিয়ায়
আদরে কি নাচাও কাহায়?

তবে কেন নব আলা পেয়েছে যে প্রাণে
চাহে তোমা শান্তি অন্বেষণে?
আলা যে পায় নি, কেন চাহে সে তোমারে
তোমার উচ্ছ্বাসে তার নাচাতে হিয়ারে?
নির্ব্বাপিত আশা যার,-আঁধার পরাণে
কেন তবে চাহে তব পানে?

না, না, বর্ষ! তুমি যাও আপনার পথে
মিশিবারে অনন্তের সাথে,
নাহি চাহ ক্ষণ তরে মানবের পানে
আশা কি নৈরাশ্যে তার শান্তি বা বেদনে।
আপনার কর্ম্মফল ধরি' নিজ হাতে
ভ্রান্ত নর আরোপে তোমাতে!

কিংবা চলি' যাও হেরি' নির্ম্মম হিয়ায়,
মানব কি বাঁধে গো তোমায়—
সুখ-দুঃখে গাথা তার অদৃষ্ট-বন্ধনে?
ফিরাইতে পারে যদি কভু আকর্ষণে!
তুমি হে বরষ-সাথী! ফির না'ক হায়!
স্মৃতি শুধু জাগায় ব্যথায়!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শোক-সংবাদ।—বিগত ৯ই এপ্রেল স্বনাম-খ্যাত রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সমভাবে সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় সুব্যুৎপন্ন ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি অতীব বিরল। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গমাতার ক্রোড়ের যে স্থান শূন্য হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বিধাতা পরলোকগত আত্মার শান্তি ও উন্নতি বিধান করুন।

শান্তি সভায় চীনের মহিলা প্রতিনিধি।—মিস্ চেং চীনদেশের মহিলা-সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহাদের অভাব অভিযোগ জানাইবার জন্য প্যারিসের শান্তি-সভায় গমন করিয়াছেন। চীনে বিদ্রোহ-কালে ইনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্য্যন্তও হইয়াছিল। ইহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর মাত্র। ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় ইনি সুবক্তা।

ইংলণ্ড-যাত্রা।—"ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরী"আইন সংশোধন ও ব্রীটিশ শ্রমজীবিদিগের ন্যায় ভারতের শ্রমজীবিদিগকে সুবিধা দানের চেষ্টায় মিঃ বি, পি, ওয়াডিয়ার ১৪ই মে "মাদ্রাজ লেবর ইউনিয়নে"র প্রতিনিধিস্বরূপ ইংলণ্ড-যাত্রা করিয়াছেন।

মণ্টারেট ডেপুটেসনের সভ্যস্বরূপ মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ড গমন করিয়াছেন্।

মিসেস্ বেসাণ্ট ও শ্রীযুক্ত খাপার্দেও বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন্। বিলাত-গমনের পূর্ব্বে মিসেস্ বেসাণ্ট শ্রীযুক্ত গান্ধির সহিত সত্যাগ্রহ-সম্বন্ধে একমত না হওয়ায় 'অল ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগে'র প্রেসিডেণ্ট-পদ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন্।

মহেলা-সভা।—আজমীর প্রদেশে হিন্দু, মুসলমান ও পারসী মহিলাগণের একটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় শ্রীমতী আয়েসা বেগম-নাম্নী এক মুসলমান রমণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে বলেন্ যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার জীবনে আর কখনও গোমাংস ভক্ষণ করিবেন না এবং মুসলমানদিগের মধ্যে যথাসাধ্য গোহত্যা-নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন্। উক্ত সভায় রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে এবং ভারতের হতাহতদিগের পরিবার-বর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

ভারত মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়।—আহামদাবাদের কুমারী শারদাগৌরী এস্ মেটা ও বাঙ্গালোরের কুমারী শ্রীরণগম্মা শিক্ষিত-মহিলাগণ-কর্ত্তৃক যথাক্রমে ৫ ও ৪ বৎসরের জন্য ভারত-মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভার (senate) fellow (সভ্য) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই পুরুষ।

দান ও সৎকার্য্য।—ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ভারতাগমনের সময় তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২৩০ পাউণ্ড অর্থাৎ তিন সহস্র ৪ শত ৫০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। (Imperial Reception committee) অভ্যর্থনা কমিটি উক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ সম্রাটের ইচ্ছানুসারে ব্যয়িত হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ উক্ত অর্থ বিলাত-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণকে ঋণদানের জন্য যে ফণ্ড বা সঞ্চিত-ধন-ভাণ্ডার আছে, তাহাতে দান করিয়াছেন্।

আমেদাবাদের একবস্ত্রযন্ত্রের অধিকারী বাঙ্গালার দীন-দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে ৪ হাজার বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন্। দাতব্য-সভা ও অনাথ-আশ্রম প্রভৃতির বস্ত্রের জন্য সুরেন্দ্রবাবুর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

উড়িষ্যা-আটগড়ের ৺রাজা বিশ্বনাথ দেবের মহিষী সম্প্রতি অন্নকষ্ট-নিবারণার্থ ২৫০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন্। এতদ্ব্যতীত বৃষ্টিপাত হইলেই তিনি আটগড়ের কৃষকদিগকে বিনা মূল্যে বীজধান্য বিতরণ করিবেন্, বলিয়াছেন। রাজ্যের মধ্যে পুষ্করিণী-খনন ও দেবমন্দির-সংস্কারও হইতেছে।

শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পলিটেক্‌নিক্ ইন্‌ষ্টিটিউট-নামক শিল্প-বিদ্যালয়ের আবশ্যক উন্নতির

জন্য আরও এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন্। ব্রহ্মদেশীয় বণিক্ মিঃ বী-জা-বী এই বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার-প্রতিষ্ঠার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিবেন্, এইরূপ প্রকাশ।

কল্পতরু।—৪ ঠা মে পুরীধামের 'মুক্তি-মণ্ডপ'-সভার সম্পর্কে বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই দিবস মণ্ডপের পণ্ডিতবর্গ মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে 'কল্পতরু' উপাধি দান করিয়াছেন্। উপাধি উপযুক্তই হইয়াছে।

নূতন সৈন্য।—ভারতের জন্য ইংলণ্ডে ২০,০০০ post-war বা যুদ্ধের পরবর্ত্তী সৈন্য প্রস্তুত করা হইতেছে। জুন মাসে ইহাদিগের ভারতে আসিবার সম্ভাবনা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়।—পঞ্জাবের ছোটলাট প্রতি গজ বস্ত্রের মূল্য ৷৵১৫ সাত আনা তিন পয়সা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন্। এই মূল্যে ঐ স্থানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বস্ত্র বিক্রীত হইবে।

টেলিগ্রামের নূতন ব্যবস্থা।—প্রকাশ, ৭ই মে হইতে রাত্রি ৮টা হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত 'অর্ডিনারী' অর্থাৎ সাধারণ-শ্রেণীর (Inland) ভারতের মধ্যে প্রেরিতব্য কোন টেলিগ্রাম গৃহীত হইবে না। Express টেলিগ্রাম গৃহীত হইবে। পুনঃ বিজ্ঞাপিত না হইলে মেসোপোটেমিয়ার জন্য ডেফার্ড টেলিগ্রাম গৃহীত হইবে না। পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর ও বেলুচিস্থান-প্রদেশে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য অর্ডিনারী ইন্‌ল্যাণ্ড টেলিগ্রামের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তর ব্যাপার সাধারণে অবগত নহেন। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে স্যার পি, এস্, শিব-স্বামী আয়ার বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলরের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার দেশের মঙ্গলজনক নহে।

অদ্ভুত বৃক্ষ।—এডুকেশন গেজেটজনৈক পত্রদাতা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত নওয়া-গ্রামের উত্তরে কোন একটী পুষ্করিণী-তীরস্থ অদ্ভুত খর্জ্জুর-বৃক্ষের বিষয় প্রকাশিত করিয়াছেন যে, এই বৃক্ষ দিবা ৮ টা হইতে ২৷ টা পর্য্যন্ত নিম্নতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন তীর হইতে কাণ্ডের দূরত্ব ১২″ ইঞ্চমাত্র। পরে ক্রমশঃ উত্থিত হইয়া উহা রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন উক্ত চিহ্নিত স্থানের উচ্চতা ৪ ফিট ৬য় ইঞ্চ। সমস্ত রাত্রি ও বেলা ৮টা পর্য্যন্ত এইরূপই ইহার অবস্থা। এইরূপ উত্থান ও পতন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র ঘটে। গত মাঘমাস হইতে এইরূপ ঘটিতেছে।

কুমারী লজ্জাবতী দেবী। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, জলন্ধর-কন্যা-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কুমারী লজ্জাবতী দেবী ধৃত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, এক সভায় তিনি অদ্ভুত হইয়া রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন্। তাহাতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মহিলা-বিচারক।—বিলাতের লর্ড সভায় "অক্সিলেস্ অব দি পিস বিল" পাস হইয়াছে। অতঃপর রমণীগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অধিকার করিবেন, শুনা যাইতেছে।

আইন ব্যবসায়ে রমণী।—বিলাতের

রমণীগণ আদালতে ব্যারিষ্টারী বা ওকালতী করিবার অধিকার লাভের জন্য বহু দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন। সুখের বিষয় সম্প্রতি উক্ত অধিকার লাভের প্রস্তাব বিলাতের পার্লামেণ্টের লর্ড মহাসভাতে পাশ হইয়াছে। কমন্স মহাসভাতে পাশ হইলেই উহা রাজবিধানে পরিণত হইবে। মিঃ বোনার ল বলিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই কমন্স মহাসভাতে এই বিষয়ের আন্দোলন করিবেন এবং যাহাতে ঐ সভা হইতে বিল পাশ হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা করিবেন্। ভারতের নারীগণও এই অধিকার পাইতে উৎসুক। এই সকল অধিকার রমণীগণের করায়ত্ত হইলে অর্থকারী বিদ্যালাভের সার্থকতা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের জন্য বর্ত্তমান সময়ে পুরুষগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন্, রমণীগণও যদি সেই পথেরই অনুসরণ করেন, তাহা হইলে যে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও বর্ত্তমান সময়ে জীবীকা-নির্ব্বাহ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, সে জন্য অর্থাগমের উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু অপর দিকে আর এক বিষয়েও মানুষের কর্ত্তব্য আছে। সেটী হইতেছে আধ্যাত্মিকতার দিক্। অর্থের দিকে বেশী মনোযোগ দিতে যাইলেই আধ্যাত্মিকতার দিক্ চাপা পড়িয়া যাইবে। দেশের স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেই যদি শিক্ষাকে অর্থোপার্জ্জনের পথ বলিয়া অবলম্বন করিয়া তাহারই সাধনায় নিযুক্ত হন্, তাহা হইলে জগতে অপর দিকের অস্তিত্ব মাত্র থাকিবে না। আমাদের আশঙ্কা হয়, ইউরোপের এই সভ্যতার আদর্শে আমাদের দেশ ভাসিয়া গিয়া পাছে ভারতের অমূল্যনিধিগুলি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫১

শিল্প-শিক্ষা।

ছেলেদের 'নিকার' (knickers) বা বডি পাজামা।

সভ্যদেশের প্রায় সর্ব্বত্র সুশ্রী ও মার্জ্জিত-রুচির পোষাক পরিচ্ছদের প্রচলন আছে। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজদিগের পোষাকের অনুকরণ প্রায় সর্ব্বদেশেই অল্প বিস্তর গ্রহণ করা হইয়াছে এবং নানা কারণে অনেকে ইহা পছন্দও করেন্।

ছোট ছেলেদের পক্ষে এ পোষাক বিশেষ সুবিধাজনক মনে হয়; কারণ, কাপড় তাহারা সাম্‌লাইতে পারে না, কাপড় পরাইয়া দিলে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। বিলাতী পোষাকে সে হাঙ্গামা নাই।

এখানে আমরা ছেলেদের নিকারের একটী নমুনা দিলাম। পাঠিকা-ভগিনীদিগের গৃহে ছোট ছেলের অভাব নাই। তাঁহারা স্বহস্তে পোষাক প্রস্তুত করিয়া ছেলেদের সাজাইতে পারিলে যে বিশেষ সুখী হন্, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই নমুনার দ্বারা যদি কেহ কিছুমাত্র সাহায্য পান্, তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

(১) ছেলেদের এই নমুনার অনুযায়ী 'নিকার' তৈয়ার করিতে হইলে, ভেলভেটিন

সাটিন, কাশ্‌মিয়ার বা অন্য রঙ্গিন মোটা কাপড় হইলেই ভাল হয়।

(২) দুই বৎসর হইতে চারি বৎসরের ছেলেদের নিকারের জন্য ২৪ ইঞ্চ বহরের কাপড়ের ১¼ গজ কাপড় লাগিবে, চারিবৎসর হইতে ছয় বৎসরের বালকের জন্য ১½ গজ কাপড় লাগিবে এবং ছয় হইতে আট বৎসরের বালকের জন্য ১¾ গজ কাপড়ের প্রয়োজন।

(৩) এখন চিত্রে যে নমুনার 'কাট' দেওয়া হইয়াছে সেটী দেখুন। এক-খানি কাপড় লম্বাভাবে দুই পাট করিয়া লইয়া চিত্রানু-যায়ী কাটে কাপড়খানি কাটিয়া লইতে হইবে। কাপড়খানি পাট করিয়া লওয়ার জন্য সম্মুখ ভাগের দুই খণ্ড ও পশ্চাদ্‌ভাগের দুই খণ্ড, এই সর্ব্ব শুদ্ধ চারিখণ্ড এক সঙ্গেই কাটা হইয়া যাইবে।





২½ ইঞ্চ বেলেটে ছাট করা।

(৪) এই যে চারি টুক্‌রা কাপড় কাটা হইল এইগুলি এখন সেলাই করিয়া জোড়া দিতে হইবে। সেলাই দিবার জন্য চিত্রে ১,২ প্রভৃতি অঙ্কের দ্বারা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। সম্মুখ ভাগের ১ চিহ্নিত অংশের সহিত পশ্চাতের ১ চিহ্নিত অংশের সেলাই করিয়া সম্মুখের ২ চিহ্নিত অংশের সহিত সম্মুখের অপর খণ্ডের ২ চিহ্নিত অংশের সেলাই দিতে হইবে। এইরূপ পশ্চাদ্‌ভাগেরও '২' চিহ্নিতের সহ '২' চিহ্নিতের সেলাই হইবে। এইরূপে সম্মুখ ভাগের দুই টুক্‌রা ও পশ্চাদ্‌ভাগের দুই টুক্‌রা জোড়া দিয়া, পরে পায়ের ভিতর দিকের ৩ চিহ্নিত স্থানের সেলাই গোল ভাবে একপা হইতে অপর পা পর্য্যন্ত করিয়া যাইলে দেখিতে পাইবেন্ যে পায়ের কাঁদ পৃথক্ পৃথক্ দুইটী তৈয়ার হইয়াছে। এইবার ৪ চিহ্নিত পায়ের তলা অল্প মুড়ি দিয়া সেলাই করুন্ ও দুই কাঁধের সেলাই দিয়া হাতের গর্ত্তের মুখ সরু করিয়া মুড়িয়া সেলাই দিন্। সম্মুখ দিকে পেটের নিম্নে খানিকটা তিন চারি আঙ্গুল আন্দাজ খুলিয়া রাখিয়া তাহাতে বোতাম বসাইয়া দিবেন্। পা-জামার দুই পার্শ্বেও (চিত্রে তেকোণা কাটা অংশ পর্য্যন্ত) অল্প সামান্য একটু খুলিয়া রাখিয়া বোতাম বসাইয়া দিতে হইবে। এইরূপে সমুদায় সেলাইগুলি পরিষ্কার করিয়া শেষ করিলেই, একটী সুন্দর 'নিকার' বা বক্তি-পাজামা প্রস্তুত হইয়া যাইবে। শ্রীমতী—

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত দক্ষোদকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

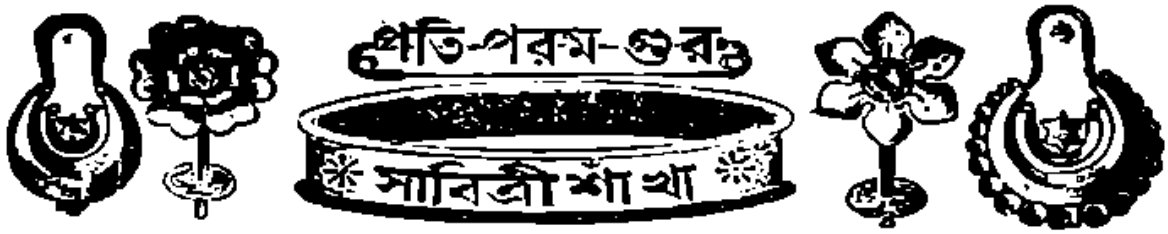
কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং ক্লেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

সহস্র দৈহিক সৌন্দর্য্য

সত্ত্বেও রমণী কুরূপা হয় কিসে, তাহা জানেন কি? এক অলঙ্কারের অভাবেই তাঁহার সে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরাশির যেন কিছুতেই স্ফুরণ হয় না। অমার অন্ধকার রজনীতে কোটী কোটী তারকামালা-খচিত সুনীল নভোমণ্ডল যেমন একমাত্র শশধর-বিরহে ঘন-তিমিরাবৃত থাকে, দৈহিক অন্যান্য সৌন্দর্য্যও তেমনই একমাত্র অলঙ্কার অভাবে মলিন হইয়া যায়। সেই অলঙ্কারে পান থাকিলে গৃহস্বামীর মর্ম্মপীড়ার যথেষ্ট কারণ হয় না কি? এখন হইতে পান-খরা আদৌ যাহা যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার ফেরৎ দিলে, আমরা উহাতেই নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব। স্বর্ণের দরুণ এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। কেবল মজুরীর টাকা আপনাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে।



সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্লেন সাইজ, হাই পালিশ, রূপার উপর পাত-
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী। ডবল থাকা কানের টাপ।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ। মূল্য ১৬৲ হইতে।

চুনী-পান্না পাথর সেট করা। মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী। সেফ্‌টী পিন।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। মূল্য ৬৷০ টাকা মাত্র।

"মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৫৲ হইতে।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং বরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস। টেলিফোন নং ১৭৪।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।



জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় পরিশ্রম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের-সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১৷৵৹ ; তিন শিশির মূল্য ২।৹, ভি পিতে ২।৶৹।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

দেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷৹ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে ছোট ২৷৹ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণিলাল কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বাবু রামপ্রাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

জীবন—সংগ্রাম

অদ্যাবধি বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পরিচয় এই যে, ছয় মাসের মধ্যে ইহার প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়াছিল।—তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকার বাড়িয়াছে—কিন্তু মূল্য বাড়ে নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে শস্য-শ্যামল বাঙ্গালার অবস্থা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-সম্বন্ধে যদি জানিতে চান, ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১।০

মানব চিত্র

পরজন্ম কি, জন্মান্তর-বাদ কি ইত্যাদি সমস্যা হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকার গল্পচ্ছলে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সাতকড়ির দুঃখপূর্ণ জীবনী পাঠ করিতে করিতে নয়ন করুণার অশ্রুতে আপনি পূর্ণ হইয়া আইসে। মূল্য ১।০।

ভবরামের উইল

সংসারধর্ম্ম করিয়া শেষ বয়সে হিন্দু কি প্রকার উইল করিবেন—তাহা ভবরাম এই গ্রন্থে দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক চরিত্রগুলি অতি সুন্দর। বিরহীর বর্ণনা পাঠ করিয়া মানসী সম্পাদক বাবু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে, এই প্রকার প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গসাহিত্যে কোন পুস্তক নাই। মূল্য ১।০

সংসার-চিত্র

গ্রন্থকার নিজের জীবনের কতকগুলি ঘটনা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংসার-চিত্রের এক একটী গল্প এক একটী কোহিনুর। ইহার মৃত্যু-মিলন গল্পটী পাঠ করিয়া এক সংসারে পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহা তাঁহারাই শেষে গ্রন্থকারকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন। মূল্য ১।০।

আমার ভ্রমণ

লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, দেরাদুন মুসৌরী হরিদ্বার—ইত্যাদি বিখ্যাত বিখ্যাত স্থানগুলি গ্রন্থকার স্বয়ং পর্য্যটন করিয়া ইহা গল্পচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা এত সুন্দর যে অল্প শিক্ষিতা মহিলারাও অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন। মূল্য ১।০

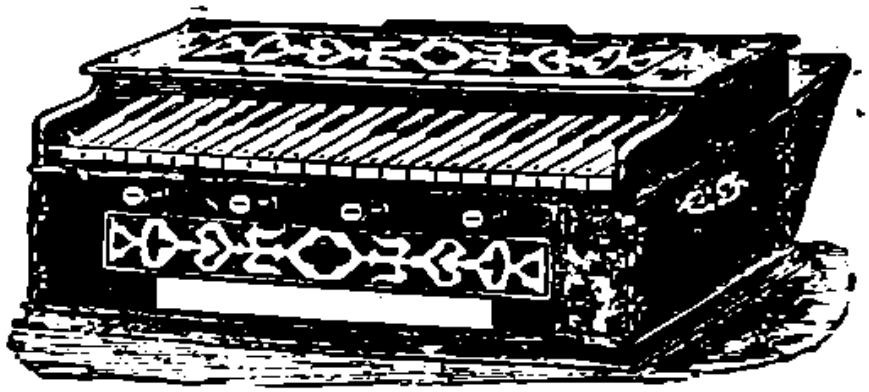
আমার ডায়েরী

কমলাকান্তের উইলের পর এরূপ গ্রন্থ আর বঙ্গ-ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার নিজ ডায়েরীর কয়েকটী পৃষ্ঠা ইহাতে প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনাগুলি এত মধুর যে পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। মূল্য ১।০

প্রাপ্তি স্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, এণ্ড সন্স
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম।

বাজারের সেরা।



অল্প দামে যদি আপনি একটি ভাল টেঁকসই ও মিষ্ট-আওয়াজ-বিশিষ্ট হারমোনিয়ম পাইতে চান, তবে একটী শরৎ ঘোষ কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হারমোনিয়ম ক্রয় করুন; প্রায় অর্দ্ধেক দামে উচ্চ দরের যন্ত্র লাভ করিবেন। রীড্, চামড়া, কাঠ প্রভৃতি সমস্ত মাল-মসলাই অত্যুৎকৃষ্ট, সুনিপুণ কারিগর দ্বারা নিখুঁতরূপে তৈয়ার। প্রতিযন্ত্রের জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবেন। ৩ অক্টেভ ৪ ষ্টপ সিঙ্গেল রীড্ মূল্য ১৫৲ টাকা, ৩ অক্টেভ ৫ ষ্টপ ডবল—২৫৲ টাকা। অর্ডারের সহিত পাঁচ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৫নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.'s

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—॥৶০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; সিল্ক বাঁধাই—১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস)—২৲

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু"

নব কলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ৬৷৷০

সাহিত্য ও মর্ম্মস্পর্শী বলেন:—

".....সেখ আন্দু কথাবস্তু সৌকেয়ারগিরি করিতেছে বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,—তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান খুব "ভদ্রলোকের"ই অনুকরণযোগ্য.....।"

পরিচারিকা-(কোচবিহার):—

"'প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত-বাহু, দীর্ঘকায়, পেশীসবল পুষ্টসুন্দর মস্ত সিদ্ধ নিষ্পলকনয়ন রেশম-কোমল-কেশনাম-শোভিত-মস্তকের আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। আন্দু-চরিত্রের সুনিপুণ চিত্র যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর, তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোজ্ঞ চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আত্মবিস্মৃতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসম প্রেম চিত্রণে অন্তে যে স্থলে নিশ্চিত, আন্দুরচরিত্রের সেই চিত্রেই কৃতিত্ব।

তাঁহার চিত্রিত সকল চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোর্ডিং'এ শিক্ষাপ্রাপ্ত, বড়লোকের দলগাছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবলতিকায়—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমতাশীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুত আন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জোৎস্নার প্রতি রূঢ় ব্যবহার—দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম বাহুল্যের অনিন্দ্য চিত্র—জোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোমলা-মূঢ়া জোৎস্নার সহিষ্ণুতা, কত স্বাভাবিকভাবে 'আন্দুতে' চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পথে—তীর্থে—মক্কায় —কি শান্তি—প্রেমিক কিরূপে কোন "মরণের" অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা 'আন্দুকে' গৃহে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বরুন—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রকুমার-কাব্যার্ণব এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে।

পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—

MASTER KAMAL KUMAR NANDI,
C/o. Dr. N. M. Ghosh, Dhokra Sohid, Burdwan; এবং
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সান্ত্বনা

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুকণ্ঠের বেণুমুখ নিঃসৃত স্বরূপ; ভাষা ভাব অতিপ্রাঞ্জল। ছাপাই কাগজ অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনামাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে কাচের-খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই ই সাধ হয়।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী-নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী। কেশবধাম, বেথুয়েন-সিটি।

Reg. No. 134

৫ম বর্ষ

প্রবাসবাণী

মাসিক-পত্রিকা

ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬—জুন, ১৯১৯।

সূচী

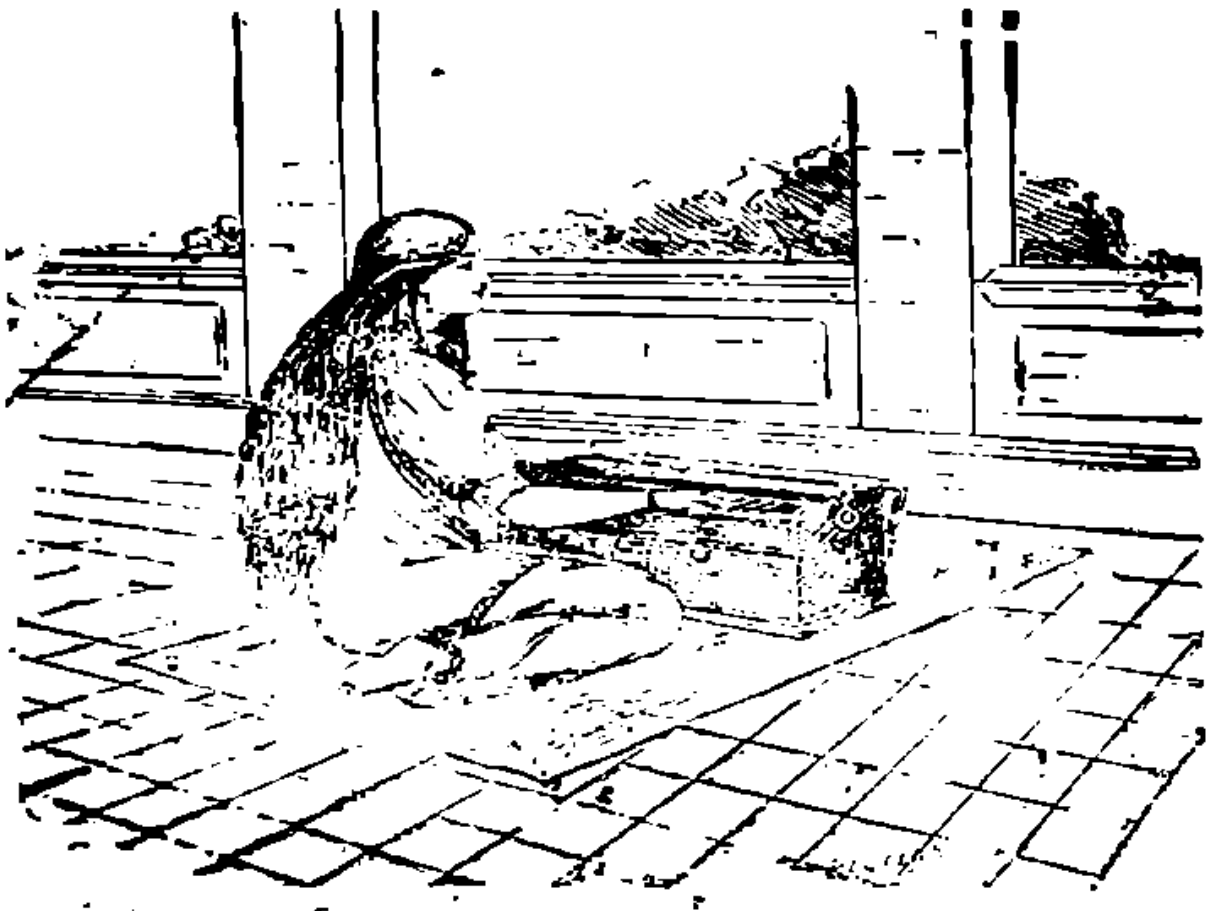
১।	পত্রের উত্তরলিপি	শ্রীমতী রোহিণী সেন গুপ্তা	৪১
২।	[illegible] বাবার (কবিতা)	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু চ	৪৭
৩।	হিন্দুর [illegible]	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৪৪
৪।	[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৮
৫।	হিন্দু জ্যোতিষ	শ্রীযুক্ত রাসবিহারী জ্যোতিষার্ণব	৫৯
৬।	অপরাহ্নের গান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নিমচন্দ্র গুপ্ত, বি, এস	৬৫
৭।	আত্মবিসর্জ্জন (নাটিকা)	শ্রীমতী [illegible] মিত্র	৬৬
৮।	[illegible]	শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল, বিদ্যারত্ন	৭৩
৯।	[illegible] (কবিতা)	শ্রীযুক্ত [illegible]	৭৮
১০।	[illegible] (গল্প)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহিনী [illegible]	৭৯
১১।	[illegible] (কবিতা)	শ্রীমতী [illegible]	৮৭
১২।	ভুবনেশ্বর-বর্ণন	শ্রীযুক্ত [illegible]	৮৮
১৩।	[illegible]	শ্রীমতী [illegible]	৯৭
১৪।	সাময়িক প্রসঙ্গ	[illegible]	৯৮

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৷০ ;

প্রতিসংখ্যা নমুনার মূল্য ৵০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।



বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড মূল্য ৩০৲,৩০৲,৪৫৲,৪০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিঙ্গরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৪৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেলো—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেক্সার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এসরাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮.১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 670. June, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৭০ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। জুন, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গানের স্বরলিপি।

পূর্ণ ষড়জ মিশ্র—কাওয়ালী।

এই কুসুম-সুরভি বসন্ত বায়
কি চায়—কি চায়—কি চায়!
এই জ্যোৎস্না-বিহসিত প্রফুল্ল রাতি
কি চায়—কি চায়—কি চায়!
এই সুগন্ধ-মদির-অথির পবনে
কোকিল কুহু কুহু কুহরে কি মনে,
সব কাননের ফুল সব আকাশের তারা
কি চায়—কি চায়—কি চায়!
তোমার আমার এই মিলন প্রিয়
চায়—চায়—চায়!
এই কুসুম-সুরভি বসন্ত বায়॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২´
সসা II মা মা -া রা । জ্ঞা জ্ঞা -রা সা I রা রা -া ন্া ।
এই কু সু • ম সু র • ভি ব স ন্ ত

৩ ০ ১
। সা -া -া সপা । পা পা -া মজ্ঞা । জ্ঞা মজ্ঞা রা -সা I
বা • য় এই কু সু • ম• সু র• ভি •

২´ ৩ ০
। রা রা -া ন্া । সা -া -া -সা । সা গা -া গা ।
ব স ন্ ত বা • • য় কি চা য় কি

১ ২´ ৩
। গা -া -মা মা I মা -পা -পমা -া । -জ্ঞা -রা -সা -া II
চা • ন কি চা • •• • • • • য়

১ ২´ ০
পপ্পা II । প্া -ধা ধ্না ন্া । ন্া ন্া ন্া -া I সা সা -া সসা ।
এই জো ত্ স্না বি হ সি ত • প্র কৃ ল্ল

৩ ০ ১
। সা -া সা পপ্পা । । সা সা -া রা । রা -া -গা মা I
রা • তি এই কি চা য় কি চা • য় কি

২´ ৩
I মা -পা -পমা -া । -পপা -জ্ঞা -রা -সা II
চা • •• • •• • • য়

০ ১ ২´
পপ্পা II । প্া প্া -া ন্া । ন্া ন্া -া ন্া I সা সা -া সা ।
এই সু গ ন্ ধ ম ধি • য় অ ধি • য়

৩ ০ ১
। সা সা সা -া । সা সরা -া রা । রা রা রা রা I
প ব নে • কো কি• • ল কু হ কু হ

২´ ৩ ০
I সা রা গা গা । গা -া গা পপ্পা । । গা পা পা পা ।
কু হ রে কি ম • নে এই স ব কা ন

১　　২´　　৩
। পজ্ঞা পা পপা পা I না ধা ধা পা । পা পা পা -ধপা ।
নে০ র ফুল স ব আ কা শে র তা রা ০০

০　　১　　২´
। পা ধা -পমা মা । পা -া -মা মা I পা -মা -গা -রা ।
কি চা ০র কি চা ০ র কি চা ০　　০

৩
। -জ্ঞা -রা -সা সসা II
০　০　য এই

০　　১　　২´
II { প্‌া পা -া ধা । না না -া না I নন্না সা সা -া ।
তো মা ০ র আ মা ০ র এই মি ল ০

৩　　০　　১
। সা সা সা -া } । রা -া -া -া । রা -া -া গা I
ন প্রি য ০ চা ০ ০ য চা ০ ০ য

২´　　৩
I গা -া -মা -পা । -পমা -জ্ঞরা -সা সসা II
চা ০ ০ ০০ ০০ য এই

০　　১　　২´
II মা মা -া রা । জ্ঞা জ্ঞা -রা সা I রা রা -া না ।
কু সু ০ ম সু র ০ ভি ব স ন্ ত

৩　　০　　১
। সা -া -া সপা । পা পা -া মজ্ঞা । জ্ঞা মজ্ঞা রা -সা I
বা ০ য এই কু সু ০ ম০ সু র০ ভি ০

২´　　৩
I রা রা -া না । সা -া -া -সা II II
ব স ন্ ত বা ০ ০ য

বসন্ত বাহার।

মধুর মলয়-বায়
বহিছে মৃদুল মন্দ,
আনন্দ-লহর তুলি,
ছড়ায়ে ফুলের গন্ধ।
কোকিল কূজিছে কুঞ্জে,
গুঞ্জরিছে অলিকুল,
সুরাগে রঞ্জিত কত
ফুটিয়াছে বনফুল!
সাজিয়াছে তরুরাজি
মরি কি মোহন সাজে,
বাজিছে বসন্ত-ভেরী
মধুর প্রকৃতি মাঝে!
নব কিশলয় কত
বিচিত্র বরণ ধরি
শোভিছে বিজন বনে
কি সুন্দর মরি মরি!
বিহগ ললিত তানে
মাতা'য়ে তুলিছে প্রাণ,
যেন শত বীণা বাজে,
শ্রবণে জুড়ায় কান!
ভাবুক যে-জন শুধু
সেই ত শুনিতে পায়,
অন্যে কি বুঝিবে তার
কত সুধা মাখা তায়!
কত কবি আত্মহারা
হেরি প্রকৃতির শোভা!
কে জানিত তুমি এত
কবিজন-মনোলোভা!
না জানি কি যাদু-মন্ত্রে
মুগ্ধ করি এ-ভুবন,
বিরাজিছ ঋতুরাজ
বিশ্বজন-বিমোহন!
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বুঝি,
শোভার ভাণ্ডার তাই,
যে দিকে ফিরাই আঁখি
বিস্ময়ে ডুবিয়া যাই!

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিঠুর বা ব্রহ্মাবর্ত্ত।

বিঠুর কানপুর-জেলার একটী তহসিল-মাত্র। ইহা গঙ্গানদীর উপর অবস্থিত ও কানপুর হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী। কানপুর আসিবার রেলওয়ে দিয়া গিয়া মঙ্কনা ষ্টেশনে নামিতে হয়। মঙ্কনার পূর্ব্বোত্তর পাঁচ মাইল দূরে বিঠুর অবস্থিত।

বিঠুর অতিপুরাতন নগর। হিন্দুর নিকট ইহা অতিপবিত্র স্থান। মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে যে, ব্রহ্মাবর্ত্ত-তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এখানে সমাগত হইলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল মিলিয়া থাকে এবং বাসও চন্দ্রলোকে হয়। এইপ্রকার বামনপুরাণ, মৎস্যপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই পুণ্য-

স্থানের মহিমা লিখিত আছে। ইহা যে অতীব প্রাচীন স্থান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রহ্মা সৃষ্টি শেষ করিয়া এইস্থানে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন্। যে-স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত-ঘাট। অশ্বমেধের ঘোটকের খুরে যে নাল লাগান হয়, তাহার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। হিন্দুরা ইহা অতি-সমাদরে পূজা করেন্। ব্রহ্মাবর্ত্ত ঘাটের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে বাল্মিকী নামে একটী পুরী আছে। প্রবাদ, ইহাই মনুর জন্মস্থান। এখানে একটী দুর্গও আছে। স্থানটীর আধুনিক নাম বরহট। ব্রহ্মাবর্ত্ত-ঘাটের অনতিদূরে ধ্রুব-টীলা অবস্থিত।

বিঠুর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে বৈলাকদ্রপুর নামে এক গ্রাম আছে। পুরাকালে ইহা বৈদল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জনপ্রবাদ, ইহাই বাল্মীকির তপোবন। এখানকার যাত্রিগণকে একটি কূপ দেখান হয়। প্রবাদ, এই কূপে বাল্মীকি লুক্কায়িত থাকিয়া ঋষিদের কার্য্য করিতেন্। এখান হইতে সামান্য দূরে অহরাণী নামে একটী দেবী আছেন। ইহার দুই ক্রোশ দূরে তমসা নদী অবস্থিত। কেহ কেহ নদীটীকে সোননদীও কহিয়া থাকেন্। সীতাদেবী বনে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লয়েন্। এইখানেই তাঁহার লব ও কুশ নামে পুত্রদ্বয় জন্মে। শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞকালে এই লবকুশই যজ্ঞের অশ্ব ধৃত করেন্। ফলে রামের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হয়। পরে তাহারা রামের পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে, পিতাপুত্রের মিলন হয়। এখানকার রমেল-নামক স্থানে একটী পিত্তলের শর পাওয়া যায়। এই শর লইয়াই রামায়ণের রামের সহিত লবকুশের যুদ্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে। রমেল-শব্দটী রণ-মেল শব্দের অপভ্রংশ। পরিয়র-নামক স্থানেও অনুরূপ শর পাওয়া গিয়াছে। সেখানেও লবকুশের যুদ্ধের আখ্যায়িকা শুনা যায়। বাল্মীকি যে-স্থানে বাস করিতেন্, তাহার নিদর্শনস্বরূপ সেস্থানে একটী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণই এই বাটীর নির্ম্মাতা। বাটীটি একটী টিবির উপর অবস্থিত। এখানে সীতা রসোই এবং কপলেশ্বরের মন্দির আছে। কপলেশ্বর বোধ হয়, কাকপক্ষেশ্বরের অপভ্রংশ। রামের এই উপাধি ছিল।

ইং ১৮১১ সাল হইতে ১৮১৯ সাল পর্য্যন্ত বিঠুরে কতকগুলি বাজার নির্ম্মিত হয়। এই-গুলি কলেক্টরগঞ্জ এবং রাসেলগঞ্জ নামে খ্যাত। এইগুলির নির্ম্মাতা Mr. Blande Russel। ইনি জজ্ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও চারিটী বাজার আছে। সেগুলি রাজা ভগবন্তগঞ্জ, বিহারীগঞ্জ, নওবতগঞ্জ এবং কাটাইয়া তমলগঞ্জ নামে খ্যাত। বাজীরাও পেশোয়া রাজ্যচ্যুত হইয়া এইখানেই বাস করিয়াছিলেন্। ইঁহার দত্তক পুত্র নানা সাহেব ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন্। নদীর উপকূলে কতকগুলি পাকা ঘাট দেখা যায়। সেগুলি এখন জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান। গাজী-উদ্দিন হায়দারের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী রাজা টিকায়েত রায়ের ঘাটটি অতিসুন্দর। ইহাই ব্রহ্মঘাট নামে খ্যাত। বিঠুরে ইহাই মুখ্য স্নান বলিতে হইবে। ঘাটটীর উপরে একটী লৌহ গজাল অবস্থিত। গজালটী প্রায় একফুট উচ্চ। লোকে বলে গজালটীর মূল কোথায়

আজ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। জনপ্রবাদ এই যে, ইহা ব্রহ্মার দ্বারা প্রোথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মঘাট ব্যতীত কয়েকটী ঘাট আছে। ইহারা অহল্যাবাই এবং বাঙ্গীরাও পেশোয়ার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঘাটের উপর অনেকগুলি মন্দিরও আছে। ইহার মধ্যে বল্লীকেশ্বর মহাদেব নামে যে মন্দিরটী দেখা যায়, তাহাই মুখ্য বলিয়া পরিগণিত। মন্দির-নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের নাম, মোহন্ত গোবিন্দদাস, ভজনানন্দ, গঙ্গাদাস, গুরুদাস এবং যুগল দাস। সহরটিতে একটী ডিস্‌পেন-সারি, একটি পুলিস ষ্টেশন, একটী পোষ্ট অফিস, পণ্ডিদিগের জন্য একটী পাউণ্ড, একটী উচ্চ-প্রাইমারি স্কুল ও একটী ডাকবাঙ্গালা আছে।

নৈমিষারণ্য।

ইহা সীতাপুর-জেলার অন্তঃপাতী ঔরঙ্গাবাদ পরগণার মিসরিক-তহসিলভুক্ত একটী ক্ষুদ্র নগর। বলাবাহুল্য যে ইহার খ্যাতি বহু পুরাতন। কোন সময়ে স্থানটী তপস্বীদিগের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যদিও সে দিন এখন আর নাই, কিন্তু তথাপি নৈমিষারণ্যের প্রসিদ্ধি এখনও যায় নাই। বর্ত্তমানে সহরটীর জনসংখ্যা ২৩৪০; তন্মধ্যে ১০৮ জন মুসলমান। বলা বাহুল্য, এখানে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

প্রাচীনকালে এই স্থানেই মহাভারতের কথা হইত। ঋষিগণ ভক্তগণকে পুরাণ শুনাইতেন্। এখানে প্রত্যেক অমাবস্যায় সাধারণ মেলা হয়। বিশেষ মেলাটী সোমবতী অমাবস্যায় হইয়া থাকে। চৌরাশী ক্রোশ ব্যাপিয়া ইহার বড় পরিক্রমা। প্রতিবৎসরে ফাল্গুনী অমাবস্যায় পরিক্রমা আরম্ভ এবং পূর্ণিমার দিনে শেষ হয়। নৈমিষারণ্যের ছোট পরিক্রমার ব্যাপ্তি দেড় ক্রোশ। পরি-ক্রমার প্রধান স্থান চক্রতীর্থ।

মন্দির ও কুণ্ড লইয়াই নৈমিষারণ্যের বিখ্যাতি। প্রবাদ এইরূপ যে, ইন্দ্র ২৮ সহস্র ঋষির সমভিব্যাহারে একদা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন্। ব্রহ্মা আগমনোদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দ্র বলিলেন যে, তাঁহাকে এমন একটী পূতস্থানের নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে লোকে তথায় নির্ব্বিঘ্নে তপস্যা করিতে পারে। তখন ব্রহ্মা চক্র লইয়া কৈলাসের উপর নিক্ষেপ করিলেন্। চক্র কিন্তু নৈমিষা-রণ্যে অবতরণ করিল। তখন ব্রহ্মা-দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া নৈমিষারণ্যে উপ-নীত হইলেন। নৈমিষারণ্যের বর্ত্তমান নাম নিমখার। এখানে গৌরমুখ ঋষি নিমিষ-মধ্যে অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই জন্য ইহার নাম নৈমিষারণ্য।

আইন-আকবরিতে নিমখারের উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত পুস্তকের মতে এখানে একটি পুরাতন দুর্গকুণ্ড এবং অনেকগুলি মন্দির ছিল। কুণ্ডটী চক্রতীর্থ নামে খ্যাত। বোধ হয়, এইখানেই ব্রহ্মার চক্রটী পতিত হইয়াছিল অথবা বিষ্ণু এই স্থানেই অসুরগণের উপর চক্র নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন্। কুণ্ডটী প্রায় ১২০ গজ ব্যাপী। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলি কুণ্ডটীর তলদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া আছে। মধ্যে গোলাকার জালীদার দেওয়াল। ইহার

বহির্ভাগে যাত্রিগণ স্নানাদি করিয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরে অগাধ জল। একবার এই কুণ্ডে কোন যাত্রী ডুবিয়া যায়। তদবধি সরকার-বাহাদুর কুণ্ডের মধ্যে একটী গোলাকার দেওয়াল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন্। কুণ্ডের জল দক্ষিণ দিকের নালি দিয়া নির্গত হইয়া প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী কুণ্ডে সর্ব্বদাই পতিত হইতেছে ও এক খাল দিয়া চলিয়া যাইতেছে। লোকে এই খালটীর নাম গোদাবরী-নর্ম্মদা রাখিয়াছে। কুণ্ডতটে একটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে কুণ্ডনাথ মহাদেবই প্রধান। নৈমিষা-রণ্যের ইহা একটি মুখ্য স্থান। এখানে অন্যান্য সরোবরের নাম পঞ্চপ্রয়াগ, গোদাবরী, কাবেরী, গঙ্গোত্রী এবং গোমতী। নিমখারের বড় মন্দিরটী ললিতা দেবীর নামে উৎসর্গী-কৃত। এখান হইতে তীর্থযাত্রিগণ পরিক্রমা আরম্ভ করে ও মিসরিখে যাইয়া শেষ করে।

চক্রতীর্থ ব্যতীত আরও কয়েকটী স্থান পরিক্রমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেগুলির নাম:—(২) পঞ্চপ্রয়াগ, (৩) ললিতাদেবী, (৪) গোবর্দ্ধন মহাদেব, (৫) ক্ষেমকারা দেবী (৬) জানকী-কুণ্ড, (৭) হনুমানজী, (৮) কালী, (৯) ধর্ম্মরাজের মন্দির, (১০) শুকদেবের গদী, ব্যাসজীর স্থান, এবং মনু ও শতরূপার স্থান, (১১) ব্যাসগঙ্গা, (১২) ব্রহ্মাবর্ত্ত, (১৩) গঙ্গোত্রী, (১৪) পুষ্কর, (১৫) গোমতী নদী, (১৬) দশাশ্বমেধ টীলা, (১৭) পাণ্ডব কিলা, (১৮) জগন্নাথজীর মন্দির, (১৯) মৃতজীর গদী এবং (২০) রামচন্দ্রাদির মূর্ত্তি। পঞ্চপ্রয়াগের তটে অক্ষয়বট নামে একটী বৃক্ষ আছে

চক্রতীর্থের দক্ষিণপশ্চিমে একটি উচ্চ টীলার উপর একটি দুর্গ দেখা যায়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০০ ফিট এবং প্রস্থ ৪০০ ফিট। ইহার পশ্চিমদিকে সাবুর্জ-নামে একটী উচ্চ স্থান আছে। এখন কেবলমাত্র ইহার ফটকটি অবশিষ্ট। হিন্দুদিগের মন্দিরের কতক মসলা লইয়া সাবুর্জ তৈয়ার হইয়াছিল। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ এই স্থানটী তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু কালবশে মুসলমান-গণ তথায় বুর্জ তৈয়ার করিলেন। সা বুর্জের নির্ম্মাতার নাম চাহাজাল। লোকটী পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু পরে মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন্। আলাউদ্দিন খিলিজির ইনি মন্ত্রী ছিলেন। ১৩০৫ খৃঃ ইনি সাবুর্জ নির্ম্মাণ করেন্।

বর্ত্তমান সময়ে মন্দিরগুলি ব্যতীত নিম-খারের অন্যান্য ভূমি ঔরঙ্গাবাদের মোগল তালুকদারের দখলে আছে। উক্ত ভূমীর সীমা ১৪৭৬ একর। এজন্য তাঁহাকে ইংরাজ সরকারকে ৩৮০৲ টাকা বাৎসরিক কর দিতে হয়। নিমখারের পূর্ব্বদিকটা বৃক্ষবন-দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সহরটীতে প্রাইমারী স্কুল, পোষ্ট অফিস, পশুদিগের জন্য পাউণ্ড এবং একটী বাজার আছে। বাজারটী সপ্তাহে দুই দিন হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

শুভাশিস্।

বেলাভূমে ব্যর্থ ধূলা-খেলা আর নয়,
আজ হ'তে শেষ!
যাও বোন্, ওঠ বুক বাঁধি,
কর্ণধার আনিয়াছে তরী।
অন্ধকার সমুদ্রের পারে
জ্যোতির্ম্ময় আলোকের দেশ
আছে জেনো! নির্ভয়েতে যাও
ধ্রুব-তারা স্থির লক্ষ্য করি॥
জীবনের আরাধ্য দেবতা,
জগতের এক মাত্র সাথী,
যাঁর সনে মিলন তোমার
সংসারের কর্ত্তব্য সাধনে,
চিরদিন হাসি-মুখে সদা
তাঁর কাজে হয়ো সহচরী।
দিও শক্তি, আশা, ভালবাসা,
কোর ভক্তি কায়-মনঃপ্রাণে॥
'মুখে তব ফুটিবে যে হাসি,
হয় যেন বুকের সম্পদ্!
জ্ঞানে তব যত রাতি নামে,
হয় যেন উৎসবের রাতি!
আঁখি যদি ঝরে
যেন ঝরে উচ্ছ্বসিয়া আনন্দের ধারা
করে চিরদীপ্ত থাকে শাঁখা,
সিঁদূরে উজ্জ্বল থাকে সিঁথী॥
কভু যেন এ সাগর-পথে
ধ্রুব-তারা মেঘে নাহি ঢাকে;
দিগ্-ভ্রষ্ট নাহি হয় তরী।
দূরে যায় ক্লান্তি অবসাদ।
প্রাণে আশা অসীম উদ্যম
স্থির থাকে ঝঞ্ঝায় বিপাকে!'
আজ বোন্, বিদায়-দিবসে
এই তব ভ্রাতৃ-আশীর্ব্বাদ॥
হৃদয়ের রাজ্যেশ্বরে কর অভিষিক্ত
হৃদি-সিংহাসনে!
বুকে জ্বালো বিশ্বাসের বাতি
মুখে বলো অশ্বাসের বাণী!
দুঃখ, দৈন্য, রিপুদলে দলি
কর যাত্রা আলোক-সন্ধানে!
কর্ত্তব্য যা করে যাও দোঁহে,
প্রাপ্তব্য যা দিবেন্ তা তিনি॥

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু জ্যোতিষ।

হিন্দুশাস্ত্রের মত এই যে, প্রথমে অনন্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া একমাত্র জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম বিরাজিত ছিলেন্।

আদাবেব পরং জ্যোতিরাসীচ্চ সদসৎ পরং।
জ্যোতিষাং জ্যোতিরেবং তৎ সর্ব্বব্যাপি
সনাতনম্॥
তদেব পরমং ব্রহ্ম প্রাহুরেবং মনীষিণঃ।
তেনাবিষ্টো মহেশানি! সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রপদ্যতে॥
—পার্ব্বতীর প্রতি শিববাক্য।

এই জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম হইতে জ্যোতির্গোলক বিক্ষিপ্ত হইয়া গ্রহনামে অভিহিত হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহার নাম সূর্য্য।

তস্য যে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সর্ব্বলোকপ্রদীপকাঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ।
—কূর্ম্মপুরাণ।

চন্দ্র ঋক্ষগ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ॥
—মৎস্য পুরাণ।

ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে, সূর্য্য চন্দ্রাদি যেরূপ গ্রহ, আমাদের এই পৃথিবীও সেইরূপ একটী গ্রহবিশেষ। পৃথিবীকে লইয়া মোট আটটী গ্রহ সকল জ্যোতির সমষ্টি অদিতি হইতে জন্মিয়াছে। ইহার মধ্যে ৭টী গ্রহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; কেবল অদিতি, জন্ম-মৃত্যু ও দিনরাত্রির বিধানের জন্য সূর্য্যকে (মার্ত্তণ্ডকে) কেন্দ্রস্থানে (গর্ভে) ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্বস্পরি।
দেবাঁ উপপ্রৈৎ সপ্তভিঃ পরা মার্ত্তাণ্ডমাস্যৎ ॥৮॥
সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতিরুপপ্রৈৎ পূর্ব্যং যুগং।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎপুনর্মার্ত্তাণ্ডমাভরৎ ॥৯॥
ঋগ্বেদ ১০।৭২।৮,৯

সূর্য্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ লইয়া একটী সৌরজগৎ। মার্ত্তণ্ড (সূর্য্য) এই সৌর জগতের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত। গ্রহগণ ও পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন্।

স্বভাবতঃ আমরা পৃথিবীকে স্থির ও সূর্য্যকে ভ্রমণশীল মনে করি, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মহামতি আর্য্যভট্ট স্বীয় গ্রন্থে পৃথিবীরই ভ্রমণ উল্লিখিত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম-পশ্চিমগানি লঙ্কায়াং॥

নৌকা বেগে গমন করিলে যেরূপ তীরস্থিত পর্ব্বতকেও নদীর বিপরীত দিকে গমন করিতেছে মনে হয়, সেইরূপ পৃথিবীর গতি-বশতঃ নিশ্চল নক্ষত্রগুলিকেও পশ্চিম-দিকে গমন করিতেছে, বোধ হইয়া থাকে। ঋগ্বেদেও পৃথিবীর ভ্রমণ উল্লিখিত হইয়াছে।

অত্রিপুত্র ভৌমঋষি বলিয়াছেন,

স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি! প্রতিষ্টোভন্ত্যক্তুভিঃ।
প্র যা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্তর্জ্জনি॥
৫।৮৪।২ ঋক্।

রাশিসমূহে আসক্ত থাকিয়া বিচরণকারিণি হে অর্জ্জুনি! হে পৃথিবি! তুমি প্রতিরাশি ত্যাগ করিতে করিতে সশব্দে অশ্বের ন্যায় সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ কর। *

পৃথিবীর ভ্রমণমত সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে বর্ত্তমান সময়ে পরিগৃহীত হইলেও ব্যবহারিক হিসাবে সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত প্রভৃতির ন্যায় সূর্য্যের ভ্রমণই আরোপিত হইয়া থাকে।

এজন্য সূর্য্য ঋষি বলিয়াছেন,—

শুচী তে চক্রে যাত্যব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনো মনস্ময়ং সূর্য্য রোহৎং প্রয়তীপতিং॥
১০।৮৫।১২ ঋক্।

সূর্য্য পরিমিতগামী রথে আরূঢ় হইয়া গৃহে যাইতেছেন্। তাঁহার পবিত্র চক্র আকাশের অক্ষকে (কক্ষাকে) আহত করিতে করিতে যাইতেছে।

সূর্য্যের ভ্রমণের কক্ষায় দ্বাদশটী রাশি, তিনটি নাভি অর্থাৎ সূর্য্য-কক্ষার সন্ধিস্থান, ও ৩৬০ অংশ। সুতরাং প্রতিরাশিতে ৩০ অংশ। এই অংশগুলি নিশ্চল হইলেও চক্রের গতিতে ইহাদেরও গতি হইয়া থাকে।

দীর্ঘতমা ঋষি বলিয়াছেন,—

* [মহামতি সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ।

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্ সাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ॥ ১।১৬৪।৪৮

এই তিনটী নাভির বিষয় দীর্ঘতমা ঋষি অন্যত্র স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন্। যে-দিন, দিনরাত্রি সমান হয়, সে দিবস সূর্য্য, কক্ষার যে-স্থানে অবস্থিত, তাহা একটী নাভি, অর্থাৎ সেই দিনে বিষুব-রেখায় (equator) সূর্য্যের অবস্থান। যে দিবসে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেদিনে সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান-একটী নাভি। ইহা কক্ষায় (রাশি-চক্রের) কর্কটরাশির আরম্ভ-স্থান। যে দিবসে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, সেদিনে সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান মকরের আদি। ইহাও একটী নাভি।

তিনি বলিয়াছেন্—

প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥
১।১৫৪ সূক্ত ২ ঋক্।

এই ঋকে মৃগ-শব্দের অর্থ জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ মকররাশি এবং কুচর শব্দের অর্থ কর্কট-রাশি। গিরি-শব্দের অর্থ বিষুবৎ পর্ব্বত।†

বিষ্ণুপুরাণেও বিষ্ণুবৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ-নামে আখ্যাত হইয়াছে।

যঃ শ্বেতস্যোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি বৈরাজো শৃঙ্গবান্ স্মৃতঃ॥
দক্ষিণোত্তরকৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা।
শরদম্বরয়োর্মধ্যে তদ্ভানুঃ প্রতিপদ্যতে॥

† সায়নাচার্য্য এরূপ অর্থ করেন্ না।

মেষাদৌ চ তুলাদৌ চ মৈত্রেয়! বিষুবৎ স্থিতঃ
তদা তুল্যমহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ॥

দীর্ঘতমা ঋষি আরও বলিয়াছেন্,—

সূর্য্যের কক্ষায় চারিটী পাদ, প্রতিপাদে ৯০ অংশ। ইহা চক্রাকার হইলেও বৃত্ত নহে (বৃত্তাভাস বা দীর্ঘবৃত্ত)। এই কক্ষায় বৃহৎ-শরীরবিশিষ্ট অকুমার যুবা সূর্য্য অংশ-দ্বারা পরিমিত হইয়া প্রত্যহ উদিত হন্।

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভির্যুবা কুমার প্রত্যেত্যাহবং॥ ১।১৫৫।৬ সূক্ত।

গ্রহগণের ভ্রমণপথ দীর্ঘ বৃত্তাকার হইলেও সাধারণতঃ গোলাকার-বৃত্তেই তাহাদের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়।

সূর্য্য ব্যতীত অন্য কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের নিজের তেজ নাই; সকলেই সূর্য্যকিরণে আলোকিত হইয়া থাকে। যেরূপ স্বচ্ছ কাচের উপরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে, তাহা হইতে আলোক প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ চন্দ্রাদি-গ্রহের উপরে সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া তাহাই প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া থাকে।

তেজসাং গোলকঃ সূর্য্যো গ্রহর্ক্ষাণ্যম্বু-গোলকঃ।
প্রভাবন্তো হি দৃশ্যন্তে সূর্য্যরশ্মিপ্রদীপিতাঃ॥
—বরাহ

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, সৃষ্টির প্রথমে সকল জ্যোতিষ্কের সমষ্টি জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম বা অদিতি ছিলেন্। তাঁহা হইতে পৃথিবী ও গ্রহগণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রহগণ বা পৃথিবীর নিজের কিরণ নাই, সকলেই সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয়। সূর্য্য

যে পথে ভ্রমণ করে (সূর্য্যের ভ্রমণবল্পনা বুঝিবার সুবিধা জন্য) সেই পথটী দীর্ঘ-বৃত্তকার। ইহাতে ৩৬০ অংশ ও ১২শ রাশি কল্পিত হয়।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতিজ্যোতিষতীর্থ।

অপরাহ্ণের গান।

(রাগিণী—মুলতান মিশ্র)

ওরে! বেলা বয়ে যায়—
　　শ্রান্ত তপন কানন-পারে
　　ক্লান্ত চোখে চায়!
সরসীর ঐ স্ফটিক-নীরে
কল্লোলিয়া বাতাস ফিরে
　　দিনের তাপে শুষ্ক-ব্যাকুল—
　　—বকুল ঝরে যায়!
ওরে বেলা বয়ে যায়—
　　রাখাল শিশু চরায় ধেনু
　　শ্যামল-তরুচ্ছায়ে!

আজ কেন তোদের দুঃখের শ্বাস,
　　নয়নতলে ভিড়াস্ বাস
　　কোন্ সে ব্যাকুল বেদন এসে
　　মরম দহি যায়!
ওরে বেলা বয়ে যায়—
　　কেন রে তোর মলিন বদন
　　হেসে নাহি চায়!
আজিকার ঐ রবির কিরণ
মেঘের গায়ে গলায় হিরণ,
　　আজ দুঃখ বেদন সকল ভুলে
　　কাননতলে আয়॥

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্যামনগর ; নরেন্দ্রকৃষ্ণের বিশ্রাম-কক্ষ।

নরেন্দ্র একাকী পদচারণা করিতেছেন।

নরেন্দ্র। মনটা এমন খারাপ হ'য়ে গেল কেন? যেন কার কি অনিষ্ট করেছি, যেন কত পাপ করেছি বলে মনে হচ্ছে। অপরাধীর মতন নিজের কাছে নিজে লজ্জা পাচ্ছি। হেমকে পুলিশে দিয়ে কাজটা কি ভাল কর্লুম্? রাগের মাথায় বুঝ্তে পার্লুম না। সে আমাকে গালাগালি দিয়েছিল, অপমান করেছিল, কিন্তু সে ত আগে কিছু বলে নি। আমিই তাকে স্পষ্ট চোর বলেছিলুম্। তাতেই ত সে রাগ সাম্লাতে না পেরে আমাকে গালাগাল দিয়েছিল। এতে তার দোষ দেওয়া যায় না। সে ভদ্রলোক আমার কাছে চাকরী কর্তে এসেছিল, আমার উচিত ছিল তাকে সম্মানে রাখা। কেন আমার এমন মতিভ্রম ঘট্ল? আমি তা'র সম্বন্ধে ভাল করে তদন্ত করেও দেখ্লুম্ না। অহরের কথায় বিশ্বাস করে

তা'কে একেবারে পুলিশে দেওয়া আমার উচিত হয় নি। কে বল্‌তে পারে, অহর হিংসা ক'রে তা'র শত্রুতা করে নি? দেখ্‌ছি অহরের ম্যানেজার হ'বার জন্তে ভারি ঝোঁক্! আর যে-দিন থেকে হেম এসেছিল, সেই দিন থেকেই হেমের উপরে তা'র কেমন একটা আক্রোশ! আমি তা'র কথার ওপর নির্ভর ক'রে হেমকে পুলিশে দিয়ে ভাল কাজ করি নি। কিন্তু চখের সাম্‌নে ত' দেখ্‌লুম, রাত-দুপুরে মেয়ে-মানুষের হাতে টাকা দিলে। সে সব কি? লোকটার চরিত্র ভাল, তাই বা কেমন ক'রে বলি? আমি গুমোর কর্ত্তুম— আমি মানুষের মুখ দেখ্‌লে মানুষ চিন্তে পারি কিন্তু হেমচন্দ্রকে চিন্তে পার্‌লুম না। এখনও বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, মানুষটা কি-রকম! না না, আমি তাকে ছাড়িয়ে আনি। আজ তা'র মকর্দ্দমার দিন, আমি মকর্দ্দমা তুলে নিই গে। নির্দ্দোষ লোক যদি শাস্তি পায়, তা হ'লে আমার পাপ হবে। পুলিশের অত্যাচারের তুলনা নেই। তা'রা বাঘ-ভালুকের চেয়েও ভয়ঙ্কর! না জানি, আমার জন্তে বেচারা কত যন্ত্রণাই পাচ্ছে!

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ)

কি রে?

ভৃত্য। বাবু, একজন বাবু আপনাকে খুঁজ্‌ছেন্।

নরে। আমাকে খুঁজছে? কেন?

ভৃত্য। তা জানি না। বল্লে, আপনার কাছে বিশেষ দরকার।

নরে। আচ্ছা, তা'কে এইখানে ডেকে দে।

(ভৃত্যের প্রস্থান ও সর্ব্বেশ্বরের প্রবেশ)

ম'শায়, কোথা থেকে আস্‌ছেন?

সর্ব্বে। আজ্ঞে, আমি হেমবাবুর বাড়ী থেকে আস্‌ছি।

নরে। আমার কাছে আপনার কি দরকার?

সর্ব্বে। তাঁর কোন খবর না পেয়ে আমরা বড় ভাবছি। তাই তাঁর খবর নিতে এসেছি। তিনি কোথায় থাকেন্? ভাল আছেন্ ত?

(নরেন্দ্র নীরব রহিলেন)

সর্ব্বে। চুপ ক'রে রইলেন্ কেন? তিনি ভাল আছেন্ ত? কোথায় তিনি?

নরে। আমি তা'কে পুলিশে দিয়েছি।

(সর্ব্বেশ্বর সভয়ে চমকিয়া উঠিলেন)

সর্ব্বে। পুলিশে-দিয়েছেন—? আপনি!! আপনি হেমবাবুকে পুলিশে দিয়েছে?

নরে। হাঁ।

সর্ব্বে। কেন, তাঁর অপরাধ? তিনি আপনার কি অনিষ্ট ক'রেছিলেন যে, তাঁকে পুলিশে দিয়েছেন্?

নরে। সে আমার টাকা ভেঙেছিল, আর তা'[redacted]ভাব-চরিত্রও বড় খারাপ ছিল।

সর্ব্বে। আপনি কা'র সম্বন্ধে এ-কথা বল্‌ছেন্? হেমবাবুর চরিত্র খারাপ? হেম-বাবু আপনার টাকা ভেঙেছেন্? এ কি আপনি পাগলের মতন কথা বল্‌ছেন্।

নরে। পাগলের মত নয়, আমি নিজের চ'খে তা দেখেছি।

সর্ব্বে। মিথ্যা কথা। কখনও আপনি দেখেন্ নি। যদি কিছু দেখে থাকেন্, তা'হলে কি দেখ্‌তে আপনি কি দেখেছেন্।

নরে। না, মিথ্যা কথা নয়। আমি নিজের চ'খে দেখেছি, রাত-দুপুরে পুকুর-

ধারে বসে স্ত্রীলোকের হাতে ধরে টাকা দিচ্ছে।

সর্ব্বে। তা যদি দেখে থাকেন, তবে আপনি ভুল বুঝেছেন্। হয় ত, তিনি কোন বিপন্ন স্ত্রীলোককে টাকা দিচ্ছিলেন্। তাই আপনি দেখে থাক্‌বেন। হেমবাবুর স্বভাবই এই রকম। তিনি লোক দেখিয়ে—লোকের কাছে সুখ্যাতি কেন্‌বার জন্যে কারও উপকার করেন্ না। আর যদি তাঁর চরিত্র খারাপই হয়, তা'র জন্যে আপনি তাঁকে পুলিশে দিতে পারেন্ না।

নরে। সে আমার অনেক টাকা ভেঙ্গেছিল।

সর্ব্বে। আপনি কি পাগল হয়েছেন? হেমবাবু টাকা ভেঙ্গেছেন্—এ যে অসম্ভব। তাঁর মত ধার্ম্মিক দয়ালু পরোপকারী লোক, আজকের বাজারে খুব কম দেখ্‌তে পাবেন। আমি নিজের চ'খে, এই হেমবাবুর চরিত্র দেখ্‌ছি—আজীবন দেখ্‌ছি, দেখ্‌তে দেখতে বুড়ো হয়ে গেলুম্, আমার ষাটবছর বয়েস হ'ল, তাঁকে ছেলেবেলা থেকে দেখ্‌ছি—তাঁর মতন চরিত্রের লোক খুঁজে পাবেন না, নরেন্দ্রবাবু। এমন লোককে আপনি পুলিশে দিলেন? নিশ্চয় কোন হিংসুটে লোক তাঁর বিপক্ষে আপনার কাছে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে। আপনি তা'তেই ভুলে এমন অন্যায় কাজ করেছেন্। হেমবাবুকে আপনি জানেন্ কি ম'শায়? তিনিও একদিন আপনার অপেক্ষা বড় জমীদার ছিলেন্, তাঁরও একদিন শতসহস্রাধিক বেতনভোগী কর্ম্মচারী ছিল, একদিন তিনিও সহস্র লোককে প্রতিপালন ক'রেছেন্। এ অধম তাঁরই একজন কর্ম্মচারী। তাঁর নিজের ভগ্নীপতি তাঁর সমস্ত বিষয়ের ম্যানেজার ছিলেন; হেমবাবু কোন দিন কোন বিষয়ে চোখ চেয়ে দেখেন নি। তা'রা কত টাকা ভেঙ্গেছে, তিনি তা' জান্‌তে পেরেও কোন দিন কোন কথা বলেন্ নি। সেই হেমবাবু আজ আপনার টাকা ভাঙ্গবেন্? তারপর শুনুন্ তাঁর ভগ্নীপতি টাকা-কড়ি ভেঙ্গেও নিশ্চিন্ত হলেন্ না। লোভীর লোভ ক্রমশঃই বাড়ে, পাপ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে পাপীর বুক বেড়ে যায়, আর পাপে ভয় থাকে না। হেমবাবুর সেই আত্মীয় ষড়্‌ক'রে কালেক্টারীর খাজনা না দিয়ে হেমবাবুর সমস্ত সম্পত্তি নীলাম করিয়ে নিজে বেনামীতে কিনে নিলে। বাবু তা'তে একটী কথা বল্‌লেন্ না। আমি তা'র নামে নালিশ ক'রে বিষয় বা'র ক'রে নিতে চাইলুম্, আমাকে তা ক'র্ত্তে দিলেন না; বল্লেন, "তা'র অদৃষ্টে বিষয় ছিল, সে পেয়েছে; আমার অদৃষ্টে ছিল, আমি হারিয়েছি। অদৃষ্ট কেউ কারো কেড়ে নিতে পার্ব্বে না। এর জন্যে আপনার লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কি হ'বে? এমন কথা কখনও কারো মুখে আপনি শুনেছেন্ কি? বিষয় হারিয়ে দুঃখের হাতে প'ড়ে হেমবাবু চাকরী ক'র্ত্তে বেরিয়েছিলেন্। সেই হেমবাবু আপনার টাকা ভেঙ্গেছেন্? এ-কথা আপনি বিশ্বাস ক'র্‌লেন্ কি ক'রে, নরেন্দ্রবাবু? আপ্‌নি কি কর্‌লেন্? এমন লোককে পুলিশের হাতে দিলেন? স্বর্গের দেবতাকে নরকের পিশাচের হাতে দিলেন? হায়! হায়! কি কর্‌লেন, নরেন্দ্রবাবু, কি কর্‌লেন?

নরে। (স্বগত) তাই ত, আমি কি

করেছি? এ যা বল্‌ছে তা সত্যি। হেমবাবুকে দেখ্‌লে একটা মহৎ লোক বলেই মনে হ'ত। চেহারাটাতেই তার একটা যেন মহত্ত্ব ছিল। কথাগুলিতে বড় অমায়িকতার ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যেত। লোকটা নিশ্চয়ই ভাল ছিল। আমি জহরের কুমন্ত্রণায় পড়ে বড় অন্যায় কাজ করেছি।

সর্ব্বে। আপনি দয়া করুন। নিশ্চয় জান্‌বেন, তাঁর কোনও দোষ নেই। আপনি বরং ভাল ক'রে অনুসন্ধান করুন, তা হলেই সত্য কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে। এ কোনও হিংসুটে লোকের কাজ। আজকের কালে ভালর ভাল কেউ দেখ্‌তে পারে না। হেম-বাবু, অতিসৎলোক, তাই তাঁর শত্রুও ঢের। নষ্ট লোকে কি ক'রে তাঁর অনিষ্ট ক'র্ব্বে, কি ক'রে তাঁকে অপদস্থ ক'র্ব্বে, সর্ব্বদাই চেষ্টা ক'রে থাকে। আপনি দয়া ক'রে তাঁকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে দিন্। আপনি দেশের জমীদার, অবশ্য এদেশে আপনার ক্ষমতাও অনেক আছে।

(নেপথ্যে) আয়—এদিকে আয় বেটী! একবার, মজা দেখাচ্ছি। পাজী বেটী!

(সরলাকে নরেন্দ্রের ভৃত্য তিরস্কার করিতে করিতে লইয়া আসিল)

নরে। (শশব্যস্তে) কি রে? কি হয়েছে? কে এ?

ভৃত্য। বাবু এ বেটী বাগানবাড়ীতে ঢুকে-ছিল চুরি ক'র্ত্তে।

সরলা। না, বাবা, আমি চুরি ক'র্ত্তে ঢুকি নি। আমায় দয়া ক'রে ছেড়ে দাও;—আর আমি এমন কাজ কর্ব্ব না।

নরে। কেন সেখানে গেছ্‌লে?

সর। সেখানে যে বাবুটী থাকতেন্ তাঁর কাছে যাচ্ছিলুম।

(নরেন্দ্র সর্ব্বেশ্বরের দিকে চাহিলেন)

সর্ব্বে। সেখানে কে থাক্‌তেন?

নরে। (শ্লেষপূর্ণস্বরে) আপনার মহা-চরিত্রবান্ মনিব।

(সর্ব্বেশ্বর কি ভাবিতে লাগিলেন)

নরে। তা'র কাছে তোমার কি দরকার?

সর। সে অনেক কথা বাবা!

নরে। হুঁ:—তা জানি। হারামজাদী—তোমার এত সাহস? আমার বাড়ীতে এইসব কাণ্ড? রাসলীলার আর জায়গা পাও নি? জগা, বেটীকে নিয়ে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে মুখে চূণকালী মাখিয়ে দিয়ে বিদেয় করে দে।

সর। তোমার পায়ে পড়ি বাবা, আমায় ছেড়ে দাও; আর আমি এমন কাজ কর্ব্ব না। (নরেন্দ্রের পায়ে পড়িল)

নরে। ছুঁস্‌নে আমাকে। বের আমার সুমুখ থেকে। আমি নষ্ট মেয়েমানুষের এর্‌চি শাস্তিই দিই।

সর। ছি ছি,—কি কথা বল্‌লে বাবা! আমি কাঙ্গাল ব'লে কি এম্‌নি বল্‌তে হয়? তা'র চেয়ে আমার মেরে ফেল। সব কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু এমন কথা শুন্‌লে বড় কষ্ট হয়। (বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল)

নরে। কেয় ছিনালী? জগা, শীগ্‌গির নিয়ে যা।

জগা। ওঠ বেটী! (হাত ধরিয়া লইয়া চলিল)

সর্ব্বে। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। বল ত বাছা, তাঁর কাছে তোমার কি দরকার ছিল?

নরে। হাঁ, নিজের কানে প্রভুর লীলা

শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা কর। যেমন মনিব তেম্নি চাকর হওয়া চাই ত!

সর্ব্বে। অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন্। (সরলার প্রতি) বল!

সর। না, আমি কিছু ব'ল্‌ব না। কিছু ব'ল্লেই আবার তোমরা ঠাট্টা ক'র্ব্বে। তোমাদের যা ইচ্ছে হয়, কর। আমি আর কিছু ব'ল্‌ব না।

নরে। না, আমি চ'খের সাম্‌নে এ সব দেখ্‌তে পারি না। জিজ্ঞেস্-পড়া ক'র্ত্তে হয়—বাড়ীর বাইরে নিয়ে কর।

সর্ব্বে। দয়া ক'রে একটু ধৈর্য্য ধরুন্। (সরলার প্রতি) বল মা! শীগ্‌গির বল! তোমার কথার উপর সেই বাবুটীর সুখ দুঃখ নির্ভর ক'র্চ্ছে! আমার কাছে তোমার কোনও অপমানের ভয় নেই। আমি তাঁরই চাকর।

সর। তাই বুঝি, তোমার অত দয়া, অত মিষ্টি কথা? তিনিও আমাকে এম্নি মিষ্টি কথা বলেছিলেন; নিজের মেয়েকে লোকে যেমন আদর যেমন যত্ন করে, তিনি আমায় তেম্নি স্নেহমাখা সুরে আমাকে 'মা' ব'লে আমার দুঃখের কাহিনী শুনেছিলেন; শুন্‌তে শুন্‌তে কেঁদে ফেলেছিলেন। তারপরে কি মিষ্টি কথায় আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সে কথা আমি কখনও ভুল্‌তে পার্ব্ব না। সকলেই বকে, গাল দেয়, দূর দূর করে; মিষ্টি কথা কখনও শুনি নি, তাই মিষ্টি কথা আমার বড় ভাল লাগে।

(সর্ব্বেশ্বর তেমনই ভাবে নরেন্দ্রের দিকে চাহিলেন। নরেন্দ্র কি ভাবিতে লাগিলেন)

সর্ব্বে। তাঁর সঙ্গে তোমার কি করে পরিচয় হ'ল?

সর। বাবা, আমি বড় দুঃখিনী। আমি বড় একলা! এক বুড়ো মা ভিন্ন আমার আর কেউ নেই। মায়ের বড় ব্যামো হয়েছিল; ডাক্তার দেখাতে পারি নি!—পয়সা কোথায় পাব বাবা? সেদিন রাত্রে বড় বাড়াবাড়ি হয়। তাই আর থাকতে না পেরে এই গ্রামে কবরেজের কাছে যাব বলে বেরুই। কখনও বাড়ীর বার হই নি, পথঘাট চিন্‌তুম্ না; আস্‌তে আস্‌তে বাবুদের পুকুরধারে গিয়ে পড়ি। সেইখানে তাঁকে দেখতে পাই। তাঁকে পথ জিজ্ঞেস ক'র্‌লুম; তিনি আমায় সব কথা জিগেস ক'র্লেন। আমিও সব বল্‌লুম। তিনি কত কথা বল্লেন, কত সান্ত্বনা দিলেন, তারপর জোর ক'রে আমাকে পাঁচটা টাকা দিলেন; বলে দিলেন, দরকার হলে আমাকে তাঁর কাছে যেতে। সেই টাকাতে মায়ের ওষুধপত্র কিনে মার চিকিৎসা করাই। মা ভাল আছে, তাই আজ তাঁকে বলতে যাচ্ছিলুম। বল্‌তে যাচ্ছিলুম্ "বাবা, তুমিই আমার মাকে বাঁচিয়েছ।" তাঁকে দেখ্‌তে না পেয়ে ফিরে আস্‌ছিলুম, এমন সময় ও আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। আন্‌তে আন্‌তে কত গাল দিলে, চুলের ঝুঁটি ধরে কত মার্‌লে। তা'তে আমার কোন কষ্ট হয় নি। শেষ বাবু যা বল্লেন, সে কথায়—(ক্রন্দন)

সর্ব্বে। নরেন্‌বাবু, কি শুন্‌লেন?

নরে। (সর্ব্বেশ্বরের হাত ধরিয়া) মশা'য়! আমাকে ক্ষমা করুন্। আমি একটা নিরেট মুখ্যু—আস্ত জানোয়ার! কুচক্রীর কথায় বিশ্বাস ক'রে সেই দেবতাকে অপমান করেছি; তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, তাঁকে পুলিশে দিয়েছি। আর এই সরলা বালিকাকে তার কথা না শুনেই, যা বলবার নয় তাই বলেছি।

আমি নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, ভাগ্য-বলে দেবতাকে ঘরে পেয়ে পায়ে ঠেলেছি। (সরলার প্রতি) আমাকে ক্ষমা কর, মা! না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। জগা, একে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা। আর দরোয়ান্‌কে বল, অহরহকে জুতো মার্‌তে মার্‌তে কাছারী বাড়ীতে এনে যেন আটকে রেখে দেয়। আমার হুকুম। হাঁ করে চেয়ে রইলি কি? শীগ্‌গির যা, নইলে সব দূর্ ক'রে দোব। (সরলার প্রতি) যাও মা, দয়া করে আমার বাড়ীর ভেতর যাও,—খুব শিক্ষা দিয়েছ তুমি, তুমি আমার পূজনীয়।

সর। আমি বাড়ী যাই।

নরে। না, তা হবে না। তোমায় ছাড়্‌ব না!

সর। আমায় আট্‌কে রাখবে?

নরে। (স্বগত) হাঁ, তোমায় ভক্তি ডোরে বেঁধে রাখ্‌ব। তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, আর তোমায় ছাড়্‌ব না।

সর। আজ বাড়ী যাই, আমার মা বাড়ীতে একলা রয়েছে।

নরে। তার ব্যবস্থা আমি ক'র্ব্ব। জগা, যা নিয়ে একে।

জগা। চল গো, চল, (স্বগত) নাঃ—বাবুটা একেবারে পাগল! এই এক রকম থাকে,—একটু পরে আর এক রকম! হুঁঃ—

[সরলাকে লইয়া ভৃত্যের প্রস্থান]

সর্ব্বে। নরেন্দ্রবাবু, বাবুকে নিয়ে আস্‌বার ব্যবস্থা করুন্। তার জন্যে যত টাকা লাগে আমি দোব।

নরে। আপনার কোনও ভাবনা নেই। দারগা আমার হাতে। আর আপনাকে টাকা খরচ ক'র্ত্তে হবে না; আমার পাপের যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ত্তে দিন্। চলুন্, দারগার কাছে যাওয়া যাক্।

সর্ব্বে। আপনার আনাহার হয়েছে?

নরে। আনাহার! ম'শায়, বুঝ্‌তে পাচ্ছেন্ কি, আমি কি যন্ত্রণা পাচ্ছি? লোকের ক্রমক্রমে কুকাজ কর্ব্বার পর যখন ভুল ভেঙ্গে গিয়ে অনুতাপ আসে, তখন যে তাকে কি যন্ত্রণা পেতে হয়, তা সেই জানে।

সর্ব্বে। আপনি কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছেন্? মানুষমাত্রেরই ভুল হয়। যাক্, চলুন্, তবে যাওয়া যাক্। আমিও আর স্থির থাক্‌তে পাচ্ছি না।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নন্দলালবাবুর বাটীর অন্তঃপুর;—সুকুমারী ও প্রফুল্লের প্রবেশ।

সুকু। হ্যাঁরে, প্রফুল্ল! তুইনা-কি বলেছিস্ বি, এন্, মজুমদারের মেয়েকে বিয়ে কর্ব্বি না?

প্রফু। হ্যাঁ, বলেছি।

সুকু। সে কি কথা! কেন রে?

প্রফু। আমার খুসি, আমি বিয়ে ক'র্ব্ব না।

সুকু। কেন, তুই ত ব'লেছিলি বিয়ে করে বিলেত যাবি? শ্বশুর বিলেত যাবার খরচ দেবে ব'লেছে, খুব সুবিধে ত!

প্রফু। আমি বিলেত যাব, আমার নিজের পয়সায়, শ্বশুরের কাছে ভিক্ষে নিতে যাব কেন?

সুকু। বালাই! ভিক্ষে নিতে যাবি কেন? এ কথা যে চুক্তি হয়েছে।

প্রফু। পরের কাছে 'দাও' 'দাও' করা

সে ভিক্ষে নয় ত কি? চুক্তি আবার কিসের? তার কাছে ত আর আমার কোন পাওনা নেই।

সুকু। ভিক্ষে আবার কি? মেয়ের বিয়ে দেবে, টাকা দেবে; এই কড়ার।

প্রফু। আমাকে রাগিও না বল্‌ছি! সে মেয়ে আমি কিছুতেই বিয়ে ক'র্ব্ব না। আমি সে মেয়ে দেখিছি।

সুকু। ও-মা, তুই কি করে তাকে দেখ্‌লি আবার?

প্রফু। যেমন ক'রেই হোক্ না, আমি দেখেছি। আমি তাকে বিয়ে ক'র্ব্বো না।

সুকু। সে কি বাবা, সে যে একরকম ঠিক্ হয়েই গেছে! তারা যে অনেক টাকা দেবে!

প্রফু। মা, তুমি টাকা পেতে শোবে?

সুকু। ও আবার কি কথা!

প্রফু। কথাটা তেমন কিছু নয়! বিয়েতে কতকগুলো টাকা পেলেই জন্ম সার্থক হয়ে গেল? আর কিছুর দরকার নেই! আমি যাঁকে বিয়ে ক'র্ব্ব, সে যদি আমার মনের মতন না হ'ল, আমার যদি তাকে বিয়ে ক'র্ত্তেই ইচ্ছা না হয়, তবে বিয়ে করে সুখ? পরের ঘাড় ভেঙে কতকগুলো টাকা আদায় করে নিতে পার্লেই তোমাদের হ'ল! এমন বিয়ে আমি ক'র্ত্তে চাই না! আমি বিয়ে ক'র্ব্ব না।

সুকু। ছিঃ—বাবা, ছেলেমানুষী ক'র্ত্তে আছে কি? ওঁর বড় ইচ্ছা হয়েছে, ওখানে বিয়ে দিতে। তিনি এক রকম ঠিক্ ক'রেই ফেলেছেন, তিনি শুন্‌লে কি বল্‌বেন? তুমি ত আমার অবাধ্য ছেলে নও বাবা! লক্ষীটী, কোন আপত্তি কোর না।

প্রফু। (বিরক্তভাবে) আঃ—জ্বালাতন ক'র্ত্তে লাগ্‌লে কেন? যদি অমন কর, আমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। তুমি বাবাকে ব'ল, আমি সে মেয়ে কখনও বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্ব না, আমি আগে থাক্‌তে বলে দিচ্ছি।

[প্রস্থান]

সুকু। ওরে শোন্, শোন্, অ প্রফুল্ল!

(নন্দলালবাবুর প্রবেশ)

নন্দ। প্রফুল্লটা কি বল্‌তে বল্‌তে গেল?

সুকু। ও বল্‌ছিল, তুমি যেখানে ওর বিয়ের ঠিক্ ক'রেছ, ও সেখানে বিয়ে কর্ব্বে না।

নন্দ। হাঁ, আমিও কিছু কিছু শুন্‌তে পাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কি গজ গজ কচ্ছিল? কি বলে ও? কেন সেখানে বিয়ে ক'র্ত্তে চায় না?

সুকু। তা কি জানি! বল্লে যে, 'আমি সে মেয়ে দেখেছি, আমি তাকে বিয়ে ক'র্ব্ব না।' তোমাকে একথা বলতে বললে।

নন্দ। আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়! আমি বিয়ের ঠিক্ কর্‌লুম, উনি বিয়ে ক'র্ব্বেন্ না! এখনকার ছোড়াগুলো হ'ল কি? একেবারে ব'য়ে গেল? গুরু-লঘু-জ্ঞান নেই, বাপ মাকে মানা নেই, মিছে পয়সা খরচ করে ছোঁড়াদের লেখা-পড়া শেখান। ছোঁড়াকে লেখা-পড়া শেখাতে আমার কত খরচ হয়েছে,—তা'র হিসেব রেখেছে? আমি যে ভদ্রলোককে কথা দিলুম্, কি ব'লব তাদের বল দেখি?

সুকু। তাই ত! টাকাটাও অনেক পাওয়া যেত! আমি বোঝাতে গেলুম, শুন্‌লে না। তুমি একবার বুঝিয়ে বলে দেখ না?

নন্দ। বোঝাব আমার মাথা, আর মুণ্ডু!

আমি অনেক দিন শুনেছি, ছোঁড়ার হাটহদ্দ! ঐ যে হেমঘোষের একটা মেয়ে আছে না? ছোঁড়া তাকে বিয়ে কর্ব্বার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। এখন রাতদিন ঐখানেই ত' থাকে। তা'র স্ত্রী-বেটীও কম নয়! রাতদিন ভজং ভাজং দিচ্ছে আর কি। মেয়েটা বড় হয়েছে। পয়সা ত' নেই; বিয়ুবে কি ক'রে? আমার ছেলেটাকে টোপ গেঁথে বসে আছে। ছোঁড়াও যে গৌয়ার-গোবিন্দ, সব পারে। আমাকে কি আর গ্রাহ্য করে! ছোঁড়ার আক্কেল দেখেছ একবার? আমার ছেলে,—আমি বিয়ের ঠিক্ কর্লুম, ছোড়া বলে কি না বিয়ে কর্ব্ব না! আচ্ছা, দেখি কেমন না বিয়ে করে?—

মধু। আমি বল্‌ছিলুম কি, প্রফুল্লর যখন অত ঝোঁক্ পড়েছে তখন হেম ঘোষের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিলে হয় না! ঐত সবে একটা ছেলে!

নন্দ। তোমাকেও পগিয়েছে বুঝি? আচ্ছা, বেশ! যখন তোমাদের সকলেরই ইচ্ছা, তবে আমি অমত ছাড়্‌ব না। দশটী হাজার টাকা দিতে পারে, তবেই হবে। এক পয়সা কমে হবে না! আচ্ছা আমি এখুনি লোক পাঠাচ্ছি।

[প্রস্থান]

মধু। না, কেমন গোলমাল হয়ে গেল! প্রফুল্লর আর বিয়ে হবে না, দেখ্‌ছি। ওঁর যেখানে মত, প্রফুল্ল সেখানে বিয়ে ক'র্ব্বে না; প্রফুল্লর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে হচ্ছে না! অত টাকা কি তা'রা দিতে রাজি হবে?

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর।

অন্নপূর্ণা ও ঘটকী।

ঘট। হ্যাঁ গো মা, তোমার মেয়ের বিয়ের কি ক'চ্ছ?

অন্ন। কি আর ক'র্ব্ব? বিধাতা যা ক'র্ব্বেন্, তাই হবে।

ঘটকী। ও মা! অবাক্ ক'লে! বিধাতা কি হাতে তুলে তোমার মেয়ের বর জুটিয়ে দেবে গা? চেষ্টাবেষ্টা ত' ক'র্ত্তে হয়!

অন্ন। আমি চেষ্টা ক'রে কি ক'র্ব্ব বাছা। যাঁর ভাবনা তিনি ভাব্‌ছেন্!

ঘট। ধন্যি মেয়ে তুমি বাবা! ধন্যি তোমার বুকের পাটা! এতবড় আইবুড় থেকে মেয়ে ঘরে রেখে পেটে ভাত দিচ্ছ কেমন ক'রে?

অন্ন। কি ক'র্ব্ব বাছা! মেয়ে বড় হয়েছে ব'লে ত' আর ফেলে দিতে পার্ব্ব না?

ঘট। বলি, মেয়ে কি আর কেউ ফেলেই দ্যায়? মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখ্‌বে না? বিয়ে দেবে না?

অন্ন। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। বিয়ের ফুল ফুটলেই হবে।

ঘটকী। (স্বগত) বাবা, এ মাগী ত' কম নয়। কিছুতেই নোয়ে না যে! নন্দলাল-বাবু ব'লেছে মিছে নয়। তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে ঠিক্ ক'রে আছে; তাই মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবনা নেই। মকগ্‌গে। আমাকে যা বল্‌তে ব'লে দিয়েছে, আমি তা ব'লে যাই। (প্রকাশ্যে) হ্যাগা, ঐ যে ছেলেটী রাতদিন তোমাদের বাড়ীতে ব'সে থাকে, ঐ

কি নন্দলালবাবুর ছেলে? ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে?

অন্ন। কে, প্রফুল্ল?

ঘট। হাঁা, হাঁা, ঐ পিরথুল্লই বটে। তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে?

অন্ন। (স্বগত) একদিন ত' তাই মনে করেছিলুম, কিন্তু আর ত আমার সেদিন নেই যে প্রফুল্লকে জামাই ক'র্ব? (প্রকাশ্যে) হাঁা, প্রফুল্ল যার জামাই হবে, তার সৌভাগ্য বটে!

ঘট। ও-সব ভাগ্যি ফাগ্যি বুঝি না। আমার কাছে বাছা, খোলা কথা। ওর বাপ্ বলে পাঠিয়েছে যে, যদি নগদ দশ হাজার টাকা দিতে পার, তা হ'লে তোমার মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন্।

অন্ন। (স্বগত) একি? আমার সঙ্গে এমন বিদ্রূপ ক'রে পাঠাবার কি দরকার? কিছুই ত বুঝ্তে পাচ্ছি না। মানুষ কি এত হৃদয়হীন হতে পারে? আমাদের এই দুর-বস্থার সময়, এমি করে স্নেহের হাসি হেসে বিদ্রূপ করে পাঠাবে? যে প্রফুল্লর গুণের তুলনা হয় না, তা'র বাপ্ কি এত নীচ হবে? না না, তা' অসম্ভব।

ঘট। কি গো চুপ করে রইলে যে? উত্তর দিচ্ছ না কেন? দিতে পার ত বল, আমি বলি গে।

অন্ন। (বিরক্তভাবে) দেখা যাবে।

ঘট। দেখা যাবে নয় বাছা। তিনি ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে ভারী ব্যস্ত হ'য়েছেন, শীগ্গির ঠিক্ করে ফেল্বেন। তবে ছেলের না-কি তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্ত্তে ভারী ইচ্ছে, তাই তিনি এ কথা বল্তে আমায় পাঠিয়েছেন। যদি দিতে পার ত' বল, আমি বলি গিয়ে।

(হেমচন্দ্রের প্রবেশ)

হেম। এ কি, এ আবার কে? লোকের এ অযাচিত আত্মীয়তা আর সহ্য হয় না! আমার মেয়ের বিয়ে হল কি না, তাই বোধ হয়, কেউ অনুগ্রহ ক'রে জান্তে এসেছেন্?

অন্ন। প্রফুল্লর বাপ্ ঘটকী পাঠিয়েছেন, প্রফুল্লর সঙ্গে রমার বিয়ের জন্যে; নগদ দশ হাজার টাকা চেয়েছেন্।

হেম। (চিন্তা করিয়া ক্ষণ পরে ঘটকীকে) আচ্ছা, দোব দশ হাজার টাকা। তুমি বিয়ের ঠিক্ ক'র্ত্তে বল গে।

ঘট। (স্বগত) অ্যাঁ? মিন্সে বলে কি গো? এক দমে দশ হাজার টাকা দিতে স্বীকার পেয়ে গেল? কত পয়সাওলা লোকেও যা একবারে স্বীকার ক'র্ত্তে পারে না! এই বলে, এত দুঃখের দশা হ'য়েছে! ও-সব ছিনালী, পয়সা ওয়ালা লোক ছেলে; অবিশ্যি হাতে নগদ কিছু আছে! নইলে পারে? মকগ্গে। আমার এত কথায় দরকার কি? আমাকে যে যা বল্তে বলে, আমি তাই বলি গিয়ে। আমাদের ত কাজই এই! (প্রকাশ্যে) তবে আমি তা'দের বলি গিয়ে? এ কথা ঠিক্ ত?

হেম। হাঁা, ঠিক্ নয় ত কি আমি মিছে কথা বল্ছি?

[ঘটকীর প্রস্থান]

অন্ন। (স্বগত) এ কি পরিহাস ক'চ্ছেন, না, প্রলাপ বল্ছেন্, কিছুই ত বুঝ্তে পাচ্ছি না!

হেম। অন্নপূর্ণা, আশ্চর্য্য হ'চ্ছ? আশ্চর্য্য

হবারই কথা বটে! কি করি? উপায় নেই। লোকের কথা আর আমি সহ্য কর্ত্তে পারি না। এতদিন আমার কোনও খপর নেবার আত্মীয় কেউ ছিল না। আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে কি না, জান্‌বার জন্যে আজ আমার অসংখ্য বন্ধু! রাস্তায় আমার বেরুবার যো নেই, আমি চারিদিকে প্রশ্ন, চারিদিকে ঠাট্টা—বিদ্রূপ। আমি খেতে পাচ্ছি কি না পাচ্ছি, তা দেখ্‌বার আমার স্বদেশ-বাসীর কোন প্রয়োজন হয় নি! এখন আমার মেয়ের বিয়ের কি হ'চ্ছে জান্‌বার জন্যে সবাই ব্যস্ত! আমাকে সমাজচ্যুত কর্ব্বার জন্যে সকলেরই আগ্রহ! মানুষ আর কত সইতে পারে,—অন্নপূর্ণা? তাই আমি মনে করেছি, ঘর বাড়ী বেচে রমার বিয়ে দোব।

(অন্নপূর্ণা শিহরিয়া উঠিলেন্)

হেম। শিউরে উঠ্‌লে যে?

অন্ন। বাড়ী! বাড়ী কেন বেচ্‌বে?

হেম। বাড়ী না বেচ্‌লে মেয়ের বিয়ে দোব কি ক'রে? টাকা না হলে ত মেয়ের বিয়ে হবে না? আর মেয়েকে চিরকাল আইবুড় ক'রেও ত রাখ্‌তে পার্ব্ব না!

অন্ন। বাড়ী বেচ্‌লে ছেলে পুলে নিয়ে দাঁড়াব কোথায়?

হেম। গাছ-তলায়। তার জন্যে ভাবনা কি?

(অন্নপূর্ণা অধোবদনে নীরব রহিলেন)

হেম। কথা কইছ না যে! কষ্ট হ'চ্ছে? তুমিই না ব'লেছিলে, 'বিচ্ছেদ ভিন্ন জগতে আর কোনও কষ্ট নেই'? তবে আজ বাড়ী বেচ্‌বার নামে ভয় ক'চ্ছ কেন? রমা সৎ-পাত্রে পড়্‌বে, সুখে থাক্‌বে।

অন্ন। তোমার যদি তাই ইচ্ছে হয়, আমার তা'তে কষ্ট কি? রমা সৎপাত্রে পড়্‌ক, রমা সুখী হোক্। আমি সুবোধের হাত ধরে তোমার কাছে কুঁড়ে ঘরে বাস ক'রেও সুখী। তুমি যেখানে থাক্‌বে, সেই আমার অট্টালিকা, সেই আমার অমরাবতী। আমি আর দুঃখ ক'র্ব্ব না। কিসের দুঃখ! জগদীশ্বর যেন তোমার চরণ সেবা থেকে আমায় বঞ্চিত না করেন্—এই আমার প্রার্থনা! আমি তোমার ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তোমার চরণ-সেবা কোর্ব্বো। সেই আমার সুখ, সেই আমার শান্তি। আমি আর কিছু চাইব না; আর কষ্ট ক'র্ব্ব না!

তৃতীয় দৃশ্য।

(নন্দলালবাবুর বাটীর দরদালান।
নন্দলাল ও ঘটকীর প্রবেশ।)

নন্দ। তারপর?

ঘট। তারপর আর কি? আমি সে-দিন গিয়ে সব বল্লুম্। প্রথমটা মাগী খুব কেক্‌ড়ানী কল্লে; যত বলি গ্রাহ্যই নেই। তারপর আমি পষ্ট করে বল্লুম, যদি নগদ দশহাজার টাকা দিতে পার, তাহলেই এ বিয়ে হবে, তা নইলে কিছুতেই এ বিয়ে হতে পারে না।

নন্দ। হুঁ—হুঁ—তা শুনে কি বল্লে?

ঘট। তারপর মিন্‌সে এসে জিগেস কল্লে?—

নন্দ। কি—কি—জিজ্ঞাসা কল্লে?

ঘট। মাগীকে জিগেস্ ক'ল্লে। মাগি বল্লে, আমি যা বলেছিলুম্। মিন্‌সে শুনেই অমি রাজি হয়ে গেল।

নন্দ। একবারেই রাজি হয়ে গেল? আর কিছু বল্লে না?

ঘট। না, আর কি বল্‌বে? ব'লে, আমি দশহাজার টাকাই দোব, তুমি বিয়ের দিন ঠিক্ করে ফেল।

নন্দ। (সহাস্যে) হাঁা, বাবা, বল্‌বে না? আজকালকার বাজার কেমন পড়েছে? প্রফুল্লর মত ছেলে দশ হাজার টাকাতেই পাওয়া যায় না কি?

ঘট। তা ত সত্যি।

নন্দ। তা'দের এতে ঠকা হয় নি; বরং আমারই ঠকা হয়েছে। বি, এল্ মজুমদারের মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হ'লে, হাজার বার টাকা পাওয়া যেত! তা' ছাড়া বিলেত যাবার খরচটাও দিত! মরুগ্‌গে! ছোঁড়া যে-কালে অত ঝুঁকে পড়েছে, তখন ঐ খানেই দেওয়া যাক্।

ঘট। কবে বিয়ের দিন বল্‌ব? তা'রা একেবারে দিন স্থির ক'রে খপর দিতে ব'লেছে।

নন্দ। ১৩ই ফাল্গুন বিয়ের দিন আছে; ঐ ১৩ই ফাল্গুনই বল। কিন্তু টাকাটা আগে নোব। কি জানি, তাদের এখন অবস্থা খারাপ, যদি ঠকায়! টাকাটা আগে হাতে নেওয়া ভাল।

ঘট। আচ্ছা, তাই বল্‌ব। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান]

নন্দ। ঠিক্ হয়েছে! ওঃ! ছেলেটার কি হাতে পায়ে ধরা! বলে, "বাবা, তাদের অবস্থা এখন বড় খারাপ, তারা বাড়ী বেচে এ টাকা দেবে বলেছে! ও টাকা তুমি নিও না।" আ রে মোলো! বাড়ীই বেচুক্, আর গাড়ীই বেচুক, তাতে তোর বাবার কি? টাকা না নিয়ে কি আমি বিয়ে দোব না কি? কে কবে টাকা না নিয়ে আমি বিয়ে দিয়েছে? হুঁঃ! কালে কালে হ'ল কি? ছোঁড়াগুলোর ইংরেজি শিখে একেবারে ইংরেজী মেজাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাপ্-মায়ের মুখের ওপর বিয়ের কথা বল্‌তে লজ্জাও করে না! যাই হোক্ টাকাটা একবার হাতে পেলে হয়! কি জানি, ছোঁড়া যে গোয়ার, কখন কি ক'রে বস্‌বে! যাই, গিন্নীকে খপরটা দিই গে।

[প্রস্থান]

(একদিক্ দিয়া প্রফুল্ল ও অপর দিক্ দিয়া বিজয়ের প্রবেশ)

বিজ। কি হে?—ব্যাপার কি বল দেখি? অত জরুরি টেলীগ্রাম করেছিলে কেন?

প্রফু। তুমি এসেছ, বিজয়! এস ভাই! তোমাকে দেখ্‌লেও আমার প্রাণে সাহস হয়!

বিজ। ব্যাপারখানা কি? হঠাৎ তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে আমি যেন কি-রকম হয়ে গেলুম! হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব, ভয় কর্ব্ব কি বিস্মিত হব, কিছুই ঠিক্ ক'র্ত্তে পার্লুম না! কোর্ট থেকেই তাড়াতাড়ি সন্ধ্যের ট্রেনে বেরিয়ে এসেছি, বাসাতেও যাই নি।

প্রফু। জানি ভাই, তুমি আমাকে এমি ভাল বাস, তাই তোমাকে টেলিগ্রাম করেছিলুম্। আমি একটা বড় বিপদে পড়েছি, কি উপায় ক'র্ব্ব কিছুই স্থির ক'র্ত্তে পাচ্ছি না। আমাকে তুমি বুদ্ধি দাও।

বিজ। এখন গৌরচন্দ্রিকা রাখ, সুসংবাদটা কি, খপ্ ক'রে ব'লে ফেল।

প্রফু। ভাই, তুমি জান, হেমবাবুর মেয়ে রমাকে আমি ছেলে বেলা থেকে ভালবাসি। হেমবাবুরও বড় ইচ্ছা ছিল, আমার সঙ্গে

রমার বিয়ে দেন্। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে আজ তাঁদের অবস্থা বড় খারাপ হ'য়ে পড়েছে। এ-দিকে বাবা আমার অন্য জায়গায় বিয়ের ঠিক্ ক'রে ফেলেন্।

বিজয়। তা ভাই, তোমার মাথার ওপর তোমার বাপ্ রয়েছেন, বিয়ের সম্বন্ধে তোমার স্বাধীন মতামত খাট্‌বে কেন? তিনি যা কর্ব্বেন্, তাই হবে।

প্রভু। তুমি কি ক'রেছিলে?

বিজ। আমি এ বিষয়ে কতকটা স্বাধীন। একমাত্র মা ভিন্ন আমার মাথার উপর আর কেউ নেই। কিন্তু মনে কোরো না, আমি এ বিয়ে ক'রে সম্পূর্ণ সুখী হয়েছি। গরীবের মেয়ে ব'লে মা' আমার স্ত্রীকে আদৌ দেখ্‌তে পারেন্ না! সর্ব্বদাই বাক্যযন্ত্রণা দেন্। আমি যদি কিছু বোঝাতে যাই, উল্টে আমাকে ধাচ্ছে তাই করেন্। তুমি কি মনে কর, আমি এ বিয়ে ক'রে সুখী হয়েছি?

প্রভু। বিয়েটা ত একটা সামান্য কথা নয়, ভাই! যাকে নিয়ে মানুষের সমস্ত জীবন-মরণের সম্বন্ধ, আমাদের অভিভাবকদের সে-দিকে আদৌ লক্ষ্য নেই। তাঁরা চান কেবল টাকা!

বিজ। হাঁা—সে কথা ঠিক্। তোমার বিয়ে দিয়ে মেসম'শাই প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের জন্যে উৎসুক। রমার সঙ্গে তা হলে তোমার কি করে বিয়ে হয়, ভাই?

প্রভু। সেই কথাই তোমাকে বল্‌বার জন্যে এলাহাবাদ থেকে আনিয়েছি। শোন,—বাবা বি, এন, মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির করেন্। সে একটা আধা বাঙ্গালী, আধা ফিরিঙ্গি! টাকা কতকগুলো সে দেবে ব'লে বাবা সেইখানেই ঠিক্ করেন্। আমি ত আর সহ্য ক'র্ত্তে পার্লুম না। আমি স্পষ্টই বল্লুম্, 'এ বিয়ে আমি কর্ব্ব না।' তাই না শুনে বাবা ত' খুব চ'টে গেলেন্। তার পরে রমার সঙ্গে বিয়ে দিতে স্বীকার কর্লেন, কিন্তু তাই কি বল্‌ব, রমার বাপের কাছ থেকে দশটী হাজার টাকা চেয়ে বস্‌লেন। কত বারণ কর্লুম, কিছুতেই তা শুন্‌লেন না। শুনেছ ত, রমার বাপের অবস্থা এখন খুবই খারাপ? তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সবই গিয়েছে, থাক্‌বার মধ্যে আছে কেবল বসত-বাড়ীখানি! তিনি বাবার কথায় রাজী হ'য়ে বাড়ী বিক্রী করে বাবার প্রার্থনা মত দশ হাজার টাকা দেবেন্ ব'লে স্বীকার হয়েছেন্। আমি শুনে আশ্চর্য্য হলুম্। তাঁকে কত বারণ কর্লুম, তিনিও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তিনিও কিছুতে আমার কথা শুন্‌লেন না। এখন মাঝে হতে আমিই বিপদে পড়েছি। রমার আশাও ত্যাগ ক'র্ত্তে পাচ্ছি না; আবার একটা লোকের ভিটে মাটী চাটি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ক'র্ব্ব—তাও আমি পার্ব্ব না। এখন কি করি, বল দেখি?

বিজয়। (চিন্তা করিয়া) তাই ত! এ যে বড় কঠিন সমস্যা! রমাকে যে তুমি বিয়ে কর্ত্তে চাইবে, এটা আশ্চর্য্য নয়। রমা বিয়ে কর্ব্বার উপযুক্ত মেয়ে বটে। ছেলেবেলায় তাকে আমি দু'একবার দেখেছি।—কি লজ্জা, কি নম্রতা! যেমন রূপ তেমনই গুণ!

প্রভু। এখন যদি তা'কে আর একবার দেখ, তা হলে জীবনে ভুল্‌তে পার্ব্বে না।

বিজ। কিন্তু তোমার যে ভাই বাসনা পূর্ণ হয়েও হচ্ছে না!

প্রভু। না। বিজয়! আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি, কি করি বল দেখি?

বিজ। দেখ, এক কাজ কর। আমি তোমায় দশ হাজার টাকা ধার দিচ্ছি, তুমি সেই টাকা গোপনে রমার বাপ্‌কে দাও গে। তিনি যেন ঐ টাকা মেসম'শাইকে দিয়ে তাঁর অর্থলিপ্সা পূর্ণ করেন্। তা'হলেই সকল দিকে মঙ্গল হবে। তোমারও বাসনা-সিদ্ধি হবে; মেসম'শাইও টাকা পাবেন্। আর একজন ভদ্রলোকও কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবেন্।

প্রভু। হাঁ ভাই, এ অতি সদ্‌যুক্তি। এর চেয়ে সুন্দর উপায় আর নেই। তবে রমার বাপ্ এতে রাজী হবেন্ কি না, জানি না। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত লোক। কিন্তু তোমার এ টাকা আমি কি করে শোধ কর্ব্ব?

বিজ। প্রভু, আমাকে এত ভিন্ন ভাব্‌তে শিখ্‌লে কবে থেকে? আজই ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা বার করে দিচ্ছি। এখন চল। অনেক দিন পরে বাড়ী এলুম; একটু আড্ডা দেওয়া যাক্। [উভয়ের প্রস্থান] (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অষ্টাদশ প্রকরণ।

যস্য বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবদ্‌ভবতি ভ্রমঃ।
তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥১॥

যে আত্মার জ্ঞান হইলে এই প্রত্যক্ষ সংসার স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হয়, সেই সুখস্বরূপ শান্তজ্যোতিঃকে প্রণাম করি। ১।

অর্জ্জয়িত্বাঽখিলানর্থান্ ভোগানাপ্নোতি পুষ্কলান্
নহি সর্ব্বপরিত্যাগমন্তরেণ সুখী ভবেৎ ॥২॥

ধন-ধান্য, স্ত্রী-পুত্র, ভৃত্য প্রভৃতি অনেক বিষয় অর্জ্জন করিয়া লোক নানাপ্রকার ভোগ প্রাপ্ত হয় (কিন্তু তাহাতে সুখ হইতে পারে না)। সর্ব্ববিধ-স্পৃহাত্যাগ ব্যতিরেকে কেহই সুখী হইতে পারে না। ২।

কর্ত্তব্যদুঃখমার্ত্তণ্ড-জ্বালাদগ্ধান্তরাত্মনঃ।
কুতঃ প্রশমপীযূষ-ধারাসারমৃতে সুখম্ ॥৩॥

"ইহা কর্ত্তব্য," "ইহা কর্ত্তব্য নহে", এইরূপ সঙ্কল্পবিকল্প প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-কিরণের ন্যায় আমাদিগের অন্তরাত্মাকে নিয়তই দগ্ধ করে। সঙ্কল্প-বিকল্প-ত্যাগরূপ শান্তিধারা ব্যতিরেকে কেহই সুখী হইতে পারে না। কর্ত্তব্যবুদ্ধি-দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সকলেরই কার্য্য করা প্রয়োজন সত্য বটে, কিন্তু তাহাই যাহাদের চরম উদ্দেশ্য, তাঁহারা কখনও সুখী হইতে পারেন্ না। কারণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব তাঁহাকে চিরকালই দুঃখ দিতে থাকিবে; কেন না সে-দ্বন্দ্বের কখনও অবসান নাই; কর্ত্তব্য-পরম্পরা অনন্ত। অতএব কর্ত্তব্য শেষ করিয়া শান্তিলাভ করিবার আশা আকাশের ওপারে যাইবার কল্পনার মত মূঢ় ভাবনা-মাত্র। এখান হইতে বোধ হয় ঐখেন আকাশের সীমা, ঐ নীলাম্বরের কটাহ ভেদ করিলেই ও-পারে যাইব, কিন্তু সেখানে গেলেও তদূর্দ্ধেও সেই আকাশ; উহা অনন্ত-বিস্তৃত, স্থান অতিক্রম করিয়া উহার শেষ সীমায় পৌঁছিবার আশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্রূপ আপাততঃ কর্ত্তব্য-

শুনি শেষ হইতে না হইতে আবার কতকগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার প্রত্যেক কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিবার কালে বহুপ্রকার অকর্ত্তব্যের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। যেরূপ চক্রবালসীমা আমাদের অবস্থানভূমি হইতে অতিদূরে বর্ত্তমান নহে, কিন্তু তথাপি কেহই চক্রবালসীমায় উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ কোন এক মুহূর্ত্তে আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলির সংখ্যা অত্যধিক নহে, কিন্তু কর্ত্তব্যের অবসান কখনও উপস্থিত হয় না। অতএব সঙ্কল্পবিকল্পত্যাগ ব্যতীত কর্ত্তব্যজালদাহ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। ৩।

তবোহহং ভাবনামাত্রো ন কিঞ্চিৎপরমার্থতঃ।
নাস্ত্যভাবঃ স্বভাবানাং ভাবাভাববিভাবি-
নাম্ ॥৪॥

এই সংসার কেবল সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার পারমার্থিক সত্তা কিছুই নাই। (অতএব সঙ্কল্পত্যাগ করিলে সংসার বিনষ্ট হয় এবং তৎসহিত সংসারের সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্বেরও অবসান হয়। অতএব কর্ত্তব্যসম্পাদনকেই চরম লক্ষ্য না করিয়া যাহাতে আত্মজ্ঞান-দ্বারা সঙ্কল্পত্যাগ হয়, তাহাই উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। কর্ত্তব্যসম্পাদনের অভাবে আত্মার কোন হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, ভাবাভাবরূপ দ্বন্দ্বের অতীত আত্মার অভাব কখনও হয় না।৪।

ন দূরং ন চ সঙ্কোচাৎ সর্ব্বমেবাত্মনঃ পদম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরায়াসং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্ ॥৫॥

আত্মা সর্ব্বপ্রকার বিকল্পকল্পনারহিত, সর্ব্বপ্রকার শ্রমবিরহিত, বিকারশূন্য ও নির্লিপ্ত। এই আত্মাকে লাভ করিবার জন্য দূরে যাইতে হইবে না, অথবা সঙ্কুচিতও হইতে হইবে না; ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ।

ব্যামোহমাত্রবিরতৌ স্বরূপাদানমাত্রতঃ।
বীতশোকা বিরাজন্তে নিরাবরণদৃষ্টয়ঃ ॥৬॥

কেবলমাত্র অজ্ঞানরূপ মোহকে ত্যাগ করিয়া স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হইলে, সাধুগণ সকল শোক হইতে উত্তীর্ণ হন্ ও তাঁহাদের দৃষ্টির কোন আবরণ থাকে না; অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হন্।৬

সমস্তং কল্পনামাত্রমাত্মা মুক্তঃ সনাতনঃ।
ইতি বিজ্ঞায় ধীরোহি কিমভ্যস্যতি বালবৎ ॥৭॥

'আত্মা নিত্যমুক্ত, আর সমস্ত কল্পনামাত্র', এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ধীরব্যক্তি বালকের ন্যায় কি অভ্যাস করিবেন? (১)

আত্মা ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ভাবাভাবৌ চ
কল্পিতৌ।
নিষ্কামঃ কিং বিজানাতি কিং ব্রূতে করোতি
চ কিম্ ॥৮॥

'আমিই ব্রহ্ম', ইহা নিশ্চয় করিয়া ও সমস্ত ভাবাভাবপদার্থ কল্পিত জানিয়া যিনি সকল কামনা ত্যাগ করেন্, তাঁহার জানা, বলা বা করার কিছুই থাকে না।৮।

অহং সোহমহং নাহমিতি ক্ষীণা বিকল্পনাঃ।
সর্ব্বমাত্মেতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীভূতস্য যোগিনঃ ॥৯॥

সদসৎ যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু আছে, অথবা যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে সে সমস্তই আমি, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়া যে যোগী সর্ব্বব্যাপার-রহিত হন্, তাঁহার 'ইহা আমি', 'ইহা আমি নয়', এরূপ সকল বিকল্পনাই দূর হয়, অর্থাৎ তখন তিনি সর্ব্বাত্মভূত হন্। 'আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন', এই বিচার তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

ছুটি কখন্ হবে ?

মা গো ! আমার ছুটি কখন্ হবে ?
তোমার কাছে ডাক্‌বে আমায় কবে ?
সেই কখন্ সকাল হতে
পাঠিয়ে দিলে ভবের পথে,
প্রাণের ফেরি
কর্‌তে ফেরি
ফিরে সবার দ্বারে !
দিন ফুরাল, সন্ধ্যা হ'ল, সূর্য্য বস্‌ল পাটে !
এখনো কি মা, রাখ্‌বে বেঁধে আমায় ভাঙ্গা হাটে ?
অবশ চরণ চলে না আর,
দুর্ব্বহ বড় দেহের ভার,
মাপার বোঝা
পীড়্‌ছে মা, যা'—
সে দুখ কব কা'রে !
আঁধার বুঝি ঘনিয়ে আসে খেয়া-তরীর ঘাটে !
ওই যে মাগো, অল্‌ল আলো সবার বাটে বাটে !
একলা আমি এখনো কি মা,
ডাক্‌ব সবে—"আয়, ডাকে মা !"
শ্রান্ত অতি
ক্লান্ত অতি
ডেকে আকুল রবে !
মাগো, আমার ক্ষীণ-কণ্ঠ পশে না কারো কানে !
অর্ঘ্য আমার হেলায় দলি' আঘাত করে প্রাণে !
তোমার 'ফেরি' রইল পড়ে,
ঘরের ছেলে ফির্‌ব ঘরে,
কাতরে তাই
শুধু শুধাই
ছুটি কখন্ হবে ?
মাগো ! আমার ছুটি কখন্ হবে ?
তোমার কাছে ডাক্‌বে আমায় কবে ?

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মিসেস বনার্জি।

(গল্প)

নিশানাথ বিশ্ব-নিয়ন্তার অখণ্ড নিয়ম পালন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সংসার-রঙ্গালয়ের অন্ধকার-যবনিকা উন্মোচিত করিয়া অনেকক্ষণ হইল সূর্য্যদেব প্রবল প্রতাপে আকাশমার্গে উদিত হইয়াছেন। তাঁহার রথ নভোমণ্ডলের অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে; রশ্মিজাল নদ, নদী, নীরধি, নগমালা, নভোমণ্ডল ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার উদয়ে প্রকৃতি হাস্য করিতেছে; জগৎ পুলকিত হইয়াছে।

কলিকাতার চৌরঙ্গির মধ্যবর্ত্তী একটী বাটীর বারাণ্ডায় একটী স্ত্রীলোক চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীলোকটীর বয়স বড় কম নয়। কিন্তু অনেক দিন যৌবনে পদার্পণ করিলেও যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্য তাঁহার দেহে সম্পূর্ণ প্রতিভাত। তিনি কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া এ-দিক্ ও দিক্ চাহিয়া মিহি সুরে ডাকিলেন, "বয়্ বয়্!" নীচে হইতে একটা আওয়াজ্ আসিল— 'মেম্ সাব্! হু-জু-র!' মিহিসুরে পুনরায় স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "টি লে আও।"

ক্ষণ-পরে আজানু-লম্বিত-চাপ্‌কানপরিহিত, মস্তকে মল্‌মলের পাকড়ি-মণ্ডিত, দেখিলেই উৎকল-বাসী বলিয়া বোধ হয়, একটী বালক-ভৃত্য একখানি ট্রেতে করিয়া কয়েকটী গরম চায়ের-পিয়ালা আনিয়া হাজির করিল। একটী বালক তথায় উপস্থিত ছিল। সে বলিল "মাম্‌মা, মাম্‌মা, টি প্লিজ্‌ (Mamma, Mamma, tea please)। টেব্‌লের উপর একখানি শুভ্রবর্ণের মূল্যবান্ চাদর বিস্তৃত ছিল। তাহার উপর ঐ বালক-ভৃত্যটী চায়ের পিয়ালা ও খান কয়েক বিস্‌কুট রাখিয়া দিল। গৃহস্বামী মিষ্টার বনার্জ্জি, তাঁহার পাণিগ্রহীতী মিসেস্ বনার্জ্জি, একটী পুত্র ও একটী তনয়া, সকলে মিলিয়া উদরের আদেশে ঐ চা ও বিস্‌কুটের সহিত প্রণয় স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে একান্ত আপনার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক রকমের খোসগল্প চলিল; হাসির হর্‌রা উঠিল; গৃহপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইল।

চা-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে স্ত্রীলোকটী আসিয়া আপনার ষ্টুডিওতে (studio) প্রবেশ করিলেন; একখানি বহুমূল্য চেয়ারে বসিয়া টেব্‌লের উপর হস্ত রাখিয়া মঞ্জু বঙ্কিম গ্রীবায় ইংরাজীতে একখানি চিঠি লিখিলেন; চিঠিখানি খামের মধ্যে পুরিয়া অধর-সুধা লাগাইয়া তাহা বন্ধ করিলেন। পরে তিনি চিঠিখানি লইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া ডাকিলেন, 'ভরোয়ান্, ভরোয়ান্, বেহারাকো ভেজ্‌ দেও।' বেহারা আসিলে তিনি সেই চিঠিখানি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "ক্যামাক ষ্ট্রীট, ১২ নম্বর (Camack St. No. 12)—মেসিস্ ডলী (Mrs. Dolly)।" বেহারা তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল। তিনি বলিলেন, "Silly fellow, এক দশ, দো নম্বর; সম্‌জায়া?" বেহারা তবুও তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল। তিনি বিরক্তভাবে মেজেতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, 'ষ্টুপিড্‌ (stupid), টোম্ কুচ্ কাম্‌কা নেই, good for nothing!' এই বলিয়া পুনরায় হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "যো মেম-সাব্ কি শনিচার্‌মে হামারা কোঠীমে পিয়ানো শিখ্‌লানে আয়তা হায়, সম্‌জায়া?" বেহারা "সম্‌জায়া সম্‌জায়া, মেম-সাহেব!" করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চিঠি লইয়া চলিয়া আসিল।

কিয়ৎক্ষণ-পরে বাথ্‌রুমের (Bath room) দরজা ঝপাং করিয়া পড়িয়া গেল। তথায় সাবান, টুথপাউডার, টুথব্রাস্, ঝিণ্ডের খোলা, স্পঞ্জ, তোয়ালে প্রভৃতির যথোচিত ব্যবহার হইলে মিসেস্ বনার্জ্জী টয়লেট রুমে (Toilet room) আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তথায় পাউডার, পমেটম্, এসেন্স্ প্রভৃতির সাহায্যে দস্তরমত বেশ-বিন্যাস করিয়া মিষ্টার বনার্জ্জীর নয়নলোভন হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

বাটীর 'হল'ঘরের মধ্যস্থলে ২।৩ খানি টেবিল একসঙ্গে সাজান; তাহার উপরে শুভ্র চাদর বিস্তৃত। চারিধারে অনেকগুলি চেয়ার সাজান। সেই ঘরটী ডিনার খাইবার সময় ব্যবহৃত হইত। ডিনারের সময় উপস্থিত; কাঁটা, চামচ, ছুরি, তোয়ালে, সল্‌ট, মাষ্টার্ড প্রভৃতি মজুত। টেবিলের উপর দুই একটী দামী ফুলের তোড়াও শোভা পাইতেছে। মিসেস্ বনার্জ্জী জুতাপায়ে গাউন পরিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া ডাকিলেন, 'ফিড্‌দত্ত্‌-

গার, কিত্‌মত্‌গার!" তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, 'হুজুর, মেমসাব!' মেম-সাহেব খুব ব্যস্ততা-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খানা খানা তৈয়ারী হুয়া?' কিত্‌মত্‌গার বলিল, "হুয়া মেমসাহেব।" মেমসাহেব বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, লে আনে বোলো।" বাবুর্চি খানা আনিল। কি খোসবয়! ঘর আমোদিত হইল। যেন গ্রেট ইষ্টার্ন বা পেলিটীর বাড়ী বলিয়া বোধ হইল! একজন বাহিরের বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার সাহেব, মিসেস্ বনার্জি, মিষ্টার বনার্জি, [illegible] রবার্ট, কন্যা সোফিয়া প্রভৃতি সকলে আহারে বসিলেন। আহার করিতে করিতে গল্পের ছালা খুলিয়া গেল। কখনও আমাদিগের লাটসাহেবের কথা, কখনও আমাদিগের রাজ্য-পরিচালনার কথা, কখনও বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর কথা, কখনও রাজা-রাণীর কথা, কখনও বা জর্ম্মানী-ফ্রান্সের কথা, এরূপ নানাবিধ কথায় আহারের সময় অতিবাহিত হইল। গল্পে গল্পে আহারের মাত্রাও দৈনিক মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিল। আহারান্তে যে যাহার কাযে চলিয়া গেলেন্।

বৈকালে মিসেস্ বনার্জি বারাণ্ডায় আসিয়া অতিশয় মিহি সুরে ডাকিলেন, 'সইস্, সইস্, কোচম্যান্, কোচম্যান্!" দুইজন দৌড়িয়া আসিয়া নীচের উঠান হইতে কপালে করস্পর্শ দ্বারা অভিবাদন করিল। মেম-সাহেব বলিলেন, "গাড়ী তৈয়ার কর।" গাড়ী আসিয়া 'পোর্টিকো'র নীচে দাঁড়াইল। মিসেস্ বনার্জি পাউডার মাখিয়া পোষাকী গাউন ও জুতা পরিয়া, নাসিকায় সোনার চশ্‌মা লাগাইয়া, হাতে রিষ্ট ওয়াচ বাঁধিয়া, আঙ্গুলে আংটি দিয়া এবং মাথায় একটী ধামার মত টুপি বসাইয়া মস্ত মেম্ সাজিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী হু হু করিয়া হগ্ সাহেবের বাজারের দিকে ছুটিল। আধ-ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী আসিয়া মিউনিসিপাল মার্কেটের (Municipal Market) সাম্‌নে দাঁড়াইল।

মেম-সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়া দোকানে দোকানে ঘুরিতে লাগিলেন। সঙ্গে রবার্ট বনার্জি, সোফিয়া, দুই বাবালোক এবং পশ্চাতে সইস্ চলিল। তিনি প্রথমে ফলের দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন্। ফলওয়ালা "মেম্-সাব্, মেম্-সাব্, গুড্ ফ্রুট্, মেম সাব্" করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কোথা হইতে অদৃষ্টে ঝাঁকা লইয়া একটা ঝাঁকা-মুটে যুটিয়া গেল। তাহার ঝাঁকায় পিচেরা, চাঁপা কলা, লেবু প্রভৃতি ফল কিনিয়া রাখা হইল। মিসেস্ বনার্জি তৎপরে মেওয়ার দোকানে আসিলেন। প্রতিদোকানে দুই চারিটি করিয়া মেওয়া চাকিয়া উদরের অর্দ্ধাংশ তৃপ্তি করিয়া ফেলিলেন; শেষে এক দোকান হইতে কিছু মেওয়া খরিদ করিলেন। সঙ্গে কুরিয়ার ব্যাগ ছিল, তাহা হইতে নোট ও টাকা বাহির করিয়া দোকানদারকে দিয়া চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় তিনি চারিটা গ্রামফেড্ মুর্গী, দুইটা গিনী ফাউল, ও দুই সের ফার্ষ্ট ক্লাস্ মটন লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী নক্ষত্রবেগে চৌরঙ্গির মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক বাটীতে আসিয়া পৌঁছিল।

মেম-সাহেব বাটীতে প্রবেশ করিতে না করিতে ফটকের গায় লেটার বক্স (Letter box) হইতে দরোয়ান ৪।৫ খানি চিঠি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে উপরে

আসিলেন। তথায় টেলিফোন (Telephone) রিঙ্ আপ্ (ring up) করিলে, হোয়াইট ওয়ে লেড্‌লর বাড়ী হইতে একজন সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,

Hallo! who are you? (আপ্‌নি কে?)

I am Mrs. Bonnerjee. (আমি মিসেস্ বনার্জি)

Yes, what do you want? (আপ্‌নার কি চাই)

Please, send me 2 dozen of stockings, 2 pairs of Jackets, 2 pairs of blouses and a good valuable gown. (আমাকে দুই ডজন মোজা, ২ জোড়া জ্যাকেট, ২ জোড়া ব্লাউস্, আর একটি ভাল দামী গাউন পাঠিয়ে দিন্)

"All right" বলিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন্।

তাঁহার ভালবাসার কুকুর টম আসিয়া এইবার তাঁহার গাউন আঁচড়াইতে লাগিল। তিনি তাহাকে কোলে লইয়া 'টম্ টম্' করিয়া চুমু খাইলেন। তৎপরে নিজ-কক্ষে প্রবেশ-পূর্ব্বক বাহিরের পোষাক ছাড়িয়া ফেলিলেন।

কোন কোন দিন মেম-সাহেব, রবার্ট বনার্জি, শোফিয়া অপরাহ্ণে গাড়ীতে করিয়া ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী আনন্দ-উদ্যানে সন্ধ্যা-সমীরণ-সেবনার্থ বেড়াইতে যাইতেন। গঙ্গার স্নিগ্ধ সুখস্পর্শী অনিল-হিল্লোলে তাহাদিগের মনঃপ্রাণ শীতল হইত। তাহারা যেন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেন্। তথায় অনেক খাঁটি মেম, সাহেব বেড়াইত। আমাদিগের মিসেস্ বনার্জি, রবার্ট ও শোফিয়াকে লইয়া তাহাদিগের সহিত মিশিয়া যাইতেন্। ইহা দুধে আল্‌তায় মেশা নয়; আমে দুধে মেশা নয়; দুধে সন্দেশে মেশা নয়;—তেলে জলে মেশার মত মিশিত, কাক ও ময়ূরের মত মেশা মিশিত। ইউরোপীয়গণ বাঙালীর দিকে থাকিয়া থাকিয়া বক্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত আর ঘৃণাসূচক ব্যবধান রাখিয়া পাদচারণা করিত। মিসেস্ বনার্জি কিন্তু তবুও কালা আদ্‌মিকে দেখিলে নাক্ সিঁটকাইতে ছাড়িতেন না, তাহাদিগের সহিত মিশিতে বা কথা কহিতে তত ভালবাসিতেন্ না। সন্ধ্যা হইতে না হইতে কল 'বুট্যা[illegible]রা, লক্ লিভ্ দি কিং' প্রভৃতি সঙ্গীত-সকল বাজিয়া উঠিত এবং সেই সঙ্গে তালে তালে ইংরাজের মনও নাচিয়া উঠিত। আমাদিগের মিসেস্ বনার্জি, রবার্ট ও শোফিয়ার মনেও দস্তুর মত স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছুটিত। তাহারাও লম্বা লম্বা পাদ-বিক্ষেপে সেই আনন্দ-উদ্যানের রঙ্গভূমিতে ভ্রমণ করিত। কোন কোন দিন সেই আনন্দ-উদ্যানের ঝিলে প্রমোদ-তরণীতে (Pleasure-boat) চাপিয়া মিসেস্ বনার্জি, স্বহস্তে দাঁড় বাহিয়া অনাবিল সুখ সম্ভোগ করিতেন। রাত্রিতে বাড়ীতে আসিয়া দস্তুর মত ইংরাজী খানাতে উদরের পূজা করিয়া ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিতেন।

অধিকাংশ রাত্রিতে কলিকাতার থিয়েটার-বায়স্কোপে পয়সা ব্যয় করিতে মিসেস্ বনার্জি কুণ্ঠিতা হইতেন না। তিনি বক্সে বা রিজার্ভ সিটেই সকল সময়ে বসিতেন্। বাড়ীতে মেম রাখিয়া তিনি পিয়ানো, হার্মোনিয়ম্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সুন্দর বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। অনেক সময়ে সেই শিক্ষিত কলাবিদ্যার দ্বারা তিনি স্বামীর মনোমুগ্ধকারিণী হইতেন। মিষ্টার বনার্জি তন্ময় হইয়া সেই বাদ্য শুনিতেন ও

আপনাকে যাহার পর নাই সুখী ও ভাগ্যবান্ মনে করিতেন্।

মেম সাহেবের পাখী পুষিবার অত্যন্ত সখ ছিল। তিনি হরেক রকমের দামী দামী পাখী আনিয়া বাড়ীতে পুষিয়াছিলেন। তাহাদিগের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্য্যা করিবার জন্ত কয়েকজন খান্‌সামা ছিল। ভাল ভাল বিলাতি কুকুর, ময়ূর, এষ্টীক্ রাখহাঁস প্রভৃতি তাঁহার বাটীর শোভা-সংবর্দ্ধন করিত। তাঁহার বাড়ীতে একটী ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানা স্থাপিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গো-শালাতে ভাগলপুরী গাই ৪।৫টী যেমন ছিল; হাঁস, মুর্গী, টর্কী, বটের প্রভৃতিও অনেক সময়ে বাড়ীতে গিজ্ গিজ্ করিত। বাটীর চারিদিকে সুন্দর সুন্দর ফুলের কেয়ারি। ২।৩টী মালি সর্ব্বদাই তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিত। বাড়ীর একধারে লন্‌টেনিস্ গ্রাউণ্ড্। বৈকালে অনেক বাঙালী মেম ও সাহেব জুটিয়া তথায় খেলা করিতেন্।

মিসেস্ বনার্জির মাথা ধরিলে ব্যাথ্‌গেট, ষ্ট্যান্‌হ্রীট বা ফটুমসনের বাড়ী হইতে দাওয়াই আসিত; সাহেব-ডাক্তার রোগ দেখিত; ইংরাজী চিকিৎসার কিছুই ত্রুটি হইত না। মিসেস্ বনার্জি ইচ্ছা করিলেই সিম্‌লা-শিখরে, কখনও দার্জিলিং-শৈলে বিহার করিতেন্; কখনও বা মশৌরি বা নাইনিতালে মনের আনন্দে দিন কাটাইতেন্। তিনি মুক্তাকাশের প্রমুক্ত বিহঙ্গীর ন্যায়ই উড়িয়া বেড়াইতেন। তাঁহার স্বাধীনতায় কাহারও হস্তাক্ষেপ করিবার অধিকার বা সামর্থ্য ছিল না। মিষ্টার বনার্জি সর্ব্বদাই তাঁহার কুমুদনলিনীকে ভয় করিতেন; সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট জড়সড় ও তটস্থ থাকিতেন্।

একদিন মিসেস্ বনার্জি স্বামীকে বলিলেন, "আমার একখান মটর চাই; নইলে আমার সম্মান রক্ষা হয় না। এই সেদিন মিসেস্ — বলিলেন, "তোমার মটরখানা পাঠিয়ে দিয়ো।" আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল!' মিষ্টার বনার্জি কহিলেন, "এখন থাক্, কিছুদিন পরে কিনে দেব।" মিসেস্ বনার্জি কোন মতে সে কথা শুনিলেন না; তিনি প্রত্যহ ভয়ানক বিরক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বয়ং মটর আনাইয়া চড়িতে লাগিলেন্। সেই মটর চড়িয়া কোন দিন তিনি বারাকপুরে, কোন দিন বা বর্দ্ধমানে বেড়াইতে যাইতেন, এবং ইচ্ছামত সর্ব্বদাই কলিকাতার রাস্তাঘাটে চড়িয়া বেড়াইতেন্।

ক্রমে মিসেস্ বনার্জির নাম এতই প্রচারিত হইল যে, বাজারে নূতন পোষাক উঠিলেই, আগে তাহা মিসেস্ বনার্জির বাড়ীতে আসিত। হারম্যান্ টেলার্স (Harman, Tailors) ফ্রান্‌সিস্ রামসে (Francis Ramsiy), হোয়াইট অ্যাওয়ে লেড্‌ল (Whiteaway Laidlaw) প্রভৃতি ইউরোপীয় দোকানদারগণ অনেক সময়ে তাঁহার পরিচ্ছদ পরীই করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন্। ক্যাথ্‌বট্‌সন (Cuthbutson) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাদুকানির্ম্মাতা তাঁহার জুতা সরবরাহ করিতেন্। ভাল ভাল দামী এসেন্স্ তাঁহার প্রত্যেক ঘর আমোদিত করিত। ভাল গিনী সোনার নেক্‌লেস্, চেন্ হার, ব্যাঙ্গেল প্রভৃতি অলঙ্কার তাঁহার গৌরাঙ্গ সুশোভিত করিত। রাস্তায় তাহার ঘরের সম্মুখে 'মেম-সাব, কাপ্‌ড়াওয়ালা, মেম সাব!' বলিয়া হাঁকিয়া যাইলে, কোন ডাকই তাঁহার কান এড়াইতে

পারিত না। তিনি সেই ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া কিছু না কিছু সওদা করিতেনই। তিনি টাকার ভাবনা কিছুই ভাবিতেন না। তিনি জানিতেন্, তাঁহার যত টাকা লাগুক্, দেবেন গৌরীসেন। তাঁহার গৌরীসেনটী ব্যারিষ্টার; তাঁহার পশার ও নাম ডাক ছিল। সুতরাং, তাঁহার আর ভাবনা কিসের? তিনি টাকাকে টাকা জ্ঞান করিতেন না; খোলামকুচি মনে করিতেন; তাহাতে বিলাস-সরে ছিনিমিনি খেলিতেন্।

মধ্যে মধ্যে বাঁড়ুয্যে সাহেবের বাড়ীতে ভোজের অনুষ্ঠান হইত। বাহিরের দুই চারি জন সাহেব-মেম আসিত। নানাবিধ রসনার তৃপ্তিকর স্বাদু ফল ও বহুবিধ সাহেবী খাদ্যের সমাবেশ হইত। বিদেশীয় নৃত্য-গীতের কোলাহলে বাটী মুখর হইয়া উঠিত। খুব আমোদ আহ্লাদে দিন কাটিয়া যাইত।

এইরূপ সুখের স্রোত কিছুদিন বহিতে না বহিতে হঠাৎ একদিন শুনা গেল, বিলাস-নদীতে চড়া পড়িয়াছে, সে স্রোত বাঁড়ুয্যে সাহেব ও তাঁহার মেমকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। কেহই তাঁহাদের ঠিকানা জানে না। তাঁহাদিগের থিয়েটার রোডের বাড়ীখানি শূন্য—মাহশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! কত তাগাদাদার কুক্ষিদেশে খাতা লইয়া দরজায় আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছে! তাঁহাদিগের নাকি দেনায় মাথার চুল বিকাইয়াছিল!!

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
'কভু নাহি কমে কাম তুষ্টি কামনায়।
হেয় বহ্নি ঘৃত লভি শুধু বৃদ্ধি পায়।"

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

ব্যথা।

১

বড় যে বেদনা জাগে!—
আঁধার-হৃদয় উজলিবে আর
কাহার প্রেমের রাগে?
কা'র মুখ চেয়ে ভবের বেদনা
নীরবে লইব সয়ে,
কাহারি আশায় বাঁধিয়া হৃদয়
সময় যাইবে বয়ে?

২

হায় রে, কর্ত্তব্য ভবে,—
তোর নিদারুণ হেন অত্যাচার
ফুরাবে হায় রে কবে।
মনেরে বুঝাতে পারি না যে মোর
বুক ভেঙ্গে আসে দুখ,
নয়নের ধারা পারি না রোধিতে
নাহি শক্তি একটুক!

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

ভুবনেশ্বর-দর্শন।

"স্বপনের ছবি" পুরীর সমুদ্র-সৈকত পরিত্যাগ করিয়া দোলায়মান হৃদয়ে কলিকাতায় আসিবার পথে প্রাচীন কীর্ত্তি-দর্শন মানসে, ভুবনেশ্বরে নামিয়া পড়িলাম। একখানি গোযান ভাড়া করিয়া পথের দুই পার্শ্বের বন্ধ ভূমির বাসন্তী শোভা দেখিতে দেখিতে বিন্দু-সরোবর-তীরে উপস্থিত হইলাম।

পুরীর মুক্ত সাগরের মুক্ত সমীরণ উপভোগের পর নিদাঘ-দ্বিপ্রহরে এই স্থান বড় কষ্টকর হইয়া উঠিতেছিল। 'পাণ্ডা-ঠাকুর প্রসিদ্ধ "গৌরী কুণ্ডা"র এক কলসী শীতল জল আনাইয়া দিলেন। ঐ জল পান করিয়া শরীরটা শীতল বোধ হইল এবং বেশ ক্ষুধারও উদ্রেক হইল। এই কুণ্ডার জল অতিশয় স্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর। ইহা দেখিতে "চাউল ধোয়া" জলের মত। অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের পক্ষে এই কুণ্ডার জল-পান অতিহিতকর। এইজন্য এস্থানে এই শ্রেণীর রোগী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আসিয়া থাকেন্। এখানে ভাড়ার জন্য অত্যল্প-সংখ্যক বাড়ীও আছে। সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী "গৌরী-নিবাস" নামে একটি স্বাস্থ্য-নিবাস করিয়াছেন। সেখানে গৃহস্থের বাসের উপযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। পুরী, কটক প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক লোক ঐ কুণ্ডার জল নিয়মিত-রূপে পান করিয়া থাকেন্।

বৈকালে জলযোগের পর ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখিতে গেলাম। এই মন্দির নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫২০ ফিট ও প্রস্থে ৪৬৫ ফিট এবং মন্দিরের চূড়া ১৬০ ফিট উচ্চ। কত কাল অতীত হইয়া কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সুদূর অতীতের কি যেন মধুর বারতা অন্তরে জাগাইবার জন্য ঐ প্রাচীন মন্দির এখনও অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে! ঐ মন্দিরের বহু স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও উহার এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা সেই অতীত দিনে হিন্দুগণ কিরূপ শিল্প-বিদ্যায় উন্নত ছিলেন, তাহার প্রমাণ দিতেছে। তাহার চিত্রকলা এবং গঠন-প্রণালী দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তাহা হইতে নয়ন তুলিয়া লইতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। প্রস্তর কাটিয়া অনেক দেবদেবী এবং জীব-জন্তুর মূর্ত্তি মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অতিসুন্দররূপে ক্ষোদিত আছে।

ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরের চারিপার্শ্বে অসংখ্য মন্দির ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় রহিয়াছে। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের অপেক্ষা ভুবনেশ্বরের মন্দির কারুকার্য্যে এবং শিল্প-নৈপুণ্যে অধিকতর সুন্দর। ভুবনেশ্বরের ইতস্ততঃ বহু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বন্যজন্তু এবং সর্পাদির আশ্রয়-স্থল হইয়া রহিয়াছে। হায়! এমন একদিন ছিল যখন এই সকল পরম পবিত্রস্থান নর-নারীর মঙ্গল কণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিত! আর তাহা আজ ঘন আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে এবং দর্শন-মাত্রই কি যেন এক বিষাদসিক্ত হৃদয়-তটে প্রতিঘাত করে। তখন মনে হয়:—

"বিষাদ-মগন আঁধার নগর বিজন গ্রাম
পুরবাসী সব মলিন নীরব বিষাদ-মগন সকল ধাম।"

ভুবনেশ্বরের মন্দির স্থানে স্থানে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে,—কোনও স্থান বা কালা-পাহাড়-কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছে। ঐ সকল স্থানের কোনও কোনও অংশে সংস্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের কারুকার্য্য রক্ষিত হয় নাই।

ভাগ্যক্রমে পুরী হইতে আসিবার সময় গাড়ীতে পরম ব্রহ্মানন্দ —বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইল। তিনিও আমার সঙ্গে ভুবনেশ্বর আসিয়া নামিলেন। তিনি "উদয়গিরি" এবং "খণ্ডগিরি" দেখিতে যাইবেন শুনিয়া আমার মনে অনেক সাহস হইল। কারণ, এই স্থানে আসিবার আমার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ঐ স্থান দর্শন করা।

আমরা ভোর ৪টার সময় ঐ গিরিদ্বয়ের পথে যাত্রা করিলাম। তখন চারিদিকে ম্লান জ্যোৎস্না রহিয়াছে। আকাশে তারকাগণ যামিনী-জাগরণে যেন অবসন্ন হইয়া নিদ্রালস নয়নে মিটিমিটী করিয়া চাহিতেছে। চারি-দিক্ নীরব নিস্তব্ধ। এমন মধুর সময়ে আমরা পাঁচটী প্রাণী এই নির্জ্জনতা-ভঙ্গ করিয়া প্রকৃতির অপার্থিব শোভা অনুভব করিতে করিতে চলিয়াছি! তখন শীতল বায়ু প্রস্ফুটিত প্রসূনের পরিমল বহন করিয়া মৃদু মৃদু ভাবে বহিতেছিল এবং প্রাণিগণের প্রাণে কি যেন নবীন ভাব জাগাইয়া দিতে-ছিল! কোথাও গৃহস্থ অতিপ্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া পথের ধারে বসিয়া "পিকা" ধরাইয়া তাহার কেমন সুখ অনুভব করিতে-ছিল, কোথাও বা কোনও পথিক বোঝা-মস্তকে করিয়া "তুম্ভ লাগি জগন্নাথ" গান গাহিতে গাহিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে আলোক ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই আলো ও আঁধারের মিলন দেখিয়া মনঃপ্রাণ মোহিত হইয়া গেল! কি যেন এক মধুর ভাব হৃদয়ে জাগরিত হইয়া বিশ্বপিতার করুণার বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমরা অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলাম, পথের পার্শ্বে কতকগুলি বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবাসিত বন্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া সেই রমণীয় নির্জ্জন স্থান আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। মধুর মধু-প্রভাতে প্রকৃতির এই মনোহারিণী শোভা দেখিয়া অভিনব আনন্দ-সাগরে মন ডুবিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল পরিশ্রান্ত পথিকদিগের প্রাণে ক্ষণ-কালের জন্য শান্তি-দানের জন্যই বুঝি, পরম শান্তিময় জগদীশ্বর এই জনহীন প্রান্তরে প্রসূনসম্ভারে শান্তির বিধান করিয়াছেন্। তখন কবির কথা মনে পড়িল।—

—"Full many a flower is born to blush unseen
To waste its sweetness in the desert air."

"কত-ফুল আপনি ফুটে বাস বিলাইয়া যায়।"

কবি বলিয়াছেন :—

"কত শত ফুলরাশী সুমধুর বায়
কাননেতে ফুটে তারা কাননে শুকায়!"

কিন্তু মন্ত্র ইহাতে সায় দিতে চাহিল না; মনে হইল কাহার জন্য বিশ্বনিয়ন্তার কি বিধান, তাহা বুঝা-ভার! তাঁহার রাজ্যে আমিই ত একলা প্রাণী নই!

প্রকৃতির এই মনোহারিণী শোভা দর্শন কয়জনার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে! কয়জনেই

বা এই নানা-পুষ্প-ফল-সুশোভিত বিবিধ কল-কূজিত নন্দন-কানন-সদৃশ এই রম্য বনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে?

আমরা "উদয়-গিরি হইতে সূর্য্যোদয় দেখিবার মানসে উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। যখন ঐ পাহাড়ের পাদদেশে আসিলাম,তখন বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের উপরে ও নিম্নে বৃক্ষশাখার উপর বসন্ত-সহচর তাহার সুমধুর কণ্ঠে "কুহু" "কুহু"-রবে যেন বহুকাল-বিস্মৃত স্মৃতি-সিন্ধুর উপর তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছিল! চারিদিকে নানা-জাতীয় বিহঙ্গের বিচিত্র স্বরে সে নির্জ্জন স্থানে যেন কি এক সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল! এ হেন মধুর প্রভাতে আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। এখানে এক মনোরম স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বাম্বরের দিকে এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম! ক্ষণকাল পরেই দিনমণি অতিশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে ঈষদ্‌রক্তাম্বরাবৃত আকাশ ভেদ করিয়া উদিত হইলেন! অনন্ত সাগর-বৈকত হইতে একদিন পূর্ব্বে যে রূপ দেখিয়াছি, আজ আর সে রূপ নয়। দেখিতে দেখিতে স্বর্ণাভ কিরণ তরঙ্গিণীর বক্ষ বক্ষ করিতে করিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পৃথিবী যেন কি এক অপরূপ নবীন রূপসাগরে ডুবিয়া যাইল!

"উদয়"- ও "খণ্ড"-গিরি বৃক্ষ-লতা-বেষ্টিত ক্ষুদ্র পাহাড়। উহা উপত্যকা-দ্বারা বিভিন্ন হইয়া আছে। উদয়গিরি ১১০ ফিট উচ্চ। ইহার উপর সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট অনেক-গুলি গুহা আছে। ঐ সকল গুহা কাটিতে এবং কারুকার্য্য করিতে কত যে অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক একটী গুহার চিত্র এবং তাহার কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। এখানে "হস্তি-গুহা" সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে মহামতি উড়িষ্যরণ তাহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন এবং স্তম্ভ লাগাইয়া দিয়া পতন হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছেন। এই গুহার উপরে পালী ভাষায় কয়েক ছত্র লেখা আছে। এই পাহাড়ের উপর অনেক গুহা আছে; তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—রাণী হংসপুর, জগন্নাথ, যবন হরিদাস, ব্যাঘ্রগুহা, পবনাহারী গুহা, স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল, অলকাপুরী, জয়াবিজয়া। ইহা ব্যতীত ইহাতে গণেশ এবং হস্তি-মূর্ত্তিও আছে।

উদয়গিরির পার্শ্বেই খণ্ডগিরি। ইহা ১২০ ফিট উচ্চ। ইহার উপরে একটী জৈন মন্দির আছে। তাহাতে বারটী জৈন মূর্ত্তি আছে। একজন জৈন পূজারী ঐ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়করূপে এখানে বাস করেন। অতি-প্রত্যূষে তিনি পুষ্পাদি চয়ন করিয়া, চন্দন বাটিয়া পূজার আয়োজন করিতেছিলেন। এমন মধুর সময়ে এই নির্জ্জন প্রদেশে প্রাণের দেবতাকে আকুল প্রাণে ডাকিবার উপযুক্ত স্থানই বটে! আমরা অনেকক্ষণ ঐ মন্দিরের মধ্যে বসিয়া রহিলাম এবং কি এক অভিনব আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পাহাড়ের ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড উদ্যানে যত্নপূর্ব্বক রোপিত বৃক্ষের ন্যায় স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। ঐ স্থানের বিষয় দুই একজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না। খণ্ড-

গিরির উপরে "আকাশ-গঙ্গা" নামে একটী কুণ্ড আছে। উহার জল গাঢ় সবুজ-বর্ণ। উদয়গিরির ন্যায় এই পাহাড়ের উপরও অনেকগুলি গুহা আছে। অধিকাংশ গুহা-গুলিই অপরিষ্কৃত এবং ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। খণ্ডগিরির উপর ২।১টী গুহাতে সর্পমূর্ত্তি ঐ কালের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের উন্নতির সাক্ষ্য দিতেছে। এই পাহাড়ের উপরে বুদ্ধ-দেবেরও একটী মূর্ত্তি আছে।

ভুবনেশ্বর হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মতে এই জীর্ণ-মলিন ভুবনেশ্বরই ভারতের প্রসিদ্ধ "কলিঙ্গ-নগর।" ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ধ্বংসাবশেষ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা এককালে মহা-সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

শ্রীচণ্ডীচরণ সে।

শিল্প।

ছেলেদের সার্ট।

চারি বৎসর হইতে আট বৎসরের বালকের গায়ের সার্ট তৈয়ার করিতে হইলে কতটা কাপড়ের প্রয়োজন, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।

কাপড়ের মাপ।

৩০ ইঞ্চ বহরের কাপড়, একটী চারি বৎসরের বালকের সার্টের জন্য ১½ গজ লাগিবে; চার হইতে ছয় বৎসরের বালকের জন্য ১৫ গজ লাগিবে ও ছয় হইতে আট বৎসরের বালকের জন্য ১¾ গজ লাগিবে।

সার্ট কাটিবার প্রণালী।

সার্টের কাটের যে চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা এখন দেখুন। ৩০ ইঞ্চ বহরের একখানি কাপড় দেড় পাট করিয়া লওয়া হইয়াছে। কাপড়ের একটী পাড় ধারে এবং অপর পাড়টী কাপড়ের মধ্যভাগে 'ক'—'ক' চিহ্নিত স্থানে রহিয়াছে। দুইপাট ভাঁজেতে বুক, পিঠ, গলার কলার কাটিয়া একপাট কাপড়ে হাত, হাতের কপ ও বুকের ফ্লিট ভাগ ভাগ করিয়া কাটা হইয়াছে।

গায়ের মাপ লইবার প্রণালী।

এখানে একটী সুস্থ, সবল, হৃষ্টপুষ্ট চারি বৎসরের বালকের গায়ের মাপ দিলাম :—

(সম্মুখের) বুকের কাপড়ের ঝুল	২০	ইঞ্চ
(পশ্চাতের) পিঠের কাপড়ের ঝুল	২১½	
বুকের ছাতির চওড়া	১৪	
কাঁধ	৪	
গলার ঘের সর্ব্বশুদ্ধ	১২	,,
(সম্মুখদিকে ৬″ পশ্চাতে ৬″)		
হাতের লম্বা	১০	,,
হাতের কপের লম্বা	৮½	
হাতের কপের চওড়া	৩	,,
কলারের চওড়া	১ হইতে ১½	,,

চিত্রে কাপড়ের উপর যেমনভাবে টুক্‌রা-গুলি সাজাইয়া যেরূপ আকারে কাটা হইয়াছে এখন ঠিক সেইভাবে সেরূপ আকারে উপরি লিখিত মাপে টুক্‌রাগুলি কাটিয়া লউন্। কলার ও কপ দুইপাট কাপড়ের হইবে।

চিত্রে প্রায় প্রত্যেক টুক্‌রায় 'V'র মত যে কাটা আছে, উহা কিছু নহে। কাটিবার কালে সমান কাটিতে হইবে।

সেলাই করিবার প্রণালী।

প্রথমতঃ বুকের কাপড়ের ঠিক মাঝখানটী গলা হইতে নীচেরদিকে ১০ ইঞ্চ আন্দাজ চিরিয়া লউন্, তৎপরে বুকের যে স্লিটটী কাটা হইয়াছে সেইটীকে ডানদিকের ঐ চিরার মুখ হইতে সেলাই করিয়া কাপড়ের উপর দিকে বসাইয়া দিন্। এই স্লিটের উপরে বোতামের ঘর পরে কাটিয়া সেলাই করিয়া লইতে হইবে। বুকের স্লিটের চারিধার অল্প অল্প কাপড় বাদ দিয়া সেলাই করিতে হইবে।

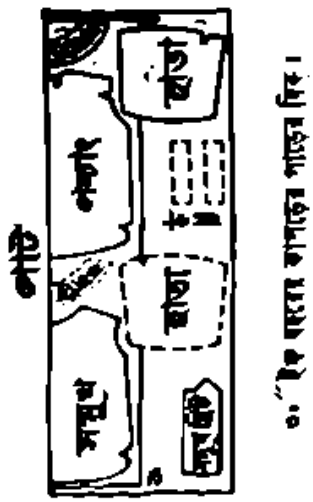
তারপর বামদিকের চিরার মুখে সরু পটি দিয়া ভিতরদিকে ভরা দিয়া সেলাই দিন। (এই বামদিকের পটিটী এমনভাবে সেলাই করিয়া দিতে হইবে যেন উহা ডানদিকের স্লিটের নীচে অবধি যায়। ডানদিকের স্লিটটী উহার উপর পড়িবে।) ইহাতে পরে বোতাম বসাইতে হইবে।

পরে কাঁধ সেলাই করুন্। কাঁধে দুইটী সেলাই পড়িবে। তারপর দুইপার্শ্ব সেলাই করিতে হইবে। চিত্রে পার্শ্বেরদিকে যে 'V'র মত কাটার দাগ আছে ঐ পর্য্যন্ত সেলাই হইবে; বাকীটা খোলা থাকিবে। ঐ কাটার জায়গা হইতে তলাটী সমস্ত সরু মুড়ী দিয়া সেলাই দিতে হইবে।

তারপর হাত। হাতের মুখ কুচ্‌কাইয়া লইয়া তাহাতে কপ বসাইয়া পার্শ্বের সেলাই



সার্টের কাট।



দিয়া বগলের সঙ্গে সেলাই করিয়া দিন্। শেষে কলার দুইটী সেলাই করিয়া দিলেই একটী সুন্দর সার্ট তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

একটী সার্ট দেখিয়া সেলাইগুলি যদি কেহ করেন্, তাহা হইলে বুঝিতে সুবিধা হইবে।

শ্রীমতী—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এই বৎসর নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন্।

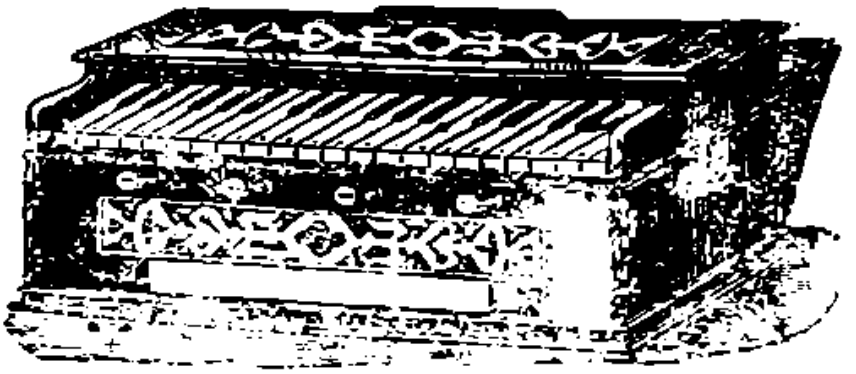
মীরা সরকার, মহারাণী স্কুল, দার্জ্জিলিং	১ম
সরলা ঘোষ, মহারাণী স্কুল, দার্জ্জিলিং	১
বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়	১
বঙ্গবালা মণ্ডল, ইউনাইটেড মিশন স্কুল	১

নয়নতারা শাস্ত, ইউনাইটেড মিশন স্কুল ১
রেণুকা চৌধুরী ১
অতুলা দাস ২
সুষমা কুলভি, ব্রাহ্মবালিকা স্কুল ১
জ্যোৎস্নাময়ী দাস ১
উষা মৈত্র ১
পরিমল সিংহ ২
তুহিনিকা ব্যানার্জি ১
অমিয়া দত্ত ২
সুখময়ী দত্ত ২
মাধুরীলতা রায় ১
তৃপ্তিবালা রায় ১
সুরুচি দাস ১
বাসন্তীলতা বসু ১
করুণা চক্রবর্তী ১
সুনীলা দাস, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন ২
মণিকুন্তলা সেন ১
সরযূ বিশ্বাস, ভিক্টোরিয়া কলিকাতা ১
নির্ম্মলাবালা হালদার, ক্রাইষ্ট চার্চ হাই ১
ললিতা রায়, ডাওসেসন ১
সুলতা রায় ১
জ্যোতিঃপ্রভা ঘোষ ১
কনকলতা দাসগুপ্তা ১
বিভা মিত্র ১
নরীন পিটর ১
প্রতিভা দত্ত ২
হেমপ্রভা সিংহ ২
অমিয়া বসু ১
গ্র্যাডিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী সেন ১
রেণুকা মুখার্জি ১
সৈয়দ মুজতাইদ্‌আলী ১
গ্রেস্ খরমজিৎ ২
জ্যোতির্ম্ময়ী বসু U. F. C. ট্রেনিং হাই ১
প্রতিভাবালা সিংহ ১
শতদল দাস ১
প্রভাবতী সরকার ২
হিমানী সরকার, বেথুন ১
রেণুকা ঘোষ ২
প্রীতিলতা ভট্টাচার্য্য ১
রেণুপ্রভা বসু ২
বাসন্তীলতা বিশ্বাস, প্রাইভেট ৩
দুর্গাপুরী দেবী ১
সিসিলিয়া বোয়া ১
বিলাসিনী দাস ৩
সুসন্না স্যামুয়েল ১
প্রতিভা ঘোষ ২
অমলা সিংহ রায় ৩
হিমানী ঘোষ ২
করুণাবালা হোম ১
বীণাপাণি সান্যাল ২
অরুণকুমারী সিংহ ২
অমিয়া রায় ২
সুরমা চৌধুরী ৩
অমিয়প্রভা দে ২
ডাওসেট এমিলিয়া এলচান্‌সো অক্সফোর্ড
ফ্লোরেন্স এলিজাবেথ চারলোট টারণর ওস্‌বরন্ ঐ
কনকলতা দাস, ইডেন হাই বালিকা ঢাকা ১
অমিয়বালা দত্ত ২
লাবণ্যপ্রভা রায় ১
অরুবালা সেনগুপ্তা ১
সুষমা সেনগুপ্তা ১
অমিয়বালা নন্দী ১
জ্যোৎস্না ঘোষ, প্রাইভেট ভিক্রগড় ১
নিরুপমা সেন, প্রাইভেট, পৌহাটী ২
ফ্লোরেন্স ডান্, শিলং, প্রাইভেট ২
বেলিসো সিংহ, শিলচর, প্রাইভেট ২
তরুবালা রায় ঐ ২
মহম্মদ ইয়াহিয়া খানচৌধুরী, প্রাইভেট ২
মৃণ্ময়ী বসু, বিদ্যাময়ী হাই ময়মনসিংহ ১
লীলাময়ী দাসগুপ্তা ১
লাবণ্যপ্রভা দাস ১
সুধীরা গুহ ১
স্নেহলোকনা গুপ্তা ১
অরুকণা মজুমদার ১
অমিয়া গুহ, ডাঃ খাস্তগীর হাই চট্টগ্রাম ১
সরোজিনী দাসগুপ্তা ১
সুষমা ভট্টাচার্য্য ১
সরোজবালা চক্রবর্তী, মালদহ, প্রাইভেট ২
সুহাসিনী বসু, পাবনা, প্রাইভেট ১

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এন্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।



যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ খুঁতিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, ঝিঁ ঝিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি বাজারে শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও খাতির।

3 Oct., Single Reed	4 stops	Rs. 20 & 25	হারমোনিয়ম-শিক্ষা	Rs.	1 & 2
„ Dble.	5	„ 35, 40 & 45	আলিবাবার গানের স্বরলিপি—		1·8
Other Varieties—	from	„ 50 to 300			

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE

Sarat Ghose & Co.'s

CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; **নির্ম্মাল্য**—(গল্প-গ্রন্থ)—৷৷৶০ ; **কেতকী**—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; **সিল্ক বাঁধাই**—১৲ ; **স্পর্শমণি**—(উপন্যাস)—২৲

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

Prabasi & Modern Review Vol. [illegible] — Registered No. C [illegible]

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আব্দু"

নূর কমলালয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০

মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন্ :—

".....সেখ আব্দু কর্ম্মবলে গৌরবগিরি করিতেছে—বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,—তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু "ভদ্রলোকের"ই অনুকরণযোগ্য।....."

পরিচারিকা (কোচবিহার) :—

"'প্রবাসী'র যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, বিশালবক্ষ, আজানুলম্বিত-বাহু, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টসুন্দর নগ্ন স্নিগ্ধ নিখুঁতগঠন বেশম-কোমল-কেশদাম-শোভিত মূর্ত্তির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। আব্দু-চরিত্রটীর সুনিপুণ চিত্রে যাহা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোরম চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আনুষঙ্গিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, প্রশস্তির। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাতে-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসম প্রেম চিত্রণে অন্তে যে স্থলে নিস্পন্দ, আব্দুচরিত্রটীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব।

তাঁহার চিত্রিত সকল চিত্রের আলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোর্ডিং'এ শিক্ষাপ্রাপ্ত', বড়লোকের বখাটেছেলে কল্পা, চিত্তবৃত্তিপ্রবণ-পতিতা—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমতাশীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুক্ত আব্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জ্যোৎস্নার প্রতি রূঢ় ব্যবহার—দাদাজীর উদার স্নেহপূর্ণ 'ভাইয়ের প্রেম' রাজত্বের অনিন্দ্য চিত্র—জ্যোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোমলা মৃদু জ্যোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিকভাবে 'আব্দুতে' চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—মন্দিরে—প্রেমিক কিরূপে কোন "মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা 'আব্দুকে' গৃহে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন্—এই আমাদের প্রার্থনা।"

এতদ্ভিন্ন বর্দ্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ন, পণ্ডিত আশুতোষ কাব্যতীর্থ এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে।

পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—

MASTER KAMAL KUMAR NANDI,
C/o Dr. N. M. Ghosh, Dhokra Sohid, Burdwan, এবং
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন শিশুবৃন্দের কোমল মধুরবাণী স্বরূপ। ভাষা তার অতিপ্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি-আনা মাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে কাচের-খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরখেল। কেশবধাম, বেনারস সিটি।

Reg. No. C. 134

২৬ বর্ষ।

বামাবোধিনী

মাসিক-পত্রিকা
ও সমালোচনী।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

আষাঢ়, ১৩২৬—জুলাই, ১৯১৯।

সূচী

১।	বরষা রাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গোপিকাকান্ত দে	৭৭
২।	গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৭৮
৩।	হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৮১
৪।	আত্মবিসর্জ্জন (নাটিকা)	শ্রীমতী টাকশীলা মিত্র	৮২
৫।	জিজ্ঞাসা (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া গুপ্তা	৯১
৬।	আবুজের ভিক্ষা (কবিতা)...	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৯২
৭।	হিন্দু-জ্যোতিষ	শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-জ্যোতিষতীর্থ	৯২
৮।	"বন্ধু মোরে বলেছিল" (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৯৬
৯।	স্বপ্নাহুতি (কবিতা)	শ্রীমতী চারুলতা গুপ্তা	৯৫
১০।	বাইগ্রস্ত-জনীবালা (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	৯৬
১১।	নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া	৯৮
১২।	অষ্টাবক্রগীতা	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, বি, এল, বিদ্যারত্ন	৯৮
১৩।	আত্মভাব (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	১০০
১৪।	পালামৌ-ভ্রমণ	শ্রীযুক্ত ব্রজনীকান্ত দে	১০০
১৫।	সাময়িকী প্রসঙ্গ		১০২
১৬।	পত্রের জীবন হইতে দুই কিরাত	শ্রীযুক্ত—	১০৩

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৸৵০ ; অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ১৸৵০

প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ (চারি আনা) মাত্র।

ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ম।

বাজারের জিনিসের মত নয়।



বাক্স হারমোনিয়ম—

১ সেট রিড্ মূল্য ২০৲ ও ২৪৲ টাকা।

২ সেট রিড্ মূল্য ৩০৲,৪০৲,৪৫৲,৫০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

কোল্ডিং অরগেন—মূল্য ৩৬৲, ৫৫৲, ৭০৲, ৭৫৲, ও ৯০৲ টাকা।

বেহালা—মূল্য ৫৲, ১০৲, ১৫৲, ও ২৫৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

সেতার—মূল্য ১০৲, ১৫৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৩০৲ টাকা।

এস্রাজ—মূল্য ১২৲, ১৫৲, ১৮৲, ২০৲ ও ২৫৲ টাকা।

পত্র লিখিলে সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাঠান হয়।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন,

৮।১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার, লালদীঘী, কলিকাতা।

নব প্রকাশিত উপন্যাস-কোহিনুররাজি ! ! !

প্রিয়জনরঞ্জন চমৎকার বাঁধাই—শোভন সংস্করণ ! !

বাঙ্গলার 'ষ্টট' নরেন্দ্র বাবুর

নলিনী।

ডিটেক্‌টিভ প্রহেলিকা। তিনজন গোয়েন্দার অদ্ভুত বাঁধা—প্রতিযোগিতায় অত্যদ্ভুত কাণ্ড। মূল্য ।৵।

বসুমতী-সম্পাদক হেমেন্দ্র বাবুর

নাগপাশ !

নূতন চরিত্রচিত্রে নূতন ধরণের সামাজিক চিত্র। পল্লীচিত্র নগরচিত্রের পাশাপাশি চিত্র। পল্লীবধূ ও নগরে সদ্যপ্রাপ্ত শিক্ষিত রমণীর বিচিত্রতার বিশুদ্ধ ছটা। মূল্য ১।৹ টাকা।

উপন্যাস-সম্রাট্ নাগেন্দ্রবাবুর

শম্ভুরাম।

রাজনৈতিক ডাকাত সর্দ্দার—শম্ভুরাম। প্রবলের অত্যাচার, রমণীর সতীত্ব, দুর্ব্বলের সেবা, আশ্রিতের রক্ষণ, অধর্ম্মের উচ্ছেদ, ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ডাকাত সর্দ্দার হইয়াও দেবতা। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

ইন্দুমতী-প্রণেতা ক্ষণী বাবুর

সম্পত্তিরক্ষা।

সমাজের আবরণে দুর্ব্বলের উপরে নানা অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ কাহিনীটি পাঠ করুন। মূল্য ।৹ আনা।

জার্ম্মাণীর সেই দুর্দ্ধর্ষ—কাইসার, রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎসম

ক্রাউন প্রিন্স।

সেই ক্রাউনপ্রিন্স যিনি যে দিকে গিয়াছেন—যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সঞ্চালন করিয়াছেন—তাহাই মহা-শ্মশানের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। সেই কলির সাক্ষাৎ রূদ্রদেবতা—এণ্টোয়ার্প, লাম্বুর, বিধ্বংসী—ক্রাউন প্রিন্সের মূল্য ৸৹ বার আনা।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

জগতের অদ্বিতীয় মহাবীর—যুদ্ধক্ষেত্রের অপরাজেয় অজ্জুন—বিংশ শতাব্দীর রূদ্রদেবতা চিত্রে চিত্রে চিত্রময় অমানুষিক জীবনী ও লোমহর্ষণ কাহিনী। মূল্য ২৲ দুই টাকা। ও বাঁধাই ২৷৹ আড়াই টাকা।

জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা—

বিসমার্ক।

যে মহীয়ান অত্যদ্ভুত বুদ্ধিচাতুর্য্য-প্রভাবে—পলিসির পলিটিক্স চাল-নৈপুণ্যে আজ জার্ম্মাণী সর্ব্ব-বিষয়ে অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়া ক্ষাত্রশক্তির সর্দ্দার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই বিসমার্কের জীবনী ও জার্ম্মাণীর উন্নতির ইতিহাস। মূল্য ৸৹ বার আনা।

য়ুরোপ-সমাদৃত হেমেন্দ্র বাবুর

হৃদয়-শ্মশান

সামান্য ভুলের প্রভাবে সন্দেহের ঘর্ষণে প্রেম-প্রস্রবণ হৃদয় কিরূপে শ্মশানে পরিণত হয়—আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যে সেই শ্মশানে কিরূপে দেবমাতৃকার মন্দির গড়িয়া উঠে দেখুন। মূল্য ।৹।

সাহিত্যের সরোজ সরোজনাথের

বিদ্রোহী।

কিশোরীর কূটনোন্মুখ লাবণ্য চিরদিনই যুবতীর সৌন্দর্য্যকে পরাজিত করে? সাংসারিক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতময় ঘটনার ছবি, গল্পের সুষমায় নিহিত। ১। বিদ্রোহী, ২। বশমুক্ত, ৩। নিয়তি, ৪। উন্মাদিনী, ৫। প্রতিশোধ, ৬। পিতৃদ্রোহী, ৭। সতীন-পো। এই ৭টী উপন্যাস একত্রে। মূল্য ।৹।

সপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ক্ষীরোদবাবুর

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-বিকাশক

নিবেদিতা।

আর্য্য কামের লালসা-কলুষিত বঙ্গসাহিত্যে লিখিত সমাজের মনের মতন মহত্তোদ্দীপনাময় উপন্যাস। যাঁহারা সাহেবী-সভ্যতার নিকট দুর্ব্বাক্যে বিরক্ত, তাঁহাদের মনের মতন উপন্যাস। প্রাচীন ও নবীন হিন্দুসমাজের চিরবিরোধের অপূর্ব্ব সমাধান। মূল্য ২৷৹ টাকা।

গার্হস্থ্য উপন্যাসে নাগেন্দ্রবাবুর

নবীনা।

নবীনা বালবিধবা, সুন্দরী, ষোড়শী। তাহার পরমলনের চিত্র, রূপের প্রলোভন, কামের তাড়না হইতে পাঠক সন্তস্ত হইবেন। কাম ও প্রেমের পাশাপাশি চিত্র। মূল্য ১৲ টাকা।

হত্যারহস্যে বিপ্লববাদ হরিদাস হালদারের

মদন পিয়াদা।

আদালতের আশ্রয়ে অত্যাচার প্রাণ্ডব। যবনের যুবকের দণ্ড। শেষে সত্য প্রকাশে অবাক্‌কাণ্ড। মূল্য ।৹।

ক্ষুদ্র গল্পে সিদ্ধহস্ত সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকারবাবুর

লক্ষ্মীছাড়া।

পল্লীসমাজের গোড়ামীর উৎকটাপূর্ণ গল্পলহরী। বর্ণের ভাণে বার্ণনিষ্ঠি। সিল্ক বাঁধাই। মূল্য ।৹।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির; ১৬৬ নং বেচারাম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বহুদিনের বিখ্যাত গল্প-লেখিকা।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর নূতন গল্পের বই—

১। অদৃষ্টলিপি। ইহাতে অদৃষ্ট-লিপি নামে ছোটখাটো উপন্যাস এবং আর কয়েকটি ছোট গল্প আছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের সুন্দর নিপুণ চিত্রাবলী। মূল্য ॥০। ২। ফুলদানী। অনেকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি নানাভাবের, নানা রসের, বিচিত্র চিত্রের। মূল্য ॥০। ৩। শতদল। ভগবদ্-বিষয়ক একশত কবিতা, তত্ত্ববোধিনী ও পরিচারিকায় প্রশংসিত। মূল্য ॥০। ৪। কাহিনী বা ক্ষুদ্রগল্প—গল্পের পুস্তক। ৫। অশোকা—কবিতা-পুস্তক। ৬। হাসি ও অন্য কবিতা-পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিং হাউস্ ও মেডিক্যাল লাইব্রেরী, যথাক্রমে ২২ নং ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

BHARAT DHARMA MAHAMANDAL

The All-India Hindu-Socio-Religious Association.

General President H. H. the Maharaja of Darbhanga, *G. C. I. E.*

Fees for General Members—Rs. 2 a year.

Members have the privileges of (*a*) the Mahamandal Benevolent Fund; (*b*) the Mahamandal Magazine (in English),—a High Class Monthly *free*; (*c*) Mahamandal *Shastric* Publications, at three-forth price. PROSPECTUS & SPECIMEN COPY OF THE MAGAZINE SENT FREE. The General Secretary Sri Bharat Dharma Mahamandal, Benares Cantt.

অম্লশূলান্তক ১৫ মাত্রা ১৲ ক্ষুধাসাগর ১৫ মাত্রা ১৲

যশীয় অধ্যাপক স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহোদয়ের অভিমত—অম্লশূলান্তক-সেবনে অম্ল ও শূল-রোগের তীব্র বেদনা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। ক্ষুধাসাগর অতিশয় ক্ষুধাবর্দ্ধক। ইহাতে অজীর্ণ, পেটবেদনা ও অম্ল উদ্গার উহা প্রভৃতি নিবারিত ও অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী C. I. E. মহোদয় বলেন,

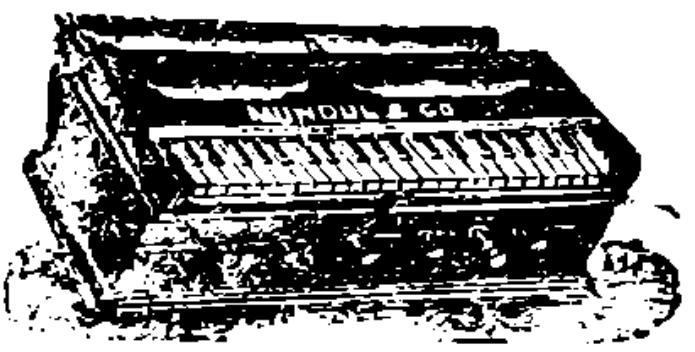
"শ্রীযুক্তবাবু মধুরানাথ মজুমদারকে আমি অনেক দিন হইতে জানি। বৈদ্যকে ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকানাথ সেন মহাশয়ের ছাত্র। ইঁহার চিকিৎসায় বেশ যশ আছে। ইনি বাঙ্গালায় কবিরাজী-সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, অধিকাংশ আমি পড়িয়াছি।"

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় বলেন,

"পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুরানাথ কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি মহাশয় আমার সুপরিচিত। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। আমার নিজ ও পরিবারবর্গের জন্য তিনি যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রত্যেকেই সুফল পাইয়াছি। তিনি জীবনে উন্নতি লাভ করিলে, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।"

কবিরাজ শ্রীমধুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি,
৬৮ নং বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

মণ্ডল ফ্লুট।



দেশবিখ্যাত রাজা, মহারাজ, ব্যাণ্ডমাষ্টার, প্রফেসর প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রশংসিত—দেশীয় এবং হিন্দুস্থানী সুরে গান এবং যৎ বাজাইবার অত্যুৎকৃষ্ট বহু-প্রচলিত মনোমুগ্ধকর "মণ্ডল ফ্লুট" উপযুক্ত মূল্যে ও গ্যারিণ্টি সহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। সঙ্গীতানুরাগী প্রত্যেকেরই পরীক্ষা একান্ত প্রার্থনীয়। আত্ম-প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ৩৲, অক্টেভ ৩ ষ্টপ ৩৫৲, ঐ সূক্ষ্ম কাজ করা ১০৲ টাকা। ঐ দুই সেট রীড্ ৩ ষ্টপ ৯০৲ এবং ৭৫৲ টাকা।

মণ্ডল এণ্ড কোং—৩নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মিলনে ও প্রীতি-উপহারে

"গৌরীদের সুগন্ধি কেশতৈল"

ব্যবহার করুন্।

গুণে, গন্ধে, বিজ্ঞান-জগতে অভিনব সৃষ্টি।

মাথাধরা—ঘোরা, কপালব্যথা, অকাল পক্কতা, টাকপড়া, দৃষ্টিশক্তির অপ্রাখর্য্য ও কেশহীনতা অচিরে দূর হয়। এইরূপ প্রশংসিত বহুদিবস-স্থায়ি-গুণ-গন্ধ-বিশিষ্ট তৈল ব্যবহার করুন্। মূল্যবান্ দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত হইলেও সুলভ মূল্য চারি আউন্স বড় বোতল ১।০ মাত্র। আর অর্থ নষ্ট করিয়া বাজারের তৈল কিনিয়া হতাশ হইবেন না। কোন মহিলা ইহাতে উপকার অনুভব করিতে না পারিলে, আমায় জানাইবেন; মূল্য ফেরৎ দিব।

"অম্বোলা" এসেন্স এক আউন্স ১৸০ মাত্র, ভি, পি, ব্যয় স্বতন্ত্র।

শ্রীগৌরিবালা দে, খড়্গপুর।

সোল এজেণ্ট, আর, কে, দে এণ্ড ব্রাদার্স, পোঃ খড়্গপুর (মেদিনীপুর)

গ্রাহকগণ পত্রে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রিকার উল্লেখ করিবেন্।

আমাদের জীবন-দশা

অর্থাৎ

আমাদের অধঃপতনের মূল-কারণ, ইন্দ্রিয়-সংযম না করিবার পরিণাম, বসবাসের অবস্থা, অসঙ্গত ভোজন-পদ্ধতি, মনঃ-সংযমের উপকারিতা এবং আমাদের এই দুরবস্থা কবে অপনীত হইবে ইত্যাদির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত পুস্তক বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করা হয়।

কবিরাজ—

শ্রীমণিশঙ্কর গোবিন্দজি শাস্ত্রী,

আতঙ্ক-নিগ্রহ ঔষধালয়, ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লাহিড়ী এণ্ড কোং,

হোমিওপেথিক ঔষধ- ও পুস্তক-বিক্রেতা।

প্রধান ঔষধালয়—৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শাখা ঔষধালয়সমূহ—

১। বড়বাজার-শাখা, ২।২ বনফিল্ডস্ লেন, বড়বাজার, কলিকাতা; সম্প্রতি ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইয়াছে। (২) শোভাবাজার শাখা, ২৯৫।১ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা; (৩) ভবানীপুর শাখা, ৬৮ রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক ও চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ঔষধের অকৃত্রিমতা-রক্ষার্থ সহরের কয়েকজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিশি, কর্ক, থার্মমিটার, ড্রপকোপ, গ্লবিউল, পিলুল, ঔষধপূর্ণ বাক্স ইত্যাদি বিশেষ সুবিধা দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথী-সম্বন্ধে পত্র লিখিলে সত্বর উত্তর দেওয়া হয়। পত্র লিখিলেই বিনা মূল্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ক্যাটালগ্ প্রেরিত হয়।

ডাক্তার অপনীশচন্দ্র লাহিড়ী-কৃত গৃহচিকিৎসার সপ্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে;—মূল্য ৸৵০;—হোমিওপ্যাথি-শিক্ষার্থিনী মহিলাদিগের জন্য লিখিত। ভাষা অতিসরল ও সুন্দর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 671. July, 1919.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৬ বর্ষ। ৬৭১ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩২৬। জুলাই, ১৯১৯। | ১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

বরষা-রাতে।

বিরাট আঁধার স্বরগ মর্ত্তে করিয়াছে একাকার,
নীরব, নিথর সারাটী ভুবন, দৃষ্টি চলে না আর!
বিশ্ব কাঁপায়ে হুঙ্কারে মেঘ দূর-গগনের গায়,—
লুকোচুরী খেলা খেলিছে চপলা; পলকে ছুটিয়া যায়!
বিটপি-শীর্ষে বিহগের দল শঙ্কাজড়িত চিতে
আজি দুর্দ্দিনে লভিছে বিরাম আপন কুলায়টিতে।
অর্ব্বুদ কোটী অম্বরে তারা সৃষ্টি লভিছে আজি,
ধরণীর শিরে আর না বিতরে স্নিগ্ধ কিরণ-রাজি!
এ যেন সুপ্ত নিশায় জাগিয়া সরোবরে ভেকদল,
নীরবতা ভাজি তুঙ্গকণ্ঠে ফুকারিছে অবিরল।
পাহিছে ঝিল্লী বক্ষ বিদারি হইয়া আপনাহারা
মূহুলবক্তা জগতবাসীরে দিয়ে যেন যায় সাড়া!
বাতায়নপথে অনিমেষে যবে চাহি বিশ্বের পানে,
উদাস হরষ অন্তরে মোর কে যেন বহিয়া আনে!

শ্রীগোপিকাকান্ত দে।

গানের স্বরলিপি।

বেহাগ খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আমার আর ভালো নাহি লাগে—
সংসার-সাহারায় বিচরিনু কত
জরজর প্রাণ মন কাঁদে!
প্রেমের তৃষা হেথা মেটে না-মেটে না,
জীবন-কমল হেথা ফোটে না—ফোটে না,
অকূল প্রেম-সাগর বিনে
(বৃথা) তৃষ্ণা-হরণ আশা জাগে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১ ২´
সা পা II -পধা -ণা -র্সা -ধপা । -ধপা -পমা গা -া ।
আ মা ·· · · ·· ·· ·ব আ র্

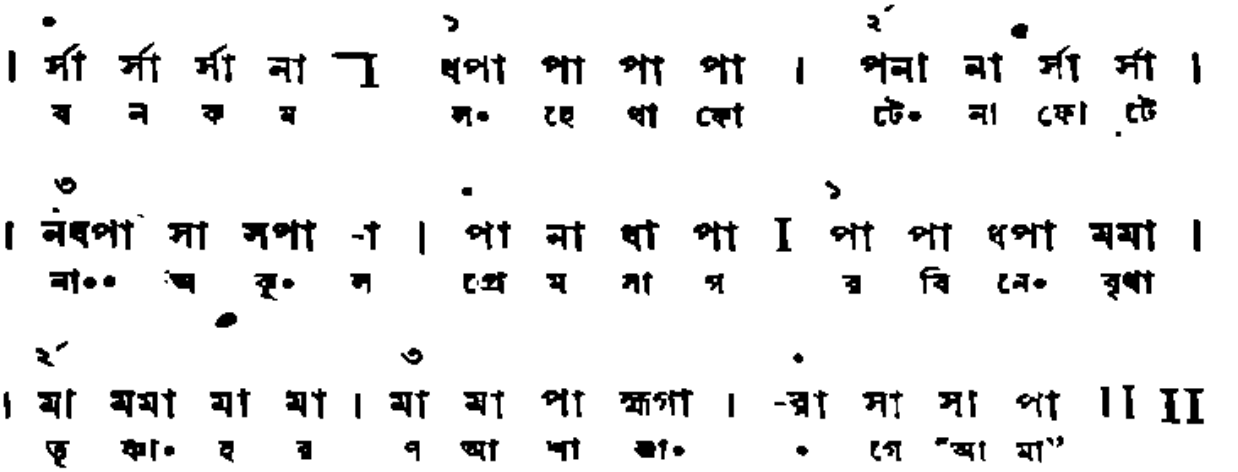
২ ১
। গা মা পা পগা । পা -মপমপা -গা রসা I সা -া পা -া ।
ভা লো না হি· লা ···· · গে· স ং সা ম

২´ ৩
। পা ধা পা -া । -র্সা -পধপা পা ধা । পা পা মা গা I
সা হা রা · · ··ম বি চ রি নু ক ত

১ ২´ ৩
গা গা গা গা । মা -া মপা -া । -মা -গা পা -ক্ষগা ।
জ র জ র প্রা ণ ম· · · ন কাঁ ··

·
। রা সা সা পা II
· কে "আ মা"

১ ২´ ৩
পা পা II পা মা না না । না র্সা র্সর্গা র্রা । র্সা র্সা র্রর্সা র্সা ।
প্রে মে র তৃ ষা হে থা মে টে· না মে টে না· জী



হিন্দুর তীর্থনিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গড়মুক্তেশ্বর।

মিরাট-জেলার অন্তঃপাতী গড়মুক্তেশ্বর-পরগণায় গড়মুক্তেশ্বর-নামে একটী সহর আছে। ইহা গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। জনসংখ্যা ৭৯৬২; তন্মধ্যে ৫৪০১ হিন্দু এবং ২৫৬১ মুসলমান। এখানকার বাটীগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত। বাজারের পশ্চিমদিকে ৪টী পান্থনিবাস আছে। পান্থগণ এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার পরই মদ্য-বিক্রয়ার্থ একটী বাজার আছে। এখানে একটী চিকিৎসালয়ও আছে। এখানকার কূপোদক অতিস্বাদু। ৩০ বা ৪০ ফিট নিম্ন হইতে জল উঠাইতে হয়। চাষই এখান-কার লোকদিগের উপজীবিকা। বাণিজ্যবস্তু সামান্যই দেখা যায়। বাঁশ ও বাহাদুরী কাঠই এখানকার বণিজ্য পদার্থ।

গড়মুক্তেশ্বর হস্তিনাপুরের একটি মহল্লা-মাত্র। ভাগবত-পুরাণ এবং মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এখানে একটী পুরাতন দুর্গ ছিল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মীরভবনই এই দুর্গটীর সংস্কারক। পারসীক ঐতিহাসিকগণ গড়মুক্তেশ্বরকে একটী সেনা-নিবাস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এখানে মুক্তেশ্বর-মহাদেব আছেন বলিয়াই স্থানটীর নাম গড়মুক্তেশ্বর। এখানে সুবৃহৎ মন্দির-চতুষ্টয় বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে দুইটী পাহাড়ের উপর এবং দুইটি নীচে। সকল মন্দিরগুলিতেই গঙ্গার মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি শ্বেতপ্রস্তর-দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাদের পরিধানে কিংখাপের কাপড়। যাত্রিগণ গঙ্গাদেবীর পূজা করে। মিরাটের সন্নিকটে যে গঙ্গার মন্দির আছে তথায় একটী পুতকূপ দৃষ্ট হয়। বিগতকলুষ হইবার মানসে যাত্রিগণ তথায় স্নান করে। এই মন্দিরের সন্নিকটে ৮০টী সতীস্তম্ভ আছে। পূর্ব্বে এখানে রমণীগণ তাঁহাদিগের মৃত

স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে এখানে একটী মেলা হয়। এই মেলাতে প্রায় দুই লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ইহার দ্বিগুণ লোক ৬ষ্ঠ বা দ্বাদশ বৎসরের মেলায় এবং তদপেক্ষা অধিক লোক ৫০ বৎসরের মেলায় আইসে। পৌষন্তী অমাবস্যায়, বৈশাখী পূর্ণিমায় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-নবমীতে মেলা হইয়া থাকে। নদীর পরপারে যাইবার জন্য ফেরী আছে। পূর্ব্বে নদীর উভয়তটে নিবিড় বন ছিল। ব্রাহ্মণগণ তথায় বাস করিত। এখন জঙ্গল আর নাই; সুতরাং ব্রাহ্মও দেখা যায় না।

চিত্রকূট।

প্রয়াগ হইতে চিত্রকূট যাইতে হইলে মানিকপুরে নামিতে হয়। G. I. P. রেলওয়ের ট্রেনে চড়িয়া কারউই যাইতে হয়। এখান হইতে চিত্রকূট যাইবার রেল আছে।

বাঁদা-জেলার অন্তঃপাতী কারউই তহসিলে চিত্রকূট পাহাড় অবস্থিত। ইহার অন্য একটি নাম কামতা। পাহাড়ের নিম্নদেশটী তিন মাইল বিস্তৃত। ইহার অর্দ্ধমাইল দূরে পয়স্বিনী নদী প্রবাহিতা। মন্দাকিনী-নামে ইহার একটী শাখা-নদী আছে।

কামতা নাথ শব্দটী কামদানাথ শব্দের অপভ্রংশ। যিনি অর্থীর বাসনা পূর্ণ করেন, তিনিই কামদানাথ-নামে খ্যাত। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এইখানে আসিয়াছিলেন। রামায়ণে আছে, যখন কৈকেয়ীর কথায় রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে বনে পাঠান, তখন রাম গঙ্গাপার হইয়া প্রয়াগে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে চিত্রকূটে প্রস্থান করেন। চিত্রকূট পঁহুছিয়াই রামচন্দ্র তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণকে একটী কুটীর প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। পর্ণকুটীর তৈয়ার হইলে তাঁহারা দুই ভ্রাতা ও সীতাদেবী এখানে বহুদিন পর্য্যন্ত বাস করেন। পরে রামানুসন্ধানে ভরত আসিয়া তথায় পঁহুছিলেন। রামও ভরতকে এড়াইবার নিমিত্ত চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করেন।

মহাভারতের বনপর্ব্বে চিত্রকূটের মহিমা লিখিত আছে। মহাভারত বলেন যে, মন্দাকিনীতে স্নান করিলে লোকে বিগত কল্মষ হয় এবং স্নানান্তে পিতৃ- ও দেব-গণের পূজা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয় এবং মরণান্তে মুক্তিপ্রাপ্তি হয়।

নানাবর্ণের প্রস্তর চিত্রকূটে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই ইহার নাম চিত্রকূট। পর্ব্বতের নিম্নদেশ বেষ্টন করিয়া একটি সড়ক আছে। এই স্থানে যাত্রিগণ পরিক্রমা করিয়া থাকে। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে পান্নার রাজা রামচন্দ্র কুণ্ডর এই সড়কটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে ৩৩টী স্থান আছে। তন্মধ্যে সাতটীর নাম প্রসিদ্ধ; যথা, (১) কোটীতীর্থ, (২) দেবাঙ্গনা, (৩) হনুমান-ধারা, (৪) স্ফটিক শীলা, (৫) অনসূয়া, (৬) গুপ্ত গোদাবরী এবং (৭) ভরতকূপ। হিন্দুমাত্রেই এই স্থানগুলিতে স্নান ও পূজা করিয়া থাকেন।

কোটীতীর্থ যাইতে হইলে পাহাড়ের সিঁড়ি চড়িয়া যাইতে হয়। তীর্থস্থানে একটী কুণ্ড আছে। পর্ব্বতের ধারা নিঃসৃত হইয়া এই কুণ্ডে পতিত হইতেছে। যাত্রিগণ

এইস্থানে স্নান করে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই স্থানে কোটী ঋষি যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ইহার নাম কোটীতীর্থ।

হনুমান্‌ধারা :—কোটিতীর্থের পর্ব্বতশ্রেণী বহুদূর-বিস্তৃত। ইহার মধ্যে হনুমান্‌ধারা অতীব মনোরম স্থান। এখানে হনুমান্‌জীর বিশালমূর্ত্তি অবস্থিত। ইহাঁর মস্তকের উপর দিয়া পর্ব্বতের ধারা দুইটী কুণ্ডে পড়িতেছে। চারিশত সিঁড়ি না চড়িলে হনুমান্‌ধারায় পহুছিতে পারা যায় না। স্থানটি বনস্পতিগণে পরিশোভিত বলিয়া বড়ই মনোরম। এখানে দুই একটি সাধুর বাস দেখা যায়।

স্ফটিক-শীলা :—চিত্রকূটের লোকালয় হইতে এক মাইল দক্ষিণে মন্দাকিনীর তটে প্রমোদ-বন অবস্থিত। এখানে রেঁওয়া নরেশ-নির্ম্মিত লক্ষ্মীনারায়ণের একটী সুন্দর মন্দির আছে। এই বনের এক মাইল দক্ষিণে মন্দাকিনীর বাম তটে প্রস্তরের একটি ঢিবি আছে। ইহাই স্ফটিকশীলা নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ যে, এইস্থানে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত কাকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সীতাদেবীর স্তনে চঞ্চু-দ্বারা আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের মতে এ ঘটনাটী গোদাবরীতটে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

অনসূয়াজী :—সীতাপুর হইতে ৮ মাইল দূরে অনসূয়ার মন্দির অবস্থিত। মন্দাকিনীর বামতটে ও পাহাড়ের পাদমূলে দুইটী দেবালয় আছে, তন্মধ্যে একটীতে অনসূয়ার ও অন্যটীতে অত্রিমুনির মূর্ত্তি আছে। যাত্রিগণ ইহার সন্নিকটে এক পান্থনিবাসে বাস করে।

গুপ্ত গোদাবরী :—অনসূয়া হইতে চারি মাইল দূরে গুপ্তগোদাবরী অবস্থিত। এক অন্ধকার-পরিপূর্ণ গুহার মধ্যে সীতাকুণ্ড দেখা যায়। কুণ্ডটী অগভীর। যাত্রিগণ এখানে বসিয়া বসিয়া স্নান করে। ঝরণার জলধারা কুণ্ডটী পূর্ণ রয়। এই গুহার কিছুদূরে এক মন্দির আছে। মন্দিরের অন্ধকার এত গাঢ় যে, বিনা প্রদীপে কিছুই দেখা যায় না। এখানে যাইতে বড়ই কষ্ট হয়। বাহিরে দুইটী কুণ্ড হইতে জলধারা নিঃসৃত হইয়া কিছুদূরে অদৃশ্য হইয়াছে। ইহাই গুপ্তগোদাবরী-নামে খ্যাত।

ভরতকূপ :—গুপ্তগোদাবরী হইতে দেড় মাইল দূরে একটি লোকালয় আছে। ইহাই চৌবেপুর নামে খ্যাত। এখান হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ভরতকূপ অবস্থিত। ভরত-কূপের সন্নিকটস্থ মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের মূর্ত্তি আছে।

তুলসীদাস-কৃত রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে, চিত্রকূটে একটি অনাদিসিদ্ধ-স্থল গুপ্ত ছিল। এই স্থানে অত্রিঋষির শিষ্যগণ জলের জন্য কূপ খোদিত করে। রামচন্দ্র স্বীয় অভিষেক অস্বীকার করিলে, ভরতের অভি-ষেকের জন্য নানাতীর্থের জল এই কূপে একত্র করা হয়। এই জন্য ইহার নাম ভরত-কূপ। বলা বাহুল্য, নানাতীর্থোদক-দ্বারা এই কূপটী পূত হইয়াছে।

চিত্রকূটে দুইটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটি চৈত্রমাসে এবং অন্যটি কার্ত্তিক-মাসে। পূর্ব্বোক্তটি রামনবমী এবং শেষোক্তটি দিবালীতে (দীপমালিকাতে) হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মাসার্দ্ধে এবং শ্রবণে একটী করিয়া মেলা হয়। এই সময়ে পয়স্বিনী নদীতে স্নান, পর্ব্বতের পরিক্রমা, মহাবীর ও মুখর বৈদ্যের

পূজা হইয়া থাকে। কেহ কেহ চরণ-পাদুকার পূজা করে। এই চরণপাদুকা রামচন্দ্রের পদচিহ্ন বলিয়া খ্যাত। পয়স্বিনী-নদীতটে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমুদয়ই গঙ্গাপুত্রের প্রাপ্য। ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। অন্যান্য স্থানের পূজা পূজারিগণ প্রাপ্ত হয়েন। পূজারিদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি মহান্ত নামে খ্যাত। এই মহান্তের ৩৯ টী নিষ্কর গ্রাম আছে। ইহার বাৎসরিক আয় ২৪ সহস্র মুদ্রা। এতদ্ব্যতীত মিত্ররাজ্যেও মহান্তের অনেকগুলি গ্রাম আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মেলাতে বহুলোকের সমাগম হইত, কিন্তু এখন তাহার তৃতীয়াংশ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, রাজগণ পূর্ব্বকোর ন্যায় তেমন আর মেলায় যান্ না। 'কাকই'এর পেশোয়া-বংশধরগণও এখন দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে দীপমালিকার সময় ৪৫ সহস্র এবং রাম-নবমীতে ৩০ সহস্র লোকের সমাগম হইত। এক্ষণে পাঁচ সহস্র এবং দশ সহস্র লোকের জনতা হয় মাত্র।

চিত্রকূটের মন্দিরগুলির মধ্যে কতিপয় ইষ্টক- ও কতিপয় প্রস্তর-নির্ম্মিত। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩৬০টী মন্দির আছে। তন্মধ্যে ১০০ ভগ্নাবস্থায় এবং ২৬০টী উত্তম অবস্থায় অবস্থিত। এখানে পূজারীর সংখ্যা ১২০০। স্নানের জন্য ৩০টি ঘাট আছে। চিত্রকূটে যেমন পাণ্ডার সংখ্যা অধিক তেমনি কপী বাঁদরের। বাঁদরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে ছাদের উপর কাঁটা দিয়া রাখে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আত্মবিসর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য।

[হেমচন্দ্রের বাটী-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান ;—
চিন্তামগ্ন হেমচন্দ্র একাকী বসিয়া— ;
রমার প্রবেশ]

রমা। বাবা!—

হেম। কি মা?

রমা। বাবা!—

হেম। কি বল্‌ছ মা?

রমা। বাবা, আপনি বাড়ী বিক্রী ক'রে আমার—

হেম। হুঁঃ! পাগ্‌লামী ক'র্ত্তে এসেছে!

রমা। বাবা, আমি পাগ্‌লামী করি নি, যথার্থ বল্‌ছি। আমার জন্যে মাথা রাখ্‌বার স্থানটুকু নষ্ট কর্ব্বেন্ না! বাড়ীখানি বেচে আপ্‌নারা যে নিরাশ্রয় হবেন্, আমি তা সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্ব না। আপ্‌নার পায়ে পড়ি, বাবা, এ কাজ কর্ব্বেন্ না।

হেম। মা, কেন তুমি মনে কষ্ট ক'চ্ছ? তুমি মনের মতন স্বামী পাবে, রাজরাণী হয়ে সুখে ঘর কর্ব্বে; আমরা তোমার বিয়ে দিয়ে কাশী-বাস কর্ব্ব। প্রফুল্ল বড় ভাল ছেলে, প্রফুল্লর সঙ্গে বিয়ে হলে, তুমি খুব সুখে থাক্‌বে মা।

রমা। বাবা, আপনাদের স্নেহে আমি

অতুল সুখভোগ ক'চ্ছি, এর চেয়ে সুখ আর আমি চাই না। আমি চির-কুমারী থেকে আপনাদের চরণসেবা ক'র্ব্ব, আমাকে এই অধিকার দিন্।

হেম। এ সংসারে কা'র মেয়ে চিরকুমারী আছে যা? বরং পুরুষের পক্ষে এ-কথা খাটে; স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না।

রমা। কেউ কুমারী না থাকে, না থাক; —আমি থাক্‌বো। আমি সমাজকে দেখাব যে, বাপ্-মার পয়সা না থাক্‌লে মেয়ে কুমারী থাক্‌তে পারে। আপনার পায়ে পড়ি, বাবা, বাধা দেবেন্ না!

হেম। তুমি ছেলেমানুষ, তাই ছেলে-মানুষের মতন কথা বল্‌ছ। এ সব কাজের কথা নয়। আমায় বিরক্ত কোরো না, যাও!

রমা। বাবা, দয়া করুন্, আমার কথা শুনুন্। আপ্‌নি আমার জন্যে নিরাশ্রয় হবেন্ না। আমি চিরকুমারী থেকে আপনাদের চরণ-সেবা ক'রে মনের সুখে দিন কাটাবো! এ সংসারের সুখ কতক্ষণের জন্যে? আমি সুখ, ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না, কেবল আপনাদের চরণ-সেবা ক'র্ত্তে চাই। আপনার এ দুঃখিনী মেয়েকে তা থেকে বঞ্চিত ক'র্ব্বেন্ না। আমাকে এই ভিক্ষা দিন্, আপনার পায়ে পড়ি, বাবা!

(হেমচন্দ্রের চরণ-ধারণ)

হেম। চোপ্‌রাও বেহায়া মেয়ে! আমার সুমুখে বিয়ের কথা বল্‌তে লজ্জা ক'চ্ছে না? আমি তোমার পরামর্শ দেবার জন্যে এখানে ডাকি নি। যাও, বাড়ীর ভেতর যাও।

[হেমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। পরে রমাও ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

(অপর দিক্ দিয়া প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। কই রমা ত এখানেও নেই! বাড়ীতে দেখে এলুম্ সেখানেও নেই, এখানেও নেই! তবে গেল কোথায় রমা? রোজই ত' এমন সময় রমা এইখানে থাকে। আজ আসে নি কেন? তাকে নির্জ্জনে দুটো কথা ব'ল্‌ব ব'লে খুঁজ্‌ছি, কিন্তু দেখ্‌তে পাচ্ছি না! কোথায় গেল? ঠাকুর-বাড়ীতে গেছে কি? ঠাকুর বাড়ীতে ত' কোন কথা বলা হবে না, সেখানে অনেক লোক থাকে। এই বেদীটার উপরে একটু বসি। দেখি রমা আসে কি না।

(বেদীর উপরে উপবেশন)

মানুষের একবার যা যায়, তা' আর ফেরে না। শৈশবে কি সুখের দিনই ছিল! বিমল আনন্দে দিন-রাত্রি কত উপভোগ ক'রেছি। তখন সংসারের ক্লেদে হৃদয় পঙ্কিল হয় নি। এখন ত' আর তেমনটি নেই? এখন যে-সংসারের বাতাস গায়ে লেগেছে, সংসারের ঝড়ে সব উল্‌টে পাল্‌টে দিয়েছে। আর সে দিন ফির্‌বে না! তখন দিনরাত রমার সঙ্গে খেলা ক'রেছি, একসঙ্গে দু'জনে বেড়িয়েছি, কিন্তু এখন আর সে-রকম হয় না। এখন রমা আমার কাছে আস্‌তে লজ্জা করে, একলা তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে আমারও সঙ্কোচ হয়! কেন এমন হয়, তা কি কেউ বল্‌তে পারে?

(রমার পুনঃপ্রবেশ)

এস, রমা, তোমাকে একটা কথা বল্‌বার জন্যে আমি অনেকক্ষণ ধ'রে তোমায় খুঁজ-ছিলুম। অনেকক্ষণ এখানে বসে আছি। কাছে এস, একটা কথা শুনে যাও।

রমা। কি কথা?

প্রহ্লাদ। (উঠিয়া) আমাকে এত ভয়

কেন, রমা? আমার কাছে আস্‌তে এখন তোমার এত লজ্জা হয়!

রমা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি বল্‌ছ?

প্রভু। দেখ রমা, এতদিনে আমার চির-কালের আশা পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে বটে, কিন্তু তা বড় ভয়ঙ্করূপে। বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু তোমার বাপের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা চেয়েছেন; আর তিনি বাড়ী বিক্রী করে বাবার সেই নিষ্ঠুর প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে কৃত-সঙ্কল্প হয়েছেন, তা বোধ হয়, তুমি শুনেছ। কিন্তু আমি এমন নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর নই যে, তোমাদের আশ্রয়হীন ক'রে তোমার বাপ, মা, ভাইকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ কোর্ব্বো। বাবাকে অনেক বোঝালুম, আমার বন্ধুদের দিয়ে বিস্তর অনুরোধ করালুম, যাতে ক'রে তোমার বাপের কাছ থেকে এই টাকাটা না নেওয়া হয়, কিন্তু দুঃখের কথা কি ব'লব, রমা, তিনি কিছুতেই তা শুন্‌লেন্ না; উল্টে আমাকে বক্‌তে লাগলেন্। রমা, তোমাকে বিয়ে কো'র্ব্বো, এ আমার চিরদিনের সাধ। আমি অন্য কা'কেও বিয়ে ক'রে সুখী হতে পার্ব্ব না। তাই আমি নিজে মনে মনে একটা মত্‌লব ক'রেছি। আমি দশ হাজার টাকা যোগাড় করেছি। সেই টাকাটা গোপনে তোমার বাবাকে দিয়ে যাব, মনে ক'চ্ছি। তিনি তা আমার বাপ্‌কে দিয়ে তাঁর দারুণ অর্থলিপ্সা দূর করুন্।···তিনি কি এ-প্রস্তাবে সম্মত হবেন্ না। আমি তাঁকে টাকাটা ধার দিচ্ছি মাত্র! সময় হলে আমায় ফিরিয়ে দেবেন্। তাঁকে এ-কথা বল্‌তে আমার সাহস হ'চ্ছে না। বড় ভয় হ'চ্ছে। আমি টাকাটা সঙ্গে করে এনেছি। কি করে তাঁকে দিয়ে যাই, বল দেখি? [রমা নীরব]

প্রভু। রমা উত্তর দিচ্ছ না কেন?

রমা। আমি কি বল্‌ব? যত অনিষ্টের মূল আমি। কুক্ষণে আমি জন্মেছিলুম্।

প্রভু। এত আত্মগ্লানির দরকার কি? আমিই তাঁর কাছে যাচ্ছি; তাঁকে কর্ব্বস্বরূপ টাকাটা দিয়ে যাব। তিনি এতেও কি সম্মত হবেন্ না? (প্রস্থানোদ্যত) এই যে তিনি এইখানেই আস্‌ছেন্।

[হেমচন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ ও অলক্ষিতে রমার প্রস্থান]

প্রভু। (কিছু ইতস্ততঃ করিয়া) আপ-নার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

হেম। কি কথা প্রভুল্ল?

প্রভু। আমি কোন দিন আপনাকে কোন অনুরোধ করি নি। আপনাকে একটী অনুরোধ কর্ত্তে এসেছি। আপনাকে তা রাখ্‌তেই হবে।

হেম। কি বল?

প্রভু। বলুন্ রাখ্‌বেন্?

হেম। তোমার অনুরোধ রাখ্‌ব না? যদি রাখ্‌বার মত হয়, অবশ্য রাখ্‌ব।

প্রভু। দেখুন্, আমি—

হেম। বল্‌তে বল্‌তে চুপ কর্লে কেন, প্রভুল্ল? বল, আমার কাছে লজ্জা কি?

প্রভু। আমার বাবা অন্যায়রূপে আপ-নার কাছে যা চেয়েছেন্, শুন্‌লুম্, আপনি আপনার বাড়ী বেচে, বাবার সেই নিষ্ঠুর প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে চেয়েছেন্।

হেম। হাঁ, বাবা, নইলে ত আর আমার কোনও উপায় নেই।

প্রভু। আমি, আপনাকে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আপনি এ কাজ ক'র্ব্বেন্ না। আমি আপনার কাছে বেশী কি বল্‌ব? বাবার এই নিষ্ঠুরতা স্মরণ করে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত পাচ্ছি, বড় লজ্জিত হয়েছি; আপনার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্ছে।

হেম। সে কি কথা? তোমার লজ্জা কি প্রভুর? আজ্‌কালকার বাজারে টাকা খরচ না কর্লে কি মেয়ের বিয়ে হয়? তোমার মত পাত্রের হাতে রমাকে দিতে পার্লে, আমি নিশ্চিন্ত হব। সে-জন্যে তোমার লজ্জার কারণ কিছুই নেই।

প্রভু। বাড়ী বিক্রী না করে, আমার কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ধার নিয়ে আমার বাবাকে দিন্। বাড়ী বিক্রী কর্ব্বেন্ না। আপনার যখন সময় হবে, তখন আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন্।

হেম। প্রভুল! তোমার হৃদয় উদার, মহৎ। তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু প্রভুল! তোমার অনুরোধ রাখ্‌তে আমি অসমর্থ। এর নাম প্রবঞ্চনা। তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তোমার বাপ্‌কে দোব? না বাবা, সে অধর্ম্ম আমি কর্ত্তে পার্ব্ব না। এ-সংসার ক'দিনের জন্যে? বাড়ী-ঘর, ধন, ঐশ্বর্য্য, কিছুই ত চিরস্থায়ী নয়? সকলই ত গিয়েছে, না হয়, বাড়ীখানাও যাবে। এ-সব ত মানুষের সঙ্গে যাবে না। একমাত্র ধর্ম্মই মানুষের ইহ-পরকালের সঙ্গী—সহায়। জেনে শুনে, আমি এমন অধর্ম্ম কর্ত্তে পার্ব্ব না।

প্রভু। এতে অধর্ম্ম কি? আমিও ত আপনার সন্তান!

হেম। প্রভুল! ক্ষমা কর। এতে আমার মন বল্‌ছে অধর্ম্ম, প্রাণ বল্‌ছে অধর্ম্ম। আমার এ-কাজ কর্ত্তে তারা নিষেধ কচ্ছে।

প্রভু। আপনি অনুগ্রহ ক'রে কর্জ্জ-স্বরূপ এ টাকাগুলি নিন্; এর পর সুবিধা হ'লে আমায় দেবেন্। (এক তাড়া নোট প্রদানে উদ্যত)

হেম। এ টাকা আমি যে পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্ব, সে আশা আর আমার নেই, প্রভুল! দেখতেই ত' পাচ্ছ চারিদিকে কু-গ্রহ সকল আমায় ঘিরে রেখেছে। যদি আমার অন্য উপায় থাক্‌ত, তাহলে বাড়ী বেচ্‌তুম্ না। আমার রমা সুখে থাক্‌লেই আমি সুখী হব। আমার রমাকে তুমি সুখী কর। আমাকে ও অনুরোধ আর ক'র না। আমি রাখ্‌তে পার্ব্ব না। রমাকে সৎপাত্রে দেওয়া আমার কঠোর কর্ত্তব্য। তোমরা পাঁচ-জনে মিলে আমাকে সে কর্ত্তব্য হ'তে ভ্রষ্ট কর না।

[প্রস্থান]

প্রভু। (স্বগত) আমি আগেই ভেবে-ছিলুম্! আমি তোমায় চিনি। যাক্—সব আশা ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যাই হোক্, বাড়ী বিক্রী ক'র্ত্তে কিছুতেই দোব না। প্রেমের জন্যে মনুষ্যত্ব-বিসর্জ্জন দিতে পার্ব্ব না। এত নীচ আমি নই। যদি কিছু না কর্ত্তে পারি, একটী ভাল ছেলের সঙ্গে রমার বিয়ে দোব। আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেক আছে, যা'রা পয়সা না নিয়ে গরীবের মেয়ে বিয়ে ক'র্ত্তে প্রস্তুত। তা'র পর আমার—! যাক্,

সে চিন্তা আর ক'র্ব্ব না। তা'হ'লে হয়ত কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হ'তে হবে।

[বহুক্ষণ পরে রমার পুনঃপ্রবেশ]

রমা। নারী-জন্মে ধিক্! যা'র জন্যে বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজনকে কষ্ট পেতে হয়, সে-জন্মে সহস্র বার ধিক্! কেন ভগবান্ গরীবের মেয়েকে চিরকুমারী থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দেন্ নি? বাবা আমার জন্যে মাথা রাখ্‌বার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট ক'র্ত্তে বসেছেন্, কিন্তু আমি বাবাকে কিছুতেই এ কাজ ক'র্ত্তে দোব না। সংসারের সুখ-ঐশ্বর্য্য আমি কিছুই চাই না; প্রফুল্লর আশা-পর্য্যন্ত আমি অনায়াসে ত্যাগ ক'র্ত্তে পার্ব্ব। কিন্তু আমার বাপ মা, ভাই যে গৃহ হীন হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, আমি তা দেখ্‌তে পার্ব্ব না। এর প্রতিবিধান আমাকে ক'র্ত্তেই হবে। মেয়ে-মানুষ ব'লে কি কোন ক্ষমতাই নেই? (সম্মুখে দেখিয়া) এ কে!—প্রফুল্ল এখানে! প্রফুল্ল! আমায় ভুলে যাও, ভাই! অভাগিনীর স্মৃতি হৃদয় থেকে মুছে ফেল দাও, ভাই!

প্রফু। (স্বগত) রমা! আশৈশব তোমায় ভালবাসি। তুমি আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে ব'সে আছ। কেমন ক'রে তোমায় ভুল্‌ব? কিন্তু অন্য উপায় নেই। প্রেমের জন্যে কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিতে পার্ব্ব না। (প্রকাশ্যে) হাঁ, রমা! যেমন করেই হোক্ পরস্পর পরস্পরকে ভুল্‌তেই হবে। না হলে উভয়েরই অনিষ্ট। আমি আমার জন্যে ভাবি না। ভাবনা তোমার জন্যে! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যাঁর গৃহলক্ষ্মী হবে, তাঁকে যেন সুখী ক'র্ত্তে পার; নিজেও যেন সুখী হও। তবে আজ বিদায় দাও, রমা! এ-জীবনে আর দেখা হবে না। (প্রস্থান)

রমার গীতি—

শৈশবের প্রীতি, প্রণয়ের স্মৃতি
ভুলে যাও সখা, মনে রেখ না!
মিছে ভালবাসা, মিছে প্রেম-আশা,
প্রাণে যাগে শুধু বেদনা!
সুখের আশায় বৃথা দিন যায়,
এখানে পুরে না বাসনা
জুড়াইতে তাই, সেথা যেতে চাই,
যেথা গেলে যায় যাতনা!

পঞ্চম দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বৈঠকখানা।

হেমচন্দ্র, সর্ব্বেশ্বর ও হরিদাস।

সর্ব্বে। বাবু, যা শুন্‌ছি তা কি সত্যি?

হেম। (বিরক্তি-সহকারে) কি শুন্‌ছ সর্ব্বেশ্বর?

সর্ব্বে। আজ্ঞে আপনি না কি বাড়ী বেচে প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে রমার বিয়ে দেবেন্?

হেম। হাঁ, এ কথা সত্যি।

সর্ব্বে। হায়! এ যে কঠোর সত্যি বাবু! এ কথা মিথ্যা হলেই ভাল হ'ত।

হেম। কেন বল দেখি?

সর্ব্বে। কেন? বাড়ীখানি বিক্রী কর্‌লে আপনাদের কি হবে, একবার ভেবে দেখেছেন্ কি?

হেম। ভেবেছি বই কি! না ভেবে এ কাজ করি নি।

হরি। (উত্তেজিত-স্বরে) কি ভেবেছেন্ বাবু? আমার মাথা আর মুণ্ডু! কি ভেবেছেন্? দুঃখে কষ্টে পড়ে আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি লুপ্ত হয়ে গেছে।

হেম। বৃথা আমাকে তিরস্কার ক'র্ছ

তোমরা। বৃথা! রমা কত বড় হয়েছে, সেটার হিসেব তোমরা রেখেছ কি? রমা যে ১৬।১৭ বছরে পড়্‌তে চল্‌লো।

হরি। তা হোক্। এত বড় হয়েছে, না হয়, আরও একটু বড় হবে। আর দু'বছর পরে সময়টা একটু ভাল হ'লে, তখন রমার বিয়ে দিলে হয় না?

সর্ব্বে। বাবু, বাড়ী বেচ্‌লে কি আর হবে? সুবোধ কোথায় দাঁড়াবে? আপনারা কোথায় দাঁড়াবেন?

হেম। স্ত্রীপুত্রের হাত ধ'রে রাস্তায় দাঁড়াব, কাঁদীবাসী হব, তবু আমাকে এ কাজ কর্ত্তেই হবে, সর্ব্বেশ্বর! কর্ত্তব্য-সাধন কর্ত্তেই হবে। লোকে আমাকে সমাজচ্যুত করেছে, আমায় দেখ্‌লে লোকে হাসে, টিট্‌কারী দেয়। এ-সব আর আমার সহ্য হয় না। মানুষের প্রাণে আর কত সয়, বল?

হরি। দোহাই বাবু। আপ্‌নার পায়ে পড়ি বাবু, বাড়ীখানি বেচ্‌বেন না। সুবোধের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে এইটুকু আছে। এ থেকে তাকে বঞ্চিত ক'র্ব্বেন্ না। এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে আমার কত আহ্লাদ হয়! এ আপনার বাড়ী নয়, আমার সুবোধের বাড়ী। এই বাড়ীতে আপ্‌নাদের নিয়ে কত সুখে কাটিয়েছি! আজ যে আপ্‌নি এ বাড়ী বিক্রী ক'রে ছেলে-পুলে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন্, তা আমার প্রাণে সইবে না। তার চেয়ে রমা চিরকাল আইবুড় হ'য়ে থাকে, সেও ভাল।

হেম। (বিরক্তির সহিত) তোমরা সকলেই ব'লছ, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না, বাড়ী বিক্রী ক'র না।' গিন্নী বল্‌ছেন, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', মেয়ে বল্‌ছেন, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', জামাই বল্‌ছেন্, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', তোমরাও বল্‌ছ, 'বাড়ী বিক্রী ক'র না', কিন্তু বাড়ী না বিক্রী করে কি করি বল?

সর্ব্বে। দিন কতক একটু সবুর করুন্, অন্য উপায় হবে। অন্য উপায়ে রমার বিয়ে দিন্।

হেম। উপায় কি? মেয়ের বিয়ে ত দিতেই হবে? লোকের কাছে যে মুখ দেখাতে পার্চ্ছি না? সমাজচ্যুত হয়েও রক্ষা পাই নি; লোকের টিট্‌কিরির জ্বালায় বাড়ীর বার হ'তে পারি না। খুনী ডাকাতেরও এমন অবস্থা হয় না। আমার যে কি যন্ত্রণা, তা তোমরা কি বুঝ্‌বে? এদিকে মেয়েরও ১৬।১৭ বছর বয়স হতে চল্‌লো। জাত-কুল যেতে বসেছে! বাপ্-ঠাকুরদাদার নাম ডুবুবো কি? তোমরাই বল?

সর্ব্বে। তা' কেমন ক'রে বল্‌ব বাবু? বংশের মর্য্যাদা আগে রাখ্‌তে হবে। তবে বল্‌ছিলুম কি, দিনকতক অপেক্ষা ক'র্লে ভাল হ'ত। চেষ্টা ক'র্লে যদি দু'তিন হাজার টাকায় অন্য সৎপাত্র পাওয়া যেত!

হেম। আজ কালকার বাজারে দু'হাজার টাকায় ভাল ছেলে মেলে না। ছেলের বাজার বড় চড়া। আর দু'তিন হাজার টাকায় যে-সব ছেলে পাওয়া যায়, তেমন ছেলের হাতে রমাকে দিতে পার্ব্বো না! বাপ্ হয়ে মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পার্ব্বো না। বৃথা বল্‌ছ তোমরা, আমি স্থিরসঙ্কল্প। জানইত আমি যা ঠিক্ করি, তার কখনও নড়্‌চড়্ হয় না। (প্রস্থান, অপর দিক্ দিয়া সর্ব্বেশ্বর ও হরিদাসের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বাটীর অন্তঃপুর ;—

সুসজ্জিতা রমা।

রমা। জীবনের সাধ, জন্মের সাধ, এ পৃথিবীর সাধ, আজ আমায় মিটিয়ে নিতে হবে! এ পৃথিবীর আলো, চাঁদের হাসি, ফুলের শোভা আর দেখ্‌তে পাব না। এই শেষ দেখা! যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কি এ-সব নেই? কে জানে? থাক্ আর নাই থাক্, এ পৃথিবী থেকে আজ আমায় বিদায় নিতে হবে, তাই আজ মনের সাধে সেজেছি। এক দিন ত' এ প্রাণ যাবেই, তবে আর এর জন্যে এত মায়া কেন? যেতে যখন হবে, তখন দিন থাক্‌তে যাওয়াই ভাল! ভগবান্! নারীজন্ম বড় পরাধীন, তোমার সংসারে আর নারীর সৃষ্টি করো না! নারী-জন্মের এত জ্বালা! মেয়ে জন্মালে যদি বাপ্-মা ভাইকে এত কষ্ট পেতে হয়, তবে তোমার পৃথিবী থেকে মেয়ের সৃষ্টি লুপ্ত ক'রে দাও। আমার জন্যে আমার বাপ্-মা, কোলের ভাই আশ্রয়হীন হয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি সুখভোগ কর্ব্বো? না না, তা কখনও হবে না। আপনি নিরাশ্রয় হ'য়ে বাবা কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হবেন্, লোকনিন্দার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ কর্ব্বেন্, সমাজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন্, আর যত অনিষ্টের মূল আমি উচ্চশিক্ষিত রূপ-গুণবান্ স্বামী নিয়ে সুখে ঘরকন্না ক'র্ব্ব। কেন? নারী কি এতই হেয়? এতই অপদার্থ? এত ঘৃণিত আবর্জ্জনা! নারী-জন্মে কি মনুষ্যত্ব থাকে না? নারীর প্রাণে কি কোন শক্তিই নেই? আমাদেরই দেশের মেয়েরা একদিন গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রেছিল, তারা শাস্ত্র-চর্চ্চায় ঋষিদের পরাস্ত ক'রেছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে দীপ্ত বীর পুরুষকেও পরাজিত ক'রেছিল, আবার দরকার হলে হাস্‌তে হাস্‌তে নিজের প্রাণ জলন্ত আগুনে বিসর্জ্জনও দিয়েছিল। আমিও সেই দেশের মেয়ে, আমিও দেখাব, এখনও বিন্দুর কন্যার প্রাণে শক্তি আছে। তারা মর্‌তেও ভয় করে না। আর নিষ্ঠুর সমাজও দেখুক্, মেয়ের জন্যে বাপ্‌কে পথে বস্‌তে হয় না। তারা নিজের উপায় নিজে ক'র্ত্তে জানে। প্রফুল্লর হৃদয় কি উদার, কি মহৎ! টাকা নিয়ে বাবাকে কত সাধা-সাধি কর্লেন্, ধার দিতে চাইলেন্। বাবা নিলেন্ না। কেন নেবেন্? এত ধার নেওয়া নয়, ভিক্ষা নেওয়া। এত টাকা বাবা এখন কি ক'রে শুধ্‌বেন্? তিনি ভিক্ষা নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবেন্? ছিঃ ছিঃ—কেন তিনি একাজ ক'র্ব্বেন্? বাবার কাজ বাবা ক'রেছেন্। সমাজ যদি আমাকে অবিবাহিতা থাক্‌তে না দেয়, আমাকে স্বাধীনতার মুক্তবাতাস উপভোগ কর্ত্তে না দেয়, তবে এইবার আমার কাজ আমি কোর্ব্বো। বাড়ীর লেখা-পড়া সব শেষ হয়ে গেছে, পরশু রেজিষ্ট্রী হবে ; আজ আমাকে না গেলেই নয়। আর এ পৃথিবীর মায়া কর্লে চল্‌বে না। অন্য পথ আর নাই। মা, মা, বাবা, তোমাদের আদরের রমা আজ চল্‌লো। বাবার সময় তোমাদের একবার বলে যেতে পার্লে না। বল্‌লে ত আর তোমরা যেতে দেবে না। প্রাণের ভাই সুবোধ! আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না, ভাই! একদণ্ড আমার

কাছ নইলে থাক্‌তে পার্ত্তিস্ না, আজ আমি তোকে জন্মের মতন ছেড়ে চলেছি। রাগ করিস্ নি ভাই!—প্রফুল্ল! প্রিয়তম! এ জন্মে আমাদের মিলন হল না! যেন জন্মান্তরে তোমায় পাই। অভাগিনীকে ভুলে যাও, তুমি সুখী হও। (করযোড়ে) ভগবান্! অবলাকে ক্ষমা কর। জানি না, কোথায় যাচ্ছি!—তোমার নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় আলোকে কি অনন্ত অন্ধকারে! কিন্তু কি করি! উপায় কি! না, আর না, এই ঠিক্ সময় হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে! যাই, যাই! কেউ দেখ্‌তে পাবে না। হে মেরি—! অভাগিনীকে কোলে স্থান দিও, সতি! (প্রস্থান)

[প্রফুল্লর প্রবেশ]

প্রফু। শৈশবকাল থেকেই এই বাড়ীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! এর ঘর, দালান, বাগান, পুকুর, প্রত্যেক স্থানটী আমার ভালবাসার সামগ্রী। সকলের চেয়ে ভালবাসতুম্ সেই ফুলটী! সযত্নে সেই ফুলটীকে রক্ষা ক'রেছি! আশা ছিল, এক দিন হৃদয়ে ধারণ কোর্ব্বো। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হ'ল না। এমন কি পুণ্য ক'রেছি যে, সেই অমূল্য রত্ন লাভ কোর্ব্বো? অথচ ইচ্ছা ক'র্লেই এখনও পাই। কিন্তু তা হ'লে একটী ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করা হবে। এ সামান্য লোক নয়। এমন পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মভীরু, উদার, মহৎ লোক সংসারে বিরল! এমন লোককে গৃহহীন ক'রে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করা পশুর কাজ। আমি মানুষ হ'য়ে তা কেমন করে কর্ব্ব? না, তা' কখনই পার্ব্ব না। যেমন ক'রে হোক্ রমাকে ভুল্‌তেই। তা' না হ'লে বৃথা আমার শিক্ষা, বৃথা আমার চরিত্র-গঠন, বৃথা আমার জন্ম। পুরুষ হ'য়ে এটুকু সহ্য ক'র্ত্তে পার্ব্ব না? নিশ্চয় কর্ব্ব! এ-সব নভেলি প্রেম আমার সাজে না। হায়! আগে আমি নভেলের প্রেমের কথা শুনে হেসে উঠ্‌তুম্; ভাব্‌তুম্, সে আবার কি!—কবির কল্পনামাত্র। কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি, 'ভালবাসা' ব'লে একটা জিনিষ আছে, আছে। তা' চ'খে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, হাতে স্পর্শ করা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাসিকায় ঘ্রাণ করা যায় না, জিহ্বায় আস্বাদ করা যায় না, কিন্তু প্রবলভাবে অনুভব করা যায়। কবি বলেছেন, 'ভালবাসা' স্বর্গীয়,—লাভ ইজ হেভন, এণ্ড হেভন ইজ লাভ—,"Love is heaven and heaven is love") সে কথা ভুল। ভালবাসা বড় ভীষণ জিনিষ। ভালবাসা মানুষকে অন্ধ করে, দিগ্-বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য করে, কর্ত্তব্যজ্ঞান ভুলিয়ে দেয়। আমিই জানি, হৃদয়ের সঙ্গে কি যুদ্ধ ক'র্ছি। থাক্,—আবার সে চিন্তা কেন? মনে করেছিলুম্, রমার সঙ্গে শেষ দেখা ক'রে যাব, কিন্তু তা' আর যাব না। তা'তে কোনও লাভ নেই; তাকে যন্ত্রণা দেওয়া মাত্র। তা'র হৃদয় আমি জানি, সে আমায় কত ভালবাসে, তা' জানি। সে ত আর নিতান্ত বালিকা নয়! তা'তে তা'র মহান্ অনিষ্ট। আমি তাকে ভালবাসি, কেমন ক'রে তার অনিষ্ট ক'র্ব্ব? আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। কি জানি, আমার অনিচ্ছায় আমার প্রাণ যদি তা'র কাছে আমায় টেনে নিয়ে যায়। শীগ্‌গির আমি বিদেশে চলে যাব। তবে এখানকার

কাজটা শেষ ক'র্ত্তে হবে। রমার বিয়ের ঠিক্ ক'রে ফেলেছি; তা দিয়ে যেতে হবে। এ রত্নহার যে গলায় পর্ব্বে, সে ভাগ্যবান্। —তা'র অদৃষ্টেই আছে। একবার হেমবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। তাঁকে ব'লে আসি, বাড়ী বিক্রী ক'র্ত্তে হবে না, আমি সৎপাত্র ঠিক্ করেছি। আপনার একটী পয়সাও দিতে হবে না।

[বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে]

এ কি! বাড়ীর ভিতর ঢুক্তে বুক কাঁপ্ছে কেন? হৃদয়, স্থির হও, আমায় জ্বালাতন ক'র না। তা হ'লে তোমায় উপ্ড়ে ছিঁড়ে ফেলব। রমা? রমা আমার কে? কেউ নয়। সে আমার কেউ নয়—পরম শত্রু!—

[হরিদাসের বেগে প্রবেশ]

হরি (ব্যস্তভাবে) এ কে! প্রফুল্লবাবু? সব শেষ! (সক্রন্দন) রমার ভস্মাবশেষ!—

* * * *

অন্নপূর্ণা। (সক্রন্দন) রমা রমা, মা আমার, কোথায় গেলি? আমায় সঙ্গে নিয়ে যা। আমায় ছেড়ে যে তুই একদণ্ড থাক্তে পার্তিস না মা, কেমন ক'রে জন্মের মতন ছেড়ে চল্লি? ও:—মা গো, আমার কি হ'ল? আমি কোথায় যাব! বাপ্রে!—

সপ্তম দৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

হেম। সব ফুরিয়ে গেছে, সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে! আর কোনও আত্মীয় জান্তে আসে না, আমার মেয়ের বিয়ে হ'ল কি-না! মেয়ে বড় হ'য়েছে বলে আর কোন বন্ধু আত্মীয়তা ক'র্ত্তে আসে না। সব চুপ চাপ্, সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ! সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে। এত দিন ভাবনায় কারও ঘুম হ'ত না, আজ আমার স্বদেশবাসীরা নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে ঘুমুচ্ছে। এ বাংলা রসাতলে যাক্। যে দেশের লোক পরনিন্দা পরকুৎসা নিয়েই থাকে, পর-পীড়নে যে দেশের লোকের উল্লাস, পরচর্চ্চায় যে দেশের লোকের উৎসাহ, যে দেশে কেউ কারও ভাল দেখ্তে পারে না—যে দেশে মানুষ মানুষের হিংসা করে, যে দেশের লোকের আত্মোন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা নাই, নিজের অধঃপতন নিজে বুঝ্তে পারে না, সে দেশ উৎসন্ন যাক্। রমা, আমার রমা কোথায় গেল? রমা, রমা, আয়, একবার কাছে এসে দাঁড়া, একবার 'বাবা' ব'লে ডাক্! তুই চিরকুমারী হয়ে থাক্তে চেয়েছিলি, কেন তোকে আমি তা' রাখি নি? তা'হলে ত এমন ক'রে হৃদয় অশান্ত না। আমিই তোকে মেরে ফেলেছি। আমি বাপ্, তোকে সৎপাত্রে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য, আমি তা পারি নি। আমাকে নিষ্ঠুর সমাজের হাত থেকে রক্ষা কর্বার জন্যেই আমার স্নেহময়ী কন্যা আত্মবলি দিয়েছিস্।

[প্রফুল্লর প্রবেশ।]

কে?—প্রফুল্ল? প্রফুল্ল, কে আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'র্লে? আমি ত কারও কোন অনিষ্ট করি নি?

প্রফু। আপনি জ্ঞানী। আপনাকে আর আমি কি বোঝাব? সে পাপ-সংসারের নয়, কেন সে এ পাপ-সংসারে থাক্বে? দু'দিনের জন্যে এসেছিল, নিজের মহত্ত্ব দেখিয়ে কাজ করে চলে গেছে। তা'র এ আত্মহত্যা নয়, এ আত্মবিসর্জ্জন।

হেম। ঠিক্ বলেছ। সে স্বর্গের দেব-বালা। আমি সংসারের অধম জীব, তাই সে ঘৃণায় আমায় ছেড়ে চলে গেছে!

প্রভু। আপনি কাতর হবেন্ না। ক্ষমা সংসারে অক্ষয়কীর্ত্তি রেখে গেছে। তার এ অদ্ভুত আত্মত্যাগ সমাজের গায়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। তা'র এই আত্ম-বিসর্জ্জন অন্ধ সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে। জানবেন্, অমঙ্গলের ভিতরেও ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত নিহিত আছে।

হেম। ভুল প্রভুল! ভুল! সব ভুল! আমাদের সমাজের চো'খ ফুটবে? তা' তুমি মনেও স্থান দিও না। আমরা জোরে কলম চালাতে পারি, বক্তৃতায় দেশ তাসিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না। এই হচ্ছে আমাদের স্বভাব, এই আমাদের ধর্ম্ম, এই আমাদের নীতি, এই আমাদের অস্থি-মজ্জাগত গুণ। যুগ-যুগান্তরেও এ নীতির ব্যতিক্রম ঘটবে কি না সন্দেহ!

[যবনিকা-পতন]

(সমাপ্ত)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

জিজ্ঞাসা।

মানস-নন্দনজাত কল্প-সতিকার
একটি কুসুম যদি দিই উপহার
পদপ্রান্তে, মহারাজ! তুমি স্নেহ হাসি,
তুলে কি নেবে না তা'রে আদরে সম্ভাষি?

হৃদয়-গহনপ্রান্তে ভাবের দেউলে,
সহসা কখনো যদি দীপখানি জ্বলে
ভকতি অমৃতদীপ্ত, আরতির তরে,
তোমারে কি পাইব না বিজন মন্দিরে!

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

আতুরের ভিক্ষা।

আমি পাতকী বলিয়া করিও না হেলা,
রাখিও না দূরে ফেলিয়া হে,
আমার পাপের মাঝারে বসতি বলিয়া
ঘৃণায় যেও না চলিয়া হে!
আমার দিবস যামিনী বৃথা কাজে যায়,
তোমারে থাকি গো ভুলিয়া হে,
এ জগতে হায়, বড় পাপী আমি,
রাখিও না পায়ে ঠেলিয়া হে!
মনে হয়, বুঝি, কেহ নাই মোর,
একাই চলেছি আঁধারে হে;
শুনেছি হে তুমি অগতির গতি,
তুমি কি ছাড়িবে আমারে হে?
সম্বলহীন সহায়-বিহীন
মোর ভরসা তোমার চরণ হে,
তাই আর্ত্ত কাতরে ডাকে বারে বারে,
মাগে গো তোমার শরণ হে!
দীন হতে দীন, অতিদীন আমি,
মোরে হের প্রভু, আঁখি মেলিয়া হে,
অধম-তারণ পতিত-পাবন,
কোলে মোরে লহ তুলিয়া হে!

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু জ্যোতিষ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সূর্য্যের পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ-পথটী ক্রান্তি-বৃত্ত বা রাশিচক্র-নামে অভিহিত। অন্য গ্রহগণের পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমণের পথ আছে; তাহাদিগকে সেই সেই গ্রহের বিমণ্ডল বলে। কিন্তু তাহাদেরও পরিমাণ গণনা-দ্বারা রাশিচক্রেই স্থিরীকৃত হয়। অশ্বিনী নক্ষত্র রাশিচক্রের আদি। ইহা হইতেই মেষ বৃষাদি দ্বাদশ রাশি গণিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাশিচক্রে ৩৬০ অংশ, তাহাতে ১২ রাশি; সুতরাং প্রতি ৩০ অংশে এক একটী রাশি হইয়া থাকে।

রাশির নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে।—

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা,
তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ মীন।

রাশিচক্রে ২৭টী নক্ষত্র কল্পিত হয়। এজন্য ৩৬০ অংশকে সমান ২৭ ভাগ করিলে প্রতি ১৩ অংশ ২০ কলাতে (৬০ কলায় ১ অংশ) এক একটী নক্ষত্র হইয়া থাকে। নক্ষত্রগণের নাম—১। অশ্বিনী, ২। ভরণী, ৩। কৃত্তিকা, ৪। রোহিণী, ৫। মৃগশিরা, ৬। আর্দ্রা, ৭। পুনর্ব্বসু, ৮। পুষ্যা, ৯। অশ্লেষা, ১০। মঘা, ১১। পূর্ব্বফল্গুনী, ১২। উত্তরফল্গুনী, ১৩। হস্তা, ১৪। চিত্রা, ১৫। স্বাতী, ১৬। বিশাখা, ১৭। অনুরাধা, ১৮। জ্যেষ্ঠা, ১৯। মূলা, ২০। পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১। উত্তরাষাঢ়া ২২। শ্রবণা, ২৩। ধনিষ্ঠা, ২৪। শতভিষা, ২৫। পূর্ব্বভাদ্র-পদ, ২৬। উত্তরভাদ্রপদ, ২৭। রেবতী।

প্রত্যেক রাশি রাশিচক্রের ১২ ভাগের এক ভাগ। প্রত্যেক নক্ষত্র রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ। এজন্য ২¼ বা ২¼ অর্থাৎ প্রত্যেক সওয়া দুই নক্ষত্রে এক একটী রাশি হইয়া থাকে।

অশ্বিনী, ভরণী, ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ (চতুর্থাংশকে পাদ বলে) মেষ-রাশি। এইরূপে কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, রোহিণী ও মৃগশিরার প্রথমার্দ্ধ বৃষরাশি। মৃগশিরার শেষার্দ্ধ, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসুর প্রথম তিন পাদ মিথুনরাশি। পুনর্ব্বসুর শেষ পাদ, পুষ্যা ও অশ্লেষা কর্কট রাশি। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তর-ফল্গুনীর প্রথম পাদ সিংহরাশি। উত্তর-ফল্গুনীর শেষ তিন পাদ, হস্তা ও চিত্রার প্রথমার্দ্ধ কন্যারাশি। চিত্রার শেষার্দ্ধ, স্বাতী ও বিশাখার প্রথম তিনপাদ তুলারাশি। বিশাখার শেষপাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা বৃশ্চিক-রাশি। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার প্রথম চরণ ধনুরাশি। উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিন চরণ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার প্রথম অর্দ্ধেক মকররাশি। ধনিষ্ঠার শেষ অর্দ্ধ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রথম তিন পাদ কুম্ভ। পূর্ব্বভাদ্রপদের শেষ পাদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী মীনরাশি নামে অভিহিত হয়।

সূর্য্য এক বৎসরে বা ১২ মাসে রাশিচক্র অর্থাৎ ১২ রাশি পরিভ্রমণ করেন্; এজন্য এক রাশি অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যত সময় লাগে, তাহাই এক মাস। মেষ-রাশিতে সূর্য্য অবস্থান করিলে বৈশাখ মাস, বৃষরাশিতে থাকিলে জ্যৈষ্ঠ মাস ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার ১২ মাসে ১২ রাশি-ভোগ পূর্ণ হয়।

ইহার কাল ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩২ পল (৬০ পলে ১ দণ্ড) অর্থাৎ ৩৬১ দিন ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট।

৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩২ পলকে সমান ১২ ভাগ করিলে গড়ে ৩০ দিন ২৬ দণ্ড ১৮ পল, এক মাসের দিনসংখ্যা হয়। কিন্তু সূর্য্যের গতি প্রতিদিন সমান নহে। গতির হ্রাস হইলে অধিক সময়ে ও গতির বৃদ্ধিতে অল্পদিনে রাশি-ভোগ সমাপ্ত হইয়া থাকে।

সূর্য্যোদয়-সময়ে সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থিত সম্পূর্ণ দিনটী রাশি-অনুসারে সেই মাসের তারিখরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা সংক্রান্তি-দিবসে অহোরাত্রের ভিতরে যে কোন সময়ে সংক্রান্তি অর্থাৎ সূর্য্যের অন্য রাশিতে গমন হইলেও সূর্য্যোদয়-রাশি অনুসারে সম্পূর্ণ দিনটী পূর্ব্বমাসের ভিতর থাকে। এইরূপে ২৯ দিন হইতে ৩২ দিন পর্য্যন্ত মাসের দিন সংখ্যা হইয়া থাকে।

আমাদের বঙ্গদেশে যেরূপ সূর্য্যের মেষ-বৃষাদি-রাশিভোগ অনুসারে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি সৌর মাস ও তাহার দিনসংখ্যা-দ্বারা মাসের তারিখ গণিত হয়, আসাম, উড়িষ্যা এবং পঞ্জাবেও সেইরূপ সৌর মাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে চান্দ্র মাস অনুসারে মাস-ব্যবহার-প্রথা প্রচলিত।

চান্দ্র মাসে দুইটী পক্ষ। যে পক্ষে চন্দ্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহার নাম কৃষ্ণপক্ষ এবং যে পক্ষে চন্দ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহার নাম শুক্লপক্ষ। কৃষ্ণ-পক্ষের প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে একটী গৌণ চান্দ্র মাস হয়। এই গৌণ চান্দ্রের তিথি তাঁহারা তারিখের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ৩০ তিথিকে মুখ্য চান্দ্র মাস বলে। ইহার তিথি তারিখের ন্যায় ব্যবহৃত হয় না; কেবল কোন কোন ধর্ম্মকার্য্যে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ১২টী মুখ্য চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর হয়। যে-বৎসরে মলমাস হয় অর্থাৎ যে-বৎসরে কোন সৌরমাসে দুইটী শুক্ল প্রতিপদ্ আরম্ভ হয়, সেই বৎসরে একটী চান্দ্র মাস অধিক হয়। এই অধিক চান্দ্র মাসটীকে মলমাস বলে। এ-নিমিত্ত সেই বৎসরে ১৩টী চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে। চৈত্র-মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে চান্দ্র বৎসরের আরম্ভ হয়। শকাব্দ ও বঙ্গদেশের সন, উড়িষ্যার বিলায়তী প্রভৃতি বৎসর সৌরমাস হিসাবে এবং সংবৎ, হিজরী প্রভৃতি চান্দ্রমাস-হিসাবে গণিত হয়।

তিথি-অনুসারে তারিখের ব্যবহার অত্যন্ত অসুবিধাজনক। কারণ, কখন কখন একদিনে দুইটী তিথি শেষ হয়, কখনও বা তিন দিনেও এক তিথি থাকে। এই অসুবিধার জন্য আজ-কাল ঐ সকল প্রদেশে ইংরাজী-মাসের তারিখই সমাদরে গৃহীত হইতেছে। আমার মনে হয়, জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে ঐ সকল স্থলেও বিদেশীয় তারিখ ব্যবহার না করিয়া, ভারতেরই কোন প্রদেশের তারিখ ভারতের সকল প্রদেশের তারিখ-রূপে ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এজন্য পশ্চিম-ভারতের ঐ সকল প্রদেশে এ বিষয়ে বহু আন্দোলনও চলিতেছে। বঙ্গদেশের তারিখে এরূপ কোন অসুবিধা নাই; মাস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক তারিখ বাড়িতে থাকে। এইজন্য সমগ্র ভারতে বঙ্গদেশের ন্যায় তারিখ-ব্যবহারের আবশ্যকতা

দেখাইয়া এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত সম্মেলন-নামক মাসিকপত্রিকায় আমিও কয়েক-বার প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

বঙ্গদেশেও অল্পদিন হইল, যুক্তি-ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিরুদ্ধ একটী কুপ্রথা তারিখ ব্যবহারে প্রচলিত হইতেছে। ইহাতে কখন কখন মাসের তারিখ পরিবর্ত্তিত হয়। এজন্য হিন্দু-স্থানীয়দিগের প্রকাশিত পঞ্জিকার বাংলা তারিখের সহিত বাঙ্গলার পঞ্জিকার তারিখের অনৈক্য ঘটিয়া থাকে।

কুপ্রথাটী এই :—যদি রাত্রি দুই প্রহরের পর সূর্য্যের সংক্রমণ হয়, তবে সংক্রমণের পরের দিনটীও পূর্ব্ব মাসের মধ্যেই ধরা হইয়া থাকে।

যেমন, ১৩২৫ সালের ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রি ৯ ১:১০ মিনিটের সময়ে সূর্য্য কর্কট রাশিতে গমন করায় ভাদ্রমাস ঐ সময়ে আরম্ভ হইয়াছে, পঞ্জিকাতেও যথাবিধি ভাদ্র প্রথম ৪৮।৪৭ রাত্রি ৯ ১.১ লেখা হইয়াছে, কিন্তু পরদিন শনিবার '১লা ভাদ্র' না লিখিয়া পঞ্জিকায় ৩২ শ্রাবণ লেখা হইয়াছে। হিন্দুস্থানীয় পঞ্জিকায় কিন্তু '১লা ভাদ্রই' লেখা হইয়াছে। এইরূপ মাস-ব্যবহারের বিরুদ্ধে বহু বিদ্বদ্ব্যক্তি লেখনী-পরিচালনা করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফললাভ হয় নাই। সুপ্রথাই হউক্ বা কুপ্রথাই হউক্, বঙ্গবাসীর ঊর্ব্বর-মস্তিষ্কে যাহা একবার নিহিত হইবে, তাহা কিছুতেই অপসারিত হইবার নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-জ্যোতিস্তীর্থ।

"বন্ধু মোরে বলেছিল।"

১

বন্ধু মোরে বলেছিল
আকাশ-পানে চাইতে,
নীল সাগরে দৃষ্টি-তরী
বাইনু আমি তাইতে!
ওই সুদূরের অসীমতা,
প্রান্তবিহীন উদারতা,
প্রাণের আমার সকল ব্যথা
শিখিয়ে দিল সইতে।

২

বন্ধু মোরে বলেছিল
চাইতে আকাশ পানে,
চন্দ্র যেথায় তারার দলে
মগ্ন মহাধ্যানে!
উজল মধুর শুভ্র মাঝে
এই যে বিরাট শান্তি রাজে,
অশান্ত মোর পরাণ মাঝে
পূরায় শান্তি গানে!

৩

বন্ধু মোরে আকাশ পানে
চাইতে বলেছিল
অনন্ত ওই নীলের মাঝে
যেথা খেলছে ছায়া আলো,
ওই যে আমার প্রাণের সখা
নীলের আভা অঙ্গে মাখা,
সূর্য্য চন্দ্র তারে আঁকা,
প্রাণের মাঝে এলো।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্নাহত।

হে প্রিয়, ফিরিয়া নাহি যা'ব রাজপুরে।
স্বপনে হেরিনু যারে, কোথা গেলে পাব তা'রে,
　　কোন্ দূর সমুদ্রের কোন্ নদী-তীরে?
দূরে থাক্ ধনুর্ব্বাণ, ব'ল অসি খরশান,
　　তূণীর পড়িয়া থাক্ স্তব্ধ বটমূলে!
মিছে সখা, রাজকেশ, ভ্রমর-নিন্দিত কেশ;
　　দহিছে হৃদয় মম বিরহ-অনলে।
কোথা সমুদ্রের মাঝে, সেই স্বর্ণপুরী রাজে,
　　সোনার পালঙ্কে কোথা হৃদয়-রতন?
ছড়াইয়া এলোচুল, দলিয়া বকুল ফুল,
　　কোথা মহীয়সী বালা ঘুমে অচেতন?
জিনিয়া ভাস্কর ভাতি, কোথা সে তনুর দ্যুতি,
　　কই সে অধর-প্রান্তে অমলিন হাসি?
ভুবন ভ্রমিয়া সখা, কোথা তা'র পাব দেখা,
　　কোন্ পাতালেতে কোন্ ত্রিদিবেতে প'শি?
হের প্রিয়, নদী-নীরে, রবিকর মুচ্ছি পড়ে,
　　শরৎ-প্রভাত কাঁদে কাহারে স্মরিয়া!
পুষ্পগন্ধ বহি' ধীরে, সমীর কাঁদিয়া ফিরে;—
　　তাহারো কি প্রিয়তমা গিয়াছে ছাড়িয়া!
তা'রো কি জাগিছে মনে সুনিবিড় আলিঙ্গনে,
　　একটি নিশার সেই বাসর-যাপন?
সেও কি আমারি মত, নিশা-শেষে স্বপ্নাহত,
　　আকাশে বাতাসে হেরে প্রিয়ার আনন?
শরতের দিবাশেষে চন্দ্রমা উদিবে হেসে,
　　কোজাগর পুলকিয়া বিশ্বচরাচর,
আমার হৃদয়-নভে শুধু কি জাগিয়া রবে
　　চির-মৌন অন্ধকার অসীম দুস্তর!
যাও বন্ধু, যাও ফিরে, আবার উজানীপুরে,
　　মদন রহিল হেথা, চাহিও না ফিরি।
নাহি চাহি রাজ্য-ধন, মণিময় সিংহাসন;
　　কোথা মধুবালা কোথা হৃদয় ঈশ্বরী!

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।

বাইগ্রস্ত ননীবালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।—উপবাস।

"কৈ গো, কোথায় গো?"

কাহারও সাড়া-শব্দ না পাইয়া, পশুপতি-বাবু উঠানে পাইচারি করিতে করিতে আবার ডাকিলেন, "কৈ গো, কোথায় গেলে? একবার এ দিকে এস না?"

ঝি, নিরুর মা রান্নাঘর ধুইতেছিল; সে বলিল, "মা, নীচের ঘরে গঙ্গাজল ছড়াচ্ছেন্।" পশুপতিবাবু একটু সরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তখনও রান্নাঘরের উনানে আগুন পড়ে নাই। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কৈ! এখনও রান্নাঘরে আগুন পড়ে নি! আমি কাল দশবার বলেছি, আমাকে আজ সকাল সকাল বেরুতে হবে।"

ঝি চুপ করিয়া রহিল। বাবু এ-দিক্ ও-দিক্ চারিদিক্ চাহিয়া পত্নীর উদ্দেশে গমন করিলেন্। ননীবালা তখন ছেলেদের বিছানা গুটাইয়া তাহাতে গঙ্গাজলের ছিটা দিতেছেন্। পশুপতিবাবু বলিলেন, "এ কি! আমি না তোমাকে কাল বলে রেখেছিলাম

যে, আমাকে আজ সকাল সকাল বেরুতে হবে? আমার আপিসে ইন্‌স্পেক্‌সন হবে; কমিসনার সাহেব আস্‌বে!"

নলীবালা চুপ করিয়া রহিলেন্, কোন উত্তরই দিলেন্ না। তিনি আপনার মনে ছেলেদের বিছানায় গঙ্গাজলের ছিটা, ঘরের মেজেতে গঙ্গাজলের ছিটা, ছেলেদের কাপড়-চোপড়ে গঙ্গাজলের ছিটা; পাঁটরা বাক্স, সিন্দুকে গঙ্গাজল লেপন-কার্য্যে বিব্রত। পশুপতিবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি পাগল না কি? কি ক'র্‌চো? দেখ্‌চো না—হু হু করে বেলা হয়ে গেল! এখনও রান্না-ঘরে আগুন প'ড়্‌লো না?"

নলীবালা তখন বলিলেন, "এই যা-চ্ছি, তুমি চল, তুমি চল।" পশুপতিবাবু বলিলেন, "তুমি এখানে জল ছড়াচ্ছো, আর আমার সেখানে মধু ছড়াবে!"

নলীবালা একটু হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন, কেন? এই চল না, যাচ্ছি।" পশুপতি-বাবু তাহার বিলম্ব দেখিয়া আবার বলিলেন, "তুমি এখানে গঙ্গাজল দিতেছ, আপিসে আমাকে সিছরির জল দেবে!" নলীবালা তখন বলিলেন, "অমন আপিসে চাক্‌রি কর কেন? একদিন সুখ অসুখ নেই, একদিন সুবিধা অসুবিধা নেই! রোজ এক সমান ভাবে কি পেরে ওটা যায়!" পশুপতিবাবু তখন বলিলেন, "তুমি ত প্রায় রোজই এই রকম বেলা ক'রে থাক। শুধু ত আজ বলে নয়। তুমি জান, আমাদের কেরানীগিরি কাজ, আমরা ক্রীতদাসেরও হীন! লোকে খুন ক'রেও অব্যাহতি পেতে পারে, কিন্তু আমাদের নিষ্কৃতি নাই;—আমাদের পাপে থেকে চুল খস্‌লেই বড় বিপদ্! বড় সাবধান হয়ে কাজ ক'র্‌তে হয়, জান? আমাদের প্রত্যহ সাপের সঙ্গে খেলা। কখন্ ছোবল মার্‌বে, তা'র ঠিক্ নেই!

নলীবালা তখন বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ও—ও-ঝি—ই-ই; ও-ঝি-ই।" ঝি উত্তর দিল ক্যানো-ও-ও?"

নলী। তুই শীগ্‌গির উনুনে আগুন দে। বাবু সকাল সকাল বেরুবেন্।

ঝি। আমি অনেকক্ষণ আগুন দিয়েছি। উনুন্ পুড়্‌চে। আপ্‌নি এলে হয়!"

নলীবালা ঘর হইতে বাহির হইয়া, একটু তৈল গায়ে-মাথায় দিয়া তাড়াতাড়ি কলে গেলেন্। কলে যত জল মাখেন্, কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় না! একবার, দুইবার, দশবার গায়ে মাথায় জল ঢালিলেন, তবুও তাঁহার স্নান-কার্য্য সম্পূর্ণ হইল না। এ-দিকে ছেলেরা স্কুলের ভাতের জন্য তাড়া লাগাইল।

ঘড়ি ত আর কাহারও হাত ধরা নয়। সে আপনার মনে টিক্ টিক্ করিয়া চলিয়াছে। সূর্য্যদেবও আকাশে উঠিয়া যেন আলস্য-পরতন্ত্র ও দীর্ঘসূত্রী গৃহিণীগণকে চোখ রাঙাইতেছেন্। দেখিতে দেখিতে ঘড়িতে সাড়ে নয়টা বাজিল। তখন নলীবালা আসিয়া গৃহদেবতা নারায়ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি একবার গড় করেন্, দুইবার গড় করেন্, দশবার গড় করেন্ তবুও, তাঁহার মনের শান্তি হয় না।

পশুপতিবাবু আবার আসিয়া বলিলেন্, "কি গো, ভাত হ'ল?" তখন নলীবালা তাড়াতাড়ি আসিয়া ভাত চড়াইয়া দিলেন। পশুপতিবাবু দেখিয়া অবাক্! তিনি কিয়ৎক্ষণ

ননীবালার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দিবি, অতিসুন্দর। এ-রকম হ'লে আর চাকরী থাকবে না। আমাদের অশেষ দুর্গতি হবে!"

এই বলিয়া তিনি আপিসে চলিয়া গেলেন। ছেলেরা ২৷৩ গ্রাস অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া এগারটার সময়ে স্কুলে গেল। কর্ত্তা-গৃহিণীর অন্ন-ব্যঞ্জন চাপা রহিল। ঝিকর মা রান্নাঘর ধুইয়া ভাত লইয়া চলিয়া গেল। বেলা একটা বাজিল।

পাড়ার ভূতোর মা তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে বেড়াইতে আসিয়া বলিল, "কেন্‌রে ঝি, তুই এখনও বাড়ী যাস্ নে?" সে বলিল, "কি করে যাব মা?"

ভূতর মা।—কেন?

ঝি। এখনও সকলের খাওয়া দাওয়া হয় নি। বাবু না খেয়ে অম্‌নি চলে গেছেন্।

ভূ, মা।—তোর মা'র খাওয়া হয়েচে?

ঝি।—না—মা,—তাঁর আর বাবুর ওই ভাত বাড়া রয়েছে।

ভূ, মা।—বাবুর খাওয়া কেন হ'ল না?

ঝি (হাত নাড়িয়া)—বেলা—বেলা গো! বাবুর আপিসে কি কায ছেল, বেলা হ'লো, চলে গেলেন্।

ভূতর মা নাক-মুখ নাড়িয়া বলিল, "নে বাপু, তুই নে, তোর মায়ের গুণ জানা আছে। তোর আর চাকতে হবে না। কোন্ দিন তোর বাবু সকাল সকাল আপিসে যায়?" ঝি চুপ করিয়া রহিল। ভূতর মা বলিল, "ঐ রকম কল্লেই তোর বাবুর চাকরিটী যাবে, আর তোরা ঘরে ব'সে বসে খাবি আর কি!" এই বলিয়া ভূতর মা চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আপিস্।

বরাহনগরের কুটীঘাটার রাস্তায় একজন পথিক সর্ব্বাগ্রে দ্রুতপদে চলিয়াছেন্। ষ্টীমারের ভোঁ শুনিয়া তিনিও ভোঁ দৌড় দিলেন। ষ্টীমার যত ভস্ ভস্ করিয়া ধূমোৎগিরণ করিতে লাগিল, কুটিওয়ালা বাবুরা তত ঊর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাভিমুখে দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পেটের ভাত আর জল চকাস চকাস করিয়া নড়িতে লাগিল! আমাদিগের পশুপতিবাবু ঐ অগ্রগামী ব্যক্তি। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টীমারে আসিয়া উঠিলেন্।

ষ্টীমার যথাসময়ে ছাড়িয়া দিল। গস্ গস্ শব্দে গঙ্গাবক্ষের বীচিমালা ভেদ করিয়া ষ্টীমার আসিয়া হাবড়া-পুলের ঘাটে ধরিল। আরোহিগণ তাড়াতাড়ি নামিয়া আপিস-পানে ছুটিলেন। আমাদিগের পশুপতিবাবুও তাড়াতাড়ি আসিয়া ট্রামে উঠিলেন।

তিনি যখন আলিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা প্রায় ১১টা, সাড়ে এগারটা। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া অষ্টমীর ছাগপশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন কেবল মধুসূদনের নাম তাঁহার জপমালা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন্, কমিসনর সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট-বাবু প্রভৃতি তাঁহার টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া। তিনি সাহসে ভর করিয়া কর্ত্তাদিগকে এক লম্বা সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন্।

কমিশনর—Who is this man? (এ ব্যক্তি কে?)

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—Headclerk of this

department (এই বিভাগের প্রধান কেরাণী)

কমি—Why is he so late ? (উহার এত দেরী কেন ?)

সুপ—তোমার এত দেরী হ'ল কেন ?

Headclerk—আমার কাল হইতে জ্বর হইয়াছে।

কমি—What ? (কি ?)

সুপ—He has been attacked by fever since yesterday. (কাল হইতে ইহার জ্বর হইয়াছে।)

কমি—What ! Fever ! Damn ! Nonsense ! Where is his medical Certificate ? (কি ? জ্বর ! ছিঃ ! পাজ্‌লামি ! চিকিৎসকের নিদর্শনপত্র কোথায় ?)

সুপ—তোমার ডাক্তারের সার্টিফিকেট এনেছ ?

পশুপতিবাবু—কাল জ্বর হয়েছে,—সার্টিফিকেট আন্‌তে পারি নাই।

কমি—What ? (কি ?)

সুপ—He got fever yesterday only ; could not get time to bring his certificate. (কালমাত্র জ্বর হইয়াছে। সার্টিফিকেট আনিতে সময় পায় নাই।)

কমি—Nonsense ! False Excuse ! I din't hear. Where is his Service Book ? (বাজে ওজর ! আমি শুন্‌ব না। উহার কর্ম্মপুস্তক কোথায় ?)

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট দৌড়িয়া গিয়া Service Book আনিয়া সাহেবের সম্মুখে ধরিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, What is his pay ? (উহার বেতন কত ?)

সুপা—Hundred rupees (এক শত টাকা।)

কমি—Very well. I fine him ten rupees for his so late attendance. (ভাল, উহার এত বিলম্বে উপস্থিতির জন্য আমি উহাকে ১০৲ জরিমানা করিলাম।)

এই বলিয়া সাহেবপুঙ্গব আপনার অকাট্য হুকুম বাহির করিয়া সার্ভিস বুকে (Service Book) কলম ডালিলেন। হেড্ কেরাণী পশুপতিবাবুর মাথা খাইলেন !

অতঃপর আগন্তুক সাহেবদল এদিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বনমধ্যে ভয়ার্ত্ত পক্ষি-শাবক বা হরিণশিশু ব্যাধ কিম্বা ব্যাঘ্রকে যেরূপ দেখে, কেরাণীদল তদ্রূপ আলমারীর অন্তরাল হইতে, কেহ টেবিলের পার্শ্ব হইতে, কেহ দরজার ফাঁক হইতে চকিত দৃষ্টিতে উঁকি মারিতে লাগিল,—কতক্ষণে সাহেবেরা বাহির হইয়া যায় ! সকলেই প্রাণপণে দুর্গা-নাম জপ করিতেছে। পরিচ্ছদ-দল বাহির হইয়া আসিতে না আসিতে লোষ্ট্র-ক্ষিপ্ত পানা-পুকুরের পানার ন্যায় কেরাণীদল এক এক জায়গায় আসিয়া জুটিল। আপিসে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল ! কেহ বলিল, "বাবা ! সাহেব ত ভয়ানক কড়া ! একেবারে দশ টাকা ফাইন। লঘু পাপে গুরু দণ্ড ! একটু দেরীর জন্য এত শাস্তি।" কেহ বলিল; "সাহেবের অপরাধ কি ? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-বাবুর বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।" কেহ বলিল, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দোষ নয়, হেড্ ক্লার্কবাবুরও দোষ নয় ! ও-সব বরাতের দোষ হে, বরাতের দোষ ! তা না হলে

আজ হেডক্লার্ক-বাবুর অত বেলাই বা হবে কেন?" এইরূপে বেচারা কেরাণীগণ কেরাণীখানায় বসিয়া পরীক্ষকদিগের দেব-চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে দিবস শেষ করিয়া, যে-যাহার পাত্তাড়ি গুটাইয়া ভাল ছেলের মত গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পশুপতিবাবুর গৃহ।

পশুপতিবাবু আপিস হইতে বাটীতে আসিয়া পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, শান্ত ও বিমর্ষভাবে আপনার শয়ন-কক্ষে শয্যার উপরে অর্দ্ধ-শয়নে কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ননীবালা আসিয়া বলিল, "বেশ, তুমি কখন্ এসেচো, আমাকে বল নি? ভাত বেড়ে এনে দিই, খাও? মুখ হাত ধোও! সকালে না খেয়ে চলে গেলে কেন?" পশুপতিবাবু না রাম না গঙ্গা। তিনি চুপ করিয়া কেবল কি ভাবিতে লাগিলেন; আর এক এক বার স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ননীবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে তোমার? অসুখ করেছে? অমন কচ্চো কেন? ভাত খাবে না? ভাত আন্‌বো?" পশুপতিবাবু হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটী বেদনা-সূচক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, —"হবে আর কি? আমার মাথা আর মুণ্ড!" ননী বলিল, "কেন, কেন, কি হয়েছে?" পশুপতি বলিলেন," আমার দশ টাকা জরিমানা হয়েচে, আর শুধু তাই নয়; সার্বিস-বুকে (Service Book) সাহেব তাই লিখে দিয়েছে। আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির দফা খেয়ে দিয়েছে!"

ননী অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আমার পোড়া কপাল আর কি। আমি পোড়ারমুখী মর্‌তে গিয়ে কেন দেরী কর্‌লাম—আমি সকাল সকাল ভাত দিলে ত আর এসব কিছু হইত না! আমার মরণ আর কি!"

পশুপতিবাবু বলিলেন, "দেখ ননী, তোমার যা হয়েছে, আমি দেখ্‌তে পাচ্চি; এখন শেষ রক্ষা কি রকমে হবে, আমি আর ভেবে কূল-কিনারা পাই না!"

ননী বলিলেন, "যা হবার তা হবে, এখন খাও তো?" তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে ভাত আনিয়া দিলেন। পশুপতি দুই এক মুঠা যা তা করিয়া খাইয়া উঠিলেন। ননী ধরিলেন, "ভাল করে খেলে না কেন? ভাত বুঝি কড়্‌কড়্ হয়ে গেছে? ব্যাঞ্জন এড়াইয়া গিয়াছে!"

পশুপতি বলিলেন, "আমি আর খাব কি! আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্চে!"

ননীবালা রান্নাঘরে গিয়া আপনি খাইয়া আসিলেন। সে দিন রাত্রে আর রাঁধিলেন না। ঝি-চাকরের পয়সা দিলেন, তাহারা জলপান কিনিয়া খাইল। ছেলেরা কলায় করিল।

ননী ঘর-দুয়ার সারিয়া উপরে আসিল। নীচের, উপরের ঘরে গঙ্গাজল ছড়াইল; কাপড় ছাড়িল; শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল। পশুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এত দেরী হ'ল কেন?"

ননী বলিল, "বিলম্ব আর কি, এই সব সেরে আস্‌চি।"

পশুপতি বলিলেন, "ঐ সার্‌তে সার্‌তেই শেষে আমাকেও সেরে ফেলে দেবে আর কি!"

ননীবালা বলিলেন, "কি রকম ?"

পশু। এই আমার চাকরিটা যাবে, আর কি! শেষে শুকিয়ে ম'রবো! আর কি!"

ননী একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তা আমি আর কি কর্‌বো বল! আমার ত কোন দোষ নাই। আমার একলাকে ঘরের উন্‌কুটি চৌষট্টি সব দেখ্‌তে হয়।"

পশুপতি।—তোমার দোষ নাই? খুব দোষ আছে।

ননী—কেন?

পশুপতি—যে কাজ একবার ক'র্‌লে হয়, তুমি তাই দশবার ক'র্‌বে! তাতে সময় যায়, শরীর নষ্ট হয়! বাসন একবার মাজ্‌লে পরিষ্কার হয়, তুমি তাই ৩' তিনবার মাজাবে, তাতে বৃথা সময় যায়। কি চাকরেরাও অসন্তুষ্ট হয়। কখন কখন আবার তাদের মাজা মনঃপূত না হলে, তুমি নিজে মাজো। বাজারে জিনিষ কিন্‌তে দিলে, কি চাকর জিনিস আন্‌লে, তুমি তাতে পাঁচ সাতবার গঙ্গাজল ছিটাবে! তুমি ভাত রাঁধ্‌তে যাচ্ছো, এমন সময় কেউ ছাঁচ্‌লে, তুমি খোম্‌কে দাঁড়াবে; টিক্‌টিকি প'ড়্‌লে বসে থাক্‌বে, ভাত চড়াবে না। তোমার এত কুসংস্কার যে, আপিস-স্কুলের বেলা হলেও তোমার তাতে ভয় নাই; চৈতন্য নাই! তুমি যেন কেমন একটা অসার জড় জিনিসের মত! তোমায় দেখ্‌তে পাই, কেবল গা ধোবার সময়, শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার কর্‌বার সময়, চৈতন্যের উদয় হয়! জ্ঞানের চক্ষু খুলে যায়। তুমি তখন একজন লোক দশজন হও! তোমার উৎসাহ দেখে কে! তুমি তখন অসাড়, নিশ্চেষ্ট থাক না। তোমার গায়ে তখন তিনশ বলের সঞ্চার হয়। এক বাল্‌তির জায়গায় দশ বাল্‌তি জল চাল; ছি! ছি!

ননী—বাজারের জিনিষগুলো আমি তুলে নেবো? তাতে গঙ্গাজল দেবো না?

পশুপতি।—যদি তাই দিতে হয়, একবার দিলেই ত হয়? দশবার দিবার দরকার কি? একবার ভাল করে ধুয়ে নিলেই ত হয়।

ননী।—বাজারে কত ছত্রিশ জাত আসে। কাওরা, বাগ্‌দী, হাড়ি, ডোম, মেথর, মুদ্দফরাস! সকলের ছোঁয়া জিনিস নেবো?

পশুপতি।—তোমার জন্য কি বাজারে কেবল বাছা বাছা নবদ্বীপের আর ভাটপাড়ার শাস্ত্রজ্ঞ বামুন আস্‌বে? আর কেউ আস্‌বে না? তোমার যে সৃষ্টি ছাড়া কথা।

ননী।—জল না চাল্‌লে গায়ের ময়লা যাবে কি করে?

পশুপতি। গায়ের ময়লা নয়, মনের ময়লা! এ বাল্‌তি বাল্‌তি জলে আর কিছু না হ'ক, তুমি ব্যায়রাম্‌কে সাদরে ডেকে আন। তুমি কতবার ভুগেছ, মনে আছে? তোমার শুদ্ধ অশুদ্ধ ব্যায়রাম। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি রাত, কি দিন, সকল সময়ে তোমার মনে খেয়াল হলেই, তুমি ছেলেগুলোর গায়ে হড় হড় করে জল চাল্‌বে! তোমার এক বাল্‌তি দু বাল্‌তি জলে কুলায় না। তুমি বিশ পঁচিশ বাল্‌তি জল গায়ে চাল্‌বে! তুমি সব সময়েই গা সঙ্কুচিত করে কেপে কেপে পা ফেল্‌তেছ; হ্যাক্ থু কর্‌ছ; নাকে কাপড় দিয়েই আছ! তোমার যেন একটা কি জানি, কি বিটকেল ব্যায়রাম লেগেই আছে! কিছুতেই তোমার মনের শান্তি

নেই। একি! তোমার মনে পড়ে, তুমি কতদিন শীতকালে আমার গায়ে শুদ্ধ হড় হড় করে জল ঢেলে দিয়েছ? আমার কাপড় চোপড় সব ভিজিয়ে দিয়েছ। কষ্টের অবধি থাকিত না! তুমি যতক্ষণ না স্বহস্তে আমাকে দুইয়ে অনুমতি দিতে, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম, ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পারতাম্ না। আমার বোধ হয়, তুমি যদি পার্‌তে তা হ'লে আমাকে ধোপার পাটে আছড়াতেও ছাড়্‌তে না। পুকুরে ডুবাবার ঘাড় ধরিয়া চোপাতে ছাড়্‌তে না! ছি ছি! মনে পড়ে কি, বিড়ালে দুধে মুখ দিয়াছে, এই সন্দেহ করে, তুমি কতদিন বাটী বাটী দুধ ফেলে দিয়েছ? এ-সব কি গৃহস্থের সংসার! তুমি কতদিন কত জিনিষ ভুল বুঝে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাও! সে-সব কি ভাল? তুমি কতদিন ছেলেরা ভাত ছুঁয়েছে বলে ভাত ফেলে দিয়েছ, খাও নি, উপোস দিয়েছ! সে কি গৃহস্থের মঙ্গল, না তোমার শরীরের পক্ষে ভাল?

ননী—তুমি কি বল, আমি তোমাদের মত নাস্তিক হব? আমরা হিঁদুর মেয়ে; ছেলে পিলে নিয়ে ঘরকন্না করি, তোমাদের মত সাহেব হ'লে চল্‌বে কেন? বাচ্চা-কাচ্চার ত মঙ্গল দেখ্‌তে হবে?

পশুপতি।—ঐ রকম করে জল ঢাল্‌লেই কি ছেলেদের মঙ্গল হয়?

ননী। আমি অনাচার দেখ্‌তে পারি না!

পশুপতি। তুমি বুঝ্‌তে পার না, যাকে তুমি আচার মনে কর, সেই অনাচার; আর যাকে তুমি অনাচার মনে কর, সেই আচার?

ননী। কেন?

পশুপতি। তুমি যে-গুলিতে শরীরের পীড়া হয়, যাতে সংসারের কতকগুলা বায় হয়, বেলাপত্তর হয়, তাই কর। সে কি রকম আচার? সে যে আমাদের উৎসন্নে যাবার আচার!

ননী। তুমি নাস্তিক।

পশু। আমি নাস্তিক তুমি জান্‌লে কেমন করে?

ননী। তুমি খৃষ্টান্।

পশু। কেন?

ননী। তোমার খাবার বিচার নাই। যা পাও তাই খাও। দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই! তুমি কখনই হিন্দু নও।

পশুপতি। কৈ, কোন্ দিন যা তা খেতে দেখেচ? দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি? তোমাদের মত যেখানে সেখানে, যা'র তা'র পায়ে গড়াগড়ি দেব? একজনের গলায় এক ছের সুতো দেখলেই তাহার পায়ে লুটোলুটি হব?

ননী। খেতে না দেখি, আমরা সব বুঝি গো, বুঝি। কেন গড় ক'র্‌বে না? বামুন হ'লেই নিশ্চয়ই গড় ক'র্‌বে।

পশুপতি। সে যদি চোর হয়, জাকাত হয়, খুনে হয়, তবুও গড় ক'রবো?

ননী—নিশ্চয়ই। বামুন হলেই গড় ক'র্‌বে। গলায় যজ্ঞোপবীত থাক্‌লেই তাঁকে প্রণাম কর্‌বে, তাঁর পায়ের ধুলো নেবে।

পশু। ব্রাহ্মণের গুণ না থাক্‌লে, তবুও পায়ে পড়্‌বো!

ননী। প'ড়্‌বে না ত কি? তাঁর যে পৈতা আছে।

পশু। আজ কাল ত অনেক ঘুসীতেও পৈতে নিচ্ছে, তবে তাদের পায়েতে মাথা ঠুক্‌বো?

ননী। তা কেন? তারা যে ছোট জাত!

পশু—যাও যাও, তোমার বুদ্ধির দৌড়টা বুঝা গেছে! তুমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি জান?

ননী—কি লক্ষণ?

পশু।—'ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ'। ব্রহ্মকে যে জানে সেই ব্রাহ্মণ। কয়জন ব্রাহ্মণ তা জানে? তুমি জান?—"মুচি হয়ে শুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ভজে। আর শুচি হয়ে মুচি-হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।" "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরি-ভক্তিপরায়ণঃ।" যে ব্রহ্মের পথে অগ্রসর হ'তে পারে, তাঁকে উপলব্ধি করে, সেই ব্রাহ্মণ। তার জাতও নাই, জন্মও নাই। সেই বিকারশূন্য ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে আছে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ভচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।" কেবল 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ' বলে পাগল হলে কি হবে!

ননী—(আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) তোমাদের শাস্তর নেস্তর বাপু আমরা অত বুঝি না। আমরা মেয়েমানুষ। আমাদের বাপ্ পিতামো যা করে এসেছে, আমরা তাই করি।

পশুপতি।—আমাদের বাপ্ পিতামো কি শাস্ত্র মান্‌ত না? আর যদি দুজই বুঝে থাকে,—আমাদেরও তাই ক'র্‌তে হবে? তার বিচার নেই? আর তা ছাড়া তখনকার ব্রাহ্মণের অনেকে নিষ্ঠে কাঠা ছিল। তাদের অনেকের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। এখনকার ব্রাহ্মণদের সে ক্ষমতা কৈ?

ননী—ক্ষমতা থাক্ আর না থাক্, আমি কখনও হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

পশুপতি—আমি তোমাকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ ক'র্‌তে বল্‌চি না কি? আমি বলি, ডাল-পালা বাদ দিয়ে, আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ছেঁকে দিয়ে যেটুকু দরকার সেইটুকুই কর। তাতে আমার আপত্তি নেই।

ননী।—তোমার হিন্দুর মত ব্যবহারটা কি? তুমি ব্রাহ্মসমাজে যাও, যা'র তা'র সঙ্গে খাও,—তোমার ধর্ম্ম কোথায়?

পশু।—তুমি কি মনে কর, কতকগুলা জল মাখ্‌লেই ধর্ম্ম হয়? না, এক কাজ দশবার ক'রলেই ধর্ম্ম হয়? না, এটা ছুঁওনা, ওটা ছুঁওনা ক'রলেই, ধর্ম্ম হয়? না, পৈতা গলায় মানুষের পায়ে কেবল মাথা ঠুক্‌লেই ধর্ম্ম হয়? ধর্ম্ম, আপনার মনে। ধর্ম্ম সৎ-কার্য্যে। দয়ায় ধর্ম্ম; পরোপকারে ধর্ম্ম; কর্ত্তব্য কাযে ধর্ম্ম। তোমার গৃহকার্য্য দেখা; স্বামীর সেবা করা; সন্তান-পালন করা; দাসদাসীকে প্রতিপালন প্রভৃতি কার্য্য, ধর্ম্ম। ধর্ম্ম গাছের ফল নয় যে, মনে ক'রলেই পেড়ে লওয়া যায় বা তলায় কুড়াইতে পারা যায়। ধর্ম্মে ত্যাগ চাই, সাধনা চাই, তবে ধর্ম্ম হয়। মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'র্‌লেই ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্ম বড় শক্ত জিনিস! ধর্ম্মে মন পরিষ্কার হওয়া চাই। মনের অত সংকীর্ণতা, অত খুঁত খুঁত ভাব, ধর্ম্মের মত অন্তরায়। তোমরা মনে কর, কেবল উপোস রেখে ধর্ম্ম? সে মহাভ্রম। অতিরিক্ত উপোস তিরেসে শরীর নষ্ট হয়, পীড়া হয়। সেও একটী মহাপাপ। যে আপনার শরীর নষ্ট করে, সে আত্মঘাতী। তা'র পুণ্য-সঞ্চয় দূরে থাকুক্, সে মস্তকে পাপের বোঝা বহন করে। সকল কার্য্যের সীমা আছে। তোমরা দৌড়ে দৌড়ে তীর্থে যাও, মনে কর, তীর্থ-ভূমির মাঠ মাড়িয়ে এলেই সব পাপ দূর

হ'ল, তোমাদের মুক্তি হয়ে গেল, পুনর্জন্ম আর হবে না! তা কখনই ভেবো না। তোমাদের হচ্চে কি না, "মন ভাল নয়, তীর্থ কর, মিছে কাযে ঘুরে মর!" আগে মন ভাল কর, পরিষ্কার কর। পরে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও।

ননী।—(দুঃখিত ভাবে) তুমি আমায় তীর্থে যাবার খোঁটা দিচ্চ? বুঝিছি। আমার পোড়া কপাল আর কি!

পশুপতি খোঁটা নয় গো, খোঁটা নয়! তীর্থে গেছ্‌লে ভাল করেছিলে, কিন্তু তাতে আমার কি কষ্ট হয়েছিল, তা ভাব্‌তে পেরেছিলে কি?

ননী। কেন? তোমার কষ্ট কিসের?

পশুপতি।—(বিরক্ত ভাবে) আমার কষ্ট কিসের? তুমি যে-দিন আমাকে না বলে আমার বাক্স ভেঙে, গহনা-টাকা নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তীর্থ কর্ত্তে পালিয়ে ছিলে, সে-দিন আমাদের ভিটেতে সমস্ত দিন উনুন জ্বলে নি। ছেলেগুলো খাবার বিনে ছট্‌ফট করেছে; আমি পাগলের মত চারিদিকে তোমার খোঁজে ছুটে বেড়িয়েছি! পাড়ার লোকে কেউ হেসেছে; কেউ দুঃখ করেছে। সে দিনের কথা মনে হ'লে এখনও শরীরের রক্ত শুকিয়ে যায়!

ননী। (হাসিতে হাসিতে) স্বামীর ধনে সকলেই তীর্থ করে; সে ত স্বামীর একটা বরাতের কথা—ভাগ্যির কথা।

পশুপতি। তা বলে কি ঐ রকম লুকিয়ে লুকিয়ে না ব'লে করে পালাতে হয়? কেন, আমাকে ব'লে গেলে কি ক্ষতি ছিল? আমি কি যেতে বারণ কর্ত্তুম? তুমি আপনার লোকের সঙ্গে যাচ্চ, এ ত একটা সুযোগ।

ননী। (হাসিতে হাসিতে) তোমাকে বলে তুমি কি আর যেতে দিতে!

পশুপতি—কেন যেতে দিতাম্ না? সঙ্গত হইলেই, যুক্তিযুক্ত হইলেই ত যেতে দিতাম্। তোমরা বড় আতঙ্ক-বুদ্ধিতে কায কর। তোমরা হামবড়া! ঐ তোমাদের মস্ত দোষ।

ননী। (গালে হাত দিয়া) ও মা! তোমাদের সব নূতন ধরণের কথা! আমাদের দেশে চিরকাল উপোস, তিয়েস আছে; চিরকাল দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে; চিরকাল বার ব্রত আছে; চিরকাল শুদ্ধাচার আছে; চিরকাল তীর্থ-ধর্ম্ম আছে। আমরা তাই করি।

পশুপতি। ঠিক্ ঠিক্ ক'রলেই হয়। তা ত নয়; তোমরা যে অনেক ভালপালা বার কর; শেষে জড়িয়ে মর। তোমরা কতক-গুলা লোকের দেখাদেখি কর; কতকগুলা আপনার মনের খেয়ালে কর। শেষে হয় কি?—সাত নকলে আসল ভ্যাজা হয়ে যায়!

ননীবালা। আমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌তে চাই। তা থাক্‌তে দেবে না?

পশুপতি। বেশ ত, সে ত অবশ্যকর্ত্তব্য। তা'তে আপত্তি কি? তুমি তা' ত ক'র্‌বে না?

ননীবালা। আমি কি করি?

পশুপতি। যোপার বাড়ী থেকে কাপড় ধপ্‌ধপে হয়ে কেচে এলো। তুমি সে কাপড় আবার পাট ভেঙে জলে কেচে আন কেন? তা'তে কি কাপড়গুলো আরো পরিষ্কার হয়,

না ধপ্ ধপ্ করে? একি তোমার বাতিক-পীড়া নয়? ঝি ঘর ঝাঁট দিলে, তুমি আবার অত কাষ ফেলে সে ঘর ঝাঁট দাও কেন? এ কি তোমার মনের পীড়া নয়? ছেলেগুলো খিদেতে ছট্‌ফট্ ক'রতে লাগলো, দুটি ভাত পেলে তারা খেয়ে বাঁচে; তুমি তখন সাত-বার গা ধোবে, ঠাকুর-ঘরে আধ ঘণ্টা গড় ক'র্‌বে; বাম্‌নের পা'র ধূলা নেবে, বাজার এলে সাতবার তরিতরকারি ধোবে, তবে ভাত রাঁধ্‌বে। তাতে কি আর সংসার চলে? সংসার যে শীঘ্র উৎসন্নে যায়! আমাদের পরের চাক্‌রি, পরের মন যোগাতে হবে। তাতে সংসারে অত খুটি-নাটী, অত পিট্ পিট্ কর্‌লে কি চলে?

ননীবালা। তা বলে কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ত্যাগ ক'র্‌বো? তীর্থ কর্‌বো না, পুণ্য কর্‌বো না, গঙ্গাস্নান কর্‌বো না, চুপটি করে ঘরে বসে থাক্‌বো, আর তোমাদের কায করবো?—ভাত রাঁধ্‌বো?

পশুপতি। তুমি জান ননি, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম মস্ত সনাতন ধর্ম্ম। এতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্বর্গ-ফল সবই আছে। হিন্দুগৃহ পবিত্র দেবালয়। এখানে শ্বশুর, শাশুড়ী স্বামী, ভাসুর, দেবর, বালক-বালিকাগণ বধূদিগের সেব্য। বধূগণ সকল কাজ ফেলে তাদের সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বে। তাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখ্‌বে। বধূরা গৃহলক্ষ্মী, চাঁদের হাট, তা'রা সর্ব্বদা হাসিমুখে কায কর্‌বে। এই হ'ল আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মের সার উপদেশ। শিশুগণ সর্ব্বত্রই দেবতা। এই শিশুদিগের প্রতি যা'রা অযত্ন করে, তা'রা ঘোর দেবদ্রোহী। তাহাদের কোন পুণ্য নাই।

ননী। তুমি ত অনেক কথা বল্লে। আমি আমার ছেলেদের যত্ন করি না? তাদের জন্যে ভাবি না?

পশুপতি। ভাব্‌বে না কেন? ভুল ভাব; উল্টো বোঝো। তুমি যাও ভাল ক'র্‌তে, হয়ে দাঁড়ায় মন্দ! তোমার মন ভাল হলে কি হবে? বুদ্ধিটা ত চাই। বুদ্ধি না থেকে, ভাল মনে কি হ'তে পারে? বুদ্ধি বড় জিনিস, জান ননীবালা? এই বুদ্ধিতেই জগৎ চ'ল্‌চে। যেখানে বুদ্ধি নাই, সেখানে সব গোলমাল, অন্ধকার, বিপদ্!

ননী। আমাদের কি বুদ্ধি নেই? আমরা কি জানোয়ার?

পশুপতি। জানোয়ার নয় সত্যি। তোমাদের মানুষের মত হাত, পা মুখ, চোক, কাণ, সবই আছে; কিন্তু বুদ্ধিটা বড় কম।

ননী। কেন?

পশুপতি। নয়? এই দ্যাখ, বিলাতে, ফ্রান্সে, সমগ্র ইউরোপে এবং আমেরিকায় মেয়েরা কতদূর উন্নত। তা'রা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পায়, তাহারা পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে খাটে; তাদের সঙ্গে সমান ভাবে; গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করে। তা'রাই যথার্থ পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গী হ'বার উপযুক্ত। তা'রাই যথার্থ পুরুষের জীবন-ভার বহনের সহায়তা করে। আমাদের দেশে কি?—মেয়েরা কেবল মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রতে পারে; কতকগুলা ভুল বুঝা অনাচারকে আচার বলে তর্ক কর্ত্তে পারে। সে তর্কে স্বয়ং বৃহস্পতিরও তাদের কাছে হার মান্‌তে হয়।

তা'রা কতকগুলো উপোস তীরেস ক'রে

শরীর ক্ষয় ক'রতে পারে; বাহিরের বায়রামকে ঘরে ডেকে আন্‌তে পারে; ডাক্তার-কবিরাজের পূর্ব্বজন্মের ঋণ শোধ করাতে পারে; বেচারা গৃহস্থকে ঋণগ্রস্ত করিয়ে বিপন্ন কর্‌তে পারে! আর কি?

ননীবালা। আমাদের দেশে এতদিন যে এত স্ত্রীলোক ছিল, তারা কি সকলেই বোকা ছিল? কেউ কি ঘরকন্না ক'র্‌তো না, না, সংসারধর্ম্ম ক'র্‌তো না?

পশুপতি। সে-সব কথা ছেড়ে দাও। সে সব পুরাকালের কথা ছেড়ে দাও। তা'দের মত তোমাদের শরীরের বা মনের জোর কা'র আছে? তোমরা ত সব চিনির পুতুল! একটু জলে গলে যাও? তোমাদের পদার্থটা কি আছে? তোমরা এক একটা রোগের পুঁটুলি বৈ ত নয়!

ননীবালা। খুব বলে নিচ্ছ! আচ্ছা, তবে আমাদের কি ক'র্‌তে বল?

পশুপতি। তোমাদের শিক্ষা আবশ্যক, যা'তে তোমাদের শারীরিক ও মানসিক বল বাড়ে এবং তোমরা মানুষ হয়ে মানুষের মত সব কাজ ক'রতে পার।

ননীবালা। (হাসিতে২) আমি ত বুড় হয়ে পড়েছি, আমার এখন আর কি শিক্ষা হবে?

পশুপতি। শিক্ষার কি বয়স ধরা আছে? লোকে সব সময়ে শিক্ষা কর্‌তে পারে; জ্ঞান-লাভ কর্‌তে পারে। আমেরিকার লোকে-দের উন্নতি শুন্‌লে তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হবে। তারা কি ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মদ সকলেই লেখা-পড়া, নানারকম ব্যবসায়ের কাজ-কর্ম্ম ইস্কুলের মত শিক্ষা করে। মেয়েরা উকিল ব্যারি-ষ্টার, অ্যাটর্ণি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রোফে-সর, সবই হয়। তারাই এই বর্ত্তমান যুগের সভ্যজগতের সমক্ষে উন্নতিশীলা ও বরণীয়া। তা'রা সংসারের খুটিনাটি হ'তে রাজকার্য্য পরিচালনের ভারবহনেও সমর্থ; জুতা-পড়া হ'তে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত ক'র্‌তে পারে। তা'রা তোমাদের মত সামান্য লোকের নিন্দায় বা প্রশংসাবাদে গলে যায় না, বা ফুলে উঠে না। তা'রা কর্ত্তব্য কাষ বুঝে।

ননীবালা। আমরা কি আমাদের কর্ত্তব্য কায বুঝি না?

পশুপতি। (ননীর দিকে চাহিয়া) আর মুখ নেড়ো না, ঢের হয়েছে! তোমার বিদ্যাবুদ্ধি-ক্ষমতার দৌড় সব বুঝ্‌তে পারা গেছে! এখন চুপ্‌টী করে ঘুমাও, রাত হয়েছে। যে কথাগুলি বল্লাম, যেন মনে থাকে। আর সকাল ২ ছ'টি করে ভাত দিও, যেন আর জরিমানা না হয়, চাকুরিটা বজায় থাকে।

ননীবালা লজ্জিতা হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

নিবেদন।

আমারে রাখিয়া আমি দূরে কোথা ফেলে,
মিশে যাই যেন তব চরণ-তলে!
সংসারের যশ মান, চাহে না এ দীন প্রাণ,
থাক্ দৈন্য অপমান, মরত-ধূলে!
আমি যেন মিশি পদে, আপনা ভুলে!
আমি শুধু চাহি নাথ, তোমার জগতে
আপনা বিলায়ে দিতে, তোমার প্রেমেতে!
তোমার রবি ও শশী, তোমার জ্যোছনা হাসি,
তোমার আনন্দবহ স্নিগ্ধ সমীরণ,
প্রণমি পূজিতে ভরি' সারা প্রাণ মন।
চাহি না ঐশ্বর্য্য-ভার—দম্ভের সম্বল,
চাহি না ভোগের বাঞ্ছা—অন্তর্দ্ধ গরল!
তোমার কাজের তরে, যা দিবার দিও মোরে,
চাহি না ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল;
—যদি দাও প্রাণে তৃপ্তি, বুকে দাও বল।
প্রেমে ধর্ম্মে সেবা-কর্ম্মে জুড়ি দুটি হাত
কাটায়ো দীনের দিন, ওগো দীননাথ!
ক্ষুধিতের ক্ষুধা-নাশে, শ্রান্তি যেন নাহি আসে,
আর্ত্তের সেবায় করিবারে দেহপাত
হৃদয়ে হৃদয়বত্তা, দাও হৃদি-নাথ!
সংসারের দুঃখ-শোক-তাপে সব ক্ষণ
জাগে যেন চিত্ত মাঝে ও দু'টি চরণ!
সকল ব্যথার ঘাতে শুধু তব মুখ চেয়ে
হইবারে আত্মহারা আনন্দে মগন—
অন্তরে অমৃতালোক দাও, নারায়ণ!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ন বিক্ষেপো ন চৈকাগ্র্যং নাতিবোধো ন মূঢ়তা।
ন সুখং ন চ বা দুঃখমুপশান্তস্য যোগিনঃ ॥১০॥

যে যোগিপুরুষ সঙ্কল্পবিকল্প-ত্যাগপূর্ব্বক শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার চাঞ্চল্যও নাই, একাগ্রতাও নাই; অতিবোধও নাই, মূঢ়তাও নাই, সুখও নাই, দুঃখও নাই। ১০।

স্বারাজ্যে ভৈক্ষ্যবৃত্তৌ চ লাভালাভে জনে বনে।
নির্ব্বিকল্পস্বভাবস্য ন বিশেষোঽস্তি যোগিনঃ ॥১১॥

যিনি সঙ্কল্প ও বিকল্প ত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ যোগীর স্বর্গরাজ্য ও ভিক্ষাবৃত্তি, লাভ ও ক্ষতি, জনসমাজ ও অরণ্যরাজ্য, এই সকলে কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না। অর্থাৎ সাংসারিক বুদ্ধিতে লোকে যাহাকে উৎকৃষ্ট বস্তু বলে, তাহার লাভে যোগীর কোনো প্রকার হর্ষ উপস্থিত হয় না, বা নিকৃষ্ট বস্তুর সংযোগেও কোনরূপ দুঃখ হয় না। কারণ, পরিপূর্ণভাব আত্মস্বরূপ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কিছুতেই হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণকে ত্যাগ করিলেই, তাদৃশ আত্মস্বরূপ অতিসুখলভ্য। ১১।

ক ধর্ম্মঃ ক চ বা কামঃ ক চার্থঃ ক বিবেকিতা।
ইদং কৃতমিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥১২॥

'ইহা অনুষ্ঠিত হইল', 'ইহা অনুষ্ঠিত হইল না', এইপ্রকার বিরোধিধর্ম্মযুগলের গতী যিনি

অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ পূর্ণস্বভাব আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি-নিবন্ধন যাঁহার কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কিছুই নাই), তাঁহার পক্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কিছুই কিছু নহে। ১২।

কৃতাৎ কিমপি নৈবাস্তি ন কাপি হৃদি রঞ্জনা।
যথা জীবনমেবেহ জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৩॥

জীবন্মুক্ত যোগীর কিছুই কর্ত্তব্য নাই, তাঁহার হৃদয়ে কোনপ্রকার বিষয়ানুরাগও নাই। কিন্তু তথাপি প্রারব্ধানুসারে তাঁহার জাগতিক জীবন অতিবাহিত হয় (অর্থাৎ তিনি জীবনধারণের জন্য স্বয়ং কোনপ্রকার অনুষ্ঠান, চেষ্টা বা প্রযত্ন করেন না ; কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের বেগানুসারে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটে। ১৩।

ক্ব মোহঃ ক চ বা বিশ্বং ক্ব তদ্ধ্যানং ক্ব মুক্ততা।
সর্ব্বসঙ্কল্পসীমায়াং বিশ্রান্তস্য মহাত্মনঃ ॥১৪॥

সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের অতীত অবস্থা যে মহাত্মা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মোহ কোথায়, বিশ্ব তাঁহার পক্ষে কোথায়, বিষয়-বাসনা তাঁহার কিরূপে সম্ভবে, এবং মুক্তিই বা তাঁহার পক্ষে কি হইতে পারে ? (এ-সকলই সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করে। যাঁহার সঙ্কল্প নাই, তাঁহার এইসমস্ত কিরূপে সম্ভবে ?)। ১৪।

যেন বিশ্বমিদং দৃষ্টং স নাস্তীতি করোতু বৈ।
নির্বাসনঃ কিং কুরুতে পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥১৫॥

যিনি জগৎকে বাসনার দ্রব্যরূপে দেখেন, তিনি সেই দর্শন-নিরোধের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু যিনি বাসনাশূন্যতাবশতঃ কিছু দেখিয়াও দেখেন্ না, তাঁহার কি কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে ? ১৫।

যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিং চিন্তয়তি নিশ্চিন্তো দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি ॥১৬॥

যে পুরুষ পরব্রহ্মকে নিজ হইতে ভিন্ন মনে করে, সে "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করুক্ ; কিন্তু যিনি দ্বিতীয় কিছুই দেখেন্ না, তিনি চিন্তাশূন্য হইয়া কি চিন্তা করিবেন্ ? ১৬।

দৃষ্টো যেনাত্মবিক্ষেপো নিরোধং কুরুতে হ্যসৌ।
উদারস্তু ন বিক্ষিপ্তঃ সাধ্যাভাবাৎ করোতি কিম্ ॥১৭॥

যে পুরুষ অন্তঃকরণের বিক্ষেপ অবলোকন করে, সে তাহার নিরোধের চেষ্টা করিতে পারে। (কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অন্তঃকরণ বা তাহার বিক্ষেপ কিছুই নাই।) অতএব উদার ব্রহ্মভাবনাকারী বিক্ষিপ্তই হইতে পারেন্ না। সুতরাং সাধনাদ্বারা প্রাপ্যবস্তুর অভাব-নিবন্ধন, তিনি কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন ? (১৭)

ধীরো লোকবিপর্য্যস্তো বর্ত্তমানোঽপি লোকবৎ।
ন সমাধিং ন বিক্ষেপং ন লেপং স্বস্য পশ্যতি ॥১৮॥

লৌকিক বিপর্য্যাসভাব বা বিক্ষেপ যাঁহার নাই, এতাদৃশ ধীর পুরুষ সংসারী লোকের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিলেও, নিজের সমাধি, বিক্ষেপ, আসক্তি কিছুই দেখেন্ না। (সংসারে ত্রিবিধ লোক আছেন্ :—উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অধম। উৎকৃষ্টব্যক্তিগণ সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ;—নিয়ত যম, নিয়ম, সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠানে রত। মধ্যম ব্যক্তিগণ রাজসিক-প্রকৃতি ;—নানাকর্ত্তব্যসাধনার্থ আকুলচিত্ত,—বিক্ষিপ্ত। অধম ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার মোহময় বন্ধনে

আসক্ত, জড়ীভূত। গুণাতীত ধীরব্যক্তিও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এই তিনের এক অবস্থায় আসীন। কারণ, গুণময়ী ব্যাবহারিক দৃষ্টি এই তিন ব্যতীত কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু বস্তুতঃ ধীরব্যক্তির অবস্থা সমাধি, বিক্ষেপ ও আসক্তি, এই তিনের অতীত এক অনির্ব্বচনীয়-ভাবময়ী)। ১৮।

ভাবাভাববিহীনো যস্তৃপ্তো নির্ব্বাসনো বুধঃ।
নৈব কিঞ্চিৎ কৃতং তেন লোকদৃষ্ট্যা

বিমূর্ষতা॥ ১৯॥

যে ধীরব্যক্তি নিত্য আত্মানন্দরসে তৃপ্ত—পরিপূর্ণ, ভাবাভাবের অতীত—বাসনাশূন্য, তিনি লোকদৃষ্টিতে বিকারপ্রাপ্ত হইলেও বাস্তবিক কিছুই করেন্ না। (কেন না; তাঁহার অভিমান নাই। লোকে নিজের উপমায় অন্যের কার্য্যের সমালোচনা করে; এজন্য গুণাতীত ব্যক্তির কার্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজের ভাব তাঁহাতে আরোপিত করে।)। ১৯। (ক্রমশঃ)

শ্রীবেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

ভ্রাতৃভাব।

নিঃস্বার্থতা-দেবতার হইল বাসনা
ভ্রাতৃবক্ষঃসমুদ্রের করিতে মথন,
হইলা উদারচিত্ত মন্দর তখন,
লইলা বাসুকিধর্ম্ম সুবৃত্তি আপনা ;—
উঠিল অমৃতরূপী স্নেহ নিরমল
কিবা প্রাণসঞ্জীবন মধুর শীতল !

স্বার্থান্ধের অভিলাষ করিল ভূপন
সুধা আশে ভ্রাতৃবক্ষঃ-মথনে আবার,
লইলা সঙ্কীর্ণচিত্ত মন্দরের ভার,
কুবৃত্তি বাসুকিকর্ম্ম করিল গ্রহণ ;
তীব্র হলাহলরূপে বৈরিতা উঠিল,
বিশাল সংসার হায় ! নাশিতে যাইল।
কণ্ঠে সে গরল ধরে ভ্রাতৃভাব-ভোলা,
বিমুক্ত সংসার হ'ল অমৃতে উতলা !

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

পালামৌ-ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

আমরা ছেলেবেলায় শুনিয়াছিলাম, ছোট-নাগপুরে এমন জঙ্গল যে, অনেকস্থানে সূর্য্যের আলোক পর্য্যন্ত দেখা যায় না। পালামৌ ভ্রমণ করিয়া তাহা যথার্থই বুঝিতে পারিলাম। ডাল্টন্‌গঞ্জের ১৭ মাইল দূরে রাঁচির দিকে সাতবাঁরোয়া। পথে যদিও মধ্যে মধ্যে জঙ্গল এবং পাহাড় আছে, কিন্তু সে জঙ্গল ঘন নহে। সাতবাঁরোয়া হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কেড় নামে একটী পুলিশ আউটপোষ্ট আছে; তথায় একটী ক্ষুদ্র ডাকঘরও আছে। এই স্থানটিতে নিবিড় বন। কেড় সাতবাঁরোয়া

হইতে ৮ মাইল। এই আট মাইলের মধ্যে দুই তিনটি গ্রাম ভিন্ন আর লোকালয় নাই। মধ্যে একটী পার্ব্বত্য নদী আছে। কিন্তু তাহার গর্ভে বালুকা অপেক্ষা প্রস্তরই অধিক। ইহাতে বর্ষা এবং বৃষ্টি ভিন্ন জল থাকে না। আমরা অশ্বারোহণে তাহা পার হইলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পালামৌতে গাড়ী চলিবার মত রাজপথ নাই। আমরা কেড় যাইতে সাতবাঁরোয়া হইতেই রাজপথ ত্যাগ করিলাম। ইহার পর বনবিভাগের হাঁটা পথ, যাহাকে ইংরেজীতে 'ফুট্‌ট্র্যাক' বলে। পালামৌর অনেক রাস্তাই বনবিভাগের। অনেক স্থলেই বনবিভাগের এবং চৌকিদারী বাঙ্গালা আছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কিংবা পাবলিক ওয়ার্কসের বাঙ্গালা অতিবিরল। চৌকিদারী 'বাঙ্গালা' অতিশয় অদ্ভুত। ইহা একখানি খোপার ঘর। তাহাতে একখানি ভাঙ্গা খাটুলি, একখানি ভাঙ্গা চেয়ার এবং একখানি ভাঙ্গা টেবিল। কোন জিনিষই চোরে লইবে না, এই বিশ্বাসেই বোধ হয়, বাঙ্গালার এই সব সাজ-সজ্জা। ইহার দরজাও প্রায় ভাঙ্গা। অনেকস্থলেই রাত্রিতে বাঘের ভয়ে বড় কাঠ দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতাম।

সাতবাঁরোয়া একটী বড় গ্রাম। এখানে দোকান-পাঠ আছে; অনেক লোকের বসতি; কিন্তু কেড় যাইতে যে-সকল গ্রাম দেখিলাম, তাহাতে ৫।৭ ঘর মাত্র লোকের বসতি। যতই কেড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, জঙ্গল ততই ঘনতর হইতে লাগিল। একদিকে জঙ্গল, অপরদিকে পাহাড়; তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র পথ। এই পথে আমি ক্ষুদ্র অশ্বে চলিয়াছি। সঙ্গে ২।৩ জন জিনিষ বহিবার কুলী, আমার পাঁড়ে এবং দুই একজন আরও সঙ্গী। বাঘেরা দয়া করিয়া আমাদিগকে অনেক-স্থলেই একপ্রকার ছাড়িয়া দিতেছিল। কারণ, পালামৌর জঙ্গলে ভীষণ কাঁটা আছে; তাহা দুর্ভেদ্য বলিলেও চলে। তাহাতে বাঘ একবার টানিয়া লইলেই আর নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

পালামৌর কুলী-কাহিনী অদ্ভুত। কুলী বলিলে কেহই বোঝা বহিবে না। আমরা মফঃস্বলে যাইবার পূর্ব্বে থানায় চিঠি দিতাম যে, আমার এতজন লোক আবশ্যক। পুলিশ বেগার ধরিয়া কয়েকজন লোক আনিয়া দিত। বেগার সকল জাতি হয় না। কোন্ কোন্ জাতির লোককে বেগার ধরা হয়, পুলিশ তাহা জানে। এই সকল লোকের ধারণা, তাহারা কুলী নহে। সরকার হইতে বেগার ধরিয়াছে, তাই তাহারা কি করে আর, বাধ্য হইয়া কুলী হইয়াছে। পালামৌর সর্ব্বত্রই 'কুলী' কিংবা 'মজুর' কথার ব্যবহার নাই। কুলীকে 'বেগারে' বলিয়া থাকে। বেগারী লোক প্রায় ৫।৬ মাইলের বেশী যায় না। পরে আবার স্থানীয় চৌকিদারকে বলিয়া বেগারি ধরিতে হয়। বেগারিকে ক্রোশে ১০ দিতে হয়।

বেগারি সুযোগ পাইলেই বোঝা ফেলিয়া পলায়ন করে। উহাদিগকে চোখে চোখে রাখিতে হয়। এমন কি মল-মূত্র-ত্যাগের সময়ও কাছে লোক রাখিতে হয়। কারণ, জঙ্গলে বোঝা ফেলিয়া পলাইলে বড়ই বিপদ্। এজন্য প্রায়ই দুই একজন বেশী বেগারি রাখিতে হয়। আমার একবার লণ্ঠন ফেলিয়া, দ্বিতীয় বার পেটারি ফেলিয়া পলাইয়াছিল। শেষবার সঙ্গে লোক ছিল

না। দৈবচক্রে পথে একটী লোক কিয়দ্দূর বহিয়া দেয়, নতুবা নিজকেই বহিতে হইত।

কেড় পৌঁছিয়া দেখিলাম, থানা এবং ডাকঘর ভিন্ন দুই তিন ঘর নিম্নশ্রেণীর লোকের বাসমাত্র। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই নিবিড় জঙ্গল। বহুদূর দৃষ্টি চলে অসীম বন ভিন্ন আর কিছুই নাই। বঙ্গমধ্যে থানায় এক রসির মধ্যে আসিয়া চরিতেছে! এখানে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে দূরবর্ত্তী হাট হইতে আবশ্যক মত জিনিষ আনিতে হয়, নতুবা কিছুই পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত দে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।—আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গজননী তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত সন্তান হারাইলেন। ছাত্রাবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দর আপনাকে যেরূপ কীর্ত্তিমান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরেও তিনি স্বার্থত্যাগ, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবায় আপনার শক্তি নিয়োগে আপনাকে যশস্বী করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনি বহুকাল সম্পাদক এবং জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটী দিন উহার সভাপতিও ছিলেন। তিনি অতিশয় সুলেখক ও সাধুচরিত্র ছিলেন। জর্ম্মন ভাষায় অনূদিত তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জর্ম্মনদেশীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও তাঁহাকে সম্মান প্রদানে কুণ্ঠিত হন্ নাই। বিজ্ঞানে দেশবাসীর হৃদয় আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মৌলিক গবেষণাপূর্ণ সরল প্রবন্ধ-সকল, তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ প্রভৃতির জন্য, যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন তাঁহাকে দেশবাসী কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করিবে। বিধাতা তাঁহার আত্মার উন্নতি ও শান্তি বিধান করুন্।

নগর-নির্ম্মাণ।—বঙ্গীয়-গবর্ণমেণ্ট ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ নগর-নির্ম্মাণ-বিষয়ক একখানি বিল উক্ত গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিয়াছেন।

তীর্থ-যাত্রীদিগের স্বাস্থ্য।—বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশস্থ তীর্থক্ষেত্র-গুলির যাত্রিসমূহের স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধানবিষয়ক একখানি বিল ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনার্থ পাঠাইয়াছেন।

বিজয় পদক।—অষ্ট্রেলিয়ার বিজয়োৎসব উপলক্ষে তথাকার বালক-বালিকাদিগকে ১৫ লক্ষ বিজয় পদক বিতরণ করা হইবে। উহাতে লিখিত থাকিবে—"স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তির জয়, ১৯১৯"।

বিনা সুদে ধার।—মুলতানের প্রসিদ্ধ ধনী শেঠ প্রভুদয়াল ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ৩ লক্ষ টাকা বিনা সুদে ধার দিয়াছেন্। আফগান যুদ্ধ শেষ হইলে যতকাল পরে খুসী গবর্ণমেণ্ট এই টাকা শোধ করিবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

পরের জীবন হইতে দৃষ্টি ফিরাও।

এই পৃথিবীতে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগেরই মধ্যে একশ্রেণীর লোক পরের জীবনে উঁকি মারিতেই ব্যস্ত ; পরের জীবনের খুটিনাটি লইয়াই এরূপ চিন্তামগ্ন, পরে কি করিল, কি বলিল, কি ভাবিল, কি পাইল, এই লইয়াই এরূপ ভাবে জীবন কাটাইতেছে যে, নিজের জীবনে উঁকি মারিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার সময় তাহাদের নাই ; নিজের কি আছে, নিজে কি করিতেছে, কি বলিতেছে, কি পাইতেছে, তাহা ভাবিবার তাহাদের অবসর নাই। পরচর্চ্চায়, পরের জীবনালোচনায় তাহারা দিবারাত্র সম্পূর্ণ নিমগ্ন ও নিরন্তর অন্তর্জ্বালায় বিদগ্ধ ;—শান্তি নাই, স্বস্তি নাই। খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে, দৈনন্দিন কর্ম্মসাধনকালে সর্ব্বদাই অপরের কাজ, অপরের বাক্য, অপরের আচরণ স্মরণ করিতেছে, মনে মনে তৎসম্বন্ধে কত কল্পনা করিতেছে, অন্যের সহিত তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতেছে ! এই শ্রেণীর লোকের আচরণ ও কথাবার্ত্তা দেখিলে ও শুনিলে, অনেক সময় মনে হয়, যেন তাহারা বুঝি, ঐ সকল ব্যক্তির জন্য দায়ী ? কিন্তু "অমুক ব্যক্তি এই প্রকার, অমুক অন্য প্রকার, অমুক এই বলিয়াছে, অমুক এই করিয়াছে, অন্য অমুক তাহাতে এই বলিল'—এই প্রকার বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কি কোনও লাভ হয় ? অন্তিম দিনে, যেদিন এই শস্যশ্যামল, ঐশ্বর্য্যশালী মরলোক পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য জ্ঞানাতীত লোকান্তরে মানব চলিয়া যাইবে, তখন কি তাহার সেই গতি, 'পরে কি করিয়াছিল, কি বলিয়াছিল,'—তাহার দ্বারা নিরূপিত হইবে ? না, সেই মানবটী স্বয়ং যাহা করিয়াছিল, যাহা ভাবিয়াছিল, তাহার দ্বারাই নিরূপিত হইবে ? ঋষিরা বলিয়াছেন,—"শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবম্। কর্ম্মজা গতয়ো নৃণা-মুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥—অর্থাৎ "মানসিক, বাচিক ও কায়িক, এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার কর্ম্মজনিত গতি হয়"। "একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে। একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এব তু দুষ্কৃতম্॥" —মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী মৃত হয়, একাকী স্বীয় সুকৃতিফলভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি-ফলভোগ করে। অতএব মানুষ যদি নিজের জন্য নিজেই দায়ী, তবে সে অপরকে লইয়া এত ব্যস্ত কেন ? অপরকে লইয়া সে এত জড়াইতে চাহে কেন ? যখনই মানবের এই পরজীবনানুসন্ধিৎসু-প্রকৃতি প্রবল হইবে, তখনই কি সে আপনাকে এই বলিয়া সতর্ক করিবে না ?—'রে মূঢ়, রে নির্ব্বোধ মন, পরের জীবনে উঁকি মারিতে তোমার এত অভিলাষ কেন ? পরের কার্য্য দেখিতে তুমি আপনাকে ভুলিয়া যাও কেন ? পরের কাজ দেখিতেই ও তাহার সমালোচনা করিতেই কি তুমি জগতে আসিয়াছ ? তুমি কয়জন পরকে দেখিতে পার ? তুমি যে অতিক্ষুদ্র নিজেকে দেখ, নিজেকে দেখ। সকলকে দেখিবার জন্য তোমার ব্যস্ততার আবশ্যকতা নাই। সকলকে দেখিবার জন্য একজন আছেন ;—সেই বিধাতাপুরুষ

সকলকেই জানেন্। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের বৃহৎ হইতে বৃহত্তম, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম বস্তুর কার্য্যকলাপও তিনি সুবিদিত। কি প্রোজ্জ্বল রবিকিরণে, কি অমাবস্যার সূচী-ভেদ্য অন্ধতমসে অনুষ্ঠিত কোনও কার্য্যই তাঁহার দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি প্রত্যেকের প্রত্যেক অবস্থা জানেন্। প্রত্যেকের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেকের প্রত্যেক ইচ্ছা, প্রত্যেক অভিলাষের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি—এই সকলেরই সূক্ষ্মতম গতি তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন।" আমরা অপরের কার্য্য দেখিয়া, তাহার বাহ্য ভাবভাব দেখিয়া, আপনার কার্য্যাদির সহিত আপনার মানসিক ও বাহ্য ভাব চিন্তা করিয়া এবং তাহার সহিত অপরের ঐসকল অভিব্যক্তির তুলনা করিয়া অপরের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করি, কিন্তু বহুস্থলেই আমাদিগের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও বিকৃত হইতে পারে। কিন্তু বিধাতার এ-সকল কিছুরই প্রয়োজন হয় না। অণু পরমাণুও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত নহে;—সকলেই তাঁহার শাসনে সুশাসিত, তাঁহার নিয়মে নিয়মিত—বিধানে বিধৃত। আমাদের সকলেরই স্রষ্টা তিনি। সুতরাং, আমরা যাহা করি, যাহা বলি, যাহা ভাবি, সকলই যেন তাঁহাতে সমর্পণ করি এবং চিত্তের অশান্তি ও অসন্তোষকে দূরে পরিহার করিয়া তথায় শান্তি রক্ষা করিতে যত্নবান্ হই। মানুষ মানুষের নিকট আত্ম-ভাব, আত্মকার্য্যাদি গোপন করিতে পারে, সে ভাবিতে পারে, 'আমি সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু মানবকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইলেও, ঈশ্বরকে প্রতারিত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। যে-ব্যক্তি পরকে লইয়াই ব্যস্ত, শত উপদেশেও যে বধির, সে তাহার স্বপথই অনুসরণ করুক;—সময় আসিবেই আসিবে, যখন তাহাকে ফিরিতেই হইবে।

পরজীবনে আর এক প্রকার দৃষ্টি আছে, তাহা এই:—'আমার নাম বিশ্ববিখ্যাত হউক্, বিশ্বজনের মুখে আমার নামসাধনে উচ্চারিত হউক্; আমি বহুব্যক্তির আন্তরিক সৌহার্দ্দ লাভ করি, আমি গোপনে গোপনে সকলের হৃদয়ের প্রেম লাভ করি, সকলের হৃদয়কে অধিকার করি।' এই প্রকার আকাঙ্ক্ষায় বশীভূত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে। এই সকল বস্তুই চক্ষুসতা উৎপাদন করে, হৃদয়াকাশ ঘনীভূত করিয়া দেয়।

এই সকল পরিত্যাগ করিয়া বিধাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সজাগ হইয়া তাঁহার আগমন পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে, সমুদয় হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে; তাহা হইলে তিনি আপনিই তাঁহার বাণী শুনাইবেন্; অথবা যাহা ঘোর তমসাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, তাহা উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আর অপরের পানে চাহিতে হইবে না,—পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্যোতিঃতে মানব আপন পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু ইহার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সজাগ ও সতর্ক হইয়া ভগবানের নিকট অকপট প্রার্থনা করিতে হইবে এবং সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদাই বিনীত-মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত—

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩১ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চূণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকালস্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

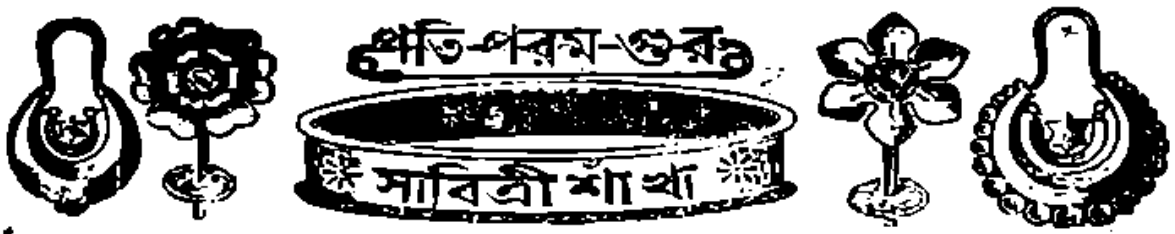
কিলবরণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং কেয়ারলি প্লেস্, কলিকাতা।

সহস্র দৈহিক সৌন্দর্য্য

সত্ত্বেও রমণী কুরূপা হয় কিসে, তাহা জানেন্ কি? এক অলঙ্কারের অভাবেই তাঁহার সে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরাশির যেন কিছুতেই স্ফুরণ হয় না। অমার অন্ধকার রজনীতে কোটী কোটী তারকামালা-খচিত সুনীল নভোমণ্ডল যেমন একমাত্র শশধর-বিরহে ঘন-তিমিরাবৃত থাকে, দৈহিক অন্যান্য সৌন্দর্য্যও তেমনই একমাত্র অলঙ্কার অভাবে মলিন হইয়া যায়। সেই অলঙ্কারে পান থাকিলে গৃহস্বামীর মর্ম্মপীড়ায় যথেষ্ট কারণ হয় না কি? এখন হইতে পান-মরা আদৌ বাদ যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার ফেরৎ দিলে, আমরা উহাতেই নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব। স্বর্ণের দরুণ এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। কেবল মজুরীর টাকা আপনাকে ক্ষতি-স্বীকার করিতে হইবে।



মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্, ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেকলেস।

মণিলাল কোংর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসাবলী।

জীবন-সংগ্রাম

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শস্য-শ্যামলা বাঙ্গলার কি অবস্থা ছিল, তৎকালীন বঙ্গসমাজ ও বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকলাপ যদি জানিতে চান্, তবে ইহা পাঠ করুন্। এগ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। মূল্য ১।০ সিকা।

আমার ভ্রমণ

লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, দেরাদুন মুসৌরী হরিদ্বার —ইত্যাদি বিখ্যাত বিখ্যাত স্থানগুলি গ্রন্থকার স্বয়ং পর্য্যটন করিয়া ইহা গল্পচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা এত সুন্দর যে অল্প শিক্ষিতা মহিলারাও অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন। মূল্য ১।০

মানব চিত্র

হিন্দুর জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা ইহাতে উপন্যাস আকারে বর্ণিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠিবে। মূল্য ১।০ সিকা।

সংসার-চিত্র

কয়েকটী ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন্। প্রত্যেক গল্পই শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক। মূল্য ১।০ সিকা।

সমস্ত পুস্তকগুলি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গুরুদাস বাবুর লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক্ রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।



জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাচের সমস্ত গন্ধদ্রব্য হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন্। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা ভি পিতে ১৷৵৹, তিন শিশির মূল্য ২৷৹, ভি পিতে ২৷৶৹

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

সেবনীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৷৹ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷৵৹ আনা।

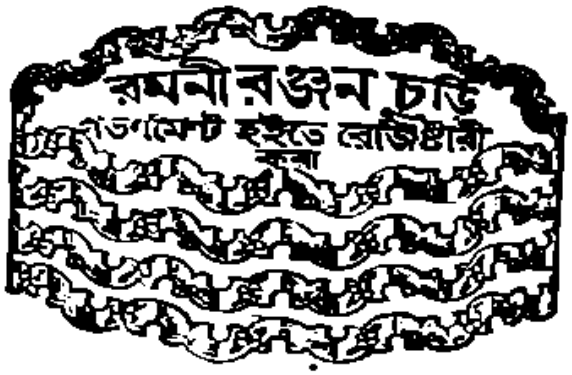
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভাবনীয় ব্যাপার! রমণীরঞ্জন চুড়ি। অলঙ্কারের যুগান্তর।

মায়াপুরী মেটেল প্রস্তুত।



মায়াপুরী মেটেল প্রস্তুত।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এ পর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্য কোনও ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিক্যালের কিম্বা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা।

"মায়াপুরী মেটেলের" লক্ষ লক্ষ প্রশংসাপত্রের মধ্যে একান্ত স্থানাভাবে কেবল কয়েকখানি মাত্র প্রকাশিত হইল।

সংবাদপত্রের মতামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"মায়াপুরি মেটেল" আবিষ্কৃত হইবার পর সমস্ত সংবাদপত্রে ইহার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। স্থানাভাবে কয়েকখানি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"হিতবাদী" সংবাদপত্র। • • দেখিতে ঠিক সোনার চুড়ির মত • • বহুদিন ব্যবহারেও রং নষ্ট হইবে না। কারণ ইহা গিলটি নহে, ধাতু বিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত।

"প্রজাবাসী" সংবাদপত্র। • • মায়াপুরি মেটেলের অলঙ্কারের রং চিরদিন স্বর্ণের ন্যায় থাকিবে। কখন পালিস নষ্ট হইবে না। ইহাদের কারবারে প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা নাই।

"বসুমতী" সংবাদপত্র। • • আর কেহই এই পূজার সময়ে বিলাতী চুড়ি কিনিবেন না। ইহাদের গহনার রং চিরস্থায়ী বলিলেও হয়। ইহাদের সোনার জিনিষগুলিও সুন্দর হইতেছে।

দৈনিক পত্র "সন্ধ্যা" পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইহাদের গহনার রং বহুকাল স্থায়ী ইহাদের কাছে ঠকিবার ভয় নাই; ইহাদের দোকানে মহাপূজার মহা ব্যাপার।

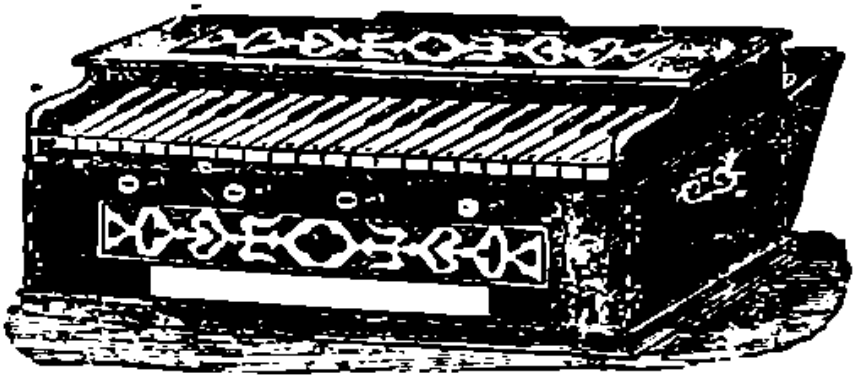
"হাওড়া হিতৈষী" সংবাদপত্র লিখিয়াছেন। ইহা অবশ্য গহনা নহে। আসল গিনির গহনা ইহাদের গহনার কাছে হার মানিয়াছে • গহনার রং বহুকাল স্থায়ী। জিনিষগুলি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

"সাক্সক" দৈনিকপত্র। চুড়ি বড় সুন্দর হইতেছে বিলাতী চুড়ি ও কেমিকেল গহনার পরিবর্ত্তে সকলেরই ইহাদের গহনা ব্যবহার করা উচিত।

এইচ, ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং, ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম

ভারতের সেরা।



যাঁহারা শরৎ ঘোষের হারমোনিয়ম ব্যবহার করেন, তাঁহাদের কোনরূপ ভুগিতে হয় না। সুর নামিয়া যাওয়া, কিঁ কিঁ করা, হাওয়া বাহির হওয়া প্রভৃতি ব্যারাম শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মকে ধরে না বলিলেই হয়। এই সকল গুণের জন্যই শরৎ ঘোষের হারমোনিয়মের এত আদর ও কাটতি।

3 Oct., Single Reed, 4 stops Rs. 20 & 25
„ Dble. „ 5 „ 35, 40 & 45
Other Varieties— from „ 50 to 300

হারমোনিয়ম-শিক্ষা Rs. 1 & 2
আসিবাবার গানের স্বরলিপি— 1-8

সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র, গ্রামোফোন, রেকর্ড, পিন প্রভৃতি আমরা বিক্রয় করি।

শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং, ৪নং ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

UP-TO-DATE
MUSIC HOUSE
Sarat Ghose & Co.'s
CALCUTTA

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত নূতন পুস্তক।

সৌধরহস্য—(উপন্যাস)—১৲ ; নির্ম্মাল্য—(গল্প-গ্রন্থ)—॥৶০ ; কেতকী—(গল্পগ্রন্থ) ৸০ ; সিল্ক বাঁধাই —১৲ ; স্পর্শমণি—(উপন্যাস)—২৲

প্রাপ্তিস্থান—২০১নং, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

"সেখ আন্দু"

মূল্য ১৷৷০

মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন :—".....সেখ আন্দু কর্ণবশে সোফেয়ারগিরি করিতেছে বলিয়াই সে ছোটলোক নহে,— তাহার বিদ্যাবুদ্ধি, তাহার সাহস ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বহু "ভদ্রলোকের"ই অনুকরণযোগ্য.....।" পরিচারিকা (কোচবিহার) :—"প্রবাসী' যখন এই পৌরুষ-কঠিন অথচ লাবণ্য-উদ্ভাসিত, সর্ব্বশরীর পেশীসবল পুষ্টসুন্দর বয়স্ক স্নিগ্ধ নির্ম্মলনয়ন কেশর-কোমল-কেশদাম-শোভিত স্বপত্নির আদর্শ, ভাগলপুরী মুসলমান্ যুবকটিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন, তখন অনেকেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-অনুরাগবশে তাহার সাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।" ● আন্দু-চরিত্রচিত্রীর সুনিপুণ হস্ত যারা অতিস্বাভাবিক সত্য, শিব, সুন্দর তাহাই অতিসতর্কতার সহিত মনোমদ চিত্রণে যেরূপ কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার, শ্রদ্ধার। পাকা লেখার পাকা পরীক্ষা তাঁহার সংঘাত-চিত্রগুলিতে। অবাধ অসম প্রেম চিত্রণে অঙ্গে যে ছলে নিন্দিত, আন্দুরচয়িত্রীর সেই চিত্রেই কৃতিত্ব।

তাঁহার চিত্রিত সজীব চিত্রগুলিআলোচনা করিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। 'বোর্ডিং'এ শিক্ষাপ্রাপ্ত, বড়লোকের বল্‌গাছাড়া কন্যা, চিত্তবৃত্তিপ্রবল-অতিসার—কর্ম্মী, সাহসী, পুষ্টসুন্দর, মমতাশীল, পুরুষোচিত সর্ব্বগুণযুত আন্দুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা,—জোৎস্নার প্রতি হীন ব্যবহার—দাদাজীর উদার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের প্রেম-গৌরবের অনিন্দ্য চিত্র—জোৎস্নার হৃদয়ের উদারতা, গভীরতা, গাম্ভীর্য্য—কোমলা দৃঢ়া জোৎস্নার সহিষ্ণুতা কত স্বাভাবিকভাবে 'আন্দুতে'চিত্রিত।—সর্ব্বোপরি ভগবানের পদে—তীর্থে—মঙ্গাময়ি শান্তি—প্রেমিক কিরূপে সোন "মরণের অবলম্বনে নিজেকে নিশ্চিন্ত শান্তিতে সার্থক করিয়া তুলে"—তাহার যথোচিত আলোচনা করিবার শক্তি আমাদের নাই।.....সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা 'আন্দুকে' গৃহে-গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে বুঝুন্—এই আমাদের প্রার্থনা।"

অতিরিক্ত বর্দ্ধমানাধিপের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তর্করত্ন, পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্র-কুমার কাব্যতীর্থ এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রশংসাপত্র আছে। পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান—MASTER KAMAL KUMAR NANDI, C/o Dr. N. M. Ghosh, Dhokra Sohid, Burdwan, এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১নং কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাহানা

শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক। কবিতাগুলি যেন নিজকণ্ঠের কোমল মধুবাণী-স্বরূপ। ভাষা ভাব অতিপ্রাঞ্জল। কাগজ ও ছাপা অতিসুন্দর। মূল্য চারি আনা মাত্র। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণকে কাচের-খেলনার পরিবর্ত্তে ইহা দিলে তাহাদের আমোদ ও উপকার দুই-ই লাভ হয়। প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, সরস্বতী। কেশবধাম, বেনাগুস সিটি।

বিজ্ঞাপন।

প্রবীন লেখক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষের প্রণীত নূতন পুস্তক "চিত্র" বাহির হইবে। আগামী ভাদ্রমাসে বাহির হইবে। ইহাতে, অন্তর্দ্দেশীয় সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের কয়েকটী ছবি সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সংস্থ বেঙ্গল ডিপজিটরী ও ২৫ নং রূপনারায়ণ নন্দনের লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা, ভবনে পাওয়া যাইবে। মূল্য ১।০।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১শ কল্প—৩য় ভাগ।

১৩২৫ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
অতিলোভে তাঁতি নষ্ট (গল্প)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	১৩৯, ১৪৯, ২৯৩
অনাদি গান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৮৮
অভাগিনী (গল্প)	শ্রীমতী সুষমা সিংহ	২৩০
অশ্রুজীবন (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	৫৩
অষ্টাবক্রগীতা	শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, বি, এল্, বিদ্যারত্ন	৪, ৭০, ৩৩৩, ৩৬৪
আকাঙ্ক্ষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জ্যোতিরীশচন্দ্র দাসবৈদ্য	২৫৮
আকাশ-পানে চেয়ে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্,	২৫১
আত্মবিসর্জ্জন (নাটক)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	২১৬, ২৪৪, ২৮৫, ৩১৫, ৩৪৪, ৩৮১
আঁধার সাঁঝে (কবিতা)	নরবেশ	৩০৯
আদর্শ (গল্প)	শ্রীমতী লতিকা দেবী	৩৫
আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি ?	শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু	৩২, ৭১
আষাঢ় (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	২৯৪
আবাহন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮৬
উন্মাদের আত্মকথা (কবিতা)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	৩৫৬
উনবত্রিতম মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকা-সমাজে উপদেশ	শ্রীমতী কামিনী রায়, বি, এ,	৩০৫
উষা-সঙ্গীত (স্বরলিপিসহ)	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৪১
ঐন্দ্রজালিক (রূপক)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী	২৬৮
ঔপন্যাসিকের বিপদ্ (গল্প)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	৩২২, ৩৬৬

বিষয়ক	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
কবিকুঞ্জ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	২৮৪
কবির আশীর্ব্বাদ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	৩৪
কাঙ্গালিনী (পদ্য)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৮
কুলবধূ *	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৭৮
৺কৃষ্ণভাবিনী দাস (জীবনী)	শ্রীমতী—	৩৫৭, ৩৭৬
কেন ? (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	২৪৮
গান	শ্রীযুক্ত দরবেশ	১৯১
গান	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	৩, ৬৮, ১২৬, ১৭৭, ৩১৩
গান—শারদোৎসবে	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	২০৯
গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৮, ৯৫, ১৩৪, ২২৩, ২৪১, ২৭৭, ৩৩০, ৩৮১
গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী উষাপ্রভা দাসী	২৬৭
ছয় ঋতু (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৬
জন্মদিনের গান	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	১৪৫
জীবন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অমল দত্ত	৫৪
জীবনদান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৩৩১
জ্ঞানীর প্রভাব	শ্রীমতী উষাপ্রভা দাসী	২৬৩
তপস্যা (উপন্যাস)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	১০৬
দয়া ...	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	২০৫
দেবদূরে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৮৪
দেবীর স্থান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৩০১
নমিতা (উপন্যাস) ...	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী...	২২, ৪৩, ৮৯, ১১৪, ১৪৩
নারী (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া গুপ্তা ...	৩৫৬

* ভ্রম-সংশোধন ১৭৬

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
নারীজীবন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	২৬২
নিরাশ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অমল দত্ত	২৩০
পরলোকগতা স্বর্ণপ্রভা বসু	শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার	৪৯
পাতিব্রত্য	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	১২৮, ১৬৫
পালামৌ-ভ্রমণ	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন	২৯৭
প্রতীক্ষা (কবিতা)	শ্রীমতী কিরণপ্রভা সেন	৬৯
প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১১২
প্রার্থনা-গীতি	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১
ভক্তিকণা	শ্রীযুক্ত	২৯৮
ভগিনীহীন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩০৩
ভাদ্রোৎসবের গান	রচয়িতা—শ্রীযুক্ত পুলকচন্দ্র সিংহ সুর—শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর মিত্র স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৪৪
ভাবনা-ভীতি নাই (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৩৪৪
মাতৃক্রোড়ে শিশু (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৩৬৮
মুদ্রাযন্ত্র কিরূপে জর্ম্মনদিগকে সাহায্য করে ?		২০৩
যেও না হেলায় চলে (কবিতা)	শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত	২২২
রূপার তরী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১
বঙ্গরমণীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী প্রভাতনলিনী দাসগুপ্তা	১৯১
বঙ্গসেনার প্রতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	৭৭
বরষা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১১৩
বর্ষাবরণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত গৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১২৭
বসন্তে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভবদেব মুখোপাধ্যায়	৩৪৩
বসন্তের গান (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৩৪
বাহিরে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৬৫
বিজয়া (গান ও স্বরলিপি)	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	১৯৪

বিষয়	লেখকলেখিকাগণের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
বিধাতার ভুল (গল্প)	শ্রীমতী লতিকা দেবী	১৯৭
বিয়োগ-বিলাপ (কবিতা)	শ্রীমতী বীরকুমারবধ-রচয়িত্রী	২৯২
বিরত (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	১২৬
ব্যথা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত মধেনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৫
শারদ প্রাতে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল্	৩৩৩
শোক-সংবাদ		৪০
সংক্ষিপ্ত নূতন-পত্রিকা		৩
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা		২৭৫, ৩৩২
সংবাদ		৭৬, ৩০৩
সদাচার	শ্রীযুক্ত	২২৬
সাধে বাদ (গল্প)	শ্রীমতী ননীবালা দেবী	৯, ৬০, ১৭৩, ১৭৮
সাময়িক প্রসঙ্গ		২, ১০৩, ১৩৭, ১৯৪, ২৭৬, ৩৫৫
৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		২৬৪
সেই পথে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভবভূতি বিদ্যারত্ন	৩১৪
সোনার বাংলাদেশ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	২৭০
স্ত্রীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	২১, ৭৪, ১৪৪, ২২৭, ২৫৯
হিন্দুর তীর্থনিচয়	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	১৫, ৫৫, ৯৭, ১৫৩, ১৮৪, ২১০, ২৫১, ২৭৯, ৩০৯, ৩৩৭, ৩৭১
হিয়ার বনে তোমার বেণু (কবিতা)	দরবেশ	২২৭

সীলেট চূণ।

সস্তার বিচার মূল্যের দ্বারা হয় না।
একমাত্র গুণের দ্বারা স্থির হইতে পারে।

সীলেট চূণের মূল্য আপাততঃ অধিক মনে হইলেও বাস্তবিক ইহা অতিসুলভ। এ চুণে যে কাজ করা যায়, তাহা শীঘ্র খারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। এ-সম্বন্ধে কাহারও আদৌ সন্দেহ নাই।

দেড় শত বৎসর ধরিয়া "সীলেট চূণ" সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ইহাই ইহার গুণের যথার্থ পরিচায়ক।

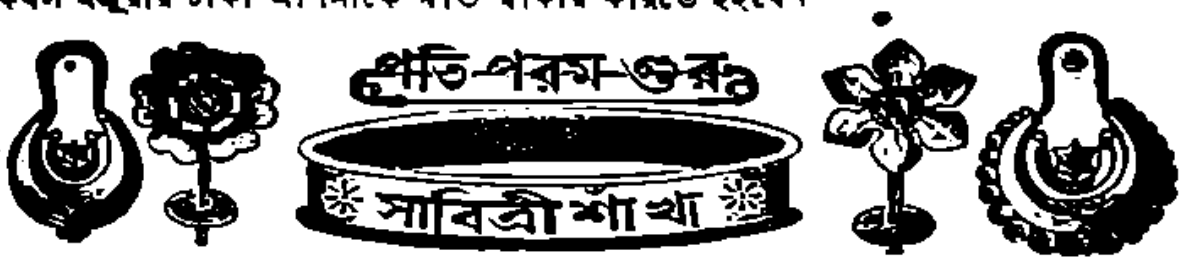
কিলবর্ণ এণ্ড কোম্পানী।

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—সীলেট লাইম কোম্পানী লিমিটেড।

৪ নং কেম্বারলি প্লেস্, কলিকাতা।

সহস্র দৈহিক সৌন্দর্য্য

সত্ত্বেও রমণী কুরূপা হয় কিসে, তাহা জানেন কি? এক অলঙ্কারের অভাবেই তাঁহার সে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরাশির যেন কিছুতেই স্ফুরণ হয় না। অমার অন্ধকার রজনীতে কোটী কোটী তারকামালা-খচিত সুনীল নভোমণ্ডল যেমন একমাত্র শশধর-বিরহে ঘন-তিমিরাবৃত থাকে, দৈহিক অন্যান্য সৌন্দর্য্যও তেমনই একমাত্র অলঙ্কার অভাবে মলিন হইয়া যায়। সেই অলঙ্কারে পান থাকিলে গৃহস্বামীর মর্ম্মপীড়ার যথেষ্ট কারণ হয় না কি? এখন হইতে পান-খরা আদৌ বাদ যাইবে না। আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার ফেরৎ দিলে, আমরা উহাতেই নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব। স্বর্ণের দরুণ এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। কেবল মজুরীর টাকা আপনাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে।



সাবিত্রী শাঁখা।

মণিলালের প্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।
প্লেন সাইজ, হাই পালিশ, রূপার উপর পাত-
মোড়া মূল্য ১৪৲ টাকা।

কাশ্মিরী মাকড়ী। ডবল থাকা কানের টাপ।

যুবতীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক কর্ণাভরণ। চুনী-পান্না পাথর সেট করা।
মূল্য ১৬৲ হইতে। মূল্য ১০৲ হইতে।

কুমারী মাকড়ী। সেফ্‌টী পিন।

ছোট ছোট মেয়েদের অপূর্ব্ব কর্ণাভরণ। "মনে রেখো", "সুখে থাক" ইত্যাদি নানা
মূল্য ৸৹ টাকা মাত্র। রকমের প্রস্তুত আছে। মূল্য ১৫৲ হইতে।

মণিলাল এণ্ড কোং,

জুয়েলার্স এণ্ড জেনারেল মার্চেণ্টস্, ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিগ্রাফ এড্রেস্—নেক্‌লেস। টেলিফোন নং ১৭৪।

দারুণ গ্রীষ্মে মাথা ঠিক রাখিবার একমাত্র উপায়

জবাকুসুম তৈল।



জবাকুসুম তৈল মাখিয়া স্নান করিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। কাজের সময় গলদ্ঘর্ম হইতে হয় না। জবাকুসুম তৈলের গন্ধ স্থায়ী। একবার মাখিলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুমের গুণে মুগ্ধ। মহিলাগণ কেশের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য আদরের সহিত নিত্য জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, ভি পিতে ১৷৶ তিন শিশির মূল্য ২।৹, ভি পিতে ২।৶৹।

সুরবল্লী কষায়।

রক্তদুষ্টির মহৌষধ।

সুরবল্লীকষায় সেবনে শরীরের দূষিত শোণিত বিশোধিত হয়। চুলকানি ও পারদ-জনিত নানারূপ ক্ষত প্রভৃতি কষ্টদায়ক রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

মেশীয় সালসা সেবনে পুরুষত্ব ও শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত থাকে। এই সালসা সেবনমাত্রই শরীরে নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়।

মূল্য এক শিশি ১৷৹ দেড় টাকা, ভি পিতে লইলে মোট ২৷৹ আনা।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণিলাল কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বাবু রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

জীবন—সংগ্রাম

অদ্যাবধি বাঙ্গলা ভাষায় এই প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পরিচয় এই যে, ছয় মাসের মধ্যে ইহার প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়াছিল।—তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকার বাড়িয়াছে—কিন্তু মূল্য বাড়ে নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে শস্য-শ্যামল বাঙ্গালার অবস্থা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-সম্বন্ধে যদি জানিতে চান, ইহা পাঠ করুন। মূল্য ১।৹

মানব চিত্র

পরজন্ম কি, জন্মান্তর-বাদ কি ইত্যাদি সমস্যা হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকার গল্পচ্ছলে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সাতকড়ির দুঃখপূর্ণ জীবনী পাঠ করিতে করিতে নয়ন করুণার অশ্রুতে আপনি পূর্ণ হইয়া আইসে। মূল্য ১।৹।

ভবরামের উইল

সংসারধর্ম্ম করিয়া শেষ বয়সে হিন্দু কি প্রকার উইল করিবেন—তাহা ভবরাম এই গ্রন্থে দেখাইয়া গিয়াছেন। গ্রন্থোক্ত চরিত্রগুলি অতি সুন্দর। বিরহীর বর্ণনা পাঠ করিয়া মানসী সম্পাদক বাবু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে, এই প্রকার প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গসাহিত্যে কোন পুস্তক নাই। মূল্য ১।৹

সংসার-চিত্র

গ্রন্থকার নিজের জীবনের কতকগুলি ঘটনা ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংসার-চিত্রের এক একটী গল্প এক একটী কোহিনুর। ইহার মৃত্যু-মিলন গল্পটী পাঠ করিয়া এক সংসারে পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহা তাঁহারাই শেষে গ্রন্থকারকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন। মূল্য ১।৹।

আমার ভ্রমণ

লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, দেরাদুন মুসৌরী হরিদ্বার—ইত্যাদি বিখ্যাত বিখ্যাত স্থানগুলি গ্রন্থকার স্বয়ং পর্য্যটন করিয়া ইহা গল্পচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা এত সুন্দর যে অল্প শিক্ষিতা মহিলারাও অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন। মূল্য ১।৹

আমার ডায়েরী

কমলাকান্তের উইলের পর এরূপ গ্রন্থ আর বঙ্গ-ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার নিজ ডায়েরীর কয়েকটী পৃষ্ঠা ইহাতে প্রকাশ করিয়াছেন। ঘটনাগুলি এত মধুর যে পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। মূল্য ১।৹

প্রাপ্তি স্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, এণ্ড সন্স
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।